(Convulsions) উৎপাদন করে। মস্তিষ্কের উক্ত প্রকারের অবস্থা ক্রমে মস্তিষ্কের কোমলতা বা কঠিনতায় পরিণত হইয়া শরীরের স্পর্শ জ্ঞান রহিত (Anæsthesia), পক্ষাঘাত, পেশীক্ষয়, শারীরিক এবং মানসিক শক্তির ক্ষয় বা হ্রাস হওয়া হেতু স্নায়ুশূল, মৃগীরোগ, অথবা উক্ত প্রকারের লক্ষণাক্রান্ত স্নায়বিক অসুখ প্রকাশ পায়। মূত্রকোষের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ মূত্রকোষের দানাযুক্ত অপকৃষ্টতা (Granular degeneration of the kidneys) হয় এবং তদ্দরুণই আল্‌বুমিনুরিয়া বা মূত্রকোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ (Bright's disease) নামক রোগ এবং অন্যান্য প্রকারের মৌত্রিক রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে সীসা জনিত শূল বেদনা বা চিত্র করের শূল বেদনা (Lead Colic or Painter's Colic) উৎপন্ন হয়, যাহার দরুণ অন্ত্রের কোলন (Colon) নামক অংশের সঙ্কোচনের উদ্রেক হইয়া উদরের মধ্যে ভয়ানক কষ্টদায়ক এবং আক্ষেপিক্ বেদনা অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ বর্ত্তমান থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। কোন বিষয় সহজে বুঝিতে অশক্তি; সকল বিষয়েই বৈরাগ্য (কস্, ফস্-আস্); স্মরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (আনাকার্ড্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স্-মস্ক্, মার্ক্, ফস্-আস্); কথা বলিবার সময় যথাযোগ্য শব্দ স্মরণ হয় না (ডাক্); সর্ব্বদা নিস্তব্ধ এবং বিমর্ষ ভাব; উগ্র বা এলো মেলো প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখাকৃতি বিকৃত হওয়া; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অশান্তি; কথা বলিতে এবং কোন কার্য্য করিতে অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ এবং অনিচ্ছা; বাঁচিতে অনিচ্ছা,—জীবন যেন একটী বোঝার ন্যায় বোধ হয়।

মস্তক। মাথাঘোরা; মথার, প্রধানতঃ মাথার পশ্চাৎভাগে ভারিবোধ; মাথা ধরা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন গলার মধ্য হইতে মস্তিষ্কে একটী গোলার ন্যায় পদার্থ ঠেলিয়া উঠিতেছে; মাথার চুল উঠিয়া যাওয়া; চক্ষুর ভ্রূ এবং গোঁপ (মোছ) পড়িয়া যাওয়া।

চক্ষু। চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ (চায়না, কষ্ট্, চেলিডন্); চক্ষু দিয়া পুঁয পড়া; এক বস্তু দ্বিগুণ বা ডবল দেখায়; দৃষ্টির বিনাশ; স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হইলে যেরূপ হয়, চক্ষুর গোলকে সেরূপ বেদনা বা যাতনা (ফস্-আস, স্পাইজেল্); চক্ষুর উপরের পাতার পক্ষাঘাত (কষ্ট্, জেলস্, নাইট্রিক্-আস্, ওপিয়াম্); চক্ষুর তারা বিস্তৃত; কুয়াশার মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ঝাপ্সা দেখা; দূরের বস্তু দেখিতে অশক্তি।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল মৃত দেহের ন্যায় শিটা, মলিন হরিদ্রাবর্ণ বা ফিকা (কার্ব্বো-বেজ্); মুখপানে তাকাইলে অসহ্য উদ্বেগ বা যাতনার চিহ্ন লক্ষিত হয় (আর্স্, ক্যাম্ফার, বিরেট্-আল্ব্); দাঁতলাগা (সিকুটা, ইগ্নেস্, হায়োস্, লরোস্); হনাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মাড়ির ধার দিয়া আগা গোড়া স্পষ্ট নীলের রেখা পড়ে; জিহ্বা শুষ্ক এবং সাদা; জিহ্বার পক্ষাঘাত, যাহার দরুণ জিহ্বা মুখের বাহির করা যায় না (কষ্ট্, ডাল্ক্, জেলস্, ল্যাক্, হায়োস্); জিহ্বার ধার লাল বর্ণ এবং উহার মধ্য ভাগ কটা বর্ণের ফারযুক্ত (Furred-tongue) (ব্যাপ্ট্, ফস্); মুখের মধ্য শুষ্ক (এপিস্, আর্স্, ব্রাই, নাক্স-মস্, পাল্স্); মুখে মিষ্ট স্বাদ (ইস্কুলাস্, ব্রাই, মার্ক্-কর, সাল্ফ্); ভালরূপে মুখ সঞ্চালনে অশক্তি; মুখে প্রচুর পরিমাণ মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট লালের সঞ্চার, অথচ গলার মধ্যে শুকানুভব; মুখে পচা দুর্গন্ধযুক্ত ঘা; জিহ্বা স্ফীত এবং উহাতে ভারি বোধ; জিহ্বা হরিদ্রা বা সবুজের আভাযুক্ত লেপ বিশিষ্ট; কথা বলিতে অশক্তি; কোন দ্রব্য গিলিবার সময় গলার মধ্যের সঙ্কোচন (বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); টন্সিল্ স্ফীত, প্রদাহযুক্ত এবং কঠিন (ব্যারাইটা-কার্ব্ব্); গলার মধ্যের পক্ষাঘাত এবং তদ্দরুণ কোন দ্রব্য গিলিতে অশক্তি (বেল্, ওপিয়াম্, নাক্স-মস্); গলার মধ্য দিয়া উপরের দিকে যেন একটী গোলার ন্যায় কোন পদার্থ ঠেলিয়া উঠিতেছে এরূপ অনুভূত হয়; একটী পোকা যেন হামা দিয়া যাইতেছে আহার বহাগলনালীতে এরূপ অনুভূত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। ক্ষুধা শূন্যতা (আলাম, আর্স্, চায়না,

ফস্); অত্যন্ত প্রবল পিপাসা (একন্, আর্স, ব্রাই, মার্ক, ফস্-অ্যাস্); মিষ্ট বা টক উদ্গার উঠা (কার্বো-বেজ, নাক্স-বম্ ফস্, পাল্স); দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠা (ক্যাম্, সিপিয়া, ক্রিয়াজ, বিরেট-আলব, ফস্); উদরস্থ আহার দ্রব্য, মলসংযুক্ত পদার্থ, অথবা কটার আভাযুক্ত বা কাল্‌চে পদার্থ বমন (আর্স, ফস্); পাকস্থলী প্রদেশে চাপা এবং আঁটা বোধ; হিক্কা; পাকস্থলীতে ভারিবোধ এবং কন্‌কনানি; পাকস্থলীতে ঘাটিয়া ধরার ন্যায় খিল ধরা। উদরে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা; উদর পৃষ্ঠদেশপানে আকৃষ্ট (চেলিডন্, পডোফ, টেবেকাম্); অন্ত্রে অত্যন্ত ঘাটিয়া ধরার ন্যায় যাতনা; নাভি যেন উচু হয়; উদরের উপরস্থিত পেশীগুলি কঠিন এবং উহার স্থানে স্থানে গোলার ন্যায় স্ফীত; নাভি প্রদেশে অসহ্য বেদনা বা যাতনা যাহা উদরের এক পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; চাপ দিলে বেদনাদির কতক উপশম হয়; উদরে কর্ত্তনবৎ বা চিন্‌চিনে বেদনা; উদরে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য দ্বার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং জ্বালা উৎপাদক বায়ু নিঃসরণ।

মল এবং মলদ্বার। কোষ্ঠবদ্ধ; মল পরিমাণে অল্প, হয় নেড়, নতুবা ভেড়ার মলের ন্যায় গোলার ন্যায় গুট্‌লি গুট্‌লী (আলাম্, ক্যালী-কার্ব, ওপিয়াম্, ম্যাগ্নেস-মিউর), কাল বা সবুজ রঙ্গের; মল অতি কষ্টে নির্গত হয়; অনেক কাল ধরিয়া উদরাময় এবং মল হরিদ্রাবর্ণ; মলত্যাগের সময় গুহ্য দ্বারের কষ্টদায়ক সঙ্কোচন এবং উহাতে ঘাটিয়া বা কসিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হওয়া।

মূত্রযন্ত্র। প্রস্রাব কালীন অত্যন্ত কষ্টানুভব; মূত্র ফোঁটায় ফোঁটায় নির্গত হয় (একন্, বেল, ক্যান্থ); বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র নির্গত হয় না; মূত্রাবরোধ বা মূত্র নালীর গোড়ায় আক্ষেপ (মার্ক-কর); মূত্র কাল্‌চে এবং পরিমাণে অল্প (অস্মিয়াম্); মূত্র আল্‌বুমেনযুক্ত (মার্ক-কর, অস্মিয়াম্, ফস্, ফাইটোল); মূত্রনালী দিয়া রক্ত নির্গমন।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা থাকে না (আগ্নাশ, আর্জেন্ট নাইট্রিক, ক্যাম্ফার), অথবা স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গ বারম্বার খাড়া হওয়া (আগারিকাশ্; ক্যাস্থ্, গ্রাফ্, নাই-ট্রিক্-আস্); পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষাধারের প্রদাহ এবং স্ফীতি; অণ্ড-কোষের সঙ্কোচন, উহাতে ঘাটিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুক্র নিঃসারক সূত্রে (Spermatic Cord) চিড়িক মারা। স্ত্রীলোকের যোনিদ্বারের আক্ষেপ (হামামেলিস্); শ্বেত প্রদর; স্তনে দুগ্ধ না থাকা।

শ্বাস যন্ত্র। অল্পকাল স্থায়ী, শুষ্ক, আক্ষেপিক কাশি এবং গলা দিয়া পুঁয সংযুক্ত বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন (চায়না, ডাল্ক্, ক্যাল্‌-কার্ব্ব্, লাইকোপ্, ফস্, সিপিয়া, সাইলিসি); ফুস্ফুসে, পুঁযের সঞ্চার (ফস্); বুকে চাপা বোধ (সোরিনাম্); স্বরভঙ্গ এবং গলার মধ্যে খশ্‌খশে বোধ; শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর বা হাঁপানির ন্যায়; আক্ষেপিক হাঁপানি কাশি; বুক এবং পার্শ্বে খোঁচাবিধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ অনেক সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনা,—উরুদেশের পেশীতেই এই বেদনা অধিক অনুভূত হয় এবং সন্ধ্যার সময় ও রাত্রিতে যাহার বৃদ্ধি হয়; কটিবাত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত স্থানের পেশীক্ষয় এবং তদ্দরুণ চলিতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্পন্দন এবং ঝাকনি; হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের ন্যায় অবশবোধ; মনিবন্ধের পক্ষাঘাত; হাত কাঁপে; নিম্নাঙ্গে স্নায়ুশূলের ন্যায় প্রবল বেদনা, যাহা কুচকি হইতে হাঁটু পর্য্যন্তই অধিক অনুভূত হয় এবং যাহা ক্রমাগত বর্ত্তমান না থাকিয়া রোগীকে থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ করে; উরুদেশ এবং পায়ের পাতায় পক্ষাঘাত।

চর্ম্ম। চর্ম্ম শুষ্ক, হরিদ্রা বর্ণ (ব্রাই, চায়না), অথবা নীলের আভাযুক্ত (ল্যাক্)।

নিদ্রা। দিনের বেলা নিদ্রাবেশ এবং রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা।

ব্যবহার। কোষ্ঠবদ্ধ; শূল বেদনা; স্নায়ুশূল; কটিবাত; পক্ষাঘাত; আক্ষেপ (Convulsions); মৃগীরোগ; যক্ষাকাশ; কামলরোগ; মূত্রকোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ বা আল্‌বুমিন্নুরিয়া; যোনিদ্বারের আক্ষেপ; হিষ্টিরিয়া;

মস্তিষ্কের আবরক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ; পেশীক্ষয় বিশিষ্ট পক্ষাঘাত এবং তদ্দরুণ আক্রান্ত স্থানের পেশীর স্পন্দন ও উহাতে স্পর্শ জ্ঞান না থাকা; মণিবন্ধের পক্ষাঘাত; মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার পুরাতন প্রদাহ; স্থানিক আক্ষেপ বা খিলধরা; মলত্যাগের সময় গুহ্য এবং গুহ্যদ্বারের আক্ষেপ; আল্‌বুমিনুরিয়া জনিত অন্ধতা; ধর্ম্মোন্মত্ততা (Religious Melancholia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ; স্ত্রীলোকের মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis); ডাক্তার বেয়ারের মতে পুরাতন আকারের মাথা ধরার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ এবং মানসিক অবসন্নতা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অত্যন্ত শীর্ণ হওয়া (আর্স, ফস্, নেট্রাম্-মিউর); পেশীক্ষয়, বিশেষতঃ পক্ষাঘাতাক্রান্ত অঙ্গের পেশী ক্ষয়, রক্তাল্পতা; স্পর্শ জ্ঞান রহিততা; স্পর্শজ্ঞানের অতিরিক্ত চেতনা; আক্ষেপ; সার্ব্বাঙ্গিক বলক্ষয়; গা মাটি মাটি করা বা অলসবোধ; মূর্চ্ছার ভাব; সমুদয় শরীরে সন্ধিবাত বা স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা; ঘর্ম্ম একবারেই হয় না; পক্ষাঘাত হওয়ার পূর্ব্বে মনের বিকার, শরীর কম্পন, আক্ষেপ বা বৃহৎ স্নায়ু প্রদেশে খোঁচা বা ছুরী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; পুরাতন আকারের মৃগীরোগ, যাহার আক্রমণের পূর্ব্বে পায় ভারি ও অবশবোধ এবং জিহ্বা স্ফীত হয়; আক্রমণের পর রোগী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাথায় গোলমাল এবং অবসন্নতা অনুভব করে; রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে, জলাদি পান করিলে অসুখের বৃদ্ধি; এবং আক্রান্ত স্থান ঘর্ষণ করিলে অসুখের উপশম ইত্যাদি প্লাম্বামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। প্লাম্বামের কার্য্যের সঙ্গে আলুমিনা, ওপিয়াম্, প্লাটিনা এবং জিঙ্কামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াস্, ফস্ফরাস্, রাস্‌টক্স্ এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আলুমেন্, আলুমিনা, বেলাডোনা, ককিউলাস্, হায়োসায়েমাস্, নাক্স্‌-বমিকা, ওপিয়াম্, প্লাটিনা, ষ্ট্রামোনিয়াম্, জিঙ্কাম্ ইত্যাদি প্লাম্বামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৬ষ্ঠ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১২ ক্রমও ব্যবহৃত হয়। পুরাতন আকারের মৃগী-রোগে এই ঔষধের ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ্ মাত্রায়, প্রতিদিন ২ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিয়া ২।৩টী রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

পাল্সেটিলা,—পাল্স্।

(PULSATILLA,—PULS.)

জার্ম্মেনী, ফ্রান্স্, ডেন্মার্ক্, সুইডেন্, রুসিয়া, তুরুস্ক দেশের বালুকাময় স্থানে এবং ইংলণ্ডের দক্ষিণাংশের কোন কোন স্থানে এই গাছ জন্মে। ফুল হওয়ার সময় এই গাছ সংগ্রহ করিয়া ইহার ছাল, বাকল, পাতা মূল বা শিকড় ইত্যাদি গাছের সমুদয় অংশ একত্র মিশ্রিত করিয়া যথা-নিয়মে প্রুফ্ স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। সমুদয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং সাইনোবিয়াল ঝিল্লী (Synovial Membranes), শিরা, চক্ষু, কর্ণ এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়, প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের উপর এই ঔষধের কার্য্য অতি প্রবল। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিঃসরণের অতিরিক্ত সঞ্চার বা বৃদ্ধি হইয়া নিঃসরণের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়, বা কখন কখন উহার সঞ্চারের ব্যাঘাত জন্মে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিঃসরণের অতিরিক্ত সঞ্চার হয়, শ্লেষ্মা নিঃসারক যন্ত্রের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, স্নায়বিক মণ্ডলী উত্তেজিত এবং অবসন্ন হয়, এবং তদ্দরুণ অজীর্ণ, শ্বাসযন্ত্রের অসুখ, জননেন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের অসুখ, চক্ষু এবং কর্ণের শ্লেষ্মা জনিত অসুখের অনেকানেক লক্ষণ প্রকাশ পায়। শ্লেষ্মা জনিত অসুখ উৎপন্ন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি বিশেষ। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার উপর কার্য্য করার শক্তি থাকার দরুণ, শ্লেষ্মা উৎপাদন করার ক্ষমতা ব্যতীতও জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার অন্যপ্রকার কার্য্য করার শক্তি আছে। সাইনোবিয়াল্ ঝিল্লীতে (Synovial Membranes) ইহা পেশী এবং সন্ধি-

বাতের ন্যায় প্রদাহ এবং শিরার প্রদাহযুক্ত স্ফীতি ও বিস্তৃতি উৎপাদন করে। স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের উপর প্রবল কার্য্য, স্ত্রীলোকের শান্ত প্রকৃতি বা স্বভাব, সহজেই সকল বিষয়ে সম্মত হওয়ার স্বভাব, এবং সামান্য কারণেই কাঁদা বা দুঃখ প্রকাশ করার স্বভাব এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। শান্ত, ভদ্র, ভীতু এবং সমুদয় কার্য্যেই সহজে সম্মতি দেওয়া এবং সামান্য কারনেই কাঁদিবার স্বভাব (এপিস্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স্-মস্, ইগ্নেস্, লিলিয়াম্ টাইগ্রিনাম্); মৃত্যু নিকটবর্ত্তী এরূপ ভাবিলে যেরূপ হয়, মনের সেরূপ উদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কাঁপনি (একন্, আর্স্); রাত্রি এবং সন্ধ্যার সময় মনে ভূতের ভয় (একন্, আর্স্); সন্ধ্যার সময় হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত যাতনা, যাহার দরুণ রোগী আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত হয়; গরমে যেরূপ হয়, রাত্রিতে মনের সেরূপ উদ্বেগ; বিরক্ত না হইলেও সর্ব্বদা বিড়্‌বিড়্ এবং আব্দার করার স্বভাব; নিজের অবস্থার বিষয় ভাবিয়া মনের মালিন্য এবং কোন বিষয়ই ভাল না লাগা (নাক্স্-বম্); সর্ব্বদা চটা, অসন্তুষ্ট এবং খিট্‌খিট্ করার স্বভাব (ব্রাই, ক্যাম্)।

মস্তক। মাথায় গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন মাথার মধ্যে কিছু নাই; নেসা করিলে যেরূপ হয় সেরূপ মাথাঘোরা (ককিউলাস্, চায়না, নাক্স্-বম্, রাস্-টক্স্); মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে মাথাঘোরা (বেল্); প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলেই মাথাঘোরা (ব্রাই), যাহার দরুণ রোগী পুনরায় শয়ন করিতে বাধ্য হয়; বসিয়া থাকিলে মাথাঘোরা; মাথায় টিপ্‌‌বোধ এবং মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, কপালে সেরূপ অনুভূত হয় (চায়না, পালস্, স্যাঙ্গুনেরিয়া); শিরঃপীড়া, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে (ব্রাই, ক্যাপস্ নেট্রাম-মিউর) এবং [illegible] পরিমাণে বাহ্যিক মাথা ধরা (ব্রাই, হ্যাপার্ক, আর্জেস্, নাক্স-ম্)। [illegible] যুক্ত দ্রব্য খাইয়া মাথাধরা; মাথার পশ্চাৎভাগে, এক পার্শ্বে কাঁটা মারিয়া

মাথার ন্যায় প্রবল বেদনা বা যাতনা; মাথা ধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার সময় চক্ষে কন্‌কনানি, মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় দপ্‌দপিয়া বেদনা, চাপিয়া ধরিলে যাহার উপশম হয় (এপিস্, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্); কপালে,—চক্ষুর উপরিভাগে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, চক্ষু উপরের দিকে উল্টাইলে যাহার বৃদ্ধি হয়; কপালের দুই পার্শ্বে এবং কর্ণের পশ্চাৎভাগে ও সমুদয় মাথার মধ্যে সূচীবিঁধানের ন্যায় বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; সন্ধ্যার সময় মাথায় দপ্‌দাপয়া বেদনা বা যাতনা (নাক্স্-মস্ক্); কপালের দুই পার্শ্বে এবং কর্ণের পশ্চাৎভাগে চাপিয়া বা নাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; আহারের পর মাথা ঘোরা; মাথার মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া; মাথা ধরা, সন্ধ্যার সময়, শয়ন করিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং বহির্বায়ু এবং প্রচাপনে যাহার উপশম হয়।

চক্ষু। চক্ষু এবং চক্ষুর পাতায় শুষ্কানুভব এবং কেতুব হইলে যেরূপ হয়, উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে সেরূপ ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখার দরুণ বারম্বার চক্ষু মুছিয়া ফেলার ইচ্ছা (আলাম্, ক্রোকাশ্); বালি প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, পুস্তকাদি পড়িবার সময় চক্ষে সেরূপ চাপাবোধ (আর্স্, কষ্ট্, ইগ্নেস্, নেট্রাম্-মিউর, সাল্‌ফ্); চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর প্রদাহ এবং চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদ নিঃসরণ; চক্ষে জ্বালা এবং চুলকানি, যাহার দরুণ বারম্বার চক্ষু চুলকাইতে বা রগ্‌ড়াইতে ইচ্ছা হয়; চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার প্রদাহ এবং তদ্দরুণ চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং রাত্রিতে চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া থাকা (আলাম্, এথুজা, ক্যাল্-কার্ব্, লাইকোপ্, গ্রাফ্, মার্ক্, সাল্‌ফ্); চক্ষুর পাতায় ব্রণ (Styes), বিশেষতঃ চক্ষুর উপরের পাতায় (লাইকোপ্, গ্রাফ্); সন্ধ্যার সময় চক্ষুর পাতা এবং উহার কোণে চুলকানি, কামড়ান এবং জ্বালা; বাতাস লাগিলে বা ঘরের বাহির হইলে চক্ষু দিয়া জল পড়া (সাল্‌ফ্); কুয়াসা বা সরু বা মিহি কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ঝাপ্‌সা দেখা (কষ্ট্, হায়োস্, লরোস্, ফস্, মার্ক্, পিট্রোল্, রানানকুলাস্, সাল্‌ফ্); প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দেখা (ডাল্‌ক্); উষ্ণ ঘরে গেলে চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার দেখা।

কর্ণ। কর্ণের বহির্দেশ লালবর্ণ এবং স্ফীত (একন্‌, বেল্‌, এপিস্‌); কানের মধ্যে বেদনা, যাহা ছুরিবিঁধান বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় অনুভূত হয় (বেল্‌, সাইলিসি) এবং রাত্রিতে কানের মধ্যে দপ্‌দপিয়া বা চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (মার্ক্‌), কানে অত্যন্ত প্রখর বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন কান দিয়া কোন পদার্থ জোরে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে; কোন পদার্থ কানের মধ্যে দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কানে সেরূপ কম শুনা; কান বন্ধ হওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় এবং কানের মধ্যে অনেক দূরবর্ত্তী শব্দের ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ হয় (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, গ্রাফ্‌, ক্যালী-কার্ব্ব); কান দিয়া গন্ধহীন শ্লেষ্মা এবং পূঁয নিঃসরণ; কানের মধ্যে জলফুটানের ন্যায় অনুভূত হয়; হামের পর কান দিয়া পূঁযাদি নিঃসরণ; ঠাণ্ডা লাগিয়া কান পাকিয়া পূঁযাদি নিঃসরণ।

নাসিকা। তরল বা শুকনা সর্দ্দি; বারম্বার হাঁচি; স্বাদ বা ঘ্রাণশক্তি থাকে না (আর্ণিট-মিট্‌); নাসারন্ধ্র টাটায় বা চড়্‌ চড়্‌ করে; নাকের পাতায় ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা (লাইকোপ্‌); নাক দিয়া সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন (গ্রাফ্‌, মার্ক্‌); নাক দিয়া হরিদ্রার আভা-যুক্ত গাঢ় বা তরল শ্লেষ্মা নির্গমন; ঘরের মধ্যে থাকিলে অসুখের বৃদ্ধি (সিপা, নাক্স-বম্‌); শীতবোধ; মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা; মাথায় গোলমেলে বোধ; স্নায়বিক শিরঃপীড়া (একন্‌, সিপা, সাঙ্গুনেরিয়া); সন্ধ্যার সময় এবং উষ্ণ ঘরে নাসারন্ধ্র যেন রুদ্ধ হইয়া থাকে; প্রাতঃকালে হরিদ্রা-বর্ণের, অম্লাদির স্বাদ বিশিষ্ট, দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ (নাইট্রিক-আস্‌); পুরাতন সর্দ্দিতে যেরূপ হয়, নাকের মধ্যে সেরূপ দুর্গন্ধ (সাল্‌ফ্‌); নাক দিয়া রক্ত পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি ও রজঃরোধ (ব্রাই, হামামেলিস্‌, সিপিয়া); নাকের গোড়ায় চাপাবোধ (একন্‌, ক্যালী-বাই); নাকের হাড়ে বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন হাড় ছিন্ন ভিন্ন হইবে।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল ফিকা, শিটা বা হরিদ্রাবর্ণ; মুখমণ্ডল পর্য্যায়-ক্রমে লালবর্ণ এবং শিটা বা ফিকা হয়; নিম্ন ওষ্ঠ স্ফীত এবং উহার ঠিক মধ্যাংশ ফাটাযুক্ত।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। স্নায়ুগুলি একবার কসিয়া ধরিয়া

হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে যেরূপ হয়, দাঁতের গোড়ায় সেরূপ খোঁচা বিঁধার ন্যায় প্রবল বেদনা বা যাতনা; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে, বিছানার উষ্ণতাতে, দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (ক্যাম্); কোন প্রকার গরম দ্রব্য মুখে লইলে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (ক্যাম্); খাওয়ার সময় এবং দাঁত খোঁচাইলে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি; দন্তশূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে বেদনা, একপেশে মাথা ধরা (আধ্ কপালিয়া মাথা বেদনা) এবং শীতবোধ; ঠাণ্ডা জলে দাঁতের বেদনার ক্ষণিক উপশম হয়; বহির্বায়ুতে এবং দাঁত অনাচ্ছাদিত রাখিলে দাঁতের বেদনা বা যাতনার উপশম। জিহ্বা শুষ্ক এবং চট্‌চটিয়া শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত; জিহ্বা গাঢ়, সাদা বা হরিদ্রার লেপযুক্ত (ব্রাই, মার্ক্, নাক্স্-বম্, পডোফ্); জিহ্বার মধ্য ভাগে আগুনে পোড়ার ন্যায় জ্বালা (আইরিস্, প্লাটিনা, সাঙ্গুনেরিয়া, সাল্‌ফ্-আস্, বিরেট্-বিরাইড্); ভিজা অবস্থায়ও জিহ্বায় স্পর্শ জ্ঞান থাকে না; রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে জিহ্বায় স্পর্শ জ্ঞান থাকে না; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ (অরাম্, আর্ণিকা, হিপ্-সাল্‌ফ্, মার্ক, নাক্স্-বম্); মুখের মধ্য এবং আহার বহা গলনালীর উপরিভাগ শুষ্ক এবং প্রাতঃকালে স্বাদ বা গন্ধ শূন্য শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত; মুখে মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট লালের সঞ্চার (ক্যাম্, ফস্); প্রাতঃকালে মুখে পচা মাংসের ন্যায় স্বাদ, যাহার দরুণ বমনের উদ্রেক হয় (আর্ণিকা, মার্ক); মুখে চট্‌চটিয়া পচা এবং তিক্তস্বাদ, আহারের পরই যাহা অধিক অনুভূত হয় (ব্রাই, কলোস্, নাক্স্-বম্); প্রাতঃকালে মুখে বিস্বাদ; আহার দ্রব্যাদি, প্রধানতঃ রুটী, তিক্ত লাগে (ব্রাই, চায়না, কলোস্, নাক্স্-বম্, সাল্‌ফ্); প্রাতঃকালে মুখে শুষ্কানুভব, কিন্তু পিপাসা থাকে না। ছাল উঠিয়া গেলে বা চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয় (আমন্‌-কার্ব, কার্বো-বেজ্, কষ্ট্, ফস্); প্রাতঃকালে গলার মধ্যে অত্যন্ত শুষ্ক বোধ (এপিস্, নাক্স্ মস্ক); প্রাতঃকালে গলার মধ্যদেশ চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত; গিলিবার সময় গলার মধ্যে কসিয়া ধরার ন্যায় যাতনা বা চাপাবোধ; কোন পোকা উপর দিকে হামা দিয়া উঠিতেছে গলার মধ্যে এরূপ অনুভূত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। রোগী খাইতে চাহে, কিন্তু কি প্রকারের দ্রব্য ভাল লাগিবে রোগী তাহা বলিতে পারে না; তৈলাক্ত বা চর্বিযুক্ত

আহার দ্রব্যে অরুচি (পিট্রোল্, ফিস্‌সাল্‌ফ্); মাংসে অরুচি, (গ্রাফ্, পিট্রোল্); রুটীতে অরুচি (নেট্রাম্-মিউর); মাখনে অরুচি (পিট্রোল্); দুগ্ধ এবং তামাকে অরুচি (ইগ্নেস্); মদ্যপানের ইচ্ছা; সকল প্রকার অসুখেই পিপাসা থাকে না (আর্ণিট-টার্ট্, এপিস্); আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্যের গন্ধ এবং স্বাদ বিশিষ্ট ঢেকুর বা উদ্গার উঠা (আর্ণিট ক্রুড্, ফস্, চায়না, গ্রাফ্, ক্যাল্ক্ কার্ব্ব্); উদ্গারে গলাদিয়া তিক্ত, টক, পিত্তযুক্ত উগ্র স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠে (ব্রাই, নাক্স্-বম্, ফস্); উদ্গারে গলাদিয়া পচা মাংসের স্বাদবিশিষ্ট জলউঠা; বমনোদ্বেগ; মুখে জল উঠা (লেডাম্, নাক্স্-বম্), আহার এবং পানের পর উদ্গারে বিশ্রী স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠা (আর্স্); প্রাতঃকালে, রজঃস্রাবের সময়, রজঃরোধ হইলে অথবা গর্ভাবস্থায় বমনোদ্বেগ (গ্রাফ্, ক্যাল্‌ক-কার্ব্ব্, নাক্স্-মস্, সিপিয়া), পিত্তযুক্ত পদার্থ বমন (আর্স্, ব্রাই, নাক্স্-বম্, পডোফ্); অথবা অনেকক্ষণ পূর্ব্বে যে সকল দ্রব্য খাওয়া গিয়াছে, সেসকল উদরস্থ দ্রব্য বমন, অথবা আহারের পর বমন; চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্য খাইয়া পাকস্থলীর অসুখ (সাইক্লেমেন্, টারেক্সেকাম্); শাকাদি খাইয়া পেটের অসুখ (ইপিকাক্, নাক্স্-বম্); ফল বা বরফের কুল্পী খাইয়া পেটের অসুখ; আহারের প্রায় এক ঘণ্টা পর পাকস্থলীতে বেদনা বা যাতনা (নাক্স্-বম্); একখানি পাথর চাপিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ ভারিবোধ (একন্, ইস্কুলাস্, আর্স্-ব্রাই, নাক্স্-বম্); প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই উক্ত প্রকারের ভারি বোধ অধিক হয়; প্রাতঃকালে এবং আহারের পর পাকস্থলীতে খিল ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; ক্ষুধা হইলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ মোচড়াইয়া ধরার ন্যায় যাতনা (এবিস্ ক্যানেডেন্সিস্); আহারের পর পাকস্থলীতে চাপিয়া ধরার ন্যায় বা চিন্‌চিনে বেদনা; চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ যাতনা অনুভূত হয় (নাক্স্-বম্), বুক জ্বালা হইলে যেরূপ হয়, আহারবহা গলনালীতে সেরূপ জ্বালানুভব; পাকস্থলীর মধ্যে স্পষ্ট দপ্‌দপানি (আর্ণিট টার্ট্, আসাফিটিডা)। উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার জনিত শূল বেদনা; উদরে প্রবল গড়্‌গড়্, কল কল শব্দ হওয়া (লাইকোপ্); উদরের মধ্যে দূষিত বায়ু যেন চলিয়া বেড়ায় (আলোজ্, কার্ব্বো-বেজ্), সন্ধ্যার সময়ই যাহা

অধিক অনুভূত হয়; উদরের নানা স্থানে দূষিত বায়ু রুদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে যেন চাপিয়া ধরে, গুহ্যদ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণেও যাহা দূরীভূত হয় না (চায়না); রাত্রি দুই প্রহরের পরই উক্ত প্রকারে দূষিত বায়ু অধিক সঞ্চিত হয়: শূল বেদনা এবং পেট কামড়ানী যাহা উদরোর্দ্ধ প্রদেশেই অধিক অনুভূত হয়; পাকস্থলী এবং উদর পূর্ণ, স্ফীত এবং বিস্তৃত, সামান্য চাপ দিলেই যাহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; একখানি পাথর চাপিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, উদরে (বার্বেরিস্) এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে সেরূপ চাপাবোধ; বসিয়া থাকিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ এবং অসাড় হয়; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; প্রসব বেদনায় যেরূপ হয়, নিম্নদিকে ঠেলিয়া নামার ন্যায় উদরে সেরূপ প্রবল বেদনা; আহারের পর পেট ফাঁপে; অন্ত্রপ্রদাহ (Enteritis) এবং উহার দরুন উদর প্রাচীরে অত্যন্ত বেদনানুভব; শূল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ এবং উদরে গড় গড়, কল কল শব্দ হওয়া,—এই প্রকার শূল বেদনা সন্ধ্যার সময়ই অধিক হয়।

মল এবং মলদ্বার। অন্ধঅর্শ রোগ (Blind-Piles) এবং গুহ্যদ্বারে বেদনা বা যাতনা; গুহ্যদ্বারে অর্শের বলী বাহির হইয়া পড়ে (আলোজ, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ল্যাক, মিউর-অ্যাস, সাইলিসি) এবং অর্শের বলীতে চিড়িক মারা, টাটানি এবং চুলকানি (সালফ); মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে চাপাবোধ, বারম্বার বাহ্যের বেগ, যাহার দরুন মনে হয় যেন তরল ভেদ হইবে; রাত্রিতে পিত্তের ন্যায় সবুজ, জলবৎ তরল ভেদ এবং দাস্তের পূর্ব্বে উদরে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হয়; সবুজ শ্লেষ্মা ভেদ (এপিস, আর্জেণ্ট-নাইট্রিক্, আর্স, বেল, ইপিকাক, মার্ক, সাল্ফ); চটচটিয়া তরল, নরম শ্লেষ্মা মিশ্রিত পদার্থ ভেদ, অথবা কেবল শ্লেষ্মা ভেদ; বারম্বার ভেদ (মার্ক-কর); রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ হয় বটে, কিন্তু পেটে বেদনা বা যাতনা থাকে না; উদরাময়ের দরুন রোগী বিশেষ দুর্ব্বল হয় না (ফস্-অ্যাস্); কোষ্ঠবদ্ধ; মলত্যাগে অত্যন্ত কষ্টবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশে কষ্টদায়ক চাপা এবং বেদনানুভব; ফলাদি খাইয়া উদরাময়; তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্য খাইয়া পেটের অসুখ বা উদরাময়; রক্ত এবং শ্লেষ্মা মিশ্রিত উদরাময় এবং দাস্তের সময় শীত বোধ।

মূত্রযন্ত্র। বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা (ক্যান্থ, ক্যাপ্স, মার্ক-কর); স্পর্শ করিলে মূত্র কোষ প্রদেশ বেদনাযুক্ত হয়; মূত্রাধারে অত্যন্ত চাপা বোধ, কিন্তু মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা থাকে না; মূত্র ত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্র নালীতে জ্বালানুভব (ক্যানাবিস্‌-সাট, ক্যান্থ); বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র নির্গত হয় না এবং মূত্র নালীতে কর্ত্তনবৎ যাতনা অনুভূত হয়; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র ত্যাগ (আর্স, বেল, হায়োস); রাত্রিতে স্বপ্নে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ (বিছানায় প্রস্রাব করা) (আর্ণিকা, কুপ্রাম, গ্রাফ), প্রধানতঃ ছোট বালিকাগণের কাশিবার এবং বায়ু নিঃসরণের সময় (কষ্ট, নেট্রাম্‌-মিউর); বারম্বার মূত্র ত্যাগ; প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (এপিস, আপোসাইনাম, আর্জেণ্ট, সিপ', বার্বেরিস); মূত্র জলের ন্যায় বর্ণহীন বা কটাবর্ণ, রক্তমিশ্রিত; রক্তমূত্র (Hæmaturia) এবং মূত্রের সঙ্গে পূঁয নিঃসরণ ও মূত্রকোষে বেদনা (আর্স, ক্যানাবিস, ক্যান্থ, ফস); প্রমেহ রোগে ধাতুর ন্যায় ক্লেদ নিঃসরণ (কাইটোল)।

জননেন্দ্রিয়। উদর হইতে শুক্র নিঃসারক সূত্রের (Spermatic Cord) মধ্য দিয়া অণ্ডকোষে কসিয়া বা ষাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (বার্ব্বেরিস, হামামেলিস, মার্ক); অণ্ডকোষের স্ফীতি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে টাটানি এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; অণ্ডকোষাধারের ডাইন অংশের স্ফীতি (ক্লিমেটিস); পুরুষাঙ্গের গোড়ায় প্রষ্টেট গ্রন্থির (Prostrate gland) বিবৃদ্ধি; রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে বা স্বপ্নে ধাতু নিঃসরণ (চায়না, ফস); প্রমেহ রোগে মূত্রনালী দিয়া গাঢ় হরিদ্রা বা সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদ নিঃসরণ (আগ নাশ, হাইড্রাষ্ট)। স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের সময় (জরায়ুর অসুখ থাকিলে), একখানি পাথর চাপিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, উদরে এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে সেরূপ চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (আলাম, সিমিসিফ, কলোফিলাম); অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহজে ঝিঁ ঝিঁ ধরিবার স্বভাব; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; জরায়ুর দিকে কসিয়া বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃকালে

বমনোদ্বেগ; রজঃস্রাবের সময় পায়ের পাতা জলে ভিজার দরুণ হঠাৎ রজঃরোধ; জরায়ুর বামপার্শ্বে প্রসব বেদনার ন্যায় সঙ্কোচক বেদনা, যাহার দরুণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়; নিয়মিত সময়ের অনেক পর, অল্পকাল স্থায়ী, স্বল্প রজঃস্রাব (সিমিসিফ্, সাল্ফ্); হয় একবারে রজঃরোধ, নতুবা সবিরাম রজঃস্রাব (সিমিসিফ্); রক্ত গাঢ় এবং কাল্‌চে (ইগ্নেস্), দিনের বেলা চলিয়া বেড়ানের সময়ই রজঃস্রাব অধিক হইয়া থাকে (কেবল রাত্রিতে রজঃস্রাব হইলে ম্যাগ্নেস্-কার্ব্ব্); নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, অল্পকাল স্থায়ী স্বল্প রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে খিল ধরা; ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃরোধ; বালিকাগণের গৌণে এবং কষ্টকর প্রথম রজঃস্রাব (গ্রাফ্) এবং রক্ত কাল্‌চে থানা থানা এবং পচা দুর্গন্ধযুক্ত, অথবা রক্ত সাদাটিয়া শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত; তলপেটে রজঃস্রাবজনিত বেদনা এত প্রবল হয় যে উহার দরুণ রোগী বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট ফট্ করে এবং চীৎকার করিয়া কাঁদে; রক্ত কাল্‌চে এবং গাঢ় বা মাছ মাংস ধোয়া জলের ন্যায় অত্যন্ত ফিকা লালবর্ণ তরল রজঃস্রাব; দুগ্ধ বা ননির ন্যায় গাঢ় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, কোনায়াম্, সিপিয়া, সাল্ফ্-অ্যাস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যোনির স্ফীতি; কোন প্রকারের যাতনা রহিত শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; উগ্র, জ্বালা উৎপাদক এবং ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (অ্যালাম, কোনায়াম্, ক্রিয়াজ্, মার্ক্, ফস্); অনিয়মিত প্রসব বেদনা; জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের অস্বাভাবিক অবস্থান (বেল্, কলোফিলাম্, ম্যাগ্ন্-বম্); সন্তান প্রসবের পর স্তনের দুগ্ধের হ্রাস বা উহার সঞ্চার একবারে বন্ধ হওয়া (অ্যাগ্নাশ্, হায়োস্); সন্তান প্রসবের পর যোনিদ্বার দিয়া দুধের ন্যায় সাদা ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ; সন্তান প্রসবের পর তলপেটে অত্যন্ত বেদনা (ভাদলির কামড়,—আদলার ব্যাথা,—After pains); যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে বালিকাগণের স্তন ডেলার ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে এবং উহা দিয়া কখন কখন পাতলা দুধের ন্যায় তরল পদার্থ নির্গত হয়।

শ্বাসযন্ত্র। কণ্ঠনালীতে সুড়্‌সুড়ী এবং উহাতে চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় অনুভূত হওয়ার দরুণ চক্ষু দিয়া জল পড়ে এবং শুষ্ক কাশির উদ্রেক হয়;

কণ্ঠনালীতে সঙ্কোচন, রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; স্বরভঙ্গ এবং গলার মধ্যে খশ্‌খশে বোধ, যাহার দরুণ রোগী জোরে একটী কথাও বলিতে পারে না (কষ্টি, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, ফস্‌); সন্ধ্যার সময় বা রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলে শুষ্ক কাশি (কোনায়াম্‌, মেজি-রিয়াম্‌, নাক্স্‌-বম্‌, রুমেক্স, সাল্‌ফ্‌); বিছানার উঠিয়া বসিলে কাশি থাকে না, কিন্তু শয়ন করিলেই আবার কাশির উদ্রেক হয় (হায়োস্‌); কাশির দরুণ গলার মধ্যে শুষ্কানুভূত হয়, ঘুমের ব্যাঘাত জন্মে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনোদ্বেগ হয়; গলা দিয়া অতি কষ্টে শ্লেষ্মা নির্গত হয়; গলা দিয়া হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যাল্ক-কার্ব্ব); গলা দিয়া তিক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; গলা দিয়া চাপ্‌ চাপ্‌ থানা থানা রক্ত নির্গমন (নাক্স্‌-বম্‌); বুকের নিম্নাংশে আঁটাবোধ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উক্ত অংশ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকালেই এই প্রকারের যাতনা অধিক অনুভূত হইয়া থাকে (বেল্‌, ফস্‌); বুকে আঁটা বোধ; বুকে খিল ধরার ন্যায় সঙ্কোচন হেতু অত্যন্ত কষ্টানুভব; বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত উদ্বেগ এবং হৃৎস্পন্দন হয়; বুকের মধ্যে চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় জ্বালা এবং টাটানি, যাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় (ক্যাম্‌); বুকের মধ্যে ক্ষত হওয়ার ন্যায় যাতনা (সোরিনাম্‌); শয়ন করিয়া থাকিলে, রাত্রিতে, শ্বাস টানিলে, অথবা কাশিলে বুকে এবং পার্শ্বে সূচী-বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা (একন্‌, ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্ব); কাশি, এবং গলা দিয়া সহজেই হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে (ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব, ফস্‌ আস্‌, ষ্টানাম্‌, সাল্‌ফ্‌); কাশি এবং তদ্দরুণ গলা দিয়া কাল জমাট রক্ত পড়ে (কলিন্সন্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌); চীৎ হইয়া শয়ন করিলেই শ্বাস কষ্ট।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপ্রদেশে আঁকড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, হাত দিয়া চাপিয়া রাখিলে কতক্ষণের জন্য যাহার উপশম হয়; মধ্যাহ্নে আহারের পর হৃৎস্পন্দন এবং মনের অত্যন্ত উদ্বেগ; রজঃস্রাবের বৈলক্ষণ্য এবং মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন। নাড়ীর প্রত্যেক বার স্পন্দনই পাকস্থলীর মধ্যে অনুভব করা যায়।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। বাতরোগে যেরূপ হয়, ঘাড়ে কসিয়া ধরার

ন্যায় সেরূপ বেদনা এবং গ্রীবা শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (কল্‌চ্); ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশে ঘাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; অনেকক্ষণ মাথা হেট্ করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎভাগে সেরূপ বেদনা বা যাতনা (আর্নিকা, চায়না); মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাদ্ভাগে সেরূপ বেদনা (সাল্‌ফ্) ; নড়িলে চড়িলে কোমরের পশ্চাদ্ভাগে বেদনা বা যাতনা ; বসার পর কোমরের পশ্চাদ্ভাগে উক্ত প্রকারের বেদনা বা যাতনা ; প্রসব বেদনার সময় যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাদ্ভাগে সেরূপ বেদনা বা যাতনা (কলোফিলাম্, সিমিসিফ্, ক্রিয়াজ্), যাহার দরুণ মনে হয় যেন কোমর এক গাছি ফিতা দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে ; কোমরে কসিয়া বা ঘাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; ক্লান্ত হইলে যেরূপ হয়, গুহ্যদ্বারের উপরিভাগে, সন্ধ্যার সময় সেরূপ বেদনা বা যাতনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্ধি স্ফীত এবং লালবর্ণ (ব্রাই) এবং উহাতে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা, বা যাতনা (এপিস্); অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (একন্) যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে হঠাৎ সরিয়া পড়ে এবং রাত্রিতে ও উষ্ণতাতে যাহার বৃদ্ধি হয় (মার্ক্) এবং গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলে যাহার উপশম হয় ; যে পার্শ্বে শয়ন করা যায়, সে পার্শ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঝিঁঝিঁ ধরিয়া একবারে অসাড় হয় এবং উহাতে সুড়্ সুড়্ ও কুট্ কুট্ করে। পিটিলে যেরূপ হয়, বাহুতে সেরূপ অবশ এবং ভারিবোধ ; স্কন্ধের সন্ধি বাহু, হাত এবং আঙ্গুলে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা (ব্রাই, লেডাম্, রাস্-টক্স্); কনুইয়ের সন্ধির স্ফীতি এবং উহাতে মোচড়াইয়া পড়া বা মচ্‌কাইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা বা যাতনা। কুচ্‌কির সন্ধিতে মচ্‌কাইয়া যাওয়া বা সরিয়া পড়ার ন্যায় বেদনা ; কুচ্‌কির সন্ধি হইতে হাঁটুর সন্ধি পর্য্যন্ত কসিয়া ধরা, চিড়িক্ মারা বা হঠাৎ ধাক্কা লাগার ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; কটিদেশ বা পাছা এবং উরুদেশের পেশী ও অস্থিতে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা ; উরুদেশ এবং পায় কসিয়া বা ঘাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা এবং শীতবোধ ; হাঁটুর

সন্ধির স্ফীতি, কিন্তু উহাতে বেদনা থাকে না; হাঁটুর সন্ধি অত্যন্ত স্ফীত এবং উহাতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; পা এবং পায়ের পাতায় কসিয়া ধরা, ভারি এবং শ্রান্তিবোধ; সন্ধ্যার সময় শয়ন করিলে পায়ে খিলধরা (সাল্ফ্); পায়ের পাতা প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ, উষ্ণ এবং স্ফীত (ব্রাই) এবং উহাতে বাটিয়া ধরার ন্যায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা; পায়ের পাতার তলায়ও উক্ত প্রকারের বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয়; পায়ের শিরায় প্রদাহযুক্ত স্ফীতি বা বিস্তৃতি (হামামেলিস্, জিঙ্ক্); শেষ বেলায়, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, পায়ের গোড়ালী (গোড়্মুড়াতে) ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা (জিঙ্ক্); পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষত এবং উহাতে জ্বালা, চড়্চড়ানী এবং চুলকানি।

চর্ম্ম। শরীরের স্থানে স্থানে জ্বালা, কামড়ানী, চুলকানি,—বিছানার উষ্ণতা, সন্ধ্যার সময়, রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে, চুলকাইলে এবং চলিবার সময়, শরীর উত্তপ্ত হইলে যাহার বৃদ্ধি হয় (ক্লিমেটিস্, মার্ক্, মেজ্রিয়াম্, সাল্ফ্); গায় হামের ন্যায় ফুস্কুড়ী (আণ্টি-ক্রুড্, ব্যাপ্ট্, কফিয়া, রাস্-টক্স্); গায় আমবাতের ন্যায় ফুস্কুড়ী (এপিস্); শুকরের মাংস বা চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্য খাইয়া গায়ে জল বসন্তের ন্যায় ফুস্কুড়ী বাহির হওয়া; বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) এবং তদ্দরুণ আক্রান্ত স্থানের স্ফীতি ও কঠিনতা এবং স্পর্শ করিলে, নাড়িলে উহাতে অত্যন্ত জ্বালা ও হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনার উদ্রেক হওয়া (বেল্)।

নিদ্রা। অপরাহ্ণ এবং সন্ধ্যার প্রারম্ভে অনিবার্য্য ঘুমের ইচ্ছা; সন্ধ্যার সময় ঘুম হয় না; প্রথম রাত্রে ঘুম হয় না; শেষ রাত্রে ঘুম হয়; অস্থির নিদ্রা বা বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গরমবোধ; ভয় খাইলে যেরূপ হয়, ঘুমেরঘোরে সেরূপ বারম্বার জাগিয়া উঠা; এলোমেলো, ভয় উৎপাদক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা (আর্নিকা, অরাম্, রাস্-টক্স্, সাল্ফ্); বারম্বার হাইতোলা; দিনের বেলা নিদ্রাবেশ (মার্ক্, নাক্স্-বম্, ফস্); মনের মধ্যে নানা প্রকারের ভাব আসিয়া ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়।

জ্বর। উষ্ণ ঘরেও অনবরত আভ্যন্তরিক শীতবোধ; সন্ধ্যার সময়

শীতের বৃদ্ধি (আর্স, বেল, ফস, রাস-টক্স) ; গরম জল ছিটাইয়া দিলে যেরূপ হয়, গায় সেরূপ উষ্ণানুভব এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত উদ্বেগ ; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে শুষ্ক এবং অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত উষ্ণানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরার স্ফীতি এবং বিস্তৃতি (চায়না) ও হাতের তালুতে অত্যন্ত জ্বালানুভব, যাহার দরুণ হাত কোন একটী ঠাণ্ডা বস্তুর উপর বা ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে ইচ্ছা হয় ; পিপাসা থাকে না (ইগ্নেস, ফস) ; প্রাতঃকালে প্রচুর ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, নাইট্রিক্-আস, রাস-টক্স) ; শরীরের এক পার্শ্বে ঘর্ম্ম ; সবিরাম বা পালা-জ্বর, যাহাতে শীতলাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং উষ্ণাবস্থা অল্পকাল স্থায়ী হয় ও পিপাসা একবারেই থাকে না ; কখন কখন শীতলাবস্থা বা ঘর্ম্মাবস্থার পূর্ব্বে পিপাসা থাকে, কিন্তু উষ্ণাবস্থায় কদাচিত পিপাসা থাকে। সবিরাম বা পালা-জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পেটের অসুখ থাকে (আণ্টি-ক্রুড, ইপিকাক্, নাক্স-বম্)।

ব্যবহার। শ্লেষ্মাজনিত অসুখ, প্রধানতঃ যে সকল অসুখে শ্লেষ্মা গাঢ়, গন্ধহীন, হরিদ্রার আভাযুক্ত, সবুজবর্ণ হয় ; বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সন্ধিবাত-জনিত অসুখ ; স্ত্রীলোকের রজঃরোধ ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation) ; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; শ্বেতপ্রদর ; সন্তান প্রসবের পর প্রসূতীর তলপেটাদিতে বেদনা (After-pains) ; সন্তান প্রসবের পর ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ কষ্ট হওয়া ; পায়ের শিরায় সাদা স্ফীতি (Phlegmasia Alba Dolens) ; স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া যাওয়া ; স্তন স্ফীত এবং উহাতে টাটানি ; জরায়ুর সকল প্রকারের অসুখ ; রজঃরোধ এবং অনিয়মিত রজঃস্রাব হেতু অসুখ ; হিষ্টিরিয়া ; একশিরার ব্যারাম (Orchitis) ; স্তব্ধবায়ু (Melancholia) ; স্নায়ুশূল ; চক্ষুপ্রদাহ ; কান দিয়া পূঁয পড়া ; কর্ণশূল ; অতিরিক্ত ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা বা তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্য বা শুকরের মাংস খাইয়া অসুখ ; হাম ; আমবাত ; রাত্রিতে স্বপ্নে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ (বিছানায় প্রস্রাব করা) ; শিরার স্ফীতি এবং বিস্তৃতি ; পেটের অসুখ সম্বলিত জ্বর ; ঠাণ্ডা লাগিয়া কানে কম শুনা ; নাক দিয়া রক্ত পড়া ; উদরাময় ; আমাশয় ; বমন সম্বলিত অজীর্ণ রোগ ; পাকস্থলীতে বেদনা ; শ্লেষ্মা বা পিত্তসংযুক্ত উদরাময় ; মূত্রাধারের শ্লেষ্মাজনিত

অসুখ; প্রমেহ রোগ; অণ্ডকোষের প্রদাহজনিত স্ফীতি; কৃত্রিম প্রসব বেদনা (False Labour-pains); সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে ফুল (Placenta) নির্গত না হওয়া; প্রসব বেদনা আরম্ভ হইতে না হইতেই একবারে কমিয়া বা চলিয়া যাওয়া; আক্ষেপিক প্রসব বেদনা; রক্তোৎকাশ; হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অসুখ; হাত পায়ের পাতার প্রদাহজনিত শোথের ন্যায় স্ফীতি; হাঁপানি জনিত অসুখ; বুক জ্বালা এবং মুখে বিশ্রী এবং টক্ স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠা; সর্দ্দি; কাশি; চক্ষুর পাতায় ব্রণ বা আঞ্জনী (Stye on the Eyelids); চক্ষুর পাতার স্পন্দন এবং চক্ষে আলোক সহ্য না হওয়া; স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ শুকাইয়া যাওয়া; তরুণ এবং পুরাতন আকারের সবিরাম বা পালা-জ্বর ইত্যাদি অসুখে পাল্‌সেটিলা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় শরীরে দপ্‌দপানি; শান্ত প্রকৃতির স্ত্রীলোক যাহারা সর্ব্বদা কাঁদে, কাঁদ কাঁদ হয়, বা সামান্য কারণেই দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী; সকলপ্রকার যাতনা বা অসুখের সঙ্গে সঙ্গেই শীতবোধ; বেদনাদি একস্থান হইতে অন্য স্থানে অনবরত সরিয়া পড়া; জ্বালাযুক্ত, হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; গা ভাঙ্গার ইচ্ছা; বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ইচ্ছা; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই সমুদয় শরীরে অসুখ বোধ, চলিয়া বেড়াইলে যাহা থাকে না; সন্ধ্যার সময়, ঘোর সন্ধ্যার সময়, একদিন পর একদিন সন্ধ্যার সময়, রাত্রিতে, বিছানার উষ্ণতাতে, শয়ন করিয়া থাকিলে (প্রধানতঃ বামপার্শ্বে), উষ্ণ ঘরে, আহারের পর (প্রধানতঃ তৈলাক্ত, চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্য, শুকরের মাংস, বরফের কুল্পী, ফল বা শাকাদি খাইলে) অসুখের বৃদ্ধি; এবং বহির্ব্বায়ুতে, ঠাণ্ডা স্থানে বাস এবং চীত হইয়া শয়ন করিলে অসুখের হ্রাস হয় ইত্যাদি পাল্‌সেটিলার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। পাল্‌সেটিলার সমগুণ বিশিষ্ট অন্য কোন ঔষধ আছে কি না সন্দেহ। তবে কোন বিষয়ে পাল্‌সেটিলার কার্য্যের সঙ্গে সিমিসিফিউগা, আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্, কলোফিলাম্, কোনায়াম্, সাইক্লেমেন্, হামামেলিস্, সিপিয়া, আর্সিনিক্, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব্, ক্যামোমিলা, চায়না, ককিউলাস্, কলো-

সিহ্, ফেরাম্, ইগ্নেসিয়া, ক্যালী-বাইক্রমিকাম্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স্-বমিকা, নাক্স্-মস্কেটা, প্লাটিনা, ফস্ফরাস্, রাস্টক্স্, সাইলিসিয়া, সাল্ফার এবং জিঙ্কামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। কফিয়া, ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া, নাক্স্-বমিকা ইত্যাদি পাল্সেটিলার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৩, ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পেটের অসুখে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকি। অণ্ডকোষের প্রদাহাদিতেও ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন উপকারী। স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহেও (Ovaritis) ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন উপকারী। চক্ষু এবং কর্ণের অসুখ এবং বাত রোগে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম ব্যবহার্য্য। ক্ষুদ্র সন্ধিবাত (Gout) ৬ এবং ১২ ডাইলুশন উপকারী। জরায়ু এবং ডিম্বকোষের অসুখে ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। কাশি এবং সর্দ্দিতে ৬ষ্ঠ ডাঃ ব্যবহার্য্য। শিরার অসুখেও ৬ষ্ঠ ডাঃ ব্যবহার্য্য। কৃত্রিম প্রসব বেদনা এবং সন্তান প্রসবের পর পেটে বেদনা (ভাদ্লির কামড়,—আদ্লার ব্যথা,—After-pains) ইত্যাদিতে ৩০ ডাঃ বিশেষ উপকারী। কখন কখন কৃত্রিম প্রসব বেদনায় ২০০ ডাঃ দ্বারা অন্যান্য ডাঃ অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শিতে দেখা যায়। শ্বেত প্রদর এবং রজঃস্রাব সম্বন্ধীয় অসুখে ৩০ ডাঃ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। রজঃস্রাব সম্বন্ধীয় অসুখে কোন কোন চিকিৎসক ১ম দশমিক এবং মূল আরোক এক ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনায় (Painful Menstruation) ১ম দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

রাস্ টক্সিকোডেণ্ড্রন্,—রাস্টক্স্।

(RHUS TOXICODENDRON,—RHUS TOX.)

তিন প্রকার রাস্ আছে। যথাঃ—(১) রাস্ টক্সিকোডেণ্ড্রন্, (২) রাস্ র‍্যাডিকান্স্ এবং (৩) রাস্ বিনিনেটা। এস্থলে কেবল রাস্ টক্সিকোডেণ্ড্রনের বিষয়ই উল্লেখ করা হইবে। উত্তর আমেরিকাতে এই গাছের জন্ম হয়। মে এবং জুন মাসে ফুল হওয়ার পূর্ব্বে এই গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া ৪০° ডিগ্রী ওয়ার প্রুফ্ (40° Over-proof) স্পিরিটে যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, লিম্ফেটিক্ গ্রন্থি (Lymphatic glands), চর্ম্ম, পেশী এবং সন্ধির উপর এই ঔষধের কার্য্য অতি প্রবল। প্রথমতঃ আক্রান্ত স্থানের উত্তেজনা হয় এবং তৎপর উক্ত উত্তেজনা প্রদাহে পরিণত হইতে পারে। অথবা প্রদাহ না হইলে উহাতে সিরাম (Serum) নামক ফেণ বা জলের ন্যায় পদার্থ সঞ্চিত হইয়া শোথ হয় বা ফাটিয়া যাইয়া উহা হইতে জলের ন্যায় কলতানি পড়ে। এই প্রকার উত্তেজনার অবস্থা চর্ম্মেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছের পাতা গায় লাগিলে অথবা উহার নিকট থাকিলেও অনেক সময় চর্ম্ম লালবর্ণ এবং উহাতে ভয়ানক আকারের জলপূর্ণ ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী বিশিষ্ট বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) প্রকাশ পাইতে পারে। চর্ম্মের উপর কার্য্যের ন্যায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ উহাতে বিকচ (Eczema) এবং ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী প্রকাশ হইয়া থাকে। চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর (Conjunctivæ) উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। এতদ্ভিন্ন শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরও ইহার কার্য্য অধিক বা কম পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের যে সকল আঁশাল অংশে মাস্তক ঝিল্লী আছে (Sero-fibrous tissues), ঐ সকল অংশ আক্রান্ত হইয়া উহার পেশী এবং সন্ধিতে বাতের ন্যায় প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া পেশীর আবরক কঠিন পর্দ্দা (Fascia), পেশীর কঠিন অগ্রভাগ

(Tendons) স্নায়ুর আবরক পর্দ্দা (Sheaths of nerves), সন্ধির লিগামেণ্ট্স্ (Ligaments) এবং আঁশাল অংশ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া থাকে। শরীরের সমুদয় অংশের লিম্ফেটিক্ গ্রন্থি গুলিই বর্দ্ধিত এবং প্রদাহযুক্ত হয়। কৌষিক ঝিল্লীতে (Cellular Tissues) ফেণবৎ পদার্থ বা সিরাম (Serum) সাঞ্চত হইয়া উহার পরিপোষণ কার্য্যের অবসন্নতা, হ্রাস বা বিকৃতি হইয়া থাকে, বা উহার ব্যাঘাত জন্মে। প্রকারান্তরে ইহা ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যের জড়তা এবং মস্তিষ্কের এমন অবস্থা উৎপাদন করে যাহা বিকারের লক্ষণাক্রান্ত জ্বর বা মোহ-জ্বর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্রাম কালিন লক্ষণাদির বৃদ্ধি এবং নড়াচড়াতে উহার উপশম, রাস্-টক্সের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্ব্বদাই চিন্তা এবং ভয়ের ভাব যাহা সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতেই অধিক হইয়া থাকে (আর্স্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, মার্ক্); উক্ত প্রকার চিন্তাদির সঙ্গে সঙ্গে নির্জ্জনে থাকার ইচ্ছা (কার্ব্বো-বেজ্, ইগ্নেস্) এবং কাঁদিবার ইচ্ছা (লাইকোপ্, নেট্রাম্-মিউর, পাল্স্), ঘরে বসিয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং বহির্বায়ুতে বেড়াইলে যাহার উপশম হয়; মনের উদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা, যাহার দরুণ রোগী বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না (একন্, এথুজা, আর্স্, ক্যাম্ফার); মৃত্যুভয়; (আর্স্, ব্রাই, নাক্স্-বম্, সিকেল্); সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করা, অধৈর্য্য হওয়া, চিড়্ চিড়্ করা এবং সহজেই বিরক্ত হওয়া (ব্রাই); সহজে সকল বিষয় ভুলিয়া যাওয়া; কোন বিষয় সহজে বুঝিতে অশক্তি; অল্প দিনের ঘটনাও স্মরণ রাখিতে অশক্তি (রুস্-আস্); চুপে চুপে, বিড়্ বিড়্ করিয়া প্রলাপ বলা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্নতা এবং জ্ঞান রহিত হওয়া; আত্ম হত্যার ইচ্ছা।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার গোলমেলে এবং ঢিলা বোধ; নেসা করিলে যেরূপ হয়, সেরূপ মাথা ঘোরা এবং চলিতে টলিয়া পড়া (চায়না, ককিউলাস্, নাক্স্-বম্, পাল্স্); বিছানা হইতে উঠি-

বার সময় মাথা ঘোরা (ব্রাই, ফস্); মাথায় পূর্ণ এবং ভারিবোধ ও কপালে একটী ভারিবস্তু চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ নিম্ন দিকে ঠেলিয়া নামার ন্যায় অনুভূত হয়; চলিবার সময় বা সিঁড়িদিয়া নামিতে বা মাথা ঝাকিলে মনে হয় যেন মস্তিষ্ক ঢল্ ঢলে হইয়াছে এবং মাথার হাড়ের মধ্যে যেন বারম্বার আঘাত করিতেছে (চায়না, নাক্স-মষ্ক্, হায়োস্, সাল্ফ্-আস্); মাথার পশ্চাৎভাগে কন্‌কনানি, ঘাড় পশ্চাৎ দিকে বাঁকা করিলে যাহা থাকে না; স্পর্শ করিলে মাথায লাগে (চায়না, মার্ক্, মেজিরিয়াম্); মাথায় কন্‌তানি এবং পূঁয বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী এবং উহাতে পুরু চুমটী (খোসা) পড়ে ও উহাঁর দরুণ যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি হয় (গ্রাফ্, লাইকোপ্, মার্ক্, ষ্টাফিস্, সাল্ফ্)।

চক্ষু। চক্ষু এবং চক্ষুর পাতা প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ ও স্ফীত হওয়া এবং রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (আণ্টি-ক্রুড্, কষ্ট্, গ্রাফ্, লাইকোপ্, মার্ক্, পাল্স্, ফস্, সাল্ফ্, জিঙ্ক্); সমুদয় চক্ষু এবং উহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের স্ফীতি (আর্ন্); চক্ষুর পাতার শোথ এবং উহার স্থানে স্থানে বিসর্পে যেরূপ হয় (Frysipelatous) সেরূপ ফোস্কার ন্যায়, জলপূর্ণ ফুস্কুড়ী; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী এবং চক্ষুর পাতার উপাস্থির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থির (Meibomian glands) বিবৃদ্ধি এবং চক্ষুর পাতার পক্ষ (Lashes) পড়িয়া যাওয়া; চক্ষু এবং চক্ষুর পাতায় জ্বালা এবং চুলকানি (সাল্ফ্); বালি প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষুর মধ্যে সেরূপ চাপা বোধ এবং কন্‌কনানি (আর্ন্, কষ্ট্, হিপ্-সাল্ফ্, পাল্স্, সিপিয়া, সাল্ফ্); চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাতের ন্যায় জড়তা বা কঠিনতা (ক্যাল্মিয়া); চক্ষু ঘুরাণের সময় বা চাপ দিলে চক্ষুর গোলক টাটায় (স্পাইজেল্); চক্ষুর সম্মুখে একখানি পাতলা বা মিহি কাপড় রাখিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ঝাপ্‌সা দেখা (কষ্ট্, পিট্রোল্, ফস্, পাল্স্, সাল্ফ্)।

কর্ণ। কর্ণশূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম কর্ণের মধ্যাংশ স্ফীত হওয়া; কর্ণমূলস্থ গ্রন্থির প্রদাহ, স্ফীতি এবং উহাতে পূঁয হওয়া; রাত্রিতে কানের মধ্যে চিড়িক মারা এবং দপ্‌দপিয়া বেদনা; কান দিয়া রক্ত সংযুক্ত পূঁয নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনা।

নাসিকা। বারম্বার প্রবল হাঁচি; রাত্রিতে বা প্রাতঃকালে নাক দিয়া রক্ত পড়া; জ্বরবিকারে, এবং মাথা-হেট করিয়া উপুড় হইলেই নাক দিয়া রক্ত পড়া; নাক শোথের ন্যায় স্ফীত (এপিস্); নাসিকার অগ্রভাগ লালবর্ণ (বেল্) এবং স্পর্শনে বেদনাযুক্ত হয়; নাকের মধ্য টাটায়; বাম নাসারন্ধ্রের নীচে টাটানি; নাক দিয়া সবুজ বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ।

মুখমণ্ডল। মুখাকৃতি রুগ্ন, বসিয়া যায় এবং চক্ষু নীলের আভাযুক্ত রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় (ফস্, সাল্ফ্); মুখ মণ্ডলের সিসর্পের ন্যায় প্রদাহ এবং স্ফীতি (গ্রাফ্) এবং উহাতে জ্বালা, চিড়িক মারা এবং সুড়্ সুড়ী; মুখ মণ্ডলের আক্রান্ত স্থানে ফোস্কার ন্যায় জল পূর্ণ ফুস্কুড়ী (সিষ্টাস্); নিম্নমাড়ি সঞ্চালনে কানের নিকট খিল ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; নিম্নমাড়ির কোণের নীচের গ্রন্থিগুলিতে খাল ধরা বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; ওষ্ঠের কোণে ক্ষত এবং উহাতে জ্বালা এবং চড়্চড়ানি (আণ্টি-ক্রুড্, গ্রাফ্, লাইকোপ্, সাইলিসি); মুখমণ্ডলে কল্তানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী এবং উহাতে পুরু চুমটি (খোসা) পড়া (লাইকোপ্, মার্ক্, ষ্টাফিস্)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁতের গোড়ায় দপ্ দপ্ করা বা সুড়্ সুড়্ করার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে যাহার উপশম হয়; দাঁত যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (আর্স্, মার্ক্, সাইলিসি); জিহ্বায় ফোস্কা পড়া; জিহ্বা লালবর্ণ, শুষ্ক, এবং ফাটাযুক্ত (ব্যাপ্ট্, বেল্) এবং কটাবর্ণ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত; জিহ্বায় জ্বালা এবং চড়্চড়ানি এবং উহার অগ্রভাগ লালবর্ণ (আর্স্, আর্জেণ্ট্-মেট্); মুখগহ্বর শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আর্স্, ব্রাই); নিদ্রাবস্থায় মুখ দিয়া লাল বহিয়া পড়া; মুখে দুর্গন্ধ (আর্ণিকা, অরাম্, হিপ্-সাল্ফ্, আয়োড্, ক্রিয়াজ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, নাক্স-বম্); মুখে পচা স্বাদ (মার্ক্); মুখে তিক্ত স্বাদ (নাক্স-বম্); মুখে উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের স্বাদ (ব্রাই, কলোস্, চায়না, পাল্স্, সাল্ফ্) বিশেষতঃ কটার (নেট্রাম্-মিউর); গলার মধ্যে শুষ্কানুভব (এপিস্, নাক্স-মস্); গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি; গলার মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায়

বেদনা, যাহার দরুণ গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয়; গলার বহির্দেশ স্ফীত; সঙ্কোচনের দরুণ যেরূপ হয়, কোন কঠিন দ্রব্য গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ কষ্টানুভব; পক্ষাঘাত হইলে যেরূপ হয়, কোন তরল দ্রব্য গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ কষ্টানুভব (বেল্, হায়োস্, নাক্স্-মস্ক্, প্লাম্বাম্); কর্ণমূলস্থিত এবং হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির (Parotid and Submaxillary glands) স্ফীতি এবং কঠিনতা (ব্যারাইটা-কার্ব্ব্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, আয়োড্)।

পাকস্থলী এবং উদর। গলার মধ্যের শুষ্কতার দরুণ অত্যন্ত পিপাসা এবং শীতল জল পানের ইচ্ছা (একন্, আর্স্, ব্রাই); ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ার ইচ্ছা; পেটে খালি বোধ এবং ক্ষুধা, কিন্তু কোন দ্রব্যে রুচি থাকে না বা খাইতে ইচ্ছা যায় না; আহারে সম্পূর্ণ অরুচি (আলাম্ আর্স্, চায়না, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্, ফস্, সাল্ফ্); উদ্গার ভালরূপ উঠে না; আহার বা পানের পর বমনোদ্বেগ; একখানি পাথর চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, আহারের পর পাকস্থলীতে সেরূপ ভারি এবং পূর্ণবোধ (আর্স্, ব্রাই, মার্ক্, নাক্স্-বম্, পাল্স্); আহারের পর পাকস্থলীর মধ্যে এবং উহার উপরে চাপাবোধ; আহার দ্রব্যে, বিশেষতঃ রুটীতে, তিক্ত স্বাদ (মার্ক্); খাইতে খাইতে হঠাৎ বমন; পাকস্থলীতে প্রবল দপ্দপানি (নাক্স্-বম্, পাল্স্)। উদরের বাম পার্শ্বের নিম্নভাগে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহা নিম্নদিক হইতে উপরের দিকে বিস্তৃত হয় এবং তদ্দরুণ মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং বমনোদ্বেগ; উদরে এবং উহার পার্শ্বে টাটানি, যে পার্শ্বে বেদনা সে পার্শ্বে শয়ন করিলে, পাশ ফিরিলে, নড়িতে আরম্ভ করার সময় যাহার বৃদ্ধি হয়; উদরের অত্যন্ত স্ফীতি এবং বিস্তৃতি, আহারের পর যাহা অধিক হয় (চায়না, লাইকোপ্, নাক্স্-মস্ক্, নাক্স্-বম্); পেটকামড়ানী এবং উদরে কর্ত্তনবৎ বা হঠাৎ ধাক্কা লাগার ন্যায় বেদনা যাহা আহারের পরেই অধিক অনুভূত হয় এবং মলত্যাগের পর যাহার উপশম হয় (কলোস্); উদরে শূল বেদনা বা উদর আকড়াইয়া ধরার দরুণ রোগী মাথা হেট করিয়া জড়সড় বা বাঁকা হইয়া চলিতে বাধ্য হয় (আলোজ্, কষ্ট্, কলোস্, আইরিস্, নাক্স্-বম্, রুস্); কুচকির গ্রন্থির স্ফীতি (বাগী) (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, ক্লিমেটিস্, আয়োড্); নাভি প্রদেশে কসিয়া ধরার ন্যায় আক্ষেপিক বেদনা।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্যের সঙ্কোচন; মল পাতলা, রক্তের ছিটযুক্ত; মল তরল কাল্‌চে, কটাবর্ণ (আর্স্‌); রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ; চট্‌চটিয়া আঠা (কল্‌চ্‌, হেলিবোরাস্‌), তরল, লাল এবং হরিদ্রাবর্ণ; রাত্রিতে উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে বেদনা বা পেট কামড়ানী, শিরঃপীড়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা; মল ভিজা গঁদের ন্যায়; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা এবং কোঁথপাড়া; দাস্তের সময় উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ ও মলত্যাগের পর বেদনাদির বিরাম বা উপশম; বেদনা হীন, ফেণাযুক্ত মলভেদ।

মূত্রযন্ত্র। দিবারাত্রি অনবরত বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ; অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক মূত্রত্যাগ, বা ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে মূত্র ত্যাগ (আর্নিকা, কষ্ট্‌, পাল্‌স্‌); মূত্র লালবর্ণ, উষ্ণ এবং পরিমাণে অল্প (একন্‌, এপিস্‌) এবং অত্যন্ত জ্বালা উৎপাদক ও কাল্‌চে যাহা নির্গত হওয়ার অনতিকাল বিলম্বেই ঘোলাটিয়া হয় (সিনা, ডিজিট্‌, গ্রাফ্‌); মূত্রাবরোধ বা ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তমিশ্রিত মূত্র নির্গমন (ক্যানাবিস্‌-সাট্‌, নাক্স্‌-বম্‌); মূত্রে নীহারের ন্যায় সাদা তলানি পড়ে (ক্যাম্ফ্‌, কল্‌চ্‌)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষাঙ্গের মাথা এবং উহার আবরক চর্ম্মের স্ফীতি এবং উহা কাল্‌চে লালবর্ণ, বিসর্পের ন্যায় (Erysipelatous); অণ্ডকোষাধার (পোতা) কঠিন এবং পুরু হয় এবং অত্যন্ত চুলকায়; পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্ম প্রদাহযুক্ত এবং তদ্দরুণ সঙ্কুচিত হইয়া পুরুষাঙ্গের মাথা অনাচ্ছাদিত থাকে (Paraphimosis); মূত্র কোষাধারের শোথ (পোতা ফুলা); পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষাধার (পোতা) এবং উরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে কল্‌তানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী (হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, গ্রাফ্‌); ফিকা রক্তের উগ্র রজঃস্রাব, যাহার দরুণ যোনিতে কামড়ানীর ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়; যোনিদ্বারে বেদনা এবং টাটানি বা চড়্‌চড়ানি; যোনির বহির্দ্দেশে বিসর্পের ন্যায় (Erysipelatous) প্রদাহ; বৃষ্টিতে ভিজিয়া জরায়ুর কার্য্যের বৈলক্ষণ্য; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia), রক্ত চাপ চাপ, থানা থানা এবং জরায়ুতে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা (বেল, ক্যামো, সিমিসিফ্‌); সন্তান প্রসবের পর স্তনে দুগ্ধ থাকে না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সার্ব্বাঙ্গিক উত্তাপহ্রস্বতা

(একন্, হায়োস্, পাল্‌স্); গর্ভাবস্থায় কোঁথপাড়া বা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম বা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া বা কোন প্রকারের ভারি বস্তু উঠান হেতু গর্ভস্রাবের উপক্রম হওয়া; সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে দূষিত ক্লেদ (Vitiated Lochia) নিঃসরণ বা উক্ত নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যোনিদ্বারে খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা ও মাথার বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে (ব্রাই); সন্তান প্রসবের পর অনেক কাল ধরিয়া জরায়ু হইতে ক্লেদ নিঃসরণ, অথবা ক্লেদ নিঃসরণ একবার বন্ধ হইয়া পুনরায় আরম্ভ হয়; কোন ভারিদ্রব্য নিশ্বাস বন্ধ করিয়া উঠাইবার দরুণ জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হইয়া নিম্নদিকে সরিয়া পড়ে (Prolapsus uteri); সন্তান প্রসবের পর পায়ের শিরার সাদা স্ফীতি (Milk-Leg); বিকারের লক্ষণ বিশিষ্ট জরায়ু প্রদাহ।

শ্বাসযন্ত্র। স্বর ভঙ্গ এবং কণ্ঠনালীতে চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় জ্বালা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে খস্‌খসে বোধ এবং টাটানি (অস্-মিয়াম্); শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন; কাপড়ের নীচ হইতে হাত বাহির করিলেও কাশির উদ্রেক হয় (হিপ্-সাল্‌ফ্); বায়ুনলের মধ্যে সুড়্‌সুড়ীর দরুণ শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশি (নাক্স্-বম্, রুমেক্স্), সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে যাহার বৃদ্ধি হয়; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিবার অব্যবহিত পরই কাশি; আক্ষেপিক কাশি, যাহার দরুণ মাথা কাঁপে; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে ছিড়িয়া ফেলা বা সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা (একন্, ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্ব, পাল্‌স্); বুকে অত্যন্ত আঁটাবোধ এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত উদ্বেগ; বুকে এবং উহার পার্শ্বে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা, বিশ্রাম-কালীন বা হাঁচি এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে যাহার বৃদ্ধি হয়; বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ফুস্ফুসপ্রদাহ, পূঁয শরীরে শোষিয়া যাহা উৎপন্ন হয়; অতিরিক্ত কথা বলা, বক্তৃতা করা বা গান করার দরুণ স্বরভঙ্গ; ভয়ানক কাশি, যাহার দরুণ মনে হয় যেন বুক ফাটিয়া যাইবে; সন্ধ্যার সময় কাশি এবং কাশিতে কাশিতে উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন (কার্ব্বো-বেজ, ড্রসিরা, ফেরাম্)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। স্থির এবং নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিলে হৃৎস্পন্দন; হৃৎপিণ্ডে দুর্ব্বল বোধ এবং উহার কাঁপনি; হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক

অসুখ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বামবাহুতে বেদনা এবং অবশ বোধ (একন্, ক্যাল্মিয়া)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবা বাত রোগের ন্যায় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (ব্যাডায়াগা, চেলিডন্) এবং সঞ্চালনের সময় উহাতে কসিয়া বা যাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (একন্, ক্যাল্ক-ফস্); মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিবা গেলে যেরূপ হয়, স্কন্ধ এবং পৃষ্ঠদেশে সেরূপ বেদনা বা যাতনা (একন্); অবশ হইলে বা অনেকক্ষণ অসুবিধাতে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলে যেরূপ হয়, গ্রীবার পেশীতে সেরূপ বেদনানুভব, যাহা শেষ বেলা বা সন্ধ্যার সময়ই অধিক অনুভূত হয়; পৃষ্ঠদেশে সূচাবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা, চলিয়া বেড়াইলে বা মাথা হেঁট করিয়া উপুড় হইলে যাহার বৃদ্ধি হয়; মাথা হেঁট করিয়া উপুড় হওয়ার পর সোজা হইয়া দাঁড়াইলে উক্ত বেদনা বা যাতনা আরো অধিক অনুভূত হয়; কোমরের পশ্চাৎ ভাগে শক্ত বোধ এবং উহাতে কন্কনানি (একন্); স্থিরভাবে বসিলে বা শয়ন করিয়া থাকিলে কোমরের পশ্চাৎভাগে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা (বার্ব্বেরিস্), নড়া চড়াতে বা কোন প্রকারের কঠিন তোষকাদিতে শয়ন করিলে যাহার উপশম হয় (নেট্রাম-মিউর, রোডডেণ্ড্রন্, রুটা); গিলিবার সময় দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা; যেন কোন ঠাণ্ডা পদার্থ সুড়্ সুড়্ করিয়া বা হামা দিয়া যাইতেছে, পৃষ্ঠদেশে এরূপ ঠাণ্ডা বোধ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। মোচড়াইয়া পড়িলে, কোন ভারি দ্রব্য উঠাইলে বা জোরে টানিয়া বিস্তৃত করিলে যেরূপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেরূপ যাতনা বোধ এবং উহার স্ফীতি, কঠিনতা এবং উহাতে পক্ষাঘাতের ন্যায় অবশবোধ; বিশ্রামের পর প্রথম সঞ্চালনে বা প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশবোধ এবং উহার কঠিনতা, আক্রান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বারম্বার সঞ্চালনে যাহার উপশম হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনি অথবা কাঁপনির ন্যায় অনুভূত হয়; যে অঙ্গ ভর করিয়া শয়ন করা যায়, প্রধানতঃ বাহু, সে অঙ্গ অবশ বা অসাড় হয়; স্থির ভাবে থাকিলে বা বিশ্রাম কালীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের ন্যায় কসিয়া বা যাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা।

স্কন্ধের সন্ধিতে বাতের বেদনার ন্যায় ছিঁড়িয়া ফেলা বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাহুতে অবশ বা অসাড়বোধ ; বাহুর পক্ষাঘাত, উহাতে ঠাণ্ডা বোধ এবং উহাতে স্পর্শজ্ঞান থাকে না ; স্কন্ধের সন্ধি, বাহু, কনুই, মণিবন্ধ, হাত এবং আঙ্গুলের সন্ধিতে বাতের ন্যায় সূচী বিঁধান বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (একন্, ব্রাই, লেডাম্), ঠাণ্ডা এবং আর্দ্র বাতাসে, বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে বা বিশ্রাম কালীন যাহার বৃদ্ধি হয় (বডোডেণ্ড্রন্) ; বোগলের গ্রন্থির স্ফীতি (ব্যারাইটা-কার্ব্ব্, লাইকোপ্, সাইলিসি) ; হাত এবং হাতের আঙ্গুলের স্ফীতি। পা এবং পায়ের পাতায় পক্ষাঘাতের ন্যায় ভারি বোধ এবং উহার দুর্ব্বলতা বা যাহার দরুণ চলিবার শক্তি প্রায় রহিত হয় ; বসিয়া থাকিলে পায় ক্লান্তি বোধ, চলিয়া বেড়াইলে যাহা থাকে না (আস্ঁ) ; পায়ের কন্‌কনিয়া বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ রোগী থাকিবার ভাব বারম্বার পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয় ; বসিয়া থাকিলে, বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে এবং অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের পর কুচ্‌কি এবং হাঁটুর সন্ধিতে বাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; পা এবং পায়ের পাতায় খিল ধরা, যাহার দরুণ রোগী চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয় ; অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে পায়ের পাতার সন্ধি স্ফীত হয় ; সন্ধ্যার সময় পায়ের পাতা স্ফীত হয় ; ভিজিয়া কোমরে বাতের বেদনা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী স্পন্দন ; পুরাতন বাতরোগ এবং আক্রান্ত স্থান কোমল না হইয়া বরং কঠিন বা শক্ত হয় ; বাম বাহু এবং বাম পায়ে ঝামা দিয়া যাওয়ার ন্যায় অবশবোধ বা সুড়্‌সুড়ী (ঝিঁঝিঁ ধরা)।

চর্ম্ম। সমুদয় শরীরে চুলকানি (গ্রাফ্, সাল্‌ফ্) ; চুলকানি চুল বা লোমসংযুক্ত অংশেই অধিক অনুভূত হয় ; সমুদয় শরীরে হামের ন্যায় লাল ফুস্কুড়ী (আণ্টি-ক্রুড্, ব্যাপ্‌ট্, কফিয়া, পাল্‌স্) ; গায় ফোস্কা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের ন্যায় জলপূর্ণ ফুস্কুড়ী এবং উহাতে জ্বালা ও চুলকানি (গ্রাফ্, মার্ক্, সাল্‌ফ) ; বিকচ (Eczema) যাহার উপরের অংশের ছাল উঠিয়া যায় এবং ক্ষত হয়, উহাতে পুরু খোসা বা চুমটী পড়ে ও উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত কল্‌তানি নির্গত হয় (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্‌ফ্, লাইকোপ্, সাল্‌ফ্) ; বিসর্পের ন্যায় প্রদাহ এবং স্ফীতি (এপিস্, বেল্) এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার

ন্যায় ফুস্কুড়ী বাহির হয়; আমবাত এবং তজ্জন্য চুলকানি এবং জ্বালা; প্রত্যেক বৎসর শীত কালে গায় ফুস্কুড়ী হয়; ফুস্কুড়ী চুলকাইলে জ্বালা করে; প্রত্যেক বৎসরই মাথায় দাদের ন্যায় এক প্রকার ফুস্কুড়ী প্রকাশ পায়; মাথায় এক প্রকারের শুষ্ক ফুস্কুড়ী, যাহার দরুণ মাথার ছাল উঠিয়া যায়, ফুস্কুড়ীগুলি রাত্রিতে চুলকায় এবং উহাতে পুঁয হয় ও চুমটি পড়ে; ওষ্ঠের চতুষ্পার্শ্বে গোলাপী রঙ্গের ফুস্কুড়ী এবং উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রক্তমিশ্রিত ছেকড়া ছেকড়া পুঁয পড়ে; গায় আঁচিল হয়; শরীরের স্থানে স্থানে লাল হয় এবং আবের (Tumour) ন্যায় স্ফীত হয়; গায় ভাসান বিস্তৃত রকমের পোড়া ঘা; আরক্ত জ্বরের পর কর্ণ-মূলস্থ গ্রন্থির প্রদাহ; গ্রন্থির প্রদাহ, স্ফীতি, কঠিনতা এবং পাকিয়া উহাতে পুঁয হওয়া।

নিদ্রা। রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে নিদ্রাশূন্যতা এবং তজ্জন্য বিছা-নায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করা (একন্‌,ব্রাই, গ্রাফ্‌, ফস্‌); বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং ভয় উৎপাদক স্বপ্ন দেখা (আর্নিকা, অরাম্‌, পাল্‌স্‌); নিদ্রা শূন্যতা এবং প্রবল বেগে বারম্বার হাইতোলা।

জ্বর। বারম্বার শীতবোধ, প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময় (ফস্‌); শরীরের পশ্চাৎভাগে শীত বোধ এবং সম্মুখ ভাগে উষ্ণানুভব; হাত এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; সন্ধ্যার সময় জ্বরের আক্রমণ এবং সমুদয় শরীরে শীত এবং কম্প, গা ভাঙ্গা, মাথা ধরা, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা; সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বর (ঐকাহিক, দ্ব্যহিক এবং ত্র্যাহিক আকারের জ্বর) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ; প্রাতঃকালে প্রচুর ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌, পাল্‌স্‌); উষ্ণ জলাদি পান করিলে ঘর্ম্ম; নাড়ী দ্রুত এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট, (ডিজিট্‌, মার্ক্‌, মিউর-আস্‌); শীত কম্প এবং অন্যান্য প্রকারের যাতনা বা লক্ষণাদি সন্ধ্যার সময়ই অধিক হইয়া থাকে (আর্স্‌, বেল্‌, পাল্‌স্‌); আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার (Typhoid Fever); জিহ্বা শুষ্ক এবং কটাবর্ণ; দাঁত কাল্‌চে ময়লা (Sordes) দ্বারা আবৃত; তরল ভেদ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; নিম্নাঙ্গের শক্তির অনেক হ্রাস, যাহার দরুণ উক্ত অঙ্গ সঞ্চালন করা কঠিন হইয়া পড়ে; রাত্রি দুই প্রহরের পর অত্যন্ত অস্থি-

স্বত্তা, যাহার দরুণ উপশমের আশায় রোগী বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করে ; অপরাহ্ণ ৭টার সময় সবিরাম জ্বরের আক্রমণ; গায় শীতল জল ঢালিয়া দিলে যেরূপ হয়, সেরূপ শীতবোধ এবং তৎপর শরীর গরম হইয়া বারম্বার গা ভাঙ্গার ইচ্ছা ; শেষ রাত্রিতে বা প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম।

ব্যবহার। শরীর উত্তপ্ত হওয়ার পর জল বৃষ্টিতে ভিজিয়া অসুখ; থেঁত্‌লিয়া যাওয়া, মোচড়াইয়া পড়া বা অন্যান্য প্রকারের আঘাত জনিত অসুখ ; বাতরোগ এবং বাতরোগ জনিত অসুখ ; কটি এবং কুচকিবাত ; গ্রন্থির স্ফীতি, কঠিনতা এবং উহাতে পূঁয হওয়া ; বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) ; পূঁয এবং জল পূর্ণ ক্ষুদ্র ব্রণ এবং ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী ; শোথ ; পক্ষাঘাত; সবিরাম-জ্বর ; স্বল্পবিরাম-জ্বর, আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার, বাত জ্বর ; স্ফোটক-জ্বর ; হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অসুখ ; সামান্য রকমের শ্লৈষ্মিক রোগ ; চক্ষু প্রদাহ ; বিকচ (Eczema) ; আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রদাহ জনিত স্নায়বিক অসুখ ইত্যাদিতে রাস্টক্স্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। চাঁচলে যেরূপ হয়, হাড়ে সেরূপ বেদনা বা যাতনা (ফস্-আস্) ; রাত্রিতে, প্রধানতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর, যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি (আর্স্, বেল্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, সাল্‌ফ্) ; স্থিরভাবে থাকিলে বা বিশ্রামে বা চলিতে আরম্ভ করার সময় বেদনাদির বৃদ্ধি (কোনায়াম্, লাইকোপ্, সিপিয়া, সাল্‌ফ্) ; ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্বে, বসা বা শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে, জল বৃষ্টিতে ভিজিলে, আর্দ্র বাতাসে, উত্তর পূর্ব্ব দিকের বাতাসে, বহির্বায়ুর পরিবর্ত্তনে, ঠাণ্ডাতে অসুখের বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত চলিলে, আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালন করিলে, উষ্ণ, শুষ্ক বাতাস বা উষ্ণ প্রয়োগে, আক্রান্ত অঙ্গ বিস্তৃত করিলে, অসুখের উপশম ইত্যাদি রাস্টক্সের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। ডাক্তার ডান্‌হাম্ (Dr Dunham) বলেন যে, স্থিরভাবে বা বিশ্রামে থাকিলে বেদনাদির বৃদ্ধি এবং নড়াচড়াতে অসুখের উপশম রাস্-টক্সের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। তিনি আরো বলেন যে, পেশী এবং সন্ধিগাত্র স্থিরভাবে থাকিলে বেদনা বা যাতনার বৃদ্ধি হওয়া এবং আক্রান্ত অঙ্গ প্রথম সঞ্চালন করার সময় উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনার উদ্রেক হওয়া, এবং আক্রান্ত অঙ্গ ক্রমাগত সঞ্চালনে বেদনাদির হ্রাস

হওয়া রাস্‌টক্সের প্রধান প্রাকৃতিক লক্ষণ। কিন্তু উক্ত উপশম অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় না; কারণ, আক্রান্ত অঙ্গ অনেকক্ষণ ক্রমাগত সঞ্চালন করার দরুণ পক্ষাঘাতের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় এবং ক্লান্ত হইয়া রোগী বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয়। বিশ্রাম কালীন প্রথমতঃ রোগী আরাম অনুভব করে; কিন্তু কতকক্ষণ পরই আবার বেদনাদি আরম্ভ হয় এবং তদ্দরুণ রোগী তাহার আক্রান্ত অঙ্গ পুনরায় সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। রাস্‌টক্সের কার্য্যের সঙ্গে ক্রোটন্‌ রানান্‌-কিউলাস্‌, লেডাম্‌, রডোডেণ্ড্রন্‌, ব্রাইওনিয়ার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে রাস্‌টক্সের কার্য্যের সঙ্গে এপিস্‌, আর্ণিকা, আর্সিনিক্‌, কষ্টিকাম্‌, ক্লিমেটিস্‌, ডাল্‌কেমেরা, নাক্স্‌-বমিকা, ফস্ফরাস্‌, ফস্ফরিক্‌-আসিড্‌, পাল্‌সেটিলা, রুটা, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্ফার, কাফিয়া ক্রোটন্‌, সাল্‌ফার ইত্যাদি রাস্‌টক্সের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাওয়া যায়। তরুণ চর্ম্মরোগে এবং উদরাময়, আমাশয়ে ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন এবং পুরাতন আকারের চর্ম্ম রোগে ১ এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। পুরাতন আকারের বাত রোগে ১২ এবং ৩০ ডাঃ বিশেষ উপকারী। পক্ষাঘাত এবং গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহে ১ম দশমিক ক্রম বিশেষ উপকারী। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা সামুয়েল হানিমান বলিয়া গিয়াছেন যে, রাস্‌ টক্স্‌ অত্যন্ত আস্তে আস্তে কার্য্য করে এবং ঔষধ প্রয়োগের পর অন্ততঃ ৩৬ ঘণ্টার পূর্ব্বে ইহার উপকারীতা কিছুই টের পাওয়া যায় না। একটী ইংরেজের জ্বর বিকারের পর পায়ের পক্ষাঘাতের চিকিৎসার ফল হানিমানের উক্ত কথার পোষকতা করে। উক্ত রোগীকে যে দিন প্রাতে রাস্‌ টক্স্‌ ১ম দশমিক ডাইলুশন ব্যবস্থা করা হয়, তাহার পর দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় হইতে রোগী অনেকটা উপশম অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বাত রোগের চিকিৎসার ফলও হানিমানের উক্ত কথার পোষকতা করে। পাঠকগণ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া

দেখিলেও বোধ হয় হানিমানের উক্ত কথার সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন।

সিপিয়া সাকাস,—সিপিয়া।

(SEPIA SUCCUS,—SEPIA.)

কাটেল্ নামক মৎস্যের (Cuttle Fish) আতুরীতে যে এক প্রকার কাল্‌চে কটাবর্ণের তরল পদার্থ থাকে তাহা উক্ত আতুরীতে রাখিয়াই শুকাইয়া সুগার অব্ মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া যথা নিয়মে ইহার ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে হয়। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। যকৃত, পিত্ত নিঃসারক যন্ত্র এবং স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য থাকার দরুণ ইহা উক্ত যন্ত্রাদির উৎপাদক শক্তির হ্রাস করে। ইহার কার্য্য অতি শিথিল, এবং ইহা দ্বারা উৎপন্ন বেদনা, যন্ত্রণাদি এবং কোন কোন লক্ষণ অনেক সময় অত্যন্ত অস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়। ইহা উক্ত যন্ত্রাদির অবসন্নতা এবং জড়তা উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা যকৃতের কার্য্যের বিশেষ বৈলক্ষণ্য হয় না, কিন্তু ইহা যকৃতের নিঃসরণে অনেক পরিবর্ত্তন উৎপাদন করা হেতু, নিঃসরণ টক এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন যকৃতের আকারেও অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। জননেন্দ্রিয় এবং মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং চর্ম্মের উপরই ইহার প্রধান স্থানিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মুখাকৃতি হরিদ্রার আভাযুক্ত, মেটে, মোমের ন্যায় রঙ্গবিশিষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কোমলাংশকে শোথের ন্যায় স্ফীত ও টল্‌টল্ করা এবং মানসিক অবসন্নতা এবং সমুদয় বিষয়ে অমনোযোগের ভাব উৎপাদন করা এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অত্যন্ত স্নায়বিকতা; সামান্য গোলমালও সহ্য হয় না (ককিউলাস্, সাইলিসি); অত্যন্ত বিমর্ষভাব এবং অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে

ক্রন্দন (লাইকোপ্, নেট্রাম্-মিউর, প্লাটিনা, পাল্‌স্); সমুদয় বিষয়েই মনের অপ্রফুল্লতা ও সর্ব্বদা ভবিষ্যতের দুর্ঘটনা বিষয়ে চিন্তা; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা; সন্ধ্যার সময় মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং চিন্তা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গরম বোধ (একন্); অত্যন্ত খিট্‌খিট্ করা, চিড়্‌চিড়্ করা এবং সহজেই বিরক্ত হওয়া (ব্রাই, ক্যাম্); কোন বিষয়েরই চিন্তা থাকে না; সমুদয় বিষয়েই বৈরাগ্য (বার্বেরিস্, ফস্-আস্), এমন কি রোগী আপন পরিবারস্থ লোকের বিষয়েও কোন চিন্তা করে না; সর্ব্বদা অলসভাব এবং শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা (নাক্স্-বম্, ফস্, সাল্‌ফ); মনে সহজে ভাবাদির উদয় হয় না এবং কথা বলিতে বা লিখিতে গেলে ভাষা সহজে স্মরণ হয় না (নাক্স্-মস্, ফস্); স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা বা হ্রাস (আনাকার্ড, ক্রিয়াজ্, মার্ক, ল্যাক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স্-মস্) এবং কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার অশক্তি।

মস্তক। মাথায়, প্রধানতঃ কপালে, কষ্টদায়ক গোলমেলে বোধ; বহির্বায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে মাথা ঘোরা (আগারিকাশ্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব); মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে (নেট্রাম্-মিউর, পাল্‌স, সাঙ্গুনেরিয়া), মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, নড়িলে চড়িলে, কাশিলে, বা মাথা ঝাঁকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্, ব্রাই); মাথা ধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন, যাহা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় (নাক্স্-বম্, নেট্রাম্-মিউর) এবং যাহা বেলা দুই প্রহর বা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে ও বহির্বায়ুতে যাহার উপশম হয় (পাল্‌স, সাঙ্গুনেরিয়া); বাম চক্ষুর কোটর এবং মাথার বাম পার্শ্বে ভারি বোধ এবং চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম চক্ষু হইতে মাথার বাম পার্শ্ব দিয়া মাথার পশ্চাৎভাগে ছুরী বিঁধানের ন্যায় বেদনা, আহারের পর যাহার উপশম হয়; মাথার সম্মুখ ভাগে চাপিয়া ধরার ন্যায় ঘুশ্‌ঘুশে, সূচী বিঁধান বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় প্রখর বেদনা; কপালের বাম পার্শ্ব হইতে মাথার বাম পার্শ্বের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; এক পেশে মাথা বেদনা (আধ্ কপালিয়া মাথা বেদনা) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনোদ্বেগ; মাথার ঠিক উপরি ভাগে ঠাণ্ডা বোধ

(বিরেট্-আল্ব্) ; মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া (আম্ব্রা, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, ল্যাক্, লাইকোপ্, মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস্, পিট্রোল্, ফস্) ; মাথার ঠিক উপরিভাগে এবং পশ্চাৎভাগে কল্তানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, লাইকোপ্, রাস্-টক্স্, সাল্ফ্) ; মাথার হাড় এবং চুলের গোড়া স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় (চায়না, কেবাম্, হিপ্-সাল্ফ্, ষ্টাফিস্, সাল্ফ্, বিরেট্-আল্ব্) ; মাথা অত্যন্ত চুলকায় (কষ্ট্, গ্রাফ্, সাল্ফ্)।

চক্ষু। চক্ষুপ্রদাহ এবং তদ্দরুণ চক্ষু স্ফীত, লালবর্ণ, জ্বালাযুক্ত এবং উহাতে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ; প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় চক্ষু দিয়া জল পড়া ; পক্ষাঘাত হইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ চাপা বোধ এবং চক্ষু বুজিয়া থাকার ইচ্ছা ; (কষ্ট্, কোনায়াম্, জেল্স্, প্লাম্বাম্) ; ঠাণ্ডা বাতাসে চলিয়া বেড়াইলে চক্ষের মধ্যে টাটানি, খশ্খশে এবং জ্বালানুভব, গ্যাসের আলোক বা পুস্তকাদি পড়িলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; বালির কণা প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ চাপা বোধ, চক্ষু রগ্ড়াইলে যাহার বৃদ্ধি হয় (আর্স্, কষ্ট্, হিপ্-সাল্ফ্, পাল্স্, রাস্-টক্স্ সাল্ফ্) ; লিখিলে বা পড়িলে চক্ষু সহজেই ক্লান্ত হয় ; মোম বাতির আলোকেই উক্ত অসুখ অধিক অনুভূত হইয়া থাকে (কস্, রুটা, মিরিকা) ; রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, গ্রাফ্, লাইকোপ্, মার্ক্, রাস্-টক্স্, সাল্ফ্) ; চক্ষুর পাতার ধার শুষ্ক এবং উষ্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত চুলকানি (ষ্টাফিস, সাল্ফ্) ; এক খানি সরু বা পাতলা কাপড় চক্ষের সম্মুখে রাখিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ঝাপ্সা দেখা (কষ্ট্, ক্রোকাশ্, নেট্রাম্-মিউর, পিট্রোল্, ফস্, সাল্ফ্) ; চক্ষুর সম্মুখে যেন আগুনের কণার ন্যায় চিহ্ন (বেল্, সাইক্লেমেন্, নেট্রাম্ মিউর, ফস্, সাল্ফ্) এবং এঁকা বাঁকা রেখা ভাসে ; চক্ষুর সম্মুখে দাগ যেন অনেক কাল ভাসে (আগারিকাশ্, মার্ক্, ফস্)।

কর্ণ। কানে সকল প্রকারের শব্দই লাগে বা সহ্য হয় না (একন্, বেল্, লাইকোপ্, সাইলিসি) কানের মধ্যে সোঁ সোঁ, ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হয় (বেল্, লাইকোপ্, নাইট্রিক্-আস্) ; কানের পাতার মধ্যে এবং উহার

পশ্চাৎভাগে দাদের ন্যায় চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; কান দিয়া পাতলা পূঁয পড়া।

নাসিকা। নাসিকা প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত; নাসারন্ধ্রে ক্ষত এবং উহাতে টাটানি (আলাম্, আণ্টি-ক্রুড, গ্রাফ্, মার্ক); প্রবল শুষ্ক সর্দ্দি যাহা বাম নাসারন্ধ্রেই অধিক অনুভূত হয়: তরল সর্দ্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গমন ও বার-ম্বার হাঁচি (একন্, সিপা); নাক দিয়া অধিক পরিমাণে রক্ত পড়া, রজঃস্রাবের সময় যাহা অধিক হয় (ফস্); নাক দিয়া সবুজ বর্ণের চাপ চাপ ডেলা ডেলা গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গমন।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা, হরিদ্রাবর্ণ (হিপ-সাল্ফ্, নেট্রাম্-মিউর), লালবর্ণ এবং উজ্জ্বল; গালের উপরিভাগ হইতে নাকের উপর দিয়া আড়া আড়ি ঘোড়ার জিনের ন্যায় হরিদ্রা বর্ণের দাগ পড়ে; মুখমণ্ডলে হরিদ্রা বর্ণের দাগ পড়ে (ফেরাম্); মুখের চতুর্দ্দিক হরিদ্রার আভাযুক্ত; ওষ্ঠে দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী; টুটিতে ব্রণের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুলকানি যুক্ত ফুস্কুড়ী।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। অকালে দাঁত ক্ষয়; দাঁতের গোড়ায় কামড়িয়া ধরা, ছিঁড়িয়া ফেলা বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; আহার বা পানের পর অথবা উষ্ণ বা ঠাণ্ডা কোন পদার্থ মুখে দিলেই এই বেদনা অধিক অনুভূত হয়; মাড়ি বেদনা-যুক্ত, স্ফীত, কাল্চে লালবর্ণ, ক্ষতযুক্ত হয় এবং উহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে (মার্ক, নাইট্রিক্-আস্, কস্); জিহ্বার উপর ক্ষুদ্র ব্রণ বা ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী (বোরাক্স, নাক্স-বম্, নাইট্রিক্-আস্); জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আণ্টি-ক্রুড্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্স্); পুড়িয়া বা ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, জিহ্বার অগ্রভাগে সেরূপ অনুভূত হয় (মার্ক, আইরিস্, প্লাটিনা); মুখে দুর্গন্ধ (আর্ণিকা, হিপ্-সাল্ফ্, আয়োড্, মার্ক, নাইট্রিক্-আস্, নাক্স-বম্); ওষ্ঠ, মুখগহ্বর এবং জিহ্বা শুষ্ক (এপিস্, নাক্স-মস্); মুখে তিক্ত স্বাদ (ব্রাই, চায়না, নাক্স-বম্, পাল্স্, সাল্ফ্); মুখে টক স্বাদ (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, চায়না, ম্যাগ্-কার্ব্ব, নাইট্রিক্-আস্, নাক্স-বম্); মুখে চট্‌চটিয়া আঠা

স্বাদ যাহা প্রাতঃকালেই অধিক অনুভূত হয়; গর্ভাবস্থায় দন্তশূল। গলার মধ্যে হুল ফুটানের ন্যায় অনুভূত হয়; গলার মধ্যে শুষ্ক বোধ এবং টাটানি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে কসিয়া ধরা বা চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; গলার মধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চার; কসিয়া গলাবন্ধ বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে টন্‌সিল্ প্রদেশে সেরূপ চাপা বোধ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে খশ্‌খশে এবং জ্বালা বোধ, গলায় খেকুর দিলে যাহার বৃদ্ধি হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। হয় খাওয়ার অত্যন্ত প্রবল অনিবার্য্য ইচ্ছা, নতুবা খাওয়ার ইচ্ছা একবারেই না থাকা; সমুদয় দ্রব্যেই অরুচি; সকল দ্রব্যই লোস্তা লাগে; বারম্বার তিক্ত বা টক উদ্গার উঠা (নাক্স-বম্, ফস্, পাল্‌স্), অথবা পচা ডিমের গন্ধ এবং স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার (আগারিকাশ, আর্ণিকা, বোরাক্স) যাহা আহার বা পানের পরই অধিক অনুভূত হয়; গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদ্বেগ (কোনায়াম্, ক্রিয়াজ্, নাক্স-বম্, বিরেট-আল্ব্); প্রাতঃকালে বমনোদ্বেগ, কিছু খাইলেই যাহা নিবারিত হয়; আহারের পর বমনোদ্বেগ; আহার দ্রব্যের গন্ধে বমনোদ্বেগ; দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা এবং চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দেখার সহিত বমনোদ্বেগ; পিত্ত এবং উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; স্পর্শনে পাকস্থলীতে বেদনা (হায়োস্, নেট্রাম্-কার্ব্ব, সাইলিসি): পাকস্থলী এবং উদরে কষ্টদায়ক খালি খালি বোধ (সিমিসিফ্, হাইড্রাষ্ট্, ইগ্নেস্, পিট্রোল্, পাল্‌স্, সাল্ফ্); এক খানি পাথর বসাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, আহারের পর পাকস্থলীতে সেরূপ চাপা বোধ (ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্); পাকস্থলীর মধ্যে দপ্‌দপানি (আণ্টি-টার্ট্, আসাফটিডা, পাল্‌স্)। যকৃত প্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা (আর্স্, ব্রাই, চায়না, ক্যালী-কার্ব্ব), পূর্ণ এবং চাপা বোধ ও টাটানি (এপিস্, বেল্, ব্রাই); উদরের বাম পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়; উদরে চাপা এবং ভারি বোধ; উদর স্ফীত, ভারি, বিস্তৃত এবং বেদনাযুক্ত হয় (ব্রাই, চায়না, গ্রাফ্); উদর স্ফীত হইয়া ঢপ্ ঢপ্ করে; সন্তান প্রসবের পরও উদর স্ফীত থাকে; উদরের মধ্যে প্রবল গড়্ গড়্, কল্ কল্ শব্দ হয় (আগারিকাশ, আলোজ, লাইকোপ্) আহারের পরই যাহা অধিক হয়; উদরের উপর কটা বর্ণের দাগ পড়ে।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্য এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালা এবং চুলকানি (সাল্ ফ্); গুহ্যদ্বারে কন্‌কনানি, টাটানি এবং সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়; অন্ত্রের জড়তা (আলাম্, ক্যাম্ফার্, ওপিয়াম্); বাহ্যের বেগ হয়, কিন্তু বেগ দিলে কেবল শ্লেষ্মা বা দূষিত বায়ু নির্গত হয়; কোষ্ঠ. পরিষ্কার হয় না, অথবা নির্গত হইতে হইতে মল গুহ্যের মধ্যে থাকিয়া যায়; মল ভেড়ার মলের ন্যায় (আলাম্, ক্যালী-কার্ব্ব্, ওপিয়াম্, প্লাম্বাম্); মল সাদাটিয়া বা কটাব আভাযুক্ত; মলের সঙ্গে সূত্রবৎ ক্ষুদ্র ক্রিমি নির্গমন (ফেরাম্, মার্ক্, স্পাইজেল্); মল কঠিন এবং অতি কষ্টে নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য দ্বারে চাপা বোধ, যাহা মলত্যাগের পরও দূরীভূত হয় না; (ক্যাক্‌টাস্)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রাধারে চাপ পড়ার দরুণ বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; দিবা রাত্রিতে বারম্বার মূত্রত্যাগ (আম্ব্রা, বোরাক্স্, কোনায়াম্, ফস্-আস্); অত্যন্ত স্ফীত এবং বিস্তৃত হইলে যেরূপ হয়, মূত্রাধারে সেরূপ অনুভূত হয়; মূত্রত্যাগের সময় মূত্রনালীতে জ্বালানুভব (একন্, আর্স্, ক্যান্থ্, কোনায়াম্, নেট্রাম্-কার্ব্ব্); মূত্র ঘোলাটিয়া, কাদাব রঙ্গ বিশিষ্ট এবং উহাতে লাল্‌চে তলানি পড়ে; মূত্র গাঢ়, চট্‌চটিয়া আঠা এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, ক্রিয়াজ্) এবং উহাতে হরিদ্রাবর্ণের কাইয়ের ন্যায় তলানী পড়ে; মূত্র ঘোলাটিয়া এবং দুর্গন্ধযুক্ত ও উহাতে সাদা তলানি পড়ে (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, কল্‌চ্, গ্রাফ্); প্রথম রাত্রে স্বপ্নে অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ বা বিছানায় প্রস্রাব করা।

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীলোকের জরায়ুতে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে এত চাপা বোধ হয় যে উহার দরুণ মনে হয় যেন বস্তিকোটরস্থ সমুদয় যন্ত্র নিম্নদিকে যোনি দ্বার দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে (বেল্, লিলিয়াম্-টাইগ্রি, নেট্রাম্-মিউর, প্লাটিনা) এবং তদ্দরুণ রোগী এক পায়ের উপর অপর পা আড়াআড়ি চাপিয়া রাখে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট; ডিম্বকোষে ঘুস্‌ঘুসে বেদনা; যোনি এবং যোনি দ্বারে অত্যন্ত শুষ্কানুভব এবং স্পর্শনে উহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; জরায়ু স্বস্থান ভ্রষ্ট হয় (Prolapsus uteri) (আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, কোনায়াম্); জরায়ু এবং যোনিদ্বার স্বস্থানভ্রষ্ট হয় এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরের পশ্চাৎভাগে জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা (মার্ক); জরায়ুর গ্রীবায় জ্বালাযুক্ত এবং খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে স্বল্প রজঃস্রাব; নিয়মিত সময়ের অনেক পর স্বল্প রজঃস্রাব, নিয়মিত সময়ে স্বল্পরজঃস্রাব,—রক্ত কাল্‌চে (নাক্স্‌-বম্‌); যোনির লেবিয়া (Labia) নামক অংশ, যোনিদ্বার ও মলদ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থান (Pereneum) এবং উরুর মধ্যবর্ত্তী স্থান লালবর্ণ এবং উহাতে টাটানি (ক্রিয়াজ্‌); শেষ রজঃরোধ হওয়ার সময় অসুখ; শ্বেতপ্রদর এবং তদ্দরুণ যোনিদ্বার দিয়া হরিদ্রা, বা দুধের ন্যায় ক্লেদ নিঃসরণ (ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব্‌, কোনায়াম্‌, লাইকোপ্‌, সাল্‌ফ্‌-অ্যাস্‌); ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (আলাম্‌, আস্‌, ক্রিয়াজ্‌); পূঁযের ন্যায় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; যোনিদ্বার দিয়া প্রচুরপরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ ক্লেদ নিঃসরণ; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; শ্বেতপ্রদর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যোনি দ্বারে চুলকানি; কেবল দিনের বেলায় দুধের ন্যায় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; গর্ভসঞ্চারের পাঁচ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেলে গর্ভস্রাব; স্তনের বোঁটায় চুলকানি, যাহার দরুণ স্তনের বোঁটা দিয়া রক্ত পড়ে এবং উহাতে ক্ষত হওয়ার উপক্রম হওয়া (গ্রাফ্‌)।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক কাশি এবং গলার মধ্যে সুড়্‌সুড়ী; প্রাতঃকালে কাশি এবং গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত লোনতা স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (আম্ব্রা, ম্যাগ্‌-কার্ব্ব্‌, ফস্‌); থক্‌ থক্‌ করিয়া শুষ্ক কাশি, সন্ধ্যার সময়, শয়ন করিয়া থাকিলে এবং রাত্রিতে যাহার অধিক উদ্রেক হয় (কোনায়াম্‌, হায়োস্‌, পাল্‌স্‌, সাইলিসি); বায়ুনলের উপরিভাগে সুড়্‌সুড়ীর দরুণ কাশি (হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, ফস্‌, রুমেক্স্‌, সাঙ্গুনেরিয়া, সাইলিসি); বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়্‌ঘড়ী (ইপিকাক্‌, আণ্টি-টার্ট্‌, ফস্‌); ক্ষণস্থায়ী শুষ্ককাশি, পাকস্থলী হইতে যাহার উদ্রেক হয় বলিয়া অনুভূত হয় (ব্রাই) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে বেদনা, বমনোদ্বেগ এবং তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন; গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে পূঁয সংযুক্ত, দুর্গন্ধ যুক্ত এবং লোনতা স্বাদবিশিষ্ট শ্লেষ্মা নিঃসরণ (আম্ব্রা, কার্ব্বো-বেজ্‌, লাইকোপ্‌, ফস্‌); সবলাবস্থায় গলাদিয়া রক্ত পড়া, চলিয়া বেড়ানের সময় বা

সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই বুকে কষ্টানুভব এবং শ্বাসকষ্ট (একন্, আর্স্); প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় শ্বাসকষ্ট; কাশির সময় বুকে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্ব্), বাম পার্শ্বেই যাহা অধিক অনুভূত হয় (ফস্); বুকের উপর কটাবর্ণের চিহ্ন বা দাগ পড়ে।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎস্পন্দন; সন্ধ্যার সময় বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে, উদরস্থ আহার দ্রব্য পরিপাক হওয়ার সময়, হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের বাম পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা, যাহার দরুণ উক্ত অংশ নোয়ান যায় না, চলিয়া বেড়াইলে যাহার উপশম হয় (রাস্-টক্স্); দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এবং বাম স্কন্ধাস্থির নিম্নভাগে কন্কনানি; কোমর এবং গুহ্যদেশের উপরিভাগে কন্কনানি এবং ঘুশ্ঘুশে বেদনা যাহা উরুদেশ এবং পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; চলিয়া বেড়ানের সময় কোমরের পশ্চাৎভাগে দুর্ব্বলতা এবং ক্লান্তি বোধ (নাইট্রাষ্ট্); কোমরের পশ্চাৎভাগে দপ্দপিয়া বেদনা (ব্যারাইটা-কার্ব্ব্, থুজা); দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঠাণ্ডা বোধ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভারি বোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরার ন্যায় বা পক্ষাঘাতের ন্যায় বেদনা এবং দুর্ব্বল বোধ, সন্ধিগুলিতেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; সন্ধিতে বাতের বেদনা; হস্ত পদাদি সহজেই অসাড় হয় বা উহাতে ঝিঁ ঝিঁ ধরে (সাইলিসি, সাল্ফ); পায়ের পাতা ঠাণ্ডা। হাড় স্থানভ্রষ্ট (Dislocated) হইলে যেরূপ হয়, স্কন্ধে সেরূপ প্রবল বেদনা (ব্রাই, রুটা); থেঁত্‌লিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, বাহুর উপরি অংশে সেরূপ বেদনা (আর্ণিকা, জেল্স্); হাতে উষ্ণানুভব; কনুইয়ের সন্ধির বাঁকে চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী। ডাইন উরুতে সূচীবিধানের ন্যায় প্রখর বেদনা, যাহার দরুণ উপশমের আশায় রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হয়; ডাইন উরুতে ক্ষত হওয়ার ন্যায় টাটানি; উরু এবং উরুর সন্ধিতে বেদনা যাহা হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কুর্চ্চকির সন্ধির ভাঙ্গে জ্বালা এবং টাটানি; পায়ের পাতা স্ফীত এবং উহাতে ভারিবোধ; পায়ের পাতায় দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম (ব্যারাইটা-কার্ব্ব্, নাইট্রিক্-অ্যাসি),

যাহার দরুণ পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাইয়া চড়্ চড়্ করে বা টাটায় (সাইলিসি); পায়ের পাতা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা (গ্রাফ্, ফস্, বিরেট্-আর্ব্); রাত্রিতে বিছানায় পায়ের ডিমে (থোড়ায়) খিলধরা (কলোস্, রাস্-টক্স্, সাল্ফ্, বিরেট্-আর্ব্)।

চর্ম্ম। শরীরের নানা স্থানে চুলকানি (রাস্-টক্স্, সাল্ফ্); মুখমণ্ডল বাহু, হাত, পৃষ্ঠদেশ, কুচ্কী, উদর এবং জননেন্দ্রিয়ে চুলকানি; গায়ের স্থানে স্থানে লাল দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী এবং উহাতে অত্যন্ত চুলকানি ও জ্বালা-নুভব; যকৃতের অসুখের দরুণ যেরূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ কটার আভাযুক্ত বা লাল্চে দাগ পড়ে; শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত, যাহা সহজে শুকায় না এবং যাহাতে চুলকানি এবং হুলফুটানের ন্যায় অনুভূত হয়।

নিদ্রা। দিনের বেলা, প্রধানতঃ পূর্ব্বাহ্নে, নিদ্রাবেশ বা নিদ্রার অত্যন্ত ইচ্ছা এবং রাত্রিতে ঘুম একবারেই হয় না (ফস্-আস্); ঘুমের ঘোরে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা (নেট্রাম্-মিউর, সাল্ফ্); রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে বারম্বার হাত পায়ে ধাক্কা লাগার ন্যায় ঝাকনি বা স্পন্দন; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিবার অনিচ্ছা এবং অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ; রাত্রিতে ঘুম হয় না এবং ঘুম হইলেও উহার দরুণ রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে না এবং ঘুম ভাঙ্গিলে সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও শরীর কন্ কন্ করে বা টাটায়; রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে ভয় খাইয়া চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠা (কফিয়া, মার্ক্, সাল্ফ)।

জ্বর। সবিরাম বা পালা জ্বর এবং উহার সঙ্গে শীতলাবস্থায় পিপাসা, হাত পায়ে বেদনা, হাত এবং পায়ের পাতা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা; আঙ্গুল যেন অসাড় হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; শীতলাবস্থার পর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, যাহার দরুণ রোগী প্রায় অচেতন হইয়া পড়ে এবং তৎপর প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। শরীরের স্বাভাবিক সন্তাপের অভাব (লেডাম্, সাইলিসি); সন্ধ্যার সময়, বহির্ব্বায়ুতে এবং প্রত্যেকবার নড়া চড়াতে শীতবোধ; দিনের বেলা, উষ্ণ ঘরেও শীত বোধ; গরম জল ঢালিয়া দিলে যেরূপ হয়, গায় সেরূপ উষ্ণানুভব; সামান্য নড়া চড়াতেই উষ্ণানুভব; অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময় শরীর উষ্ণ এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত উদ্বেগ হয়; উষ্ণতা যেন শরীরের নিম্নভাগ

হইতে উর্দ্ধদিকে মাথা এবং মুখমণ্ডলে উঠে এরূপ অনুভূত হয়; রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় (ক্যালক্-কার্ব্ব্, চায়না, মার্ক্, ফস্, সাইলিসি, ষ্টানাম্, সালফ্-আস্); প্রাতঃকালে ঘুমভাঙ্গিলে প্রচুর ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, নাক্স্-বম্, নাইট্রিক্-আস্, পাল্স্, সাল্ফ্); চলিয়া বেড়ানের সময় প্রচুর ঘর্ম্ম; সামান্য নড়া চড়াতেই প্রচুর ঘর্ম্ম হয় (আম্ব্রা, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, হিপ্-সাল্ফ্, লাইকোপ্, ফস্, সাইলিসি); রাত্রিতে বুকে, (প্রধানতঃ স্তনে), পৃষ্ঠদেশ এবং উরুতে শীতল ঘর্ম্ম হয়।

ব্যবহার। স্বল্প রজঃস্রাব বা রজঃরোধ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful menstruation); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব (Metrorrhagia); শ্বেতপ্রদর; জরায়ু স্বস্থান ভ্রষ্ট হওয়া; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis); সন্তান প্রসবের পরও গর্ভাবস্থার ন্যায় পেট উচু থাকা; গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদ্বেগ (Morning sickness); প্রমেহ রোগ; বারম্বার গর্ভস্রাব হওয়ার ধাতু; হিষ্টিরিয়া; স্তব্ধবায়ু; একপেশে মাথা বেদনা (আধ্কপালিয়া মাথাবেদনা); বিকচ (Eczema); দাদ বা দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী; চক্ষু প্রদাহ; যকৃত এবং পেটের অসুখ; কোষ্ঠবদ্ধ; কসেরুকা মর্জ্জার উত্তেজনা (Spinal irritation); উদরাময়; পক্ষাঘাত; কাশি; আভ্যন্তরিক যন্ত্রের স্ফোটক রোগ (Tuberculosis); হুপিংকফ্ বা কাশি; সন্ধিবাতজনিত অসুখ; সবিরাম বা পালা-জ্বর; দন্তশূল (প্রধানতঃ গর্ভাবস্থায় এবং হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগীর); পুরাতন সর্দ্দি; রাত্রিতে প্রথম ঘুমের সময় বিছানায় প্রস্রাব করা; বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের পেট বড় হওয়া; স্তনের বোঁটার ছাল উঠিয়া যাওয়া; শিশুগণের গায়ের স্থানে স্থানে ছাল উঠিয়া ক্ষত হওয়া ইত্যাদি অসুখে সিপিয়া ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট রোগী, প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে উপযোগী (পাল্স্); স্ত্রীলোকের শেষ রজঃরোধের সময়ের অসুখ (ল্যাক্, সাঙ্গুনেরিয়া); স্ত্রীলোকের যেপ্রকার অসুখে হঠাৎ অত্যন্ত বলক্ষয় হইয়া বারম্বার মূর্চ্ছা হয়; বেদনা যন্ত্রণাদির সময় শীতবোধ এবং শরীরের কাঁপনি (আর্স্, বেল্, পাল্স্); শরীরে স্বাভাবিক সন্তাপের অভাব (লেডাম্); সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই ক্লান্ত হওয়া; ঠাণ্ডা বাতা-

সাদি একেবারেই সহ্য হয় না; সমুদয় শরীরেই নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায়, প্রধানতঃ বুকের বাম পার্শ্বের সমুদয় অংশের, স্পন্দন; গর্ভাবস্থা, সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করানের সময় এবং সূতিকাবস্থায় অসুখে বিশেষ উপযোগী; অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময়, প্রাতঃকালে, বিশ্রামকালীন (রাস্-টক্স্), আহারের পর, বসিয়া থাকার অবস্থায় এবং স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের পর অসুখের বৃদ্ধি; এবং বহির্বায়ুতে, উষ্ণ প্রয়োগে এবং প্রবল শারীরিক পরিশ্রমে অসুখের উপশম ইত্যাদি সিপিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, অন্যান্য প্রাকৃতিক লক্ষণের সঙ্গে স্ত্রীলোকের যোনি, কুচ্কি এবং উরুদেশে দাদের ন্যায় শুকনা ফুস্কুড়ী থাকাও সিপিয়ার একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। প্রকৃত পক্ষে পাল্সেটিলা ব্যতীত অন্য কোন ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে সিপিয়ার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য নাই। তবে কোন কোন বিষয়ে সিপিয়ার কার্য্যের সঙ্গে লাইকোপডিয়াম্, লিলিয়াম্ টাইগ্রিনাম্, মিউরেক্স্, একোনাইট্, আর্সিনিক্, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব্, কার্ব্বো-বেজ্, চায়না, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স্-বমিকা, রাস্-টক্স্ এবং সাল্ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্, আণ্টিমোনিয়াম্ক্রুডাম্, আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, রাস্-টক্স্ ইত্যাদি সিপিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জরায়ুর অসুখে অনেক সময় ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন দ্বারা অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়।

সাইলিসিয়া,—সিলিকা,—সাইলিসি।

(SILICEA,—SILICA,—SILIC.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আনত সিলিকা ক্রয় করিয়া উহা যথানিয়মে সুগার অব্ মিল্কের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উহার ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রম হইতে যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। শরীরের প্রায় সমুদয় যন্ত্রের উপরই ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ যন্ত্রাদির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থি, অস্থি এবং সন্ধিগুলিই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা শরীরের পরিপোষণ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া গণ্ডমালা (Scrofula) এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ হেতু রোগ (Rachitis) উৎপাদন করে। উক্ত অসুখের গতির ন্যায় এই ঔষধের কার্য্যও আস্তে আস্তে, গভীর ভাবে এবং অনেক কাল ব্যাপিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। শরীরের কোমলাংশ, অস্থির আবরক কঠিন পর্দ্দা (Periosteum), অথবা অস্থিতে পূঁযোৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত। প্রতিক্রিয়াতে স্নায়বিক মণ্ডলী আক্রান্ত হইয়া উহার উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্নতা উৎপন্ন হয় এবং তদ্দরুণ কসেরুকা মজ্জার উত্তেজনা (Spinal-irritation), জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত চাঞ্চল্য এবং তৎপর উহার অবসন্নতা ও পক্ষাঘাত হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মন কোন বিষয়েই স্থির থাকে না; মনে গোলমেলে বোধ (জেল্‌স, নাক্স-বম্): সর্ব্বদা মনের অস্থিরতা এবং খুঁত্ খুঁত্ করা; সামান্য শব্দেও চমকিয়া উঠা এবং চিন্তাযুক্ত হওয়া (ককিউলাস্); সর্ব্বদা নিরাশা, নিস্তব্ধভাবে থাকা এবং জীবনে ধিক্কার বা বাঁচিবার অনিচ্ছা; চিড়্ চিড়্ করা, খিট্ খিট্ করা এবং মানসিক অবসন্নতা (নাক্স-বম্); সামান্য রকমের অন্যায় কাজ করিলেও মনে হয় যেন অত্যন্ত গর্হিত কাজ করা হইয়াছে (ইগ্নেস্); সহজেই মন টলে এবং সর্ব্বদা বুক দুড়্ দুড়্ করে ও

চিন্তার ভাব ; সর্ব্বদাই বিমর্ষ ভাব এবং রোগী মনে করে যেন সে মরিবে ; কোন বিষয়ে চিন্তা করার অশক্তি (জেল্‌স্‌, ল্যাক্‌) ; রোগী শিশু হইলে তাহার নিকট কোন কথা বলিলে সে কাঁদে (ক্যাম্‌)।

মস্তক। নেসা করিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ অনুভূত হয় (জেল্‌স্‌, ক্যানাবিস্‌-সাট্‌, নাক্স-বম্‌) ; মাথাঘোরা, যাহার দরুণ রোগী সম্মুখ দিকে বারম্বার টলিয়া পড়ে, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, গাড়ী ঘোড়ায় চাপিলে, অথবা উপরের দিকে তাকাইলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং উহাতে জ্বালানুভব ; মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্ক এবং চক্ষু উহার কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইবে (একন্‌, ব্রাই, ক্যালী-আয়োড্‌) ; মাথায় দপ্‌দপিয়া বেদনা যাহা ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া মাথার উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; মাথায় প্রবল বেদনা, যাহার দরুণ হিতাহিত জ্ঞান থাকে না ; প্রাতঃকালে মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ এবং বমনোদ্বেগ ; মাথায় দপ্‌দপিয়া বেদনা যাহা কপাল এবং মাথার উপরিভাগেই অধিক অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতবোধ (পাল্‌স্‌, আলোজ্‌, ক্যাষ্টি, ক্যালী-বাই, নাক্স-বম্‌) ; মাথায় ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় অত্যন্ত যাতনা, যাহা মাথার এক পার্শ্বেই সচরাচর অধিক অনুভূত হয় এবং যাহা মাথার পশ্চাৎ ভাগের উন্নত স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া উপর এবং সম্মুখ পানে বিস্তৃত হয় ; মাথা ধরা এবং উহার দরুণ চক্ষুর উপরিভাগে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁত্‌লিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী চক্ষু মেলিতে পারে না ; কপাল এবং কপালের দুই পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; মাথার পশ্চাৎভাগে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তা, গোলমালে, নড়াচড়াতে, ঝাঁকি লাগিলে, আলোকে, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, ঠাণ্ডা বাতাসে, মাথা কসিয়া বাঁধিলে মাথা বেদনার বৃদ্ধি (আর্জেণ্ট্‌-নাইট্রিক্‌) ; মাথা গরম কাপড় দিয়া বাঁধিলে মাথা ধরার বৃদ্ধি (ম্যাগ্‌-মিউর) ; গরম, ভিজা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে এবং উষ্ণ ঘরে মাথা বেদনার বৃদ্ধি ; মাথার মধ্যদেশস্থিত সমুদয়ই যেন জীবিত এরূপ

অনুভূত হয়; অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে মাথা ধরার উদ্রেক বা বৃদ্ধি; রাত্রিতে মাথা প্রচুর ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত (চায়না), যাহার দরুণ মাথা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার ইচ্ছা হয়; মাথা বড় এবং উহার ঠিক উপরিভাগের হাড়ের জোড় খোলা থাকে (Open Fontanelles) এবং শরীর শীর্ণ এবং শিটা; উদর স্ফীত এবং উষ্ণ (ক্যাল্ক-কার্ব্ব); মাথায় সামান্য চাপ, এমন কি টুপীর চাপও, সহ্য হয় না (কার্ব্বো-বেজ, চায়না, মার্ক); মাথার পশ্চাৎভাগে আর্দ্র, শুষ্ক, অথবা দুর্গন্ধ যুক্ত কল্‌তানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; মাথায় পূঁয্‌ সংযুক্ত, জ্বালাযুক্ত এবং চুলকানি বিশিষ্ট খোস পাঁচড়া (হিপ-সাল্‌ফ, গ্রাফ, লাইকোপ, রাস্‌-টক্স, সাল্‌ফ); মাথায় চুলকানি (ক্যাম্ফার, সিপিয়া, সাল্‌ফ) যাহা চুলকানের পর বেদনাযুক্ত হয় এবং জ্বালা করে (মার্ক); মাথা এবং গ্রীবা দেশে পূঁয বা জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী, গরম ভাবে বাঁধিয়া রাখিলে যাহার উপশম হয়।

চক্ষু। চক্ষুপ্রদাহ এবং তদ্দরুণ চক্ষু লালবর্ণ হয়, উহাতে জ্বালার উদ্রেক হয় এবং চিড়িক মারে ও উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে জল পড়ে (আলাম, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, লাইকোপ, মার্ক, পাল্‌স্‌, সাল্‌ফ); রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, গ্রাফ, লাইকোপ, ফস্‌, সাল্‌ফ, রাস্‌-টক্স); বালি পরিপূর্ণ থাকিলে যেরূপ হয়, চক্ষুর মধ্যে প্রাতঃকালে সেরূপ শুষ্কানুভব (আর্স, কষ্ট, হিপ-সাল্‌ফ, পাল্‌স, রাস্‌-টক্স, সিপিয়া); চক্ষু বুজিয়া চাপ দিলে চক্ষে ছিড়িয়া ফেলা বা খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; ডাইন চক্ষুর জল নিঃসাবক গ্রন্থি এবং উহার আধারের স্ফীতি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর চর্ম্মে প্রদাহ; দৃষ্টিহীনতা; পাখীর ডানা ঝাড়িলে যেরূপ হয়, চক্ষুর সম্মুখে সেরূপ অথবা কুয়াশার ন্যায় অনুভূত হয় (ফস্‌); চক্ষুর কর্ণিয়াতে (Cornea) নালী (Fistula); চক্ষুর পাতায় বড় আঞ্জনি (*Stye*) যাহা বারম্বার হয় এবং বারম্বার সারিয়া যায়; পড়িবার সময় মনে হয় যেন পুস্তকাদির সমুদয় অক্ষর একত্র জড়াইয়া গিয়াছে (নেট্রাম্‌-[illegible]উর); পুস্তকের অক্ষরাদি যেন মলিন বা ফিকা কালী দিয়া মুদ্রিত; চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ ভাসে (আগারিকাশ, সাইক্লেমেন্‌, মার্ক, ফস্‌, সিপিয়া, সাল্‌ফ); কর্ণিয়াতে ক্ষত, দাগ পড়া এবং উহার অস্বচ্ছতা (ইউফ্রেস্‌, নাই-

টিক্-আস্, সাল্ফ্); চক্ষে আলোক অত্যন্ত লাগে বা সহ্য হয় না; চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ বা অঞ্জনের কণার ন্যায় কণা ভাসে (নাক্স্-বম্)।

কর্ণ। কর্ণের বহির্দ্দেশ স্ফীত, এবং কর্ণের মধ্যদেশ হইতে জলের ন্যায় তরল ক্লেদ নিঃসরণ এবং কানের মধ্যে হিস্ হিস্ শব্দ হওয়া; কানের মধ্যে চুলকানি (ব্যারাইটা কার্ব্ব্, হিপ্-সাল্ফ্), গিলিবার সময়ই যাহা অধিক অনুভূত হয়; কান বন্ধ হয় (কোকাশ্, মাঙ্গেনিজ্) যাহা হঠাৎ শব্দ হইয়া সময়ে সময়ে খুলিয়া যায়; কানে কম শুনা, বিশেষতঃ মনুষ্যের স্বর (ফস্); কানের মধ্যে সোঁ সোঁ এবং গানের শব্দের ন্যায় শব্দ হয় (চায়না, মার্ক্, সাল্ফ্); কানে কোন প্রকারের শব্দই সহ্য হয় না (একন্, বেল্, লাইকোপ্, সিপিয়া)।

নাসিকা। বারম্বার প্রবল হাঁচি অথবা হাঁচি হওয়া হওয়া হইয়া হয় না; নাক দিয়া ক্ষতকারক শ্লেষ্মাদি নিঃসরণ (আর্স্, আমন্-কার্ব্ব্, এরাম্, মার্ক্-কর); শুষ্ক সর্দ্দি এবং নাসারন্ধ্র একবারে রুদ্ধ হইয়া থাকে (নাক্স্-বম্); পর্য্যায়ক্রমে তরল এবং শুষ্ক সর্দ্দি (আলাম্, নাক্স-বম্, ফস্); নাকের মধ্যে শুষ্ক, বেদনানুভব এবং উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষত হইয়া উহাতে চুমটী পড়া; নাক দিয়া রক্ত পড়া (একন্, বেল্, ব্রাই, ফস্-আস্); নাকের মধ্যে চুলকানি (সাল্ফ্); আঘাত লাগিলে যেরূপ হয়, নাকের হাড়ে সেরূপ বেদনা বা যাতনা; ঘ্রাণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (ক্যালী-বাই, সিপিয়া); অনেকক্ষণ ধরিয়া নাসিকার অগ্রভাগের চুলকানি।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা এবং যাতনার চিহ্ন বিশিষ্ট; নিম্ন ওষ্ঠের লাল অংশে ক্ষত; ওষ্ঠের কোণে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষত (অ্যাণ্টি-ক্রুড্, লাইকোপ্, গ্রাফ্, রাস্টক্স্) এবং উহাতে চুলকানি; টুটিতে দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী (হিপ্-সাল্ফ্, গ্রাফ্); হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির অত্যন্ত কষ্ট-দায়ক স্ফীতি (হিপ্-সাল্ফ্)।

মুখগহ্বর এবং গলারমধ্য। উষ্ণ আহার দ্রব্য খাইলে বা মুখ দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস টানিলে দাঁতের গোড়ায় বেদনা বা যাতনা (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, মার্ক্, সাল্ফ্); দাঁত নড়ে এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা বলিয়া অনু-ভূত হয় (আর্স্, মার্ক্, রাস্-টক্স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি স্ফীত এবং

বেদনাযুক্ত হয়; দন্ত মাড়ি ব্রণ (Gum-boils) : মুখের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিলেই মাড়িতে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনার উদ্রেক হয়; জিহ্বা অত্যন্ত টাটায়; এক গাছি চুল লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, জিহ্বার সম্মুখ ভাগে সেরূপ অনুভূত হয়; মুখ দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় (আর্ণিকা, হিপ্-সাল্ফ্, আয়োড্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); মুখের মধ্যে শুষ্কবোধ (আর্স্, এপিস্, নাক্স্-মস্ক্, সিপিয়া, পাল্স্)। ক্ষত হইলে বা ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ বেদনা, যাতনা বা টাটানি; গিলিবার সময় গলার মধ্যে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং কুট্কুটানি; কোন দ্রব্য গিলিবার সময় নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

পাকস্থলী এবং উদর। হয় দুষ্ট ক্ষুধা, নতুবা ক্ষুধা একেবারেই থাকে না; অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আর্স্, ব্রাই, রাস্-টক্স্, সিকেল্), প্রাতঃকালে মুখে তিক্তস্বাদ (ব্রাই, পাল্স্, চায়না, সাল্ফ্); টক্ উদ্গার উঠা (কার্ব্বো-বেজ্, নাক্স্-বম্, ফস্, পাল্স্); জল ভাল লাগে না, যাহার দরুণ জল খাইলেই বমন হয়; আহারের পর পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপা বোধ (আর্স্, ব্রাই, নাক্স্-বম্, সিপিয়া); পাকস্থলীর মধ্যে জ্বালানুভব (আর্স্, ক্যান্থ্, ফস্, সাঙ্গুনেরিয়া); চাপিলে পাকস্থলীতে অত্যন্ত বেদনানুভূত হয় (হায়োস্, নেট্রাম্-কার্ব্ব, সিপিয়া, পাল্স্); পাকস্থলীতে নিঙড়ান বা আঁকড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, আহারের পরই যাহা অধিক অনুভূত হয়; ক্ষুধা থাকে বটে, কিন্তু কোন দ্রব্যে রুচি থাকে না, যাহার দরুণ কোন দ্রব্য মুখে দিলেই বমনোদ্বেগ হয়। যকৃত প্রদেশের স্ফীতি এবং উহাতে অসুখ এবং চাপাবোধ; উদর স্ফীত, বিস্তৃত ও কঠিন (আর্স্, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ক্যাল্-কার্ব্ব, মার্ক্); উদরে প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ুর সঞ্চার এবং উহাতে গড়্গড়্, কল কল শব্দ হওয়া (আগারিকাস্, আলোজ্, হিপ্-সাল্ফ্); গুহ্যদ্বার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, ব্রাই, গ্রাফ্); উদরে কনর্ত্তবৎ এবং চিন্‌চিনে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ; উদরের মধ্যে জ্বালানুভব (আর্স্); কুচকীর গ্রন্থির স্ফীতি (বাগী)।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্য দ্বারে কর্ত্তনবৎ এবং হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মলত্যাগের সময় গুহ্যদ্বারের মধ্যে জ্বালা এবং হুলফুটানের ন্যায় যাতনা; গুহ্যদ্বার যেন সর্ব্বদা ভিজা থাকে (কার্ব্বো-বেজ্, কার্ব্বো-আনিমেল্, মার্ক্-কর); গুহ্যদ্বারে জ্বালা (আর্স্, ক্যান্থ্, সাল্ফ্), শুষ্ক, কঠিন মলত্যাগের পরই যাহার অধিক উদ্রেক হয়; অনবরত বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (নাক্স্-বম্); উদরাময় এবং মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (আর্স্, আসাফিটিডা, লেপ্‌টেণ্ড্রা); কাইয়ের ন্যায় তরল শ্লেষ্মা ভেদ; কোষ্ঠবদ্ধ, মল পরিমাণে অল্প, কঠিন পদার্থ যুক্ত, ফিকা রঙ্গবিশিষ্ট এবং গুহ্যের জড়তার দরুণ যেরূপ হয়, মল নির্গত হইতে সেরূপ কষ্টানুভব (আলাম্), ও মল একবার কতক পরিমাণে নির্গত হইয়া পুনরায় গুহ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; রজঃস্রাবের সময় এবং উহার পূর্ব্বে কোষ্ঠবদ্ধ; অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে উদরাময়; মলের সঙ্গে সূত্রবৎ গোল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি নির্গত হয়; অত্যন্ত কষ্টদায়ক অর্শ রোগ এবং গুহ্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক অর্শের অন্তর্ব্বলী যাহা প্রত্যেক বার মল ত্যাগের সময় গুহ্য দ্বারের বাহির হইয়া পড়ে (আলোজ্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, ল্যাক্, মিউর-আস্, পালস্)।

মূত্রযন্ত্র। বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে অতি অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় এবং মূত্রাধারের সঙ্কোচক যন্ত্রের উত্তেজনার দরুণ অত্যন্ত যাতনা; মূত্রে লাল বালির ন্যায় তলানি পড়ে (লাইকোপ্)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের হয় স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা, নতুবা উক্ত ইচ্ছার অত্যন্ত হ্রাস বা উহা একবারেই না থাকা; রাত্রিতে পুরুষাঙ্গ অত্যন্ত প্রবল বেগে খাড়া হয় (গ্রাফ্); রাত্রিতে স্বপ্নে ধাতু নিঃসরণ (চায়না, ডিজিট্, ফস্-আস্); মল ত্যাগের সময় বেগ দিলে ধাতু নিঃসরণ (আগ্নাশ্, সেনিগা); পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্ম ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় লালবর্ণ হয় এবং চুল্কায় (মার্ক্); স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছার অত্যন্ত হ্রাস বা প্রায় বিনাশ (আর্জেন্ট্-নাইট্রাশ্, হিপ্-সাল্ফ্, লাইকোপ্, ম্যাগ্-কার্ব্ব্); অণ্ডকোষাধার বা পোতার নানা স্থানে চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী (পিট্রোল্, সাল্ফ্); অণ্ডকোষাধারের শোথ (পোতায় জল হওয়া,—Hydrocele); পোতায় ঘর্ম্ম হওয়া (রডোডেণ্ড্রন্)।

রজঃস্রাবের বৃদ্ধি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরে বারম্বার বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ; রজঃরোধ (কলোফিলাম্, সিমিসিফ্, পাল্স্); নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে এবং অতি অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব; শিশুকে স্তন দুগ্ধ পান করাণের সময় জরায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণে টাট্‌কা রক্তস্রাব; ঋতুর সময় রক্তস্রাবের পরিবর্ত্তে জরায়ু হইতে সাদা জলের ন্যায় পদার্থ নিঃসরণ (পাল্স্); প্রচুর পরিমাণে উগ্র, ক্ষত কারক শ্বেত প্রদর নিঃসরণ; তলপেটের সমুদয় যন্ত্র যেন নিম্নদিকে ঠেলিয়া নামিতেছে যোনি দ্বারে এরূপ অনুভূত হয়; যোনিতে চুলকানি, জ্বালা এবং টাটানি (সাল্‌ফ্); স্তন স্ফীত, কঠিন এবং বেদনাযুক্ত (কোনায়াম্), যাহার দরুণ মনে হয় যেন স্তনে ফোড়াদি হইবে (মার্ক্, কাইটোল্) এবং যাহা স্তনের বোঁটার নিকটই অধিক অনুভূত হয়; বাম স্তনের বোঁটায় ছুরী দিয়া কাটার ন্যায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা; স্তনের বোঁটায় ক্ষত এবং উহাতে অত্যন্ত টাটানি।

শ্বাসযন্ত্র। স্বরভঙ্গ; কণ্ঠনালীতে খশ্‌খশে বোধ (হিপ্-সাল্‌ফ্, কার্ব্বো-বেজ্, রাস্-টক্স্, ক্যালী-বাই); শুষ্ক খুশ্‌খুশে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ ও গলার মধ্যে সুড়্‌সুড়ী ও চড়্‌চড়ানির দরুণ বুকে টাটানি (ফস্, রুমেক্স্, সাঙ্গুনেরিয়া, সিপিয়া); কাশি, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উদ্রেক হয় (কোনায়াম্, পাল্স্, সিপিয়া); প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে কাশি; গলা দিয়া গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের, ঢেলার ন্যায়, পূঁয সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন (কার্ব্বো-বেজ্, লাইকোপ্, ষ্টাফিস্); গলা দিয়া চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গমন (ষ্টানাম্); শ্বাস প্রশ্বাস বাঁধবাঁধ এবং ঘন ঘন, হাঁপানির ন্যায়; থেঁৎলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, কাশির সময় বুকের মধ্যে সেরূপ বেদনানুভব (আর্ণিকা, এপিস্); বুক এবং উহার পার্শ্বে ধাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (বাই, ক্যালী-কার্ব্ব, ফস্, সিপিয়া); বক্ষাস্থি (Sternum) প্রদেশে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা।

হৃৎপিণ্ড। বসিয়া থাকা কালীন হৃৎস্পন্দন বা উহার দপ্‌দপানি, যাহা সমুদয় শরীরেই অনুভূত হয়; প্রত্যেকবার নড়া চড়াতেই হৃৎস্পন্দন।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবাদেশ এবং কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থিগুলি স্ফীত

ও কঠিন হয় এবং পাকিয়া উহাতে পুঁষের সঞ্চার হয় (ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, আয়োড); ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া (চেলিডন্, ইগ্নেস্); পৃষ্ঠ দেশের দুর্ব্বলতা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের ন্যায় অবশবোধ, যাহার দরুণ চলিয়া বেড়ান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে; কোমর এবং গুহ্য দ্বারের উপরিভাগে কন্‌কনানি, খোঁচা বিঁধার ন্যায়, জ্বালাযুক্ত, দপ্‌দপিয়া বেদনা; দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে এবং উহার নিম্নভাগে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইবার সময় এবং প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিবার সময় কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা এবং তদ্দরুণ উক্ত অংশ নোয়ান যায় না; মারিলে যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎভাগে এবং কুচকি প্রদেশে সেরূপ বেদনানুভব; গাড়াতে চাপিয়া অনেক ক্ষণ বেড়াইলে যেরূপ হয়, গুহ্য দ্বারের ঠিক উপরি ভাগের হাড়ে সেরূপ বেদনা বা যাতনা; গুহ্য দ্বারের উপরি ভাগের হাড়ের মধ্য দিয়া হুল ফুটানের ন্যায় অনুভূত হয় এবং চাপিলে উক্ত স্থানে বেদনা বা যাতনার উদ্রেক হয়।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। নখ কাল্‌চে হরিদ্রা বর্ণ, অবড় খাবড় এবং নট্‌কা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা, যাহার দরুণ রোগী কদাচিত চলতে পারে; সামান্য কারণেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ ধরা (সিপিয়া, সাল্‌ফ); পা এবং পায়ের পাতা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা (বিরেট্-আল্ব); অঙ্গ প্রত্যঙ্গে টাটানি এবং অবশবোধ। বাহুতে ভারিবোধ এবং উহাতে পক্ষাঘাতের ন্যায় অবশবোধ; সমুদয় অঙ্গের কাঁপনি, হাতেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; বোগলের গ্রন্থির অত্যন্ত স্ফীতি (ব্যারাইটা-কার্ব্ব, লাই-কোপ); মণিবন্ধ এবং হাতের পাতার তালুতে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় প্রবল বেদনা বা যাতনা; চাপিয়া শয়ন করিলে বাহু অবশ বা অসাড় হয়; সামান্য পরিশ্রমেই হাতে খিল ধরে এবং উহাতে অবশবোধ হয়; হাতে প্রচুর ঘর্ম্ম; রাত্রিতে হাত যেন অসাড় হইয়া থাকে; অঙ্গুলীর অগ্রভাগ শুষ্ক; হাত গুটানের সহায়কারী পেশীর (Flexor-muscles) অগ্রভাগে (Tendons) সঙ্কোচন, অঙ্গুলী সঞ্চালনের সময় যাহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; পাকিয়া পুঁষ

হওয়ার উপক্রম হইলে বা আঙ্গুলহাড়া (Whitlow) হইলে যেরূপ হয়, আঙ্গুলে ছিঁড়িয়া ফেলা, কসিয়া ধরা বা ঘাটিয়া ধরার ন্যায় সেরূপ বেদনা বা যাতনা এবং অবশবোধ (হিপ-সাল্ফ, মার্ক)। নিম্নাঙ্গে ভারি এবং শ্রান্তিবোধ; উরুর সন্ধি এবং উরুতে ছিঁড়িয়া ফেলা বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; কুচকির সন্ধিতে পূঁয হওয়ার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; অত্যন্ত কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, হাঁটুর সন্ধিতে সেরূপ বেদনা বা যাতনা; পায়ের ডিমে (থোড়ায়) খিল ধরার ন্যায় কসিয়া বা ঘাটিয়া ধরা; পায়ের পাতা স্ফীত এবং লালবর্ণ; প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় পায় বমনোৎপাদক দুর্গন্ধ, কিন্তু ঘর্ম্ম হয় না; পায়ের পাতায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম (ব্যারাইটা-কার্ব্ব, নাইট্রিক্-আস্, গ্রাফ) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুলের ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষত (সেপিয়া); পায়ের পাতার তলায় খিল ধরা (কার্ব্বো-বেজ, সাল্ফ); পায়ের পাতার তলায় ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষত এবং উহাতে জ্বালা (কাষ্ট, কাল্ক, সাল্ফ); পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অনবরত ছিদ্র করা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; পায়ের আঙ্গুলের নখ আঙ্গুলের কোণে প্রবিষ্ট হওয়া (Ingrowing toe-nails) এবং তদ্দরুণ আঙ্গুলের কোণ দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয নিঃসরণ; কড়াতে (Corns) সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা (লেক্); পায়ের আঙ্গুলের নখের নীচে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা।

চর্ম্ম। সামান্য ঘাও সহজে শুকায় না এবং উহাতে প্রচুর পূঁযের সঞ্চার হয় (বোরাক্স, হিপ-সাল্ফ, গ্রাফ, সাল্ফ); গায় অত্যন্ত বেদনাযুক্ত বা কষ্টদায়ক ব্রণের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী (বেকুটা, ক্রোটন, সাল্ফ) যাহা অবশেষে পূঁয পূর্ণ ক্ষতে পরিণত হয়; পাঁচড়া বা বিকচের ন্যায় ফুস্কুড়ী (গ্রাফ, হিপ-সাল্ফ, লাইকোপ, সাল্ফ); ব্রণ হওয়ার ধাতু; শরীরের নানা স্থানে ব্রণ হয়; গায় ক্ষত এবং উহাতে হুল ফুটান বা ঘাটিয়া ধরার ন্যায় জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা; দুর্গন্ধযুক্ত, ছানার জলের ন্যায় ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পর্দ্দার ন্যায় পদার্থ বিশিষ্ট ক্ষত এবং উহাতে মাংসের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি (Proud-flesh) (আর্স, কার্ব্বো-বেজ, গ্রাফ); পর্দ্দা বিশিষ্ট স্থানে মৃত্ত আকারের সাংঘাতিক ক্ষত এবং উহাতে পূঁযের সঞ্চার; গ্রন্থির বেদনাহীন

স্ফীতি; গ্রন্থির পূঁয সম্বলিত স্ফীতি (গ্রাফ, হিপ-সাল্ফ); নালী ঘা এবং উহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয নিঃসরণ ও ঘায়ের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান কঠিন, স্ফীত এবং নীলের আভাযুক্ত লালবর্ণ (আণ্টিমোনিয়াম্, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ক্যালী-আয়োড); ঘা শুকাইয়া গেলে ঘায়ের স্থানে বিশ্রি দাগ থাকিয়া যায়।

নিদ্রা। আহারের পর ঘুমের অত্যন্ত ইচ্ছা (ক্যালী-কার্ব্ব, নাক্স-মস্ক); সন্ধ্যার সময় ঘুমের অত্যন্ত ইচ্ছা; অস্থির নিদ্রা এবং নিদ্রাদ্বারা রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে না; ঘুমেরঘোরে ভয় খাইয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠা এবং তদ্দরুণ সমুদয় শরীরের কাঁপনি; এলোমেলো, ভয় উৎপাদক স্বপ্ন দেখা; যৌবন কালের এবং গত ঘটনার বিষয়ে চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা; ঘুমেরঘোরে স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের স্বপ্ন দেখিয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক ধাতু নিঃসরণ (ষস্-আস্)।

জ্বর। অনবরত শীত বোধ, শারীরিক পরিশ্রমে এবং উষ্ণ ঘরে থাকিলেও যাহা অনুভূত হয় (পাল্স); জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় অত্যন্ত উষ্ণানুভব (বেল); বারম্বার দম্কা উষ্ণানুভব, মুখমণ্ডল এবং মাথা-রই যাহা অধিক অনুভূত হয়; রাত্রিতে জ্বরের বৃদ্ধি; রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম (চায়না, সাল্ফ-আস্, ষ্টানাম্); ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত (কার্বো-আনিমেল্, আর্ণিকা, আর্স); সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম হয় (সিপিয়া, আম্ব্রা, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, হিপ-সাল্ফ, লাইকোপ, ফস্); পূঁযাদি রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেক্-টিক্ ফিবার (Hectic-Fever), বিশেষতঃ অনেক কাল ধরিয়া পূঁয দ্বারা রক্ত বিষাক্ত হওয়ার দরুণ অসুখ (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, হিপ-সাল্ফ, ফস্, সাল্ফ); কৃমির উত্তেজনাজনিত জ্বর।

ব্যবহার। পূঁয সম্বলিত অসুখ যাহা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়; গ্রন্থির অসুখ, ফোড়া, ক্ষত, আঙ্গুল হাড়া (Whitlow); ব্রণ; দুষ্টব্রণ (Carbuncle); কর্কট রোগ (Cancer); অস্থি পোকায় ধরা (Caries); গণ্ডমালা (Scrofula), এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশজনিত অসুখ; (Rachitis); অস্থির অসুখ; গ্রন্থির অসুখ; শোথ; পেশীক্ষয় বা শীর্ণ হওয়া (Marasmus); অস্থিক্ষয় (Necrosis); ইংরেজী টিকা দেওয়ার (Vaccination) দরুণ অসুখ;

কসেরুকা সম্বন্ধীয় অসুখ; অস্থির আবরক কঠিন পর্দ্দার প্রদাহ (Periostitis); বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্; বিকচ্; দাদ বা দাদের ন্যায় চর্ম্ম রোগ; হাঁপানি কাশি; আভ্যন্তরিক যন্ত্রের স্ফোটক রোগ (Tuberculosis); রজঃরোধ বা গৌণে প্রথম রজঃস্রাব; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব (Metrorrhagia); শ্বেতপ্রদর; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis); স্তনের প্রদাহ বা উহাতে ফোড়াদি হওয়া; অণ্ডকোষাধারের শোথ বা পোতায় জল হওয়া (Hydrocele); রাত্রিতে স্বপ্নে অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ বা বিছানায় প্রস্রাব করা; কোষ্ঠবদ্ধ; অর্শ রোগ; নাসিকা সম্বন্ধীয় সর্দ্দি; কান দিয়া পূঁয পড়া; চক্ষুর কর্ণিয়ার অসুখ, উহাতে ক্ষত, এবং উহার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea), লিম্ফেটিক গ্রন্থির স্ফীতি; গণ্ডমালা, পারার অপব্যবহার বা স্কার্ব্বি জনিত (Scorbutic) ক্ষত; মাথা ঘোরা; মাথার ঘা; তরুণ অসুখের দরুণ মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া; চক্ষে ছানি পড়া; দৃষ্টিহীনতা; কানে কম শুনা; পুরাতন সর্দ্দি এবং সামান্য কারণেই সর্দ্দি লাগার ধাতু; যক্ষা কাশ জনিত অসুখ যথা,—রক্তোৎকাশ, দুর্ব্বল কারক ঘর্ম্ম, পূঁয নিঃসরণ ইত্যাদি; হাঁটুর সন্ধির স্ফীতি; হাতের পক্ষাঘাত ইত্যাদি অসুখে সাইলিসিয়া ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সর্ব্বদা দুর্ব্বলতা এবং তদ্দরুণ সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকার ইচ্ছা; শারীরিক পরিশ্রমের সময়ও যেন গায় স্বাভাবিক সন্তাপ থাকে না; সামান্য কারণেই সর্দ্দি লাগা; সমুদয় শরীরেই থেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (আর্ণিকা, ব্যাপ্ট); যে পার্শ্বে শয়ন করা যায়, সে পার্শ্বের সমুদয় অঙ্গেই ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা এবং গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলেই অত্যন্ত শীত বোধ, পিপাসা এবং মাথায় উষ্ণানুভব; গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট বালক বালিকার অসুখ; পেট বড়, মাথা বড়, পায়ের পাতার সন্ধি দুর্ব্বল এবং মাথায় প্রচুর ঘর্ম্ম ও অনেক কাল মাথার ঠিক উপরি ভাগের হাড়ের জোড় খোলা থাকা (Open-Fontanalles); শরীরের অসম্পূর্ণ পরিপোষণ হেতু দুর্ব্বলতা; পূঁয উৎপাদন করার উপর ইহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, যাহার দরুণ ইহা সেবনে ফোড়া পাকে এবং আক্রান্ত স্থানে অতিরিক্ত পরিমাণে পূঁয উৎপন্ন হইলে পূঁযের সঞ্চার কম হয় (হিপ্-সাল্ফ্, মিউর-আস্,

ফাইটোল্); ইংরেজী টিকা দেওয়া জনিত অসুখ; পূর্ণিমা, অমাবস্যাতে (কষ্ট), নড়া চড়াতে, রাত্রিতে, প্রাতঃকালে, মাথা আদুল করিলে বা রাখিলে অসুখের বৃদ্ধি এবং মাথা ঢাকিয়া রাখিলে, উষ্ণতাতে, ঘরের মধ্যে থাকিলে বা গরম কাপড়াদি পরিয়া থাকিলে অসুখের উপশম ইত্যাদি সাইলিসিয়ার কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। সাইলিসিয়ার কার্য্যের সঙ্গে ফ্লুয়োরিক্ আসিড্, ফস্ফরিক্-আসিড্, পিক্রিক্ আসিড্, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, মার্কিউরিয়াস্ এবং ফস্ফরাসের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা, কার্ব্বো-বেজিটেবিলিস্, গ্রাফাইটিস্, ল্যাকেসিস্, লাইকোপডিয়াম্, পাল্‌সেটিলা, রাস্-টক্স্, সিপিয়া, সাল্‌ফার এবং থুজার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, হিপার-সাল্‌ফিউরিস্ এবং ফ্লুয়োরিক্ আসিড্ সাইলিসিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৬, ১২ এবং ৩০ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখন কখন ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, কর্কট রোগের বেদনাদি নিবারণের জন্য ১ম এবং ২য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন। কোন কোন প্রকারের পুরাতন রোগে এই ঔষধের ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ মাত্রায়, প্রতিদিন ৩ মাত্রা ব্যবস্থা করিয়া কএকটী যক্ষা কাশাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় প্রচুর ঘর্ম্ম এবং গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তে ছিটযুক্ত পূঁয নির্গমন নিবারণার্থ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। নেত্র নালীর (Fistula Lachrymalis) চিকিৎসায় ২০০ ডাইলুশন ব্যবহারে ৩।৪ টী রোগীর চিকিৎসায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। আস্থির অসুখে ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া, এক গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সাল্ফার, (গন্ধক)—সাল্ফ্।

(SULPHUR,—SULPH.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে পরিষ্কৃত গন্ধকের গুঁড়া (Flowers of Sulphur) ক্রয় করিয়া পরিশ্রুত জল বা ডিষ্টিল্ড্ ওয়াটার (Distilled water) দ্বারা ধুইয়া বাতাসে শুকাইয়া যথা নিয়মে সুগার অব্ মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথানিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথানিয়মে আব্-সোলিউট্ আল্কোহল (Absolute alcohol) ইহার মূল আরোকও প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকার প্রস্তুত করা আরোককে টিংচুরা সাল্ফিউরিস্ ফর্টিসিমা (Tinctura Sulphuris Fortissima) বলে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাংলিয়োনিক্ স্নায়ুমণ্ডলীর (Ganglionic System of nerves) উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ প্রথমতঃ কৈশিক শিরাগুলি আক্রমণ করিয়া ইহা শরীরের সমুদয় গভীরতর অংশও আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা কি প্রকারে এবং শরীরের কোন অংশ দিয়া কার্য্য করে, সে সম্বন্ধে আমরা যদিচ নিশ্চিৎরূপে কিছুই জ্ঞাত নহি, তথাপি মনুষ্য দেহে ইহার আশ্চর্য্য কার্য্য ক্ষমতা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা শরীরে এক প্রকার ধাতুগত পুরাতন আকারের রোগের আকর উৎপাদন করে, যাহার দরুণ শরীরের নানা অংশ বা যন্ত্রের নানা প্রকারের বিকৃতাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। গায় এক বিশেষ প্রকৃতির চর্ম্ম রোগই উক্ত বিকৃতাবস্থার এক বিশেষ উদাহরণ মধ্যে পরিগণিত। চর্ম্মের উপর ইহার স্থানিক কার্য্যের দরুণ গায় ব্রণ, পূঁয বা জলপূর্ণ ব্রণ, ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী, দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী এবং উহাতে অত্যন্ত চুল্কানি, এবং পূঁয পূর্ণ পাঁচড়া বা খোস এবং এই প্রকার অন্যান্য রকমের ফুস্কুড়ী ইত্যাদি প্রকাশ পায়। লিম্ফেটিক্ গ্রন্থি (Lymphatic glands); শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, প্রধানতঃ চক্ষু, বায়ুনল, মূত্রনালী এবং গুহ্যের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, পিত্তনিঃসারক যন্ত্র, প্রধানতঃ

হিমারয়েডেল্‌ শিরার (Hœmorrhoidal Veins) উপরও ইহার কার্য্য অতি প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। শুষ্ক বায়ু এবং সর্ব্বদা দুঃখ এবং নিরাশার ভাব ও কাঁদার ইচ্ছা (অরাম্‌, ইগ্‌নেস্‌, নেট্রাম্‌-মিউর, পাল্‌স্‌, প্লাটিনা, রাস্‌টক্স্‌); সর্ব্বদা চিড়্‌ চিড়্‌, খিট্‌ খিট্‌ করা এবং বক্‌ বক্‌ করা; সর্ব্বদা রাগিয়া থাকা এবং ঝগড়া করার স্বভাব (ব্রাই, ক্যাম্‌, নাক্স্‌-বম্‌); শরীর এবং মন উভয়ের জড়তা এবং তদ্দরুণ কাজ কর্ম্ম করা, কথা বলা অথবা আমোদ প্রমোদ কিছুতেই মন নিবিষ্ট হয় না (নাক্স্‌-বম্‌, ফস্‌-আস্‌); সন্ধ্যার সময় মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং ভয় (ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব্‌, মার্ক্‌, রাস্‌টক্স্‌); ধর্ম্ম এবং বিদ্যা বিষয়ে সর্ব্বদা মন নিবিষ্ট করার ভাব (বিরেট্‌-আল্ব্‌); মনের অস্থিরতা বা অস্ফূর্ত্তি এবং সকল বিষয়েই অনিচ্ছাপূর্ব্বক তাড়াতাড়ি করা (সাল্‌ফ্‌-আস্‌); স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা বা হ্রাস (আনাকাড্‌, ক্রিয়াজ্‌, ল্যাক্‌, নাক্স্‌-মস্ক্‌), মনুষ্যের নামই অধিক স্মরণ থাকে না; অন্যমনস্ক ভাব; কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে বা কোন বিষয়ে মন স্থির ভাবে রাখিতে অশক্তি (ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব্‌, জেল্‌স্‌, নেট্রাম্‌-মিউর, ফস্‌-আস্‌, সিপিয়া); কোন বিষয়ে চিন্তা করাতে অশক্তি (হেলিবোরাস্‌, লরোস্‌, স্পাইজেল্‌); কথা বলিবার সময় মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত শব্দ মনে হয় না (গ্রাফ্‌); অত্যন্ত ভ্রম (ক্রোকাশ্‌, ল্যাক্‌, থুজা)।

মস্তক। মাথায় গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা এবং এক গাছি ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কপালে সেরূপ কন্‌কনানি (ককিউলাস্‌, জেল্‌স্‌, মার্ক্‌, পাল্‌স্‌, স্পাইজেল্‌); মাথা ঘোরা; বহির্বায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে মাথা ঘোরা (আর্জেণ্ট্‌-নাইট্রিক্‌, ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব্‌, গ্লোনয়েন্‌, সিপিয়া); মাথা হেট্‌ করিয়া উপুড় হইলে মাথাঘোরা (একন্‌, বেল্‌, পাল্‌স্‌); বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা (বেল্‌, ব্রাই); নদী পার হওয়ার সময় মাথা ঘোরা (ফেরাম্‌); প্রাতঃকালে নাক দিয়া রক্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা (বেল্‌, ব্রাই); কপালে ভারি, পূর্ণ এবং চাপা-

বোধ ; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিকে দপ্‌দপানি, উষ্ণ এবং চাপাবোধ (একন্‌, বেল্‌) ; মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, কপালের দুই পার্শ্বে এবং প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলেই যাহা অধিক অনুভূত হয় ; মাথার হাড়ে আঘাত লাগিলে যেরূপ হয়, মস্তিষ্কে সেরূপ বেদনা বা যাতনা, নিদ্রাবেশ হইয়া ঝিমিলে, অথবা মাথা নাড়িলে যাহা অধিক অনুভূত হয় (আর্স, নাক্স-মস্ক্‌, হায়োস্‌, গ্লোনয়েন্‌) ; চলিবার সময় প্রত্যেক ধাপে (পা ফেলিতে) মাথায় বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয় ; মাথা এবং চক্ষুর বহির্দ্দেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; মাথায় ছিড়িয়া ফেলা, কসিয়া ধরা, ঝাঁকি লাগা এবং হাতুড়ী মারার ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; মাথার সম্মুখ ভাগে ভারিবোধ এবং চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, প্রাতঃকালে যাহা অধিক অনুভূত হয় (নাক্স-বম্‌) ; মাথা ধরা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথার সম্মুখে একখানি তক্তা চাপা রহিয়াছে (একন্‌, বেল্‌, জেল্‌স্‌, মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌) ; মাথার উপরিভাগে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্কের উপর কোন একটী ভারি পদার্থ চাপা রহিয়াছে (আলোজ) ; বসিয়া থাকিলে মাথা ঘোরা ; মাথার উপরিভাগে অনবরত উষ্ণানুভব (গ্রাফ্‌, নাক্স-মস্ক্‌) ; প্রতি সপ্তাহে বা একসপ্তাহ অন্তর একসপ্তাহে বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া (ক্যাইটোল্‌); মাথা, বিশেষতঃ মাথার উপরিভাগ, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় (চায়না, মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌, নেট্রাম্‌-মিউর) ; মাথার অনেক চুল পড়িয়া যাওয়া (গ্রাফ্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, লাইকোপ্‌, মার্ক্‌, নাইট্রিক্‌-আস, ফস্‌, সিপিয়া); চুলের গোড়া স্পর্শনেও বেদনা বা যাতনা (চায়না, ফেরাম্‌) ; মাথায় অত্যন্ত চুলকানি (কষ্ট্‌, কার্ব্বোলিক্‌-আস্‌, গ্রাফ্‌, সিপিয়া, সাইলিসি) ; মাথা এবং কপালে প্রদাহযুক্ত, বেদনাযুক্ত এবং চুলকানি বিশিষ্ট ব্রণের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী (হিপ্‌-সালফ্‌, সিপিয়া, সাইলিসি) ; মাথার অস্থির জোড় অনেক গৌণে বদ্ধ হয় ; মাথায় কল্‌তানি বিশিষ্ট, দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয এবং হরিদ্রা বর্ণের চুমটি সম্বলিত ফুস্কুড়ী যাহা চুলকায় এবং চুলকাইলে যাহা হইতে রক্ত পড়ে এবং জ্বালা করে (আর্স, গ্রাফ্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, মার্ক্‌, সাইলিসি) ; মাথায় শুষ্ক, চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী ।

চক্ষু। চক্ষু বা চক্ষুর পাতার প্রদাহ, এবং তদ্দরুণ চক্ষুর যোজক ঝিল্লী স্ফীত এবং লালবর্ণ ও উহাতে অত্যন্ত চুলকানি, জ্বালা এবং চিড়িক মারা বা কড়্ কড়্ করা (আণ্টি-ক্রুড্, আর্জেণ্ট্-নাইট্রিক্, ক্যাল্‌ক্-কার্ব্ব্, গ্রাফ্); ঘরের মধ্যে থাকিলে চক্ষুর শুষ্কতা এবং বহির্বায়ুতে গেলে চক্ষু দিয়া জল পড়া (পাল্‌স্); চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহারের দরুণ চক্ষুর রেটিনার প্রদাহ (Retinitis); অপ্‌টিক্ স্নায়ুতে (Optic-nerve) রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; বালি, কাঁকর বা কয়লাদির গুঁড়া চক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার দরুণ চক্ষের প্রবল প্রদাহ এবং তদ্দরুণ উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনা (একোনাইট্ ব্যবহারের পর); বালির কণা প্রবিষ্ট হইলে যেরূপ হয়, চক্ষুর পাতার নীচে সেরূপ জ্বালানুভব এবং তদ্দরুণ চক্ষু রগ্‌ড়ান (আর্স্, কষ্ট্, হিপ্-সাল্‌ফ্, থুজা); রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, লাইকোপ্, মার্ক্, পাল্‌স্, রাস্‌টক্স্, সাইলিসি); চক্ষে খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং ছুরী দিয়া কাঁটার ন্যায় বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা, ডাইন চক্ষেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; কর্ণিয়া (Cornea) এবং উহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ফোস্কার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ এবং ক্ষত (হিপ্-সাল্‌ফ্, নাইট্রিক্-আস্, সাইলিসি) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু লালবর্ণ হয়, চক্ষে আলোক সহ্য হয় না বা এবং চক্ষু দিয়া জল পড়ে; চক্ষুর পাতার ধারে ক্ষত (গ্রাফ্); সূর্য্যের আলোকের তেজ চক্ষে সহ্য হয় না বা চক্ষে অত্যন্ত লাগে (একন্, বেল্, গ্রাফ্, ইগ্নেস্, মার্ক্); চক্ষুর সম্মুখে একখানি সরু বা পাতলা কাপড় রাখিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ঝাপ্সা দেখা (ক্রোকাশ্, নেট্রাম্-মিউর, পিট্রোল্, ফস্, সিপিয়া, থুজা); চক্ষুর সম্মুখে কাল্‌চে দাগ ভাসে (আগারিকাশ্, চেলিডন্, ক্যালী-কার্ব্ব্, মার্ক্, ফস্, সোরিনাম্, সিপিয়া, সাইলিসি); চক্ষুব সম্মুখে পাখীর ডানা ঝাড়ার ন্যায় ধড়্ ফড়্ করে; কর্ণিয়াতে ক্ষত এবং উহাতে দাগ পড়া (ল্যাক্, মার্ক্, সাইলিসি)।

কর্ণ। গিলিবার সময় কানের মধ্যে বেদনা এবং চাপাবোধ; কানের মধ্যে খোঁচা বিঁধা বা কসিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা, যাহা কখন কখন গলার মধ্য এবং মাথা পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; বাম কানের মধ্যে সূচী

বিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা (আর্স, ক্যালী-বাই; ক্যালী-কার্ব্ব, কোনায়াম্, গ্রাফ্); কানের মধ্যে চুলকানি (ব্যারাইটা-কার্ব্ব, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক-বিন্); কানের মধ্যে সোঁ সোঁ, টন্‌টন্ শব্দ হয় (চায়না, মার্ক, সাইলিসি); কানে কম শুনা, যাহা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে কানে কোনও শব্দ সহ্য হয় না; কর্ণপ্রদাহ এবং কান দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয নির্গমন, বাম কানেই যাহা অধিক হয়; প্রতি অষ্টম দিবসে কান দিয়া শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গমন; শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের কান লাল হয়; জল থাকিলে যেরূপ হয়, কানের মধ্যে সেরূপ পোঁটা ছাড়ার ন্যায় ভুট্‌ভাট্ শব্দ হওয়া।

নাসিকা। নাসিকা স্ফীত, লালবর্ণ এবং প্রদাহযুক্ত (বেল্, ফস্); তরল সর্দ্দি এবং তদ্দরুণ নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন এবং বারম্বার হাঁচি (একন্, সিপা, সাঙ্গুনেরিয়া); বহির্ব্বায়ুতে নাক দিয়া জ্বালা উৎপাদক তরল শ্লেষ্মা নির্গমন এবং ঘরের মধ্যে থাকিলে নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন একবারেই বন্ধ হয়; নাক ঝাড়িবার সময় নাক দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের, পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, হাইড্রাষ্ট, পাল্‌স্); পুরাতন সর্দ্দিতে যেরূপ হয়, নাকে সেরূপ দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মার সঞ্চার (পাল্‌স্); নাকের মধ্য শুষ্কবোধ এবং ঘা থাকিলে যেরূপ হয়, নাকের মধ্যে সেরূপ চুলকানি এবং জ্বালা; নাক দিয়া রক্ত পড়া (বেল্, ফস্); ঘ্রাণশক্তির হ্রাস বা বিনাশ; নাকের মধ্যে শুকনা চুমটি (খোসা) বিশিষ্ট ঘা (সিপিয়া); নাকের উপর দিয়া আড়ে ঘোড়ার জিনের আকার বিশিষ্ট দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল ফিকা বা পিটা এবং অসহ্য যাতনার চিহ্নযুক্ত; চক্ষু বসিয়া যায় এবং নীলের রেখার ন্যায় রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় (চায়না, ফস্, ক্যালী-আয়োড্); মুখমণ্ডলে উষ্ণ এবং জ্বালানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল কাল্‌চে লালবর্ণ, অথবা গালের স্থানে স্থানে চক্রাকারের লাল দাগ পড়ে (ব্যাপ্‌ট্); নাকের মেলার অস্থিতে (Malar bone) চাপিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মুখমণ্ডল,

প্রধানতঃ কপাল, নাক, উপরের ওষ্ঠ এবং টুঁটিতে কাল দাগের ন্যায় ফুস্কুড়ী বা তিল পড়া; ওষ্ঠ স্ফীত, প্রধানতঃ উপরের ওষ্ঠ (বেল্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব); ওষ্ঠ শুষ্ক; টুটির চতুপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বেদনাযুক্ত বা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ফুস্কুড়ী; ওষ্ঠের কোণে দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী (আণ্টি-ক্রুড্, আর্স্); নিম্ন মাড়ির নিকটবর্ত্তী গ্রন্থির স্ফীতি এবং উহাতে কসিয়া ধরা বা হঠাৎ ধাক্কা লাগার ন্যায় বেদনা।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁতের গোড়ায় কসিয়া ধরা, বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায়, অথবা দপ্দপিয়া বেদনা; বহির্বায়ুতে বা সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই দাঁতের গোড়ায় বেদনা (চায়না); ঠাণ্ডা জল লাগিলেই দাঁতের গোড়ায় বেদনা (আণ্টি-ক্রুড্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, কোকাশ্, ষ্টাফিস্); সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে দাঁতের গোড়ায় বেদনা; দাঁতের গোড়া স্ফীত এবং উহাতে দপ্দপিয়া বেদনা; মুখে তিক্ত স্বাদ (ব্রাই, চায়না, কলোস্, নীক্স্-বম্, পাল্স্); মুখে কাইয়ের ন্যায় স্বাদ; মুখে দুর্গন্ধ এবং মিষ্ট স্বাদ (আর্স্, ব্রাই, মার্ক্, প্লাম্বাম্); মুখে ধাতুর স্বাদ (ইস্কুলাস্, ককিউলাস্, মার্ক্, নেজা); প্রাতঃকালে মুখে বিস্বাদ; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত এবং উহার পার্শ্ব ও অগ্রভাগ লালবর্ণ (যেমন অনেকানেক তরুণ প্রবল রোগে হইয়া থাকে); মুখগহ্বর এবং জিহ্বায় ফোস্কা পড়া (বোরাক্স্, নাইট্রিক্-আস্, নাক্স্-বম্); মুখগহ্বর, জিহ্বা এবং তালুকা অত্যন্ত শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত প্রবল পিপাসা (আর্স্); প্রাতঃকালে মুখ শুষ্ক, স্বাদশূন্য এবং চট্চটিয়া; মুখে টকস্বাদ বা দুর্গন্ধ, প্রাতঃকালে এবং আহারের পরই যাহা অধিক অনুভূত হয়; মুখে প্রচুর লালের সঞ্চার (মার্ক্); মুখে রক্ত মিশ্রিত লালের সঞ্চার (নাইট্রিক্-আস্); মুখে লোন্তা লালের সঞ্চার (আণ্টি-ক্রুড্, মার্ক্-কর, ফস্)। গলার মধ্যে খশ্খশে এবং শুষ্কানুভব এবং ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, সেরূপ অনুভূত হয়, চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অসুখ বোধ; বারম্বার খেকুর দিয়া গলার মধ্য পরিষ্কার করার ইচ্ছা (আমন্-কার্ব্ব্, কার্ব্বো-বেজ্, ফস্); গলার মধ্যে ক্ষত এবং তদ্দরুণ উহাতে অত্যন্ত জ্বালা এবং শুষ্কানুভব; যন্ত্রণাদি ডাইন পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে বিস্তৃত হয়; গিলিবার

সময় গলার মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা (আলাম্, আর্জেণ্ট্-নাইট্রিক্); একটী গোলার ন্যায় পদার্থ নিম্নদিক হইতে গলার মধ্যে উঠিয়া গলনালীর উপরিভাগ যেন রুদ্ধ করে, যাহার দরুণ নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় (আসাফিটিডা, লাইকোপ্); গিলিবার সময় গলার মধ্যের অত্যন্ত কষ্টদায়ক সঙ্কোচন (বেল্, প্লাম্বাম্); কর্ণ মূল এবং নিম্ন মাড়ির নিম্ন ভাগস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি এবং উহাতে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; ডেলার ন্যায় কোন একটী পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ চাপা বোধ (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, ইগ্নেস্, ল্যাক্, নাক্স্-বম্); গলার মধ্যে যেন এক গাছি চুল লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত দুষ্টক্ষুধা, যাহার দরুণ রোগী বারম্বার খাইতে বাধ্য হয়, অথবা আহারে ইচ্ছা একবারেই থাকে না (আলাম্, আর্স্, চায়না, প্লাম্বাম্); অনবরত পিপাসা; রোগীর পেটে দুধ সহ্য হয় না এবং দুধ খাইলেই পেটে অসুখ বা যাতনার উদ্রেক হয় (কার্ব্বো-বেজ্), মুখ দিয়া জল উঠা (নেট্রাম্-কার্ব্ব্); প্রাতঃকালে এবং আহারের পর মুখদিয়া জল উঠা (আর্স্, নাক্স্-বম্); টক বা কাঠ উদ্গার উঠা, যাহা প্রাতঃকালে এবং আহারের পরই অধিক হয় (আম্ব্রা, ব্রাই, কার্ব্বো-বেজ্, নাক্স্-বম্, ফস্); পাকস্থলীতে জ্বালানুভব (আর্স্, ক্যাম্ফ্, আইরিস্, লোবিলিয়া, মেজিরিয়াম্); প্রাতঃকালে বমনোদ্বেগ, পেট গুলিয়া উঠা (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, নাক্স্-বম্, পাল্স্); আহারের পূর্ব্বে এবং মলত্যাগের সময় বমনোদ্বেগ এবং পেট মোচড়াইয়া বা গুলিয়া উঠা; প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময় এবং আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্য বা টক পদার্থ বমন; সামান্য পরিমাণে আহার দ্রব্য উদরস্থ হইলেই পাকস্থলীতে পূর্ণ বোধ হয় (চায়না, লেডাম্, লাইকোপ); পাকস্থলীতে একবারে খালি এবং অসাড় বোধ (সিমিসিফ্, হাইড্রাষ্ট্, ইগ্নেস্, পিট্রোল্, পাল্স্, সিপিয়া); পূর্ব্বাহ্ণ ১১ টার সময় পাকস্থলীতে উক্ত প্রকার অনুভূত হওয়া; পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপাবোধ; আহারের পর পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপাবোধ (আর্স্, ব্রাই, নাক্স্-বম্, পাল্স্); পাকস্থলীর উপর এবং মধ্যদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; যকৃত প্রদেশে সূচী বিঁধা-

নের ন্যায় বা ঘুশ্ ঘুশে বেদনা বা যাতনা (একন্, আর্স্, ব্রাই, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, চেলিডন্, চায়না, ক্যালী-কার্ব্ব, মার্ক, নাক্স-বম্, সিপিয়া); যকৃতের স্ফীতি এবং কঠিনতা (চায়না, ফস্); প্রাতঃকালে দুই পার্শ্বেই টাটানি যাহা স্পর্শ করিলেও অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; প্লীহা প্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা (নেট্রাম্-কার্ব্ব, নেট্রাম্-মিউর); দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাসে উদরের বাম দিকে বেদনা; নাভিপ্রদেশে কামড়ানীর ন্যায় বেদনা বা যাতনা, গুহ্য দ্বার দিয়া দূষিত বায়ুনিঃসরণে যাহার উপশম হয় (কার্ব্বো-বেজ, চায়না, গ্রাফ); উদরের মধ্যে গড় গড়, কল কল শব্দ হয় (আগারিকাশ্, আলোজ্, লাইকোপ্, জিঙ্ক্); অন্ত্রে দূষিত বায়ু রুদ্ধ হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, উদরে সেরূপ পূর্ণ এবং কসিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয় (কার্ব্বো-বেজ্, চায়না, লাইকোপ্, ক্যালিকার্ব্ব, ফস্); গুহ্য দ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে পচা ডিমের ন্যায় গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ (আর্ণিকা); পেটকামড়াণী, হাঁটু গুটাইয়া জড় সড় হইলে যাহার উপশম হয় (আলোজ, কলোস্, আইরিস্, নাক্স-বম্, রুম্); উদরে গুহ্য দ্বারের দিকে ঠেলিয়া নামার ন্যায় চাপাবোধ; স্পর্শনে উদর অত্যন্ত টাটায় (একন্, বেল, কুপ্রাম্, মার্ক); জীবিত কোন প্রাণী বা পদার্থ নড়িতেছে, উদরের মধ্যে এরূপ অনুভূত হয় (ক্রোকাশ্, সাবাইনা, থুজা)।

মল এবং মলদ্বার। মলত্যাগের সময় গুহ্যে জ্বালা এবং চাপাবোধ; মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে জ্বালানুভব (নেট্রাম্-আর্স্); গুহ্যের মধ্যে সূচী বিঁধান বা সুড় সুড় করার ন্যায় যাতনা, এই যাতনা সন্ধ্যার সময়ই অধিক অনুভূত হয়; গুহ্য এবং গুহ্য দ্বারে ভয়ানক চুল্‌কানি (কষ্ট, নাক্স-বম্, সাইলিসি); বারম্বার বাহ্যের বেগ হয়, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (আম্ব্রা, কোনায়াম্, নেট্রাম্-কার্ব্ব, নাক্স-বম্, সাইলিসি); শ্লৈষ্মিক, অন্ধ এবং রক্তস্রাবক অর্শরোগ (Mucous, Blind and Bleeding Piles); রাত্রি দুইপ্রহরের কএক ঘণ্টা পর উদরাময়, অথবা প্রাতঃকালে বাহ্যের এত বেগ হয় যে উহার দরুণ রোগী বিছানা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি পায়খানায় যাইতে বাধ্য হয় (আগারিকাশ্, আলোজ্, ড্রসিরা, নেট্রাম্, আর্স্, রুমেক্স্, পডোফ্); আমাশয়ের মলের ন্যায় মল ত্যাগ এবং উহার সঙ্গে

সঙ্গে পেটকামড়ানী বা শূল বেদনা; বারম্বার কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া (মার্ক, নাক্স-বম্, রাত্রিতে যাহা অধিক হয়; মল জলবৎ তরল, ফেণাযুক্ত, সবুজ অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা; মল ঘোলাটিয়া, সবুজের আভাযুক্ত, হরিদ্রা-বর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত; মল চট্‌চটিয়া আঠা এবং ক্ষতকারক (আর্স, মার্ক); অসাড়ে ভেদ (আর্স); কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল অত্যন্ত কঠিন (ব্রাই), পরিমাণে অল্প এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়; মল কঠিন গুঁটলে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না (অ্যালাম, গ্রাফ, আয়োড, সিপিয়া); মল জলবৎ তরল, সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা, উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট এবং সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল—অর্থাৎ একবার যে প্রকার দাস্ত হয়, অপরবারে সেরূপ হয় না; দাস্তের পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা বা যাতনা; দাস্তের পর অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া বা শূলানি; মলের সঙ্গে লম্বা গোল কৃমি এবং সূত্রবৎ ক্ষুদ্র কৃমি পড়ে (সিনা, ইগ্‌নেস, মার্ক, স্পাইজেল); মলত্যাগের সময় গুহ্য বাহির হইয়া পড়ে।

মূত্র যন্ত্র। মূত্রাবরোধ (একন্, বেল); বারম্বার এবং হঠাৎ মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, প্রধানতঃ রাত্রিতে, এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ; রাত্রিতে স্বপ্নে মূত্র ত্যাগ (আর্ণিকা, কষ্ট, কুপ্রাম্, গ্রাফ, পাল্‌স); মূত্রনালীতে জ্বালা; মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে জ্বালা (আর্স, ক্যান্থ, ক্যানাবিস্-স্যাট, কোনায়াম্); মূত্র নালীতে সূচী বা খোঁচা বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মূত্র নালীতে চুলকানি; মূত্র থামিয়া থামিয়া নির্গত হয় (Intermittent), অথবা স্বাভাবিক অপেক্ষা সরুধারে মূত্র নির্গমন; মূত্র ঘোলাটিয়া (আন্টি-টার্ট, বেল); মূত্র লাল্‌চে, দুর্গন্ধযুক্ত (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ক্রিয়াজ) এবং ক্ষত কারক (মার্ক); মূত্র কখন পরিষ্কার, কখন বা গাঢ় তলানি বিশিষ্ট।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক ধাতু নিঃসরণ (চায়না, ফস্-অ্যাস্); পুরুষাঙ্গ ঠাণ্ডা; স্ত্রীসহবাসের শক্তির অত্যন্ত হ্রাস বা দুর্ব্বলতা (আগ্‌নাশ, বার্বেরিস, ক্যাম্ফ); স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি (ফস্); পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্ম (Prepuce) প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত, লালবর্ণ এবং জ্বালাযুক্ত ও উহা খোলা যায় না (Phimosis) এবং গভীর ক্ষতযুক্ত; পুরুষাঙ্গে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়; পুরুষাঙ্গের মাথায় চুলকানি (মেজিরিয়াম্); অণ্ডকোষ শিথিল হয় (ক্যাম্ফার) এবং

ঝুলিয়া পড়ে (ক্লিমেটিস্‌); জননেন্দ্রিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম; অণ্ডকোষাধারে ক্ষত এবং উহা কল্‌তানি দ্বারা সর্ব্বদা ভিজা থাকে (পিট্রোল্‌); স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু অল্পকাল স্থায়ী, রজঃস্রাব; নিয়মিত সময়ের অনেক পর রজঃস্রাব; রজঃরোধ (সিমিসিফ্‌, পাল্‌স্‌); গাঢ়, কাল্‌চে এবং ক্ষতকারক রজঃস্রাব (আমন্‌-কার্ব্ব্‌); রজঃস্রাবের সময় মাথা ধরা এবং নাক দিয়া রক্ত পড়া (ব্রাই, হামামেলিস্‌); পাকস্থলীর মধ্যে চাপাবোধ; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে মাথা ধরা; নিয়মিত সময়ের অনেক পর অত্যন্ত কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনা (Painful Menstruation) (পাল্‌স্‌); প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রাব আভাযুক্ত, ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (আর্স্‌, সিপিয়া); যোনি দ্বারে জ্বালানুভব, যাহার দরুণ রোগী কোন মতেই সুস্থির থাকিতে পারে না; জননেন্দ্রিয়ে কষ্টদায়ক চুলকানি এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের ন্যায় ফুস্কুড়ী (মার্ক্‌); স্তনের বিসর্পের ন্যায় (Erysipelatous) প্রদাহ (রাস্‌টক্স্‌); স্তন লালবর্ণ, উষ্ণ, কঠিন এবং উহার বোঁটা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত লাল রেখা পড়ে ও উহাতে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা বর্ত্তমান থাকে।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং স্বর কর্কশ, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে; স্বর-শূন্যতা (কার্ব্বো-বেজ্‌, কষ্ট্‌, ফস্‌); গলার মধ্যে খশ্‌ খশে এবং চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে শ্লেষ্মার সঞ্চার, যাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় (ক্যাম্‌, নাক্স্‌-বম্‌); কথা বলিলে (ড্রসিরা) অথবা চলিয়া বেড়াইলে শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়; শ্বাসকষ্ট; অত্যন্ত উদ্বেগ বা যাতনা (একন্‌, আর্স্‌, পাল্‌স্‌); বারম্বার শ্বাসরোধ হইয়া হাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া, যাহা রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে অধিক হয়; রোগী ঘরের দরজা, জানলা খুলিয়া রাখিতে চাহে (আর্স্‌, কার্ব্বো-বেজ্‌, ব্যাপ্ট্‌); সন্ধ্যার সময় বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে, অথবা ঘুম ভাঙ্গিলে বা রাত্রিতে শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ, গলার মধ্যে শুষ্কানুভব এবং নাক দিয়া তরল শ্লেষ্মা নির্গমন; ক্ষণস্থায়ী, প্রবল শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বক্ষাস্থিতে বেদনা বা বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; কণ্ঠনালীতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হওয়ার দরুণ

কাশি (কস্, রুমেক্স); বুকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; কথা বলিবার সময় বুকে অত্যন্ত দুর্ব্বলবোধ (কার্ব্বো-বেজ, ষ্টানাম্); সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে বুকে দুর্ব্বলবোধ; মোচ্‌ড়াইয়া পড়িলে বা থেঁত্‌লিয়া গেলে যেরূপ হয়, বুকে সেরূপ বেদনা বা যাতনা; বুকে আঁটাবোধ; বুকে ঘাটিয়া বা কসিয়া ধরার ন্যায় যাতনা; বুকে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা, যাহা পৃষ্ঠদেশ এবং বাম স্কন্ধাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (ক্যালী-কার্ব্ব, মার্ক), শ্বাস প্রশ্বাস এবং নড়া চড়াতে (ব্রাই), অথবা চীত্‌ হইয়া শয়ন করিলে যাহা বৃদ্ধি পায়; বুকে জ্বালানুভব যাহা মুখমণ্ডল পর্য্যন্তও অনুভূত হয়; ফুস্ফুস প্রদাহের পর ফুস্ফুসে দূষিত পদার্থের সঞ্চার; কাশি এবং গলা দিয়া সবুজের আভাযুক্ত পুঁয মিশ্রিত, মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (ষ্টানাম্); ফুস্ফুসের মধ্যে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়্‌ঘড়ী; প্রাতঃকালে কাশির বৃদ্ধি (আণ্টি-টার্ট) ও বুকে ভারিবোধ (ক্রিয়াজ, ল্যাক্, লাইকোপ, নাক্স-মস্ক)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত যাতনা; (একন্, আর্স, স্পাইজেল, বিরেট-আল্ব); রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে এবং কোন উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় হৃৎস্পন্দন; নাড়ী পূর্ণ, কঠিন এবং দ্রুতগামী (একন্, বেল): হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় বলিয়া অনুভূত হয়।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠ দেশ। ঘাড় এবং পৃষ্ঠ দেশ শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; মেরুদণ্ডের গ্রীবাদেশস্থ অংশের হাড়ে কেড়্ কেড়্ শব্দ হয়, পশ্চাৎ দিকে ঘাড় বাঁকা করিলেই যাহা অধিক শুনিতে পাওয়া যায়; ঘাড়ে কসিয়া ধরা বা সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; নড়া চড়া বা শয়ন করিয়া থাকা কালীন দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঘাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; থেত্‌লিয়া গেলে বা মোচ-ড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেরূপ বেদনা বা যাতনা (পাল্‌স্, রাস্টক্স); কোমরের পশ্চাৎভাগে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁত্‌লিয়া যাও-য়ার ন্যায় প্রবল বেদনা বা যাতনা (কুপ্রাম); গুহ্যদ্বারের উপরিভাগে উক্ত প্রকারের বেদনা বা যাতনা, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে বা বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে যাহার উদ্রেক হয় (রাস্টক্স); স্কন্ধাস্থি,

পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎ ভাগে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মেরুদণ্ডের বক্রতা (Spinal-curvature) এবং উহার কোমলতা (সাইলিসি); একখানি হাড়ের উপর অন্য একখানি হাড় গড়াইয়া গেলে যেরূপ হয়, মেরুদণ্ডে সেরূপ অনুভূত হয়।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, প্রধানতঃ হাত পায়ের পাতার, দুর্ব্বলতা এবং কাঁপনি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ ধরা (সিপিয়া, সাইলিসি), শয়ন করিয়া থাকিলেই যাহা অধিক হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে থেঁত্‌লিয়া যাওয়া, মোচড়াইয়া পড়া, কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই, কলোস্‌, লেডাম্‌, লাইকোপ্‌, মার্ক্‌)। বাম স্কন্ধ, বাহু এবং হাতের আঙ্গুলে বাত রোগের কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; বাহুর উপরি ভাগে দুর্ব্বল এবং ক্লান্তিবোধ; বোগলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট বমনোৎপাদক ঘর্ম্ম; হাতের পাতার তালুতে অত্যন্ত জ্বালানুভব (ল্যাক্‌); হাতের চর্ম্ম কঠিন, শুষ্ক এবং ফাটাযুক্ত (নেট্রাম্‌-মিউর); হাতের নখ সম্মুখ পানে বাঁকিয়া পড়ে (নেট্রাম্‌-মিউর, থুজা); আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ঘা এবং লালবর্ণ হয়; আঙ্গুলে অবশবোধ। চলিয়া বেড়ানের সময় নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং উহাতে অবশবোধ; কুঁচকির সন্ধিতে খোঁচা বিঁধার ন্যায় প্রবল বেদনা বা যাতনা, নড়া চড়া বা স্পর্শনে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং যাহার দরুণ বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি থাকে না; উরু দেশের পেশীতে খিল ধরা বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; হাঁটু এবং পায়ের পাতার সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; সঙ্কুচিত হইলে যেরূপ হয়, পা বাড়াইবার সময় হাঁটুর, পশ্চাৎভাগের গর্ত্তের ন্যায় অংশে অংশে সেরূপ কসিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয়; হাঁটু, পায়ের ডিম এবং পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থিতে ঘাটিয়া ধরা; পায়ের ডিম এবং পাতার নীচে খিল ধরা (কার্ব্বো-বেজ্‌), রাত্রিতেই যাহা অধিক অনুভূত হয় (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ক্যাম্ফার, ক্যাম্‌, ফেরাম্‌, নাক্স্‌-বম্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌, সাইলিসি); পায়ের পাতার তলায় জ্বালা (ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব, সাইলিসি, ল্যাক্‌), যাহার দরুণ পায় কাপড় রাখিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় (ক্যাম্‌); পায়ের আঙ্গুলে কড়া (Corn)

এবং উহাতে কন্‌কানি ও যাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; পায়ের পাতা, প্রধানতঃ উহার তলা, ঠাণ্ডা।

চর্ম্ম। শরীরের নানা স্থানে অত্যন্ত সুড্‌সুড়ী এবং তদ্দরুণ ব্যগ্রতার সহিত চুলকানি এবং চুলকাইলে উহাতে অত্যন্ত জ্বালা এবং টাটানির উদ্রেক হওয়া (কার্ব্বোলিক্‌-আস্‌); ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের ন্যায় জলপূর্ণ ফোস্কা এবং দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী ও উহাতে অত্যন্ত চুলকানি এবং জ্বালা (ক্রোটন্‌, মার্ক্‌, বাস্‌টক্স্‌); গায় চুলকানী, বিছানার উষ্ণতে যাহার উপশম হয় (আলাম, মার্ক্‌, মেজিরিয়াম্‌, পাল্‌স্‌); চর্ম্ম শুষ্ক, খশ্‌ খশে এবং মরা চর্ম্ম বিশিষ্ট; সামান্য কাটিলে বা ঘা হইলেই আক্রান্ত স্থানে পূঁয হয় (বোরাক্স্‌, ক্যাম্‌, ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব, হিপ্‌-সালফ্‌, গ্রাফ্‌, সাইলিসি); চর্ম্মের ভাজে ভাজে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় হইয়া ক্ষত হয় (গ্রাফ্‌, হাইড্রাষ্টি, ইগ্‌নেস্‌, লাইকোপ্‌, মার্ক্‌); উঁচু এবং স্ফীত ধার বিশিষ্ট ক্ষত এবং উহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে, (আসাফিটিডা, মার্ক্‌, মেজেরিয়াম্‌) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের ন্যায় ফুস্কুড়ী দ্বারা পরিবেষ্টিত, যাহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয পড়ে; পুরাতন ঘা এবং উহাতে মাংস বৃদ্ধি হয় (গ্রাফ্‌, সাঙ্গুনেরিয়া, সাইলিসি)।

নিদ্রা। দিনের বেলা ঘুমাইবার অনিবার্য্য ইচ্ছা (আণ্টি-টার্ট্‌, এপিস্‌, নাক্স্‌-মস্ক্‌) এবং প্রায় সমুদয় রাত্রিই জাগিয়া থাকা (লাইকোপ্‌, মার্ক্‌); অস্থির নিদ্রা এবং বারম্বার জাগিয়া উঠা; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে চম্‌কিয়া উঠা (আর্স্‌, বেল্‌, হায়োস্‌); ঘুমেরঘোরে ভয় এবং চিন্তা উৎপাদক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা (আর্ণিকা, অরাম, পাল্‌স্‌); ঘুমেরঘোরে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা (বেল্‌, নেট্রাম মিউর, সিপিয়া); ঘুমের ঘোরে শরীরের নানা স্থানের ঝাকনি এবং স্পন্দন।

জ্বর। সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে শীত বোধ, তৎপর শরীর উষ্ণ হইয়া তৎপর ঘর্ম্ম হওয়া; বারম্বার আভ্যন্তরিক শীতবোধ, কিন্তু পিপাসা থাকে না (পাল্‌স্‌); শীত যেন হামাদিয়া বা সুড়্‌ সুড়্‌ করিয়া পৃষ্ঠ দেশের নিম্নদিক হইতে উপরের দিকে উঠে; শীত এবং জ্বর; প্রতিক্রিয়া না হইয়া রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়ে; অপরাহ্ন বা সন্ধ্যার সময় শরীর উষ্ণ

এবং শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা; বারম্বার দম্‌কা উষ্ণানুভব, কখন কখন শরীরে সামান্য ঘর্ম্ম বা মূর্চ্ছার ভাব হইয়া যাহার শেষ হয়; প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম, ঘুম ভাঙ্গিলেই যাহার আরম্ভ হয় (সিপিয়া); রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম (চায়না, ফস্‌, সাইলিসি, ফস্‌-আস্‌); সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম হয় (আম্ব্রা, ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, ফস্‌, সাইলিসি); শীতলাবস্থার পূর্ব্বেও পিপাসা (সাইমেক্স্‌, ইউপেট-পার্ফ্‌); সন্ধ্যার সময় শীত, তৎপর শরীর উষ্ণ এবং অবশেষে প্রচুর ঘর্ম্ম (আর্স্‌, বেল্‌, রাস্‌টক্স্‌); পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার সময় শীত আরম্ভ হইয়া অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে।

ব্যবহার। গণ্ডমালা (Scrofula) এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ জনিত অসুখ (Rachitis); কোইনাইন বা পারার অপব্যবহার জনিত রোগ; খোস পাঁচড়া; চর্ম্মে ফোস্কা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ এবং দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী; ক্ষত; ফোড়া; বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্‌ (Erysipelas); গ্রন্থির প্রদাহ, স্ফীতি এবং উহাতে পূঁয হওয়া; শোথ; পেশী এবং বৃহৎ সন্ধি বাত; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত বা গাউট্‌ (Gout); মৃগীরোগ; চক্ষুপ্রদাহ; শ্লেষ্মা জনিত রোগ; পাকস্থলী এবং যকৃতের অসুখ; উদরাময়; কোষ্ঠবদ্ধ; অর্শ; হাঁপানি কাশি; হুপিং কফ বা কাশি (Hooping Cough); ফুস্‌ফুস প্রদাহ; যক্ষাকাশ; রজঃরোধ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation); শ্বেত প্রদর; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis); পুরুষাঙ্গের মাথা প্রদাহযুক্ত হইয়া উহার আবরক চর্ম্ম (Prepuce) খোলা যায় না (Phimosis); প্রমেহ রোগ; জ্বর-বিকার এবং পূঁযাদি রসক্ষয় জনিত জ্বর বা হেক্‌টিক্‌ ফিবার (Hectic-fever); পুরাতন আকারের স্থানিক প্রদাহ; হস্তমৈথুন বা অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস জনিত দুর্ব্বলতা হেতু অসুখ; গাত্রে পুরাতন আকারের ফুস্কুড়ী; নালী ঘা; রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া থাকার ন্যায় আপন কাজ কর্ম্ম করা বা চলিয়া বেড়ান (Somnambulism); শিরঃপীড়া; তরল, শুষ্ক তরুণ এবং পুরাতন সর্দ্দি; মুখের মধ্যে ঘা; আহারে অনিবার্য্য অরুচি; পাকস্থলীতে বেদনা; সর্ব্বদা মদ্যপানের ইচ্ছা; যকৃতের পুরাতন আকারের অসুখ; দূষিত বায়ুজনিত আক্ষেপিক শূল বেদনা; উদরী (Ascites); গণ্ডমালা বা পারার অপব্যবহার

জনিত বাগী (Buboes); বহুমূত্র; রক্ত মূত্র ত্যাগ; হাতের কাঁপনি; কম্পন বিশিষ্ট পক্ষাঘাত (Paralysis Agitans) ইত্যাদি অসুখে সাল্ফার ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শরীর শীর্ণ এবং লম্বা এবং মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া চলা; অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ হওয়া; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং শরীরের কাঁপনি (আলাম্, চায়না), ক্লান্তি বোধ এবং বলক্ষয়; ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য হয় না এবং সামান্য কারণেই সর্দ্দি লাগে; হাত কাঁপে; মাথার ঠিক উপরিভাগে সর্ব্বদা উষ্ণানুভব; শরীরের নানা স্থানের গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিনতা এবং উহাতে পূঁয হওয়া; প্রত্যহ শরীর মর্দ্দন করিয়া স্নান করিলেও গায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ; কথা বলিলেই বেদনা যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি; সমুদয় শরীরের বারম্বার আক্ষেপিক স্পন্দন বা ঝাকনি; আক্ষেপের পর, রোগী আপনাকে আপনি অত্যন্ত সুস্থ মনে করে; পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বা অবসন্নতা, যাহার দরুণ রোগী কিছু না খাইয়া থাকিতে পারে না; সন্ধ্যার সময়, রাত্রি দুই প্রহরের পর, বিশ্রাম কালীন, দাঁড়াইলে, স্পর্শনে, গা মুছাইলে বা স্নান করিলে এবং বহির্বায়ুতে অসুখের বৃদ্ধি; নড়া চড়া বা বেড়াইলে অসুখের উপশম ইত্যাদি সাল্ফারের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। সাল্ফারের কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক্ এবং সিপিয়ার কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে বেলেডোনা, কল্‌চিকাম্, চায়না, আয়োডিন্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াস্, নাইট্রিক্ আসিড্, নাক্স্ বমিকা, সোরিনাম্, পাল্‌সেটিলা, রাস্‌টক্স, সাইলিসিয়ার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্, ক্যাম্ফার, ক্যামোমিলা, চায়না, মার্কিউরিয়াস্, পাল্‌সেটিলা, রাস্-টক্স্, সিপিয়া ইত্যাদি সাল্ফারের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ ডাইলুশনও কোন কোন চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে বাত রোগ

এবং হাঁপানি কাশিতে নিম্ন ক্রমের গুঁড়া (১ম, ২য় বা ৩য়) ব্যবহার্য্য। লেখক স্বয়ং ৩০ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। পারার অপব্যবহার জনিত চর্ম্মরোগে ১ম, ২য়, ৩য় ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবহারে অনেক সময় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অনেক কালের পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ, শ্বেত প্রদর, পারার অপব্যবহার জনিত চর্ম্ম রোগ, চক্ষু প্রদাহ, পুরাতন আকারের মাস্তিষ্করোগে ২০০ ডাইলুশন দ্বারা অনেক সময় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

বিরেট্রাম্-আল্বাম্,-বিরেট্-আল্ব্।

(VERATRUM ALBUM,—VERAT.-ALB.)

ইউরোপের আল্পস্ ইত্যাদি পর্ব্বতে এই গাছ জন্মে। ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে এই গাছের মূল লইয়া যথা নিয়মে উহা প্রুফ্ স্পিরিটে (Proof spirit) মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত করিতে হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মর্জ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়া ইহা শরীরের সমুদয় অংশ বা যন্ত্রের উপর কার্য্য করিয়া থাকে, যাহার দরুণ রক্ত দূষিত হইয়া রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে এবং তদ্দরুণ সমুদয় যন্ত্রের জড়তা উৎপন্ন হইয়া ওলাউঠাতে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, শরীরের সেরূপ অবস্থা উৎপন্ন হয়। অতএব সমুদয় শরীর শীতল, বলক্ষয়, পতনাবস্থা (Collapse) এবং প্রচুর পরিমাণে চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ও বমন, হাত পায়ে খিলধরা, পেটে আক্ষেপিক শূল বেদনা এবং শীতল চট্চটিয়া ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু মণ্ডলের (Sensory Nerves) উপরও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া প্রলাপ এবং উন্মত্ততা উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্নায়ুর শক্তির হ্রাস বা বিনাশও হইয়া থাকে। ওলাউঠার উক্ত লক্ষণাদি উৎপাদন করা বিরেট্রামের এক বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। উন্মত্ততা; ক্রমাগত রাগ প্রকাশ করা এবং কাপড়াদি কাটিবার বা ছিড়িবার ইচ্ছা (বেল্, ষ্ট্রামন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য ক্রন্দন এবং চীৎকার করা (সিকুটা) এবং কোন প্রকারের কাল্পনিক দুরদৃষ্ট বিষয়ে সর্ব্বদা চীৎকার করিয়া ক্রন্দন; ক্রমাগত কথা বলিবার অনিচ্ছা (বেল্, ইগ্নেস্, নাইট্রিক্-আস্, ফস্-আস্); প্রলাপ এবং প্রলাপে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা বলা (আর্স্, স্ট্রাম্); উপাসনা করা, অভিশাপ দেওয়া এবং সমুদয় রাত্রি অনবরত চীৎকার করা; নানা বিষয়ে প্রলাপ বলা; সর্ব্বদাই অন্যের দোষ বলা অথবা একবারে চুপ করিয়া থাকা, কিন্তু একবার কোন কারণে উত্তেজিত হইলে নাম ধরিয়া লোককে অনবরত ভংসনা করা বা গালি দেওয়া; সমাজের মধ্যে আপনাকে আপনি হেয়জ্ঞান করা এবং আপনাকে আপনি হতভাগ্য মনে করিয়া মানসিক অবসন্নতা, হতাশ এবং নিরাশার ভাব; কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে যেরূপ হয়, সর্ব্বদা সেরূপ চিন্তা এবং ভয় (ককিউলাস্, ইগ্নেস্)।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে শীতল ঘর্ম্ম (ওপিয়াম্, টেবেকাম্); মাথা হেটকরিয়া উপুড় হইলে মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; থাকিয়া থাকিয়া মাথা ধরা এবং মোচড়াইয়া পড়িলে বা ছিঁড়িয়া গেলে যেরূপ হয়, মস্তিষ্কে সেরূপ যাতনা, এবং চাপা বোধ (কফিয়া, মিউর-আস্); মাথার উপরিভাগে চাপা বোধ; শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনোদ্বেগ (আর্স্, ইপিকাক্, ক্যালা বাই, নাক্স-বম্); মস্তিষ্কে জ্বালানুভব (ক্যাম্ফ্, জেলিবোরাস্); বরফ লাগাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, মাথার ঠিক উপরিভাগে সেরূপ ঠাণ্ডা বোধ (আগারিকাশ, ক্যাল্‌ক্-কার্ব্ব্, লরোস্, সিপিয়া); মাথায় ভারি বোধ।

চক্ষু। চক্ষু বিকৃত এবং যেন বহির্দ্দিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় (বেল্, ষ্ট্রামন্), স্থিরভাব বিশিষ্ট, জলপূর্ণ এবং বসিয়া যায় (আর্স্), জ্যোতিহীন এবং যেন কাল বা নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত (চায়না, ক্যাল্কী-আয়োড্, ফস্, সিকেল্, সাল্ফ্); চক্ষুর পাতা অত্যন্ত শুষ্ক; চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত (মার্ক্-কর, ওপিয়াম্, ফস্, কাইটোল্, ফাইসষ্ট্); চক্ষুর পাতার

পক্ষাঘাত; এক বস্তু দ্বিগুণ বা ডবল দেখায়; রাত্রিতে চক্ষে না দেখা (বেল্)।

নাসিকা। নাসিকা যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা তীক্ষ্ণ এবং লম্বা; মুখ মণ্ডল ঠাণ্ডা এবং বসিয়া যায়; নাক ঠাণ্ডা (আস্´, ক্যাম্ফার); নাক দিয়া রক্ত পড়া (একন্, বেল্, ব্রাই, হামামেলিস্, ইপিকাক্)।

মুখ মণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা এবং শীর্ণ, শীতল, বসিয়া যায় এবং মৃত দেহের ন্যায় ও নাসিকা তীক্ষ্ণ (আস্´, ক্যাম্ফার); মুখমণ্ডল নীলের আভাযুক্ত; বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে মুখমণ্ডল লালবর্ণ, কিন্তু বিছানা হইতে উঠিলেই শিটা বা ফিকা হয় (একন্); গাল উষ্ণ এবং উহাতে জ্বালানুভব; মুখমণ্ডলে, প্রধানতঃ কপালে শীতল ঘর্ম্ম (সিনা); মাড়ি সঞ্চালনের সহায়কারী পেশী শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; দাঁত লাগা (Lock-jaw) (ইগ্‌নেস্, সিকুটা, হায়োস্, লরোস্, নাক্স্-বম্, বেল্); ধনুষ্টঙ্কার বা হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি আক্ষেপিক রোগের পূর্ব্বে যেরূপ হয়, সেরূপ হঠাৎ আক্ষেপিক হাসি (Risus Sardonicus)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা শীতল (ক্যাম্ফার, নেজা), শুষ্ক এবং কাল্‌চে (ওপিয়াম্, ফস্), ফাটাযুক্ত, লালবর্ণ এবং স্ফীত (বেল্, রাস্ টক্স্); মুখগহ্বর এবং তালুকা শুষ্ক (এপিস, আস্´, নাক্স্-মস্ক্); মুখ দিয়া প্রচুর লাল পড়া; গোল মরিচ ইত্যাদি চিবাইলে যেরূপ হয়, মুখের মধ্যে সেরূপ ঝাল বোধ; দাঁতে দাঁতে কড়্ মড়্ শব্দ করা; জিহ্বা শীতল এবং শুষ্ক (কার্ব্বো-বেজ্, সিষ্টাস্-ক্যান্, মিউর-আস্); ছাল উঠিয়া ঘা হইলে যেরূপ হয়, জিহ্বায় সেরূপ অনুভূত হয় (কলোস্, বিরেট্-বিরাইড্)। গলার মধ্য শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত; গলার মধ্যে খশ্‌খশে বোধ; গলার মধ্যে চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় অনুভূত হয় (আর্জেণ্ট্-নাইট্রিক্, কমেক্স্); গলার মধ্যের আক্ষেপিক সঙ্কোচন (হায়োস্)।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত ক্ষুধা; ফল, রসাল এবং টক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আণ্টি-টার্ট্, চায়না, ফস্-আস্, পিট্রোল্); অথবা ঠাণ্ডা এবং লোনতা দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা; অত্যন্ত অনিবার্য্য প্রবল পিপাসা এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জলপানের ইচ্ছা (একন্, আস্´, ব্রাই, রাট্রোফা,

ফস্); উষ্ণ দ্রব্য খাওয়াতে অনিচ্ছা; প্রবল কাঠ উদ্গার (ইপিকাক্, ফস্, মাক্); হিক্কা (সিকুটা, হায়োস্, ইগ্নেস্, সাল্ফ-আস্); প্রবল বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত বমনোদ্বেগ এবং অত্যন্ত বলক্ষয় ও শয়ন করিয়া থাকার ইচ্ছা; বমনোদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা ও প্রবল পিপাসা (মার্ক্); অত্যন্ত প্রবল বেগে বমন; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন (ইপিকাক্, ক্রিয়াজ্); সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা বমন; চট্চটিয়া আঠা বা টক তরল পদার্থ বমন; নড়িলে চড়িলে বা জলাদি পান করিলেই বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম হওয়া; কাল পিত্ত এবং রক্ত বমন (আর্স্, হাইড্রোস্ আস্, সিকেল্), বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় এবং অত্যন্ত বলক্ষয় (আর্স্, ম্যাট্রোফা, আন্টি-টার্ট্); পাকস্থলীর অত্যন্ত স্ফীতি এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা; পাকস্থলীর মধ্যে প্রবল চাপাবোধ যাহা বক্ষাস্থি (Sternum), নিম্ন উদরের দুই পার্শ্ব এবং তলপেট পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; পাকস্থলী এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে প্রখর বেদনা (ইস্কুলাস্, আর্স্, ক্যাম্ফ্, আইরিস্, ফস্)। স্পর্শনে উদর অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় (একন্, বেল্, কলোস্); উদরের স্ফীতি এবং বিস্তৃতি (আলোজ্, চায়না, ক্যাম্, কলচ); শূল বেদনা; উদরে কর্ত্তনবৎ বা কামড়ান এবং মোচড়ানের ন্যায় বেদনা যাহা নাভি প্রদেশেই অধিক অনুভূত হয়; মলত্যাগের পর পেটের বেদনার উপশম (আলোজ্, কলোস্); অন্ত্র মোচড়াইয়া গিরা (Knot) দিলে যেরূপ হয়, উদরে সেরূপ বেদনা; অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু শূল বেদনা; উদরে শীতল ঘর্ম্ম; ঠাণ্ডা লাগিয়া শূল বেদনা; কোইনাইনের (Quinine) অপব্যবহারের পর শূল বেদনা; শাক তরকারি বা ফলাদি খাইয়া শূলবেদনা; অন্ত্র বেষ্ট ঝিল্লী প্রদাহ (Peritonitis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং উদরাময়, চর্ম্ম শীতল, মুখাকৃতি যেন বসিয়া যায়, নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল; অস্থিরতা এবং মনের উদ্বেগ; অন্ত্রের মধ্যে অন্ত্রের অংশ প্রবিষ্ট হওয়া (Intussusception) এবং তজ্জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ বা যাতনা; কয়লার আগুনে যেরূপ হয়, উদরে সেরূপ জ্বালাযুক্ত (আর্স্, ফস্, সিকেল্)।

মল এবং মলদ্বার। পেটে বেদনা সম্বলিত প্রবল এবং প্রচুর পরি-

মাণে উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম ; মল জলবৎতরল, সবুজের আভাযুক্ত এবং পর্দ্দার ন্যায় ছেক্ড়া ছেকড়া পদার্থ বিশিষ্ট; চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ; হঠাৎ ভেদ এবং অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্ব্ব মলত্যাগ ; কাল্চে জলবৎ তরল মল ভেদ ; গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে হঠাৎ তরল ভেদ বা ভেদ ও বমন ; সাংঘাতিক আকারের ওলাউঠা, যাহা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং যাহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয় ; ফলাদি খাইয়া ওলাউঠা ; গুহ্যের জড়তা হইলে যেরূপ হয়, সেরূপ কোষ্ঠবদ্ধ,—মল কঠিন এবং মোটা, লম্বা নেড় (আলাম্, ক্যালী-কার্ব্ব্, নাক্স্-বম্), প্রবল উদরাময় ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে চিন্‌চিনে বেদনা বা যাতনা ; দাস্তের সময় শরীর মলিন হয় এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম এবং বমন হয় ; দাস্তের পর পেটে অত্যন্ত খালিবোধ (আর্স্)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রাবরোধ (একন্, বেল্, ষ্ট্রামন্) ; অসাড়ে বা অনিচ্ছা-পূর্ব্বক মূত্রত্যাগ (আর্স্, বেল্, হায়োস্, সিকুটা) ; সবুজের আভাযুক্ত মূত্র ত্যাগ (আর্স্, ম্যাগ্-কার্ব্ব্, রুটা) ; বারম্বার অতি অল্প পরিমাণে কাল্চে লাল মূত্র ত্যাগ।

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, নাক্স্-বম্) ; রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি বিষয়ে হতাশ ; কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনা (Painful Menstruation) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভেদ ও বমন, অথবা অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক উদরাময় এবং শীতল ঘর্ম্ম ; সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে ক্লেদ নিঃসরণ (Lochia) বন্ধ হওয়া এবং স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া যাওয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বলা ; আতুড়ে স্ত্রীলোকের পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা (চায়না, প্লাটিনা)।

শ্বাস যন্ত্র। কণ্ঠনালীর বারম্বার সঙ্কোচন এবং উহাতে আঁটাবোধ ; বারম্বার ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু যেন বহির্দ্দিক পানে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া ; শ্বাসকষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে আঁটা এবং বাঁধ বাঁধ অনুভূত হওয়া (ফস্) ; বুকের বক্ষাস্থিপ্রদেশে চাপা বোধ, সামান্য নড়া চড়াতেই শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়

বা হাঁপানি (একন্, আর্স্) ; গভীর শব্দ বিশিষ্ট কাশি যাহা রোগীকে যেন হঠাৎ ধাক্কা দেওয়ার ন্যায় আক্রমণ করে ; আক্ষেপিক কাশি এবং গলা দিয়া অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা নির্গমন, মুখ মণ্ডল লাল বর্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র ত্যাগ (আলাম্, কষ্ট্, কলচ্); ঠাণ্ডা বাতাস হইতে উষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিলে কাশির উদ্রেক (ব্রাই); গভীর কাশি, উদর হইতে যাহার আরম্ভ বলিয়া অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কেবল দিনের বেলা গলা দিয়া কঠিন, হরিদ্রা বর্ণের তিক্ত বা লোনতা স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন ; বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা. কাশিবার সময়ই যাহা অধিক অনুভূত হয় (বেল্, ব্রাই, পাল্স্)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃংস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত যাতনা বা উদ্বেগ (একন্, আর্স্, স্পাইজেল্, সাল্ফ্) ও শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং শব্দযুক্ত। নাড়ী দ্রুতগামী, মৃদুগতি বিশিষ্ট, দুর্ব্বল এবং অনিয়মিত রূপে স্পন্দন বিশিষ্ট ও অসম (কানায়াম্, ডিজিট্, নেট্রাম্-মিউর)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। শিশুর ঘাড় এত দুর্ব্বল হয় যে উহার দরুণ সে মাথা সোজা করিয়া রাখিতে পারে না (কোনাযাম্) এবং যাহা হুপিং কাশিতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ; পৃষ্ঠ দেশ এবং কোমরে অত্যন্ত বেদনা (আর্ণিকা, আর্স্, ব্রাই)।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের ন্যায় অত্যন্ত কষ্টদায়ক দুর্ব্বলতা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হয় বা উহাতে ঝিঁ ঝিঁ ধরে (সিপিয়া, সাইলিসি, সাল্ফ্); শীতের দরুণ হাত পায়ের নখ নীল বর্ণ হয় ; মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁত্লিয়া গেলে যেরূপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেরূপ বেদনা বা যাতনা, ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বাতাস এবং বিছানার উষ্ণতাতে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং উপর নীচে চলাচল করিলে যাহার উপশম হয় ; হাত পায়ের পাতা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা (সাইলিসি)। চলিতে পায় কষ্টানুভব ; প্রথমতঃ ডাইন এবং তৎপর বাম কুঁচ্কির সন্ধিতে পক্ষাঘাতের ন্যায় অবশবোধ ; পায়ের ডিমে খিল ধরা (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, ক্যাম্ফার, ক্যাম্, নাইট্রিক্-আস্, নাক্স্-বম, সাইলিসি, সাল্ফ্)।

চর্ম্ম। জলে ভিজাইলে যেরূপ হয়, চর্ম্ম সেরূপ কোঁকড়া হয়, চাপিয়া

ধরিয়া চাপ ছাড়িয়া দিলেও যাহা কোঁচ্কাইয়া থাকে; চর্ম্ম নীলবর্ণ, বেগুনি এবং ঠাণ্ডা; খোসের ন্যায় কুস্কুড়ী।

নিদ্রা। অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকমের নিদ্রাবেশ (আন্টি-টার্ট্, এপিস্, নাক্স-মস্ক্)।

জ্বর। সমুদয় শরীরেই শীত এবং কম্প (ব্রাই); বাহ্যিক শীতবোধ এবং আভ্যন্তরিক উষ্ণানুভব; সমুদয় শরীরে শীতল ঘর্ম্ম (ইউফর্ব্), কপালেই যাহা অধিক হয় (ক্যাম্ফার); ওলাউঠার মহামারির সময় জ্বর বিকার-যাহাতে রোগীর জীবনীশক্তির হঠাৎ অত্যন্ত হ্রাস হয়; নাড়ী অনিয়মিত গতিবিশিষ্ট এবং সচরাচর ক্ষুদ্র ও সূত্রবৎ এবং অনেক সময় প্রায় অনুভূত হয় না (আস্, ক্যানাবিস্, কার্ব্বো-বেজ্); সবিরাম বা পালা জ্বর; প্রত্যূষে বা পূর্ব্বাহ্নে শীত কম্প (নেট্রাম্-মিউর); শীত কম্প এবং কেবল বাহ্যিক ঠাণ্ডা বোধ; প্রথমতঃ অত্যন্ত শীতবোধ, তৎপর শরীর উষ্ণ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা এবং অবশেষে ঘর্ম্ম হয়; শিরাগুলি দিয়া যেন ঠাণ্ডা রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে এরূপ অনুভূত হয়; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বলক্ষয়, শীতল ঘর্ম্ম, অচেতনতা, বমন এবং জলবৎ-তরল উদরাময়, মুখ মণ্ডল নীলের আভাযুক্ত, নাসিকা তীক্ষ্ণ, জলে ভিজাইয়া রাখিলে যেরূপ হয় মুখমণ্ডলের চর্ম্ম সেরূপ কোঁকড়া হয়।

ব্যবহার। কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত পুরাতন অসুখ; ভয়, আতঙ্ক এবং বিরক্তি জনিত অসুখ; তামাক, ফল এবং শাক তরকারি খাইয়া শূলবেদনা; উন্মত্ততা; স্নায়ুশূল; বাতরোগ; ধনুষ্টঙ্কার; দাঁত লাগা (Lock-jaw); আক্ষেপ (Convulsions); পক্ষাঘাত; দৈশিক (Endemic) ওলাউঠা; এবং বহুব্যাপক (Epidemic) আকারের ওলাউঠা; সাংঘাতিক আকারের উদরাময়; গ্রীষ্ম কালীয় উদরাময় বা সরল ওলাউঠা; কোষ্ঠবদ্ধ; হুপিং কফ্; রক্তাল্পতা; হিষ্টিরিয়া রোগ জনিত অসুখ; সবিরাম-জ্বর; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার; রক্তবমন; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা; (Painful Menstruation); স্ত্রীলোকের আতুড়ে পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা; সূতিকা-জ্বর; কাশি; হুপিং কফ বা কাশি; স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় বমন এবং পাকস্থলীর অন্যান্য রকমের অসুখ ইত্যাদি রোগে বিরেট্রাম্-আল্বাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। হঠাৎ বলক্ষয় (একন্, আর্স, ক্যাম্ফার); সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই মূর্চ্ছা; বিদ্যুতীয় যন্ত্র গায় লাগাইলে যেরূপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেরূপ বারম্বার ধাক্কা লাগার ন্যায় অনুভূত হয়; খিলধরা, যাহার দরুণ হাত পায়ের পাতা সম্মুখ পানে আকৃষ্ট হয় বা কসিয়া ধরে, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং বলক্ষয় (আর্স, ফেরাম্, ফস্); খিল ধরা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক স্পন্দন; ভয় পাওয়ার পর অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক তরল ভেদ (জেল্স্, ওপিয়াম্); জলাদি পানের পর, দাস্তের সময় এবং উহার পূর্ব্বে, দাঁড়াইলে এবং ঘুমের পর অসুখের বৃদ্ধি (এপিস্, ল্যাক্, ওপিয়াম্) এবং বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিলে ও ঘর্ম্মের পর অসুখের উপশম ইত্যাদি বিরেট্রাম আল্বামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। বিরেট্রাম্ আল্বামের কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট্, আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, কল্চিকাম্ এবং ডিজিটালিশের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্ণিকা, আর্সিনিক্, চায়না, কফিয়া, কুপ্রাম্, ড্রসিরা, ফেরাম্, ইপিকাক্, ওপিয়াম্ এবং ফস্ফরিক্ আসিডের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্, ক্যাম্ফার, চায়না, কফিয়া ইত্যাদি বিরেট্রাম্ আল্বামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওলাউঠাতে ১২ ডাইলুশনই লেখক অধিক ব্যবহার থাকেন। শিশুগণের ওলাউঠাতে এবং যুবা যুবতীর ওলাউঠাতে অধিক পরিমাণে বলক্ষয় হইলে ৩০ ডাইলুশনই অধিক উপকারী, লেখক তাঁহার চিকিৎসার ফল দেখিয়া এরূপ বিশ্বাস করেন। ওলাউঠায় অনেক চিকিৎসক ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া থাকেন। লেখকের মতে ওলাউঠা রোগে ১২ ডাইলুশনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী। অতএব তিনি উক্ত রোগে উক্ত ক্রমই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অন্যান্য অসুখে ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চিনিনাম্ সাল্‌ফিউরিকাম্,-সাল্‌ফেট্ অব্ কোইনাইন্,-

চিনিন্-সাল্‌ফ্।

(CHININUM SULPHURICUM,—SULPHATE OF QUININE,—CHININ.-SULPH.)

কোন এক বিশ্বস্ত ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আনত সাল্‌ফেট্ অব্ কোইনাইন্ ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে সুগার অব মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। আল্‌কোহলে মিশাইয়া ইহার আরোকও প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু ইহার গুঁড়াই অধিক উপকারী বলিয়া অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরোকের ব্যবহার অতি কম।

সাধারণ ক্রিয়া। কোইনাইনের বৈধানিক কার্য্য (Physiologicl action) সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ, মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগ এবং গ্যাংলিয়োনিক্ স্নায়ু মণ্ডলের (Ganglionic System of nerves) কেন্দ্রের উপরই ইহার কার্য্য অতি প্রবল। আবার মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ুগুলির উপরও ইহার প্রাথমিক (Primary) কার্য্য থাকা অসম্ভব নহে। উক্ত কেন্দ্র হইতেই শরীরের প্রায় সমুদয় অংশ বা যন্ত্রের উপর ইহা কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা রক্তের ফাইব্রিন্ (Fibrin) নামক পদার্থের অংশ বৃদ্ধি করে এবং উহার লাল কণার (Red-corpuscles) সংখ্যা হ্রাস করিয়া লিউকো-সাইথিমিয়া (Leucocythœmia) এবং রক্তাল্পতা (Anœmia) উৎপাদন করে, যাহার দরুণ সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা এবং বলক্ষয় হইয়া থাকে। হোমিও-প্যাথিক মতে উক্ত প্রকারের অবস্থা বা অসুখে কোইনাইন এক উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ইহা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য এবং স্পন্দনের বেগ প্রথমতঃ বৃদ্ধি করে এবং তৎপর উহার হ্রাস এবং দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে, যাহার দরুণ শরীরের সন্তাপের হ্রাস হইয়া থাকে। রক্ত বহা নালীগুলির সহায়কারী স্নায়ু (Vaso-motor nerves) প্রথমতঃ উত্তেজিত এবং তৎপর পক্ষাঘাতাক্রান্ত হওয়ার দরুণই উক্ত প্রকারের অবস্থা ঘটিয়া থাকে। কেন্দ্র

কোন যন্ত্র বা অংশের স্থানিক রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া প্রদাহের কাছাকাছি লক্ষণাদিও প্রকাশ পাইতে পারে। মস্তিষ্কেই এই প্রকারের ক্রিয়া অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রদাহ এবং জ্বর ও তজ্জনিত দুর্ব্বলতার পক্ষে কোইনাইন্ হোমিওপ্যাথিক মতে এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। কোইনাইনের প্রাকৃতিকলক্ষণ গুলির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে উহা মেলেরিয়া জনিত জ্বরের লক্ষণের ন্যায় লক্ষিত হয়। এজন্যই মেলেরিয়া জনিত সবিরাম বা পালাজ্বর এবং সাংঘাতিক আকারের জ্বরে (Pernicious Fever) কোইনাইন্ এত উপকারী। ইহার ক্রিয়াতে প্লীহা বর্দ্ধিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহার রক্ত উৎপাদন করার শক্তির হ্রাস বা বিনাশ হয়। অতএব রক্তাল্পতা (Anœmia) হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে নিউমোগ্যাষ্ট্রিক্ স্নায়ু (Pneumogastric Nerve) বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ যকৃতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয় এবং উহার জড়তার দরুণ কামল রোগ হয়, যাহার দরুণ পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় অনেকানেক অসুখ হইতে দেখা যায়। চক্ষুর কোটরের উপরি ভাগে ট্রিজিমিয়াস্ (Trigimius) স্নায়ুর যে শাখা আছে তাহা ইহা দ্বারা বিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহার দরুণ উক্ত স্থানের অতিরিক্ত চেতনা এবং তদ্দরুণ স্নায়ুশূলের ন্যায় প্রবল বেদনার (Severe neuralgic pains) উদ্রেক হয়। সবিরাম অসুখ এবং মেলেরিয়া জনিত অসুখের লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ বিশিষ্ট অসুখ উৎপাদন করা কোইনাইনের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। এক গুঁয়েমী এবং মনের উত্তেজনার ভাব ও তৎপর মানসিক অবসন্নতা বা নিরাশার ভাব; কোন বিপদ শীঘ্রই ঘটিবে সে বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তার ভাব (আলাম্, আনাকার্ড্, আর্স্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্); মনের উদ্বেগ; স্মরণ শক্তির অত্যন্ত হ্রাস; কোন বিষয়ে চিন্তা করিলে উহার সম্বন্ধে ভালরূপ ভাবের উদয় হয় না।

মস্তক। কোন কল বা যন্ত্রের চাকা ঘোরার ন্যায় মাথা ঘোরা এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া, শ্বাসকষ্ট, এবং গা বমী বমী করা; মাথায় ভারি এবং গোলমেলে বোধ; প্রবল শিরঃ-পীড়া; কপাল এবং উহার দুই পার্শ্বে দপ্ দপিয়া, চাপিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; কপালে বেদনা; মাথা ঝাকিলে যেরূপ হয়, মাথার সেরূপ যাতনা, প্রত্যেক ধাপেই যাহা অনুভূত হয় এবং মধ্যাহ্নে শীত হইয়া যাহা আরম্ভ হয়; মাথার ঠিক উপরি ভাগে দপ্ দপানি; কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সবিরাম স্নায়ু-শূল; সবিরাম শিরঃপীড়া; মাথায় প্রবল দপ্ দপানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা এবং মুখমণ্ডলে উষ্ণানুভব; অত্যন্ত বলক্ষয় হওয়ার দরুণ চক্ষুর পাতা অনিচ্ছাপূর্ব্বক পড়িয়া যাওয়া বা চক্ষু বুজিয়া যাওয়া; শিরঃপীড়া, যাহাতে বেদনা প্রবল হয় না বটে, কিন্তু উহার দরুণ মস্তিষ্ক দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত অনবরত কন্‌কন্ করে; মাথা এবং গ্রীবার শিরার স্ফীতি এবং বিস্তৃতি।

চক্ষু। চক্ষুর ডিস্ক্ (Disk) এবং রেটিনার (Retina) রক্তাম্লতা; ডিস্ক্ যেন শুষ্ক বলিয়া অনুভূত হয়, একখানি পাতলা কাপড় বা কুয়াশার মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ঝাপ্সা দেখা (কষ্টি, ফস্, মার্ক্, পাল্স্, সাল্ফ্); চক্ষুর তারা বিস্তৃত (বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); চক্ষে আলোক সহ্য হয় না (একন্, বেল্, চায়না); উজ্জ্বল আলোকে চক্ষু দিয়া জল পড়ে; চক্ষুর সম্মুখে যেন উজ্জ্বল আলোক এবং আগুনের কণা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (সাইক্লেমেন্, মার্ক্); চক্ষুর কোটরের উর্দ্ধ এবং নিম্ন স্থানে স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা বা যাতনা, সর্ব্বদা বর্ত্তমান না থাকিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহার উদ্রেক হয়; সবিরাম টেরাচক্ষু (Intermittent Strabismus); শিশুগণের হইলে এক দিন চক্ষু টেরা হয় এবং তৎপর দিবস টেরা চক্ষু একেবারেই থাকে না; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীতে রক্তাবরোধ বা উহা লাল বর্ণ হওয়া; চক্ষুর পাতা লালবর্ণ এবং স্ফীত; চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত; চক্ষু দিয়া জল পড়া; চক্ষে আলোক একবারেই সহ্য হয় না; চক্ষুর কোটরে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া, পিপাসা এবং জ্বর; সমুদয় অসুখই একদিন অন্তর একদিন প্রকাশ পায়; ডাইন চক্ষের

মধ্যে যেন একটী আল্‌পিনের মাথার ন্যায় ক্ষুদ্র দাগ চক্ষুর প্রত্যেক বার সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া বেড়ায়; অন্ধতা; চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক বা ঝম্পমান স্পন্দন (আগারিকাশ্‌); চক্ষুর কোটরের উপরিভাগের প্রবল স্নায়ুশূল (বেল, চায়না, স্পাইজেল্‌), প্রতিদিনই যাহার উদ্রেক হয়।

কর্ণ। কানে টন্‌ টন্‌, সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া (একন্‌, আর্স্‌, বেল্‌, চায়না, সাল্‌ফ্‌): বধিরতার সঙ্গে সঙ্গেও কানে উক্ত প্রকারের শব্দ হওয়া; কানে বজ্‌ বজ্‌ শব্দ হওয়া।

নাসিকা। যুবক যুবতীর নাক দিয়া রক্ত পড়া (Epistaxis)।

মুখমণ্ডল। মুখ মণ্ডল শিটা বা ফিকা, যাতনার চিহ্নযুক্ত, রুগ্ন, শোথের ন্যায় স্ফীত এবং টল্‌ টলে, মেটেরঙ্গ বিশিষ্ট: বাম গালের মেলার নামক অস্থিতে (Malar bone) কন্‌কনানি; মুখমণ্ডল এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ বা যোজক ঝিল্লী কামল রোগের ন্যায় হরিদ্রা বর্ণ; বাম নিম্ন মাড়ির স্নায়ুশূল (চায়না, স্পাইজেল্‌), মুখমণ্ডলস্থ স্নায়ুশূল, প্রাতঃকালেই প্রায় যাহার উদ্রেক হয় এবং যাহা চক্ষুর নিম্ন স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া চক্ষুর মধ্য এবং চতুস্পার্শ্ব-বর্ত্তী স্থানে বিস্তৃত হয়।

মুখগহ্বর। মুখগহ্বর শুষ্ক; পিপাসা, ঘর্ম্মের সময়ই যাহার অধিক উদ্রেক হয়; জিহ্বা সাদা (ব্রাই, আণ্টি-ক্রুড্‌, মার্ক্‌); জিহ্বা গাঢ়, হরিদ্রা-বর্ণের ফারযুক্ত (Furred); জিহ্বার গোড়া হরিদ্রাবর্ণ (মার্ক্‌-আয়োড্‌); জিহ্বা কোমল (মার্ক্‌), সমুদয় প্রকার আহার দ্রব্যেই অরুচি; মুখে কাইয়ের ন্যায় বা তিক্ত স্বাদ বা স্বাদ একবারেই থাকে না; কথা বলিবার শক্তির ব্যাঘাত জন্মে (কষ্ট্‌, জেল্‌স, হায়োস্‌)।

পাকস্থলী এবং উদর। ক্ষুধা শূন্যতা বা আহারে অনিচ্ছা বা অরুচি; উদ্গার উঠা; মুখ দিয়া জল উঠা; হিক্কা; বমনোদ্বেগ; বমন; পাকস্থলীর মধ্যে চাপাবোধ; আহারের পর পাকস্থলীতে চাপাবোধ হইয়া উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা; অজীর্ণ রোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে বেদনা, বমনোদ্বেগ, আহারে অরুচি, উদ্গার উঠা, মুখে তিক্ত স্বাদ এবং পিত্ত বমন। রাত্রিতে শয়ন করিতে যাওয়ার কিছুকাল পূর্ব্বে যকৃত প্রদেশে বেদনা; সবিরাম বা পালাজ্বরের পর প্লীহার বিবৃদ্ধি এবং

উহাতে বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন শোথ (আর্স্); প্লীহা প্রদেশে ঘুণ্ ঘুণে বেদনা, চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে যাহার উপশম হয়; প্লীহাতে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা; উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে গড় গড়, কল কল শব্দ এবং গুহ্য দ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ (কার্ব্বো-বেজ্, চায়না, লাইকোপ্, সাল্ফ্); সরল অন্ত্রে (Transverse Colon) প্রদেশে শূল বেদনার ন্যায় প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা বা যাতনা; এই প্রকার বেদনা বা যাতনা কখন কখন আহারের পরও হইয়া থাকে; বৃদ্ধ বয়সে পরিপাক যন্ত্রের শিথিলতা।

মল। মূত্রে ঘাসের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ, দানাযুক্ত, অথবা ইটের গুঁড়ার ন্যায় তলানি পড়ে; মূত্র ঘোলাটিয়া, লালবর্ণ এবং অত্যন্ত অসহ্য উগ্রগন্ধযুক্ত (বেন্জ্-আস্); রক্ত মূত্র ত্যাগ; মূত্র কোষের ব্রাইট্স্ ডিজিজ্ বা আল্-বুমিনুরিয়া (Albuminuria)।

জননেন্দ্রিয়। আঘাত লাগিয়া বা অন্য কোন কারণে জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর উত্তেজনার হ্রাস।

শ্বাস যন্ত্র। বায়ু উপনল এবং বায়ুনলের উপরিভাগে সুড়্ সুড়ীর দরুণ কাশি; নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, মৃদু এবং অনিয়মিত (ডিজিট্); বুকে কষ্ট বা আঁটাবোধ; দুর্ব্বলতার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টকর হয়; বুকের পার্শ্বে সূচীবিঁধান বা ঘাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই, ক্যালো-কার্ব্ব); পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের স্নায়ুশূল (Intercostal neuralgia)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত যাতনা; হৃৎস্পন্দন; হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, সর্ব্বাঙ্গিক বলক্ষয় (একন্, আর্স্, ডিজিট্); নাড়ী পূর্ণ এবং মোটা; নাড়ী দুর্ব্বল, কম্পমান, অনুভূত হয় কি না হয় (আর্স্, একন্)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। মেরু দণ্ডের গ্রীবাদেশস্থ শেষ অস্থি এবং পৃষ্ঠদেশস্থ প্রথম অস্থি প্রচাপনে বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়; কোমর প্রদেশস্থ হাড়েও উক্ত প্রকারের বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয়; স্পর্শনে কোমর প্রদেশস্থ তৃতীয় অস্থিতে বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে কষ্টানুভব; কসেরুকার উত্তেজনা (Spinal irritation); কোন এক নির্দ্দিষ্ট

সময়ে কখন কখন পৃষ্ঠদেশে বেদনা, রাত্রি দুই প্রহরের সময় যাহার উদ্রেক হয় এবং যাহা মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা, উহার কম্পন এবং উহার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চালনের শক্তির হ্রাস বা বিনাশ; হাত ঠাণ্ডা এবং উহাতে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম; প্রদাহবিশিষ্ট বাত রোগ; তরুণ প্রবল সন্ধিবাত; স্বল্পবিরাম এবং সবিরাম-জ্বর; সন্ধিগুলি অত্যন্ত বেদনাযুক্ত (চায়না); সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই ভারি বোধ এবং কন্‌কনানি, যাহা সন্ধিগুলিতেই অধিক অনুভূত হয়; ডাইন পার্শ্বের সায়েটিক স্নায়ুশূল (Sciatic neuralgia)।

নিদ্রা স্নায়ুমণ্ডল অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত হওয়ার দরুণ নিদ্রাশূন্যতা।

জ্বর। শীতকম্প; এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বরের আক্রমণ (সিড্রন); অপরাহ্ণ ৩টার সময় শীতকম্প; জ্বরে শীতলাবস্থা, উষ্ণাবস্থা, ঘর্ম্মাবস্থা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া জ্বর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া যায়; পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত (নেট্রাম্ মিউর) এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে দ্ব্যহিক জ্বরের আক্রমণ (চায়না) অথবা ত্র্যাহিক জ্বর; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন; প্লীহাতে বেদনা (আস্): মেরুদণ্ড বেদনাযুক্ত; মুখমণ্ডল পিটা বা ফিকা; পিপাসা; ওষ্ঠ নীলবর্ণ; কানে টন্‌টন্ শব্দ হওয়া (চায়না); সার্ব্বাঙ্গিক শীত বোধ, বিশেষতঃ পৃষ্ঠ দেশে; হাত পায়ের অগ্রভাগ বা পাতা, নাক এবং ঠুঁটী ঠাণ্ডা; শরীরের সন্তাপের হ্রাস; শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ; মাথায় পূর্ণ বোধ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; অত্যন্ত পিপাসা; রাত্রিতে বা বিছানায় শয়ন করিবার পর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার গাভাঙ্গা এবং হাচি হওয়া; প্রলাপ; বাহু এবং পায়ের শিরার বিবৃদ্ধি বা বিস্তৃতি; চর্ম্ম শুষ্ক এবং উষ্ণ; প্রচাপনে কসেরুকা বেদনাযুক্ত হয়; দম্‌কা উষ্ণানুভব; অপরাহ্ণ ৪ টার সময় পিপাসা; ঘর্ম্ম এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা; স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে থাকিলেও প্রচুর ঘর্ম্ম; উষ্ণাবস্থার পর ঘর্ম্ম আস্তে আস্তে আরম্ভ হয়; সামান্য নড়া চড়াতেই প্রচুর ঘর্ম্ম (ব্যাপ্‌-কাক্, মার্ক্, কস্); প্রায় প্রতিদিন

প্রাতঃকালেই বিছানায় শয়নাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, নাইট্রিক্-আস্, ফস্); প্রচুর পরিমাণে, দুর্ব্বলকারক, রাত্রিযোগে, উদরাময়; ঘুমেরঘোরে বা নিদ্রাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম (চায়না, ফস্); অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্ম।

ব্যবহার। মেলেরিয়া জনিত সকল প্রকারের রোগ; মেলেরিয়া জনিত সবিরাম, স্বল্প বিরাম এবং সাংঘাতিক আকারের জ্বর; রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু শীত কম্প; প্লীহার বিবৃদ্ধি; যকৃতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার বিবৃদ্ধি; কামল রোগ; রক্তাল্পতা (Anœmia); রক্তের শ্বেত কণার বৃদ্ধির দরুণ অসুখ বা লিউকোসাইথিমিয়া (Leucocythœmia); দুর্ব্বলতা; সবিরাম আকার বিশিষ্ট সকল প্রকারের অসুখ; প্রদাহ; সপূঁয প্রদাহ; শোথ; মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; সংন্যাস রোগ; কোন কোন প্রকারের স্নায়ু শূল; বাত রোগ; অজীর্ণ রোগ; বধিরতা; অন্ধতা; মাথাঘোরা, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহার আক্রমণ হয়; শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ভারি এবং পূর্ণ বোধ, ঘাটিয়া ধরা এবং মাথাঘোরা ও কখন কখন নাক দিয়া রক্ত পড়া; হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি অসুখে কোইনাইন ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অস্থিরতা, স্পর্শ এবং শব্দাদি অসহ্য হওয়া; শরীরের মধ্যে যেন কেমন কেমন করে, যাহার দরুণ মনে হয় যেন কোন এক কঠিন রোগ শীঘ্রই হইবে; দুর্ব্বলতা; কম্পন; মূর্চ্ছার ভাব; ক্ষুধা; বাহিক বিষয়ের অতিরিক্ত জ্ঞান; অত্যন্ত ক্লান্তি, শ্রান্তি এবং ভারি বোধ এবং কোন কার্য্য করিতে অনিচ্ছা; শরীরের স্থানে স্থানে সবিরাম আকার বিশিষ্ট স্নায়ুশূল; লক্ষণাদি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে (আর্স্), এক দিন অন্তর একদিন (চায়না) আরম্ভ হয়, অথবা প্রতিদিনই নিয়মিত সময়ের কিছু পূর্ব্বে থামিয়া যায়; প্রদাহযুক্ত স্থানে পূঁযের সঞ্চার হইয়া শীত হয় (হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্); প্রচুর ঘর্ম্ম (আর্স্, চায়না, ফস্, সাল্ফ্-আস্); শোথ, যাহা যকৃত এবং প্লীহার অসুখেই অধিক বর্ত্তমান থাকে, (আর্স্); মেলেরিয়া জনিত অসুখের দরুণ শোথ (আর্স্, চায়না); দুর্ব্বল এবং স্নায়বিক; সামান্য পরিশ্রমেই শ্রান্তিবোধ এবং হৃৎস্পন্দন, রক্তস্রাব, পূঁযাদি নিঃসরণ, ধাতু নিঃসরণ, উদরাময়, রক্তস্রাব (চায়না) ইত্যাদির দরুণ অত্যন্ত

দুর্ব্বলতা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ঝম্পমান স্পন্দন এবং খেঁচনী; ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অচেতনতা ইত্যাদি কোইনাইনের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। মেলেরিয়া জনিত অসুখে আর্সিনিক্, সিড্রন্, ইউপেটবিয়াম্ পার্ফোলিয়েটাম্, ফেরাম্, নেট্রাম্, মিউরিয়াটিকাম্, ল্যাকেসিস্ ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে কোইনাইনের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আর্সিনিক্, ইপিকাকিউএনা, নাক্স্-বমিকা, বিরেট্রাম্ আল্বাম্, সাল্ফার ইত্যাদি কোইনাইনের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। আমরা কোইনাইনের ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া ½ বা ১ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া সকল রোগেই যথোচিত ফল পাইয়া থাকি। আদত কোইনাইনও ½ বা ১ গ্রেইন্ মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোইনাইনের স্পিরিট মিশ্রিত আরোক আমি কখনও ব্যবহার করিয়া দেখি নাই। অতএব উহার গুণাগুণ সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলিতে পারি না।

চিনিনাম্ আর্সিনিকোসাম্,-আর্সিনিয়েট্ অব্ কোইনাইন্,-চিনিনাম্-আর্স্।

(CHININUM ARSENICOSUM,—ARSENIATE OF QUININE,—CHININ.-ARS)

চিনিনাম্ আর্সিনিকোসাম্ যদিচ সচরাচর অধিক ব্যবহৃত না হউক, তথাপি ইহা দ্বারা কতকগুলি রোগের চিকিৎসায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অতএব ইহার বিবরণও প্রথম শ্রেণীর ঔষধ মধ্যে লিখিত হইল। কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আদত আর্সিনিয়েট্ অব্ কোইনাইন্ ক্রয় করিয়া সুগার অব্ মিল্কের সহিত

মিশাইয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। যদিচ এই ঔষধ সুস্থশরীরে অধিক পরীক্ষিত হয় নাই, তথাপি রোগ চিকিৎসায় ইহার উপকারীতা অনেক দেখা গিয়াছে। রক্তের সার পদার্থ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং স্নায়ু মণ্ডলের উপর ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ ক্ষুদ্র সন্ধিবাত (Arthritis), বিকারের লক্ষণাক্রান্ত, অত্যন্ত বলক্ষয় এবং জীবনী-শক্তির হ্রাস সম্বলিত প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রদাহের অবস্থা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব হোমিওপ্যাথিক মতে ডিপ্‌থিরিয়া (Diptheria) এবং সাংঘাতিক আকারের আরক্ত-জ্বর রোগের চিকিৎসায় ইহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা সবিরাম জ্বরের ন্যায় জ্বর এবং সবিরাম আকার বিশিষ্ট স্নায়ুশূল উৎপাদন করে। এই স্নায়ুশূল রোগীকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা মেলেরিয়া (Malaria) জনিত অনেকানেক অসুখে বিশেষ উপকারী। ইহার কার্য্য কোইনাইন্ এবং আর্সিনিকের মিশ্রিত কার্য্যের ন্যায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মানসিক অবসন্নতা; মানসিক জড়তা; একাকী নিস্তব্ধ ভাবে থাকার ইচ্ছা (জেলস্); মনের উদ্বেগ এবং রাত্রিতে প্রলাপ; শিরঃপীড়া, যাহা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে রোগী চিড়্‌চিড়ে হয়।

মস্তক। একপেশে মাথা ধরা (আধ্‌কপালীয়া মাথা ব্যাথা), শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে যাহার বৃদ্ধি হয়; ভয় খাইয়া এক পেশে মাথা ব্যাথা; মাথায় গোলমেলে বোধ; মাথার মধ্যে ছুরী বিঁধানের ন্যায় বেদনা যেন সর্ব্বদা চলিয়া বেড়াইতেছে এরূপ অনুভূত হয়, যাহার দরুণ ঘুমের ব্যাঘ্যাত জন্মে; কপালে এবং মাথার পশ্চাৎভাগে বেদনা; কপালের ডাইন পার্শ্বে এবং চক্ষুর উপরি ভাগে স্নায়ু শূলের ন্যায় বেদনা; মাথার বাম পার্শ্বে ছিড়িয়া ফেলা বা ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু আক্রান্ত হইয়া চক্ষুর সম্মুখে ধড়্ ফড়্ করা,

চক্ষে বেদনা এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া; উক্ত বেদনার আক্রমণের সময় কানে টন্ টন্ শব্দ, বমনোদ্বেগ, বমন,-নিয়মিত রূপে রাত্রি দুই প্রহরের সময় যাহার উদ্রেক হয় (চিনিনাম্-সাল্ফ্); মাথার পশ্চাৎ ভাগের বাম উন্নত স্থানে (Left occipital protuberance) জ্বালাযুক্ত বেদনা যাহা ঘাড়, স্কন্ধাস্থী, বুকের বাম অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এব যাহার দরুণ সোজা হইয়া না বসিলে রোগীব নিশ্বাস বন্ধ হয় (Orthopnœa); হাইতোলা, গা ভাঙ্গা, শীত কম্প ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া উক্ত বেদনা আরম্ভ হয়, বেদনা সচরাচর প্রাতঃকালেই আরম্ভ হয় এবং প্রায় রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে।

চক্ষু। চক্ষে আলোক একবারেই সহ্য হয় না; চক্ষুর অর্ব্বিকিউলেরিস্ পেশির (Orbicularis muscles) আক্ষেপ, চক্ষু দিয়া বারম্বার বেগে জল নির্গমন এবং চক্ষে বড় রকমের ক্ষত; রাত্রি দুই প্রহর হইতে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত যাতনাদির বৃদ্ধি; চক্ষুর কর্ণিয়ার প্রদাহ (Keratitis); গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ যাহার দরুণ যাতনাদি রাত্রি দুই প্রহরের পর বৃদ্ধি হয়; পাখীর ডানা ঝাড়িলে যেরূপ হয়, বাম চক্ষের সম্মুখে সেরূপ ধড়্ফড়ানীর ন্যায় অনুভূত হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনা, চক্ষু দিয়া জল পড়া; এই সকল লক্ষণ আধ্কপালীয়া মাথা ব্যাথাতেই অধিক হয়।

কর্ণ। কানে টন্‌টন্ শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে এক পেশে মাথা ধরা (চিনিনাম্-সাল্ফ্)।

নাসিকা। তরল সর্দ্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গমন; শ্লেষ্মা দ্বারা যেন নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া থাকে, ঘরের বাহির হইলে যাহার উপশম হয়; পূঁয এবং রক্ত মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হইয়া থাকে; ডিপ্‌থিরিয়াতে; নাসারন্ধ্রের কোণে ছাল উঠিয়া যাওয়া; ডিপ্থিরিয়া (আরাম্)।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল পিটা বা ফিকা বা সাদাটিয়া এবং স্ফীত ও টলটলে যাহা সবিরাম জ্বরেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় (আর্স্, নেট্রাম্ মিউর); কর্ণ মূল এবং হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি; ওষ্ঠ নীল বর্ণ (ফুস্ফুসের স্ফোটক রোগে,—In Tuberculosis of the Lungs)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা গাঢ় এবং কটাবর্ণের লেপযুক্ত (ডিপ্থিরিয়া রোগে), মুখে দুর্গন্ধ (ডিপ্থিরিয়া এবং আরক্ত জ্বরে)। আরক্ত জ্বরে গলার মধ্যে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্ম ফিকা বা সাদাটিয়া, শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎ-ভাগের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ; ডিপ্থিরিয়া; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা; নাসিকা রক্ত মিশ্রিত পূঁয দ্বারা রুদ্ধ হওয়া; নাসারন্ধ্রের কোণে ছাল উঠিয়া যাওয়া; জিহ্বা গাঢ় কটাবর্ণের লেপযুক্ত; টন্সিলে ধূসর বর্ণের পদার্থের সঞ্চার যাহা দূরীভূত হইলে আক্রান্ত স্থানে রক্তের চিহ্নের ন্যায় ক্ষত বর্ত্তমান থাকে, এই ক্ষতের ধার আবড়্ খাবড়্; আল্জিহ্বার নিম্ন অর্দ্ধাংশ পচিয়া যায় এবং উহার ঊর্দ্ধ অর্দ্ধাংশ দূষিত পদার্থ দ্বারা আবৃত হয়; জলাদি তরল পদার্থ গিলিতে অশক্তি; অত্যন্ত বলক্ষয়; নিদ্রাশূন্যতা; নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগামী।

পাকস্থলী এবং উদর। অনিবার্য্য পিপাসা; এইরূপ পিপাসা *শ্বাস রোধ হওয়ার সময় বা যক্ষা কাশাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়;* ডিম এবং মৎস্য খাইলেই যাতনাহীন উদরাময় আরম্ভ হয়; রোগী (স্ত্রীলোক) ঠাণ্ডা জল খাইতে চাহে না; বমনোদ্বেগ এবং বমন ও তৎপর নিদ্রা (আণ্টি-টার্ট্)। বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াম্ প্রদেশের বিবৃদ্ধি; উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত (সবিরাম-জ্বরে)।

মল। মেলেরিয়া জনিত উদরাময় (চিনিনাম্-সাল্ফ্); মল জলবৎ তরল, দুর্গন্ধযুক্ত (আর্স্) এবং ভেদের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্রের মধ্যে অত্যন্ত বেদনা।

মূত্রযন্ত্র। আক্ষেপিক রকমের মূত্রাবরোধ।

শ্বাসযন্ত্র। স্বরভঙ্গ (ডিপ্থিরিয়া রোগে); ইহা ব্যবহারে ডিপ্থিরিয়া রোগের দূষিত পদার্থ গুলি বায়ুনলের উপরিভাগে বিস্তৃত হইতে পারে না; শ্বাস কষ্ট বা ফাঁপড় হওয়া প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠ, হাত এবং নখ নীল বর্ণ হয়; শ্বাসরোধ হওয়ার সময় রোগী সম্মুখ পানে ঝাঁকিয়া, এবং সুবিধা হইলে একটী জানলার নিকট বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (আর্স্, কার্ব্বো-

বেজ),—এই যাতনা অন্য কোন ভাবে বসিলে বৃদ্ধি হয়; শ্বাস কষ্ট এবং তদ্দরুণ মনের অত্যন্ত উদ্বেগ যাহা যক্ষ্মাকাশাদিতেই অধিক হইয়া থাকে; বৃদ্ধ বয়সে কতক পরিমাণে পুরাতন আকারের (Sub-acute) সর্দ্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বর, যাহা রাত্রিতেই অধিক হয়; বুকের বাম পার্শ্বের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহায়কারী পেশীর পক্ষাঘাত।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎস্নায়ুশূল (Angina Pectoris) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শোথের লক্ষণ, শিরা গুলিতে, রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং শরীর নীলবর্ণ হইয়া যাওয়া (Cyanosis); হৃৎকম্প; হৃৎস্পন্দন, পৃষ্ঠ দেশের উপর ভর করিয়া হেলিয়া বসিলেই যাহা অনুভূত হয়, মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একবারেই অনুভূত হয় না; হৃৎপিণ্ড অনিয়মিতরূপে কার্য্য করে। নাড়ী ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত দ্রুতগামী, (এমন কি প্রতি মিনিটে ২০০ বারও স্পন্দন করিতে পারে) এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট; বাম স্তন-প্রদেশে স্নায়ু শূলের ন্যায় ভয়ানক বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ মনে হয় আক্রান্ত অংশ যেন কেহ গরম চিম্‌টা দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে; পাজরার হাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের স্নায়ুশূল।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। হাত এবং নখ নীল বর্ণ; হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা।

নিদ্রা। শ্বাসরোধের আক্রমণের পর গভীর নিদ্রা; অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া এবং নিদ্রাশূন্যতা।

জ্বর। সবিরাম জ্বর; পূর্ব্বাহ্নেই শীত হয়, এই শীত কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় না; কখন কখন প্রতিদিন একবার করিয়া শীত হয়, আবার কখন কখন একদিন অন্তর একদিন হয়; কখন কখন জ্বরের আক্রমণ ঘর্ম্ম হইয়া শেষ হয় এবং কখন কখন জ্বর শেষ হওয়ার সময় ঘর্ম্ম একবারেই হয় না; জ্বরের আক্রমণের পূর্ব্বে শিরঃপীড়া, হাইতোলা এবং গা ভাঙ্গা; শীত যেন ঢেউয়ের ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া আইসে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে; গায়ের লোম খাড়া হয়, বিছানায় থাকিয়া হাত পায়ের পাতা কোন ঠাণ্ডা বস্তুতে লাগাইলে বা নাড়িলে, অথবা চলিলে বা উহার বিষয় চিন্তা করিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; শীতের পর রাত্রি দুই প্রহরের সময়

জর, নাড়ী পূর্ণ এবং প্রবল ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা; জ্বরের পর ঘর্ম্ম হয় না, রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, প্রাতঃকালে মানসিক অবসন্নতা এবং প্রাতঃকালে খাওয়ার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা; প্রবল জ্বর এবং উহার সঙ্গে অত্যন্ত বলক্ষয় (ডিপ্থিরিয়া এবং সাংঘাতিক আকারের আরক্ত জ্বরে); সপূয অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে সূতীকাজ্বর (Fever in Puerperal Septic Peritonitis); সমুদয় শরীরে ঠাণ্ডা চট্চটিয়া ঘর্ম্ম।

চর্ম্ম। চর্ম্ম শুষ্ক এবং সাদাটিসা বা ফিকা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত নিস্তেজতা এবং বলক্ষয়; কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রণ এবং ফোড়া, যাহার দরুণ মাথার যাতনাদির অনেক হ্রাস হয়।

ব্যবহার। সবিরাম বা পালাজ্বর; মেলেরিয়া জনিত সর্ব্বপ্রকারের অসুখ; এক পেশে মাথা ধরা (আধ্কপালীয়া মাথা ব্যাথা,-Hemicrania); শিরঃপীড়া; ডিপ্থিরিয়া; সাংঘাতিক আকারের আরক্ত-জ্বর; গ্রীবা দেশের স্নায়ুশূল; পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের স্নায়ুশূল (Intercostal neuralgia); গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ (Scrofulous Opthalmia); চক্ষুর কর্ণিয়ার প্রদাহ (Keratitis); গলার মধ্যের সাংঘাতিক আকারের ক্ষত; যক্ষাকাশাদি স্ফোটক রোগ (Tuberculosis); মৃগীরোগের ন্যায় আক্ষেপ; বৃদ্ধবয়সে কতক পরিমাণে পুরাতন আকারের সর্দ্দি; সপূয অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ সম্বলিত সূতীকা জ্বর (Puerperal Fever with Septic Peritonitis) ইত্যাদি অসুখে আর্সিনিয়েট্ অব্ কোইনাইন্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অত্যন্ত বলক্ষয়; মৃগীর ন্যায় আক্ষেপ, যাহার আক্রমণের পূর্ব্বে মনে হয় যেন বিদ্যুতের ন্যায় কোন পদার্থ মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া গ্রীবার ডাইন অংশদিয়া বাহুতে বিস্তৃত হয়, এবং তদ্দরুণ মনে হয় যেন আক্রান্ত অংশ বারম্বার মোচড়াইয়া পড়িতেছে এবং যাহার দরুণ স্পষ্ট কেড়্ কেড়্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; মুখমণ্ডলের পেশীগুলি যেন আক্ষেপিক রূপে কসিয়া থাকে, দৃষ্টিরোধ এবং বাকরোধ হয়, চেতনা থাকে না এবং রোগী মৃত্তিকায় পড়িয়া যায়; আক্রমণের পর শরীরে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হয়, বারম্বার জোরে উদ্গার বা ঢেকুর উঠে এবং রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া

পড়ে; রাত্রিতে, রাত্রি দুই প্রহরের পর, প্রত্যহ বা একদিন অন্তর একদিন, ভিজা বা শেত্‌শেতিয়া বায়ু বা জল বৃষ্টিতে অসুখাদির বৃদ্ধি : শোথ হওয়ার ধাতু ইত্যাদি আর্সিনিয়েট্‌ অব্‌ কোইনাইনের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। আর্সিনিয়েট্‌ অব্‌ কোইনাইনের কার্য্যের সঙ্গে এপিস্‌, আর্সিনিক্‌, আরানিয়া, চিনিনাম্‌-সাল্‌ফ্‌, চায়নার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। ১ম দশমিক ক্রমের গুড়াই বিশেষ উপকারী, বিশেষতঃ জ্বর রোগে। সপূয অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ সম্বলিত সূতীকাজ্বরে (Puerperal Fever with Septic Peritonitis), ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়া, ১ গ্রেইণ্‌ মাত্রায় ব্যবহা করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন। অন্যান্য রোগে ৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া ব্যবহার্য্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔষধ সমূহ

অর্থাৎ

যে সকল ঔষধ প্রথম শ্রেণীর ঔষধ অপেক্ষা কম

ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আসিডাম্ হাইড্রোসায়েনিকাম্,-হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্,-হাইড্রো-আস্

(ACIDUM HYDROCYANICUM.—AC. HYDROC.)

ব্রিটিস্ ফার্ম্মাকোপিয়ার মতানুসারে প্রস্তুত করা হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ই আদত হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ বলিয়া পরিগণিত। যতপরিমাণ হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ উহাতে তত পরিমাণ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট মিশাইলে, ১ম শততমিক ডাইলুশন প্রস্তুত হয়। এই ১ম শততমিক ডাইলুশন (ইহাকে ২য় দশমিক ডাইলুশনও বলা যায়) হইতে যথা নিয়মে ২য়, ৩য় এবং ততোধিক শততমিক বা দশমিক ডাইলুশন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ অতি শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যায়। অতএব যখন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তখন সদ্য সদ্য প্রস্তুত করিয়া লইলেই ভাল হয়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মানসিক অবসন্নতা এবং নিরাশা; মনের উদ্বেগ বা যাতনা; পাকস্থলীর মধ্যে কষ্টানুভব বা যাতনা; কাল্পনিক অনিষ্টের ভয়; অত্যন্ত চিড়্‌চিড়্ করা; দুঃখ; রাগ এবং কোন প্রকার কার্য্যে অনিচ্ছা।

মস্তক। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার অশক্তি এবং অবসন্নতা; স্মরণ শক্তির হ্রাস; মাথায় গোলমেলে এবং ভারি বোধ; মাথাঘোরা

এবং তদ্দরুণ বারম্বার টলিয়া পড়ার উপক্রম হওয়া; মাথা বেদনা যাহা কঁপালেই অধিক অনুভূত হয়; মাথার সম্মুখ ভাগে কসিয়া ধরা এবং মাথায় খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহা সকল সময় একস্থানে থাকে না।

চক্ষু। চক্ষু অর্দ্ধখোলা (শিবচক্ষু) এবং স্থির ভাব বিশিষ্ট, চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং স্থির ভাববিশিষ্ট বা অচল ও চক্ষুর গোলক পরিচালনে অশক্তি; চক্ষুর পাতা পক্ষাঘাতের ন্যায় বিস্তৃতরূপে খোলা থাকা; চক্ষুর উপরের পাতার পাখীর ডানা ঝাড়ার ন্যায় স্পন্দন বা ধড়ফড়ানি; চক্ষে ঝাপ্সা দেখা।

কর্ণ। দুই কর্ণের মধ্য দেশেই কন্‌কনানি এবং কখন কখন উহাতে সোঁ সোঁ, টন্‌টন্ শব্দ হওয়া; কানে কম শুনা।

নাসিকা। নাসারন্ধ্রের উপরিভাগে জ্বালা বা চিড়িকমারা; নাকের পাতার বিস্তৃতি এবং উহা নীলবর্ণ হওয়া; নাসিকার মধ্য শুষ্ক।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শোথের ন্যায় টল্‌টলে এবং বৃদ্ধ বয়সের ন্যায় কোঁচকান ও নীলের আভাযুক্ত; ওষ্ঠের কোণের বিকৃতি; দাঁত লাগা (Lock-jaw); মুখমণ্ডলের পেশীর ভয়ানক বিকৃতি।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মুখে অতিরিক্ত পরিমাণে লালের সঞ্চার; জিহ্বা কখন সাদা, কখন বা কাল্‌চে লেপযুক্ত; জিহ্বার গোড়ার সঙ্কোচন; জিহ্বা শীতল; জিহ্বার পক্ষাঘাত; তালুকায় বেদনা; গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগ এবং আহার বহা গলনালীর আক্ষেপ; তালুকা, গলার মধ্য এবং আহার বহা গলনালীতে জ্বালানুভব; গলার মধ্য এবং আহার বহা গলনালীর প্রদাহ।

পাকস্থলী, উদর এবং মল। মুখে মিষ্টস্বাদ; ক্ষুধা শূন্যতা এবং আহারে অনিচ্ছা; সকল প্রকার আহার দ্রব্যেই অরুচি এবং বমন করার ইচ্ছা; কাল্‌চে তরল পদার্থ বমন। পাকস্থলীতে বেদনা; পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা বোধ; পাকস্থলীতে মোচড়ানের ন্যায় বেদনা এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত যাতনা; পাকস্থলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন এবং উহাতে জ্বালা এবং উষ্ণানুভব; অথবা পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহ; হৃৎপ্রদেশে দপ্‌দপিয়া বা চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা; সমুদয় উদর শীতল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন পর্য্যায়ক্রমে জ্বালানুভব; উদরে গড়্‌গড়্, কল

কল শব্দ হওয়া; উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত, অথচ চাপিলে কোমল বলিয়া অনুভূত হয়; অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক মলত্যাগ।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রাবরোধ; বারম্বার মূত্রত্যাগ; প্রচুর পরিমাণে জলের ন্যায় তরল, ফিকা বা ফিকা হরিদ্রা বর্ণের মূত্রত্যাগ এবং উহাতে ঘোলাটিয়া তলানি পড়ে; গাঢ় এবং লাল্‌চে তলানি বিশিষ্ট মূত্রত্যাগ; অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক মূত্রত্যাগ; মূত্রনালীতে জ্বালানুভব।

শ্বাসযন্ত্র। কাশি; কণ্ঠনালীতে চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় জ্বালানুভব; কণ্ঠনালী প্রদাহ (Laryngitis); কণ্ঠনালীর স্ফীতি; গলার মধ্যের সঙ্কোচন; কণ্ঠনালীতে সুড়্‌সুড়ী; স্বর কর্কশ এবং স্বরভঙ্গ; রক্তোৎকাশ। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ বিশিষ্ট; নিশ্বাস প্রশ্বাস মৃদু এবং বিলম্বে বিলম্বে বহে; দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগের ইচ্ছা; শ্বাস প্রশ্বাস গভীর, ঘন ঘন এবং ঘড়্‌ঘড়্, সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত; শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর; ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত; বুকে কষ্টানুভব; হাঁপানি; শ্বাস বদ্ধ হইয়া ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে ভয়ানক বেদনা; বুকে আঁটাবোধ এবং উহার সঙ্কোচন; বুকে প্রখর বেদনা; বুকের ডাইন পার্শ্বে কন্‌কনানি; হৃৎপ্রদেশে বেদনা এবং অত্যন্ত চাপা বোধ; হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন; হৃৎপিণ্ডের মৃদুস্পন্দন।

চর্ম্ম। শরীরের নানা স্থানে চুলকানি, টুঁটি এবং ওষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী স্থানেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; কুঁচ্‌কিতে লাল ব্রণের ন্যায় ফুস্কুড়ী; হাত এবং শরীরের অন্যান্য উর্দ্ধাংশে ও গ্রীবাদেশে ফোস্কার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী; চর্ম্ম শুষ্ক, চর্ম্ম মৃত দেহের ন্যায় মলিন এবং নীলবর্ণ।

নিদ্রা। বারম্বার হাইতোলা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কম্পন ও চর্ম্মের সঙ্কোচন; অত্যন্ত অনিবার্য্য নিদ্রাবেশ; আহারের পর নিদ্রার অত্যন্ত ইচ্ছা; প্রাতঃকালে ঘোর নিদ্রা; অনবরত নিদ্রার ইচ্ছা; নিদ্রাশূন্যতা; অথবা ঘুম হইলেও বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা; স্বপ্নে মৃত্যু দেখা।

জ্বর। শীত কম্প, প্রধানতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর; শীতকম্প, হাইতোলা অথবা উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা; হাত পা ইত্যাদি ঠাণ্ডা;

আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক শীত বোধ, প্রথমতঃ শীতকম্প, তৎপর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ; মাথা গরম এবং হাত পা ঠাণ্ডা; অপরাহ্নে সমুদয় শরীর উষ্ণ এবং ঘর্ম্ম; জ্বরের সময় হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন; শীতকম্পের সময় মাথাঘোরা; কম্পের সময় চক্ষে ঝাপ্সা দেখা।

ব্যবহার। মৃগী রোগ জনিত মাথা ঘোরা; অল্প কালের মৃগীরোগ; ধনুষ্টঙ্কার (প্রধানতঃ আঘাত জনিত ধনুষ্টঙ্কার); হুপিং কফ্ বা কাশি; আক্ষেপিক হাঁপানি কাশি; ওলাউঠাতে বুকের মধ্যে আক্ষেপিক আকারের যাতনা (অর্থাৎ ওলাউঠার পতনাবস্থায় যেরূপ হইয়া থাকে); হৃৎপিণ্ডের স্নায়বিক এবং যান্ত্রিক অসুখ; হৃৎস্নায়ুশূল (Angina Pectoris); পাকস্থলীতে বেদনা এবং বমন; পাকস্থলী এবং অন্ত্রে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা ইত্যাদি অসুখে হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। কসেরুকা মজ্জার উপর হাইড্রোসায়েনিক্ আসিডের কার্য্য অনেকটা একোনাইট্ এবং সিকুটার ন্যায়। মৃগী রোগে ইহার কার্য্য ইনান্থি ক্রোকেটার ন্যায়।

ডাইলুশন বিচার। ওলাউঠাতে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনই লেখক সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। তিনি এই ঔষধ অন্য কোন রোগে কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন, যে হুপিংকফে এবং পাকস্থলীর বেদনাতে, ১ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য এবং উপকারী।

আসিডাম্ মিউরিয়াটিকাম্,-মিউরিয়াটিক্ আসিড্,-মিউর-আস্।

(Acidum Muriaticum,-Muriatic Acid,-Ac. mur.)

ইহার সাধারণ নাম হাইড্রোক্লোরিক্ আসিড্ (Hydrochloric Acid)। কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আনীত মিউরিয়াটিক্ আসিড্ ক্রয় করিয়া উহার ১½ ভাগ, এবং ৪ ভাগ চুয়ান জল একটী

কাঁচের ষ্টপারদার (Stoppered) শিশিতে ঢালিয়া মিশ্রিত করিয়া যথা নিয়মে ১ম দশমিক ডাইলুশন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১ম শততমিক বা ২য় দশমিক ডাইলুশন চূয়ান জলে প্রস্তুত হয়। ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন পর্য্যন্ত রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট্ মিশ্রিত চূয়ান জল (৯৫ ভাগ চূয়ান জল এবং ৫ ভাগ রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট্) দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক ডাইলুট্ স্পিরিট্ এবং ৫ম শততমিক ও তত্তোধিক ক্রমের আরোক রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাংগ্লিয়োনিক্ স্নায়ু মণ্ডল (Ganglionic system of nerves) দিয়া রক্ত, চর্ম্ম, এবং আহারবহানলী (Alimentary canal), প্রধানতঃ মুখগহ্বর এবং গুহ্য দ্বারের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ রক্ত বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উহার জমাট হওয়ার প্রকৃতি বৃদ্ধি পায় এবং সহজেই পচিবার স্বভাব বা প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ, ক্ষত এবং তদ্দরুণ উহাতে এক প্রকারের ধূসরের আভাযুক্ত সাদা দূষিত পদার্থের সঞ্চার হইয়া থাকে। দুর্ব্বলকারক বা অতিরিক্ত বলক্ষয় এবং পচন বিশিষ্ট বিকারের লক্ষণ আক্রান্ত জ্বরের ন্যায় অবস্থা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অচেতনতা (আর্স্, বেল্, ওপিয়াম্); কোঁথানী বা কোঁকানী; সর্ব্বদা খিট্‌খিট্ করা, চিড়্‌চিড়্ করা এবং বক্ বক্ করার স্বভাব; সহজে রাগান্বিত হওয়ার স্বভাব (ব্রাই, ক্যাম্, নাক্স্-বম্)।

মস্তক। বহির্বায়ুতে মাথাঘোরা এবং চলিবার সময় বারম্বার হেলিয়া টলিয়া পড়া; ছিঁড়িয়া ফেলিলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে অথবা থেঁত্‌লিয়া গেলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ বেদনা (কফিয়া); মাথার পশ্চাৎভাগে ভারি বোধ; ডাইন কানের পশ্চাৎভাগের হাড়ে বেদনা।

কর্ণ। কানে কম শুনা; কানে সামান্য শব্দও লাগে বা সহ্য হয় না একন্, বেল্, লাইকোপ্)।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল, কপাল, কপালের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের ন্যায় কুস্কুড়ী; সমুদয় মুখমণ্ডল প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে লালবর্ণ হয়; ওষ্ঠের ধারের ছাল উঠিয়া যায় এবং উহার চর্ম্ম শুষ্ক এবং ফাটাযুক্ত হয়; ওষ্ঠে জ্বালা (একন্, আর্স্); নিম্ন মাড়ি ঝুলিয়া পড়ে।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা পুরু, নীলের আভাযুক্ত এবং ধূসরের আভাযুক্ত সাদা পর্দার দ্বারা লেপযুক্ত, অথবা উহাতে গভীর ক্ষত, যাহার নিম্ন ভাগ বা ভূমি কাল্‌চে; জিহ্বায় ফোস্কার ন্যায় কুস্কুড়ী (লাইকোপ্, নেট্রাম্-মিউর) এবং উহাতে জ্বালা; জিহ্বা যেন একখানি সীসার ন্যায় ভারি বোধ হয়, যাহার দরুণ কথা বলিবার ব্যাঘাত জন্মে; জিহ্বা যেন খাট বা ছোট হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; ওষ্ঠ এবং মুখের মধ্যের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ, ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষতযুক্ত এবং বেদনা-যুক্ত হয় ও উহার স্থানে স্থানে সাদা দাগ পড়ে; মুখে দুর্গন্ধ; মুখে ঘা (হাইড্রাষ্ট্)। গলার মধ্য এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী গাঢ় কাল্‌চে লালবর্ণ, স্ফীত, জ্বালাযুক্ত এবং উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় চড়্‌চড়ানি, উহাতে ধূসরের আভাযুক্ত ডিপ্থিরিয়ার ন্যায় সাদা দূষিত পদার্থের সঞ্চার (য়ার্ক-আয়োড্, নাইট্রিক্-আস্, ফাইটোল্); গিলিবার সময় গলার মধ্যে ভয়ানক আক্ষেপ এবং তদ্দরুণ ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া।

পাকস্থলী এবং উদর। পেটে খালি খালি বোধ, আহার করিলেও যাহা দূরীভূত হয় না। উদর পূর্ণ এবং বিস্তৃত (চায়না, হিপ্-সাল্ফ্); উদরে খিল ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; অন্ত্র বৃদ্ধি (Hernia)।

মল এবং মলদ্বার। প্রস্রাব করার সময় গুহ্য বাহির হইয়া পড়া; গুহ্যদ্বারে আঙ্গুরের ন্যায় থোপায় থোপায় অর্শ রোগের বলী বাহির হয় (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, ল্যাক্, পাল্স্, আলোজ্) যাহা স্ফীত এবং নীল বা লালবর্ণ হয় এবং যাহাতে জ্বালা এবং টাটানি বর্ত্তমান থাকে; অন্ত্রের জড়তার দরুণ কোষ্ঠবদ্ধ (আলাম্); মূত্রত্যাগের সময় অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক জলবৎ-তরল মূত্রত্যাগ (ডায়োস্) এবং তৎপর গুহ্য দ্বারে জ্বালা এবং চিড়িকমারা; রক্ত ভেদ হওয়া।

মূত্রযন্ত্র। বারম্বার প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ (এপিস্, আপোসাইনাম্, আর্জেণ্ট্-মেট্)। মূত্রাধার এবং উহার গ্রীবার শিথিলতার দরুণ অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের ধ্বজভঙ্গ (আগ্নাশ্, চায়না, ক্যাম্ফার)। স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিরিক্ত রজঃস্রাব (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব); জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত এবং উহা হইতে পচা দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ ও উহাতে অত্যন্ত টাটানি এবং সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা।

শ্বাসযন্ত্র। পুরাতন আকারের স্বরভঙ্গ; প্রবল শ্বাসরোধক কাশি এবং কাশির আক্রমণের পরই বুকের মধ্যে যেন ঘড়্ঘড়্ শব্দ হয়।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপ্রদেশে খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; রাত্রিতে হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা লাগার ন্যায় প্রবল বেদনা বা যাতনা যাহা মুখমণ্ডল পর্য্যন্তও অনুভূত হয়।

পৃষ্ঠদেশ। অনেকক্ষণ বাঁকিয়া বা উপুড় হইয়া থাকিলে, বা কোন ভারি বস্তু উঠাইলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেরূপ বেদনা বা যাতনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। বাহুতে ভারিবোধ; বাহুতে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা কন্কনানি; হাতের পাতার পশ্চাৎভাগে এবং আঙ্গুলের উপরিভাগে পূঁয এবং চুমটি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; লিখিবার সময় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেশীযুক্ত অংশে খিল ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা। হাঁটুর সন্ধির স্ফীতি; চলিবার সময় পায়ের ডিমে এবং গোড়ালীতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; পায় পচাযুক্ত ক্ষত; পায়ের পাতা শীতল।

নিদ্রা। রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া বারম্বার জাগিয়া উঠা; অত্যন্ত চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা।

চর্ম্ম। গায় চুমটী বা মরা চর্ম্মের ন্যায় খোসা বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; পচা-ঘা (পায়ের নিম্নভাগে) এবং উহার চতুর্দ্দিকে জ্বালানুভব; গায় বেদনাযুক্ত বা কষ্টদায়ক গভীর পচাযুক্ত ঘা এবং উক্ত ঘা মরা চামড়ার ন্যায় খোসা দ্বারা আবৃত।

জ্বর। শীত সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল; শীতলাবস্থায় কম্প, হাইতোলা, গাভাঙ্গা এবং পিপাসা না থাকা, তৎপর শরীর উষ্ণ হওয়া; উষ্ণাবস্থায়

পিপাসা না থাকা এবং অত্যন্ত ছট্ ফট্ করা ও পায়ের কাপড়াদি ফেলিয়া দেওয়া ; নাড়ী অসম (Intermittent) ; রাত্রিতে, সন্ধ্যার সময়, অথবা রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে ঘর্ম্ম। মুখে ঘা সম্বলিত আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার।

ব্যবহার। মুখে ঘা বিশিষ্ট জ্বর-বিকার, মোহক-জ্বর (Typhus Fever) ; আরক্ত-জ্বর ; গলার মধ্যে পচাযুক্ত ক্ষত বা ঘা ; মুখে ঘা ; মুখে ক্ষত বিশিষ্ট অসুখ ; গায় পূঁযবিশিষ্ট ফুস্কুড়ী ; পচাযুক্ত ক্ষত ; অর্শরোগ ; মুখগহ্বরের প্রদাহ ; গণ্ডমালা জনিত অসুখ ; বধিরতা ; ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি অসুখে মিউরিয়াটিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতন, বিশ্রাম কালীন যাহার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয় এবং নড়াচড়াতে যাহার উপশম হয় ; উরুদেশের দুর্ব্বলতা, যাহার দরুণ চলিবার সময় পা কাঁপে ; থেঁত্লিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, সমুদয় সন্ধিতে সেরূপ বেদনা ; অত্যন্ত বলক্ষয় ; হাত পা শীতল ; আর্দ্র বাতাসাদি সহ্য হয় না ; জিহ্বা এবং গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের (Sphincter ani) পক্ষাঘাত ; জ্বর রোগে মুখে ঘা ইত্যাদি মিউরিয়াটিক্ আসিডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। মিউরিয়াটিক্ আসিডের কার্য্যের সঙ্গে নাইট্রিক্ আসিডের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, ব্যাপ্টিসিয়া, পাল্সেটিলা, রাস্টক্স্, আমোনিয়াম্ কার্ব্ব্, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব্, লাইকোপডিয়াম্, ফস্ফরাস্, সিপিয়া এবং সাল্ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ব্রাইওনিয়া এবং ক্যাম্ফার মিউরিয়াটিক্ আসিডের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় মিউরিয়াটিক্ আসিড্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে কার্ব্বোনেট্ অব্ সোডা, কার্ব্বোনেট্ অব্ লাইম, অথবা ম্যাগ্নেসিয়া ব্যবহার্য্য।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক ৬ষ্ঠ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। জ্বর বিকারে, বিশেষতঃ মুখে ঘা থাকিলে লেখক ১ম

ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। অন্যান্য অসুখে তিনি ৩য় ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করেন।

সিমিসিফিউগা রেসিমোসা,—সিমিসিফ্।

(CIMICIFUGA RACEMOSA,—CIMIC.-RACE.)

সিমিসিফিউগার অপর নাম আক্‌টিয়া রেসিমোসা (Actœa Racemosa)। আমেরিকাস্থ ক্যানেডা, জর্জ্জিয়া এবং পশ্চিমাঞ্চলের আবৃত এবং পার্ব্বতীয় স্থানে এই গাছ জন্মে। শুকনা মূল বা শিকড় দিয়া যথানিয়মে প্রুফ্ স্পিরিট দ্বারা ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জা দিয়া ইহা সমুদয় স্নায়বিক মণ্ডলীকে আক্রমণ করিয়া উহার নিস্তেজতা বা অবসন্নতা উৎপাদন করে এবং প্রকারান্তরে পেশী এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয় আক্রমণ করিয়া আক্রান্ত অংশের বাত এবং স্নায়ুশূলের ন্যায় অনেকানেক অসুখ উৎপাদন করে। ইহা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক মৃদু করে এবং ধমনীর বিস্তৃতির শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহা দ্বারা প্রথমতঃ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয়, যাহার দরুণ মাথাঘোরা, চক্ষুর তারার বিস্তৃতি এবং বেলাডোনার ন্যায় অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু বেলাডোনার ন্যায় ইহাতে লক্ষণাদি অধিক প্রবল হয় না। মনের উদ্বেগ এবং স্নায়বিক উত্তেজনা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রকৃতি, গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। নির্জ্জনে বাস করার ইচ্ছা (চায়না, ম্যাগ্-মিউর, নাক্স্-বম্); রোগী (স্ত্রীলোক) বলে যেন তাহার জ্ঞান বুদ্ধি শীঘ্রই লোপ পাইবে (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্); দুঃখিত এবং বিরক্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ (ইগ্‌নেস্); মানসিক অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করার ভাব বা ইচ্ছা; স্নায়ুশূল আরাম হওয়ার পর উন্মত্ততা; অনবরত নানা বিষয়ে কথা বলা (ল্যাক্);

মৃত্যুভয় (একন্, আর্স, আয়োধ, নাইট্রিক্-অ্যাসি) ; কোন বিষয়েই মনোযোগ দিতে ইচ্ছা হয় না (এথুজা, জেলস্, নাক্স্-বম্, ফস্-অ্যাসি) ; অত্যন্ত চিড়্‌চিড়ে স্বভাব; সামান্য কারণেই রাগ হওয়া (ক্যাম্) ।

মস্তক। মাথাঘোরা, মাথা বড় এবং উহাতে ভারিবোধ হয় (জেলস্) ; মাথার সম্মুখ ভাগে ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা, চাপিলে যাহার উপশম হয়; মাথা এবং চক্ষুর গোলকে প্রবল বেদনা, সামান্য নড়াচড়াতেই যাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই) ; মাথার উপরিভাগ যেন ফাটিয়া পড়িয়া যাইবে এরূপ অনুভূত হয় ; মাথা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বড় বলিয়া অনুভূত হয় এবং উহাতে দপ্‌দপ্ করে (জেলস্, গ্লোনয়েন্); মাথাঘোরা এবং মাথার উপরিভাগে পূর্ণবোধ এবং কন্‌কনানি; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (বেল) ; মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় বলিয়া অনুভূত হয় (আর্জেণ্ট-নাইট্রিক্, গ্লোনয়েন্) ; অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময় মাথার পশ্চাৎভাগে কন্‌কনানি বা ঘুশ্ ঘুশে বেদনা বা যাতনা, ঘরের মধ্যে থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং বহির্বায়ুতে গেলে যাহার উপশম হয়; সমুদয় মস্তিষ্কেই বেদনা বা যাতনা, মাথার পশ্চাৎভাগেই যাহা অধিক অনুভূত হয় এবং উক্ত প্রদেশে স্পষ্ট টাটানি; মাথার ডাইন পার্শ্বে এবং চক্ষুর কোটরের পশ্চাৎভাগে অত্যন্ত প্রখর বেদনা; বহির্বায়ুতে মাথা বেদনার উপশম।

চক্ষু। চক্ষুর গোলকে প্রবল কন্‌কনানি, মাথা ও চক্ষু সঞ্চালনে যাহার বৃদ্ধি হয় (আলোজ্, স্পাইজেল্) ; চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং চক্ষুর সম্মুখে যেন কাল দাগ ভাসে।

কর্ণ। সামান্য শব্দও যেন কানে লাগে (একন্, বেল্, ব্রাই) ; প্রথমতঃ বাম কানে এবং তৎপর উভয় কানেই গানের শব্দের ন্যায় বা সোঁ সোঁ শব্দ হয় (চায়না)।

মুখমণ্ডল। মুখাকৃতি পাগলের ন্যায় ভয় উৎপাদক ভাব বিশিষ্ট; কপাল ঠাণ্ডা; মুখমণ্ডল পিটা বা ফিকা, চক্ষু বড়, বসিয়া যায় এবং কাল্‌চে রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়; গালের মেলার অস্থির (Malar bone) উপরস্থিত স্নায়ুশূল যাহা রাত্রিতে দূরীভূত হইয়া পর দিবস পুনরায় আরম্ভ হয়; বারম্বার মুখমণ্ডলে উত্তাপানুভব, যাহার দরুণ রোগী সর্ব্বদা বহির্বায়ুতে থাকিতে চাহে।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মুখে দুর্গন্ধ ; জিহ্বা ফিকা কটা-বর্ণ, প্রধানতঃ জিহ্বার মধ্যভাগ ; মুখগহ্বর এবং জিহ্বা শুষ্ক এবং উষ্ণ ; আহারবহা গলনালীর উপরি ভাগে পূর্ণ বোধ (জেল্‌স্) ; গলার মধ্যের স্থানে স্থানে শুষ্কানুভব, যাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় ; খক্ খক্ করিলেই গলা দিয়া আটাল তামার স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গত হয় (আর্জেন্ট্-নাইট্রাশ্)।

পাকস্থলী এবং উদর। বমনোদ্বেগ, উদ্গার উঠা, মাথা ঘোরা এবং শরীরের কম্পন (স্ত্রীলোকেরই এই সকল লক্ষণ অধিক হয়) ; সবুজ পদার্থ বমন ; পাকস্থলীতে অত্যন্ত প্রখর বেদনা ; উদরোর্দ্ধ প্রদেশ পড়িয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় (ব্যাপ্‌ট্, হাইড্রাষ্ট্, ইগ্‌নেস্, পিট্রোল্, সিপিয়া, সাল্‌ফ্, বাইবার্ণাম্)। মধ্যে মধ্যে উদরে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা, হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে বা মলত্যাগের পর যাহার বৃদ্ধি হয় (কলোস্) ; অন্ত্র, কোমরের পশ্চাৎভাগ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভয়ানক কষ্টদায়ক বেদনা ; উদরের পেশীগুলি টাটায়।

মল। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (আণ্টি-ক্রুড্, আয়োড্, নাক্স্-বম্) ; বারম্বার তরল কাল্‌চে দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ (আর্স্)।

মূত্রযন্ত্র। অনবরত অসাড়ে মূত্র নির্গমন ; মূত্রকোষ এবং পৃষ্ঠদেশে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা।

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রদেশে অত্যন্ত টাটানি (এপিস্, বেল্, ল্যাক্) ; অনিয়মিতরূপে, নিয়মিত সময়ের অনেক পর, রজঃস্রাব বা একবারে রজঃরোধ (পাল্‌স্, সেনিসিও, সিপিয়া) ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, প্রচুর পরিমাণে কাল্‌চে চাপ চাপ, থানা থানা রজঃস্রাব ; রজঃস্রাবের সময় মৃগী বা হিষ্টিরিয়া রোগের ন্যায় আক্ষেপ ; জরায়ু প্রদেশে বেদনা, যাহা এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে সরিয়া পড়ে ; উদরে আড়াআড়ি প্রবল বেদনা, যাহার দরুণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; পেটে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা (ক্যাম্, নাক্স্-মস্) ; বাতাক্রান্ত কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation), যাহার দরুণ রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে বাধ্য হয় ; কষ্টকর

রজঃস্রাব এবং রক্তের সঙ্গে পর্দ্দার ন্যায় পদার্থ নির্গমন; ডিম্বকোষ প্রদেশে বেদনা যাহা উপরের দিকে সরিয়া পড়ে; জরায়ু এবং কোমরের পশ্চাৎদেশে নিম্নদিকে ঠেলিয়া নামার ন্যায় বেদনা বা টন্ টন্ করার ন্যায় যাতনা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভারি বোধ এবং উহার জড়তা (আলোজ্, পাল্স্, সিপিয়া); তল-পেটে প্রবল বেদনা; শ্বেতপ্রদর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে ভারি বোধ (সিপিয়া); গর্ভাবস্থায় বমনোদ্বেগ এবং মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম প্রসব বেদনা (জেল্স্, সিকেল্); নিদ্রাশূন্যতা (কফিয়া); প্রসব বেদনা আরম্ভ হওয়ার সময় শরীর কম্পন (একন্); অতি প্রবল এবং আক্ষেপিক আকারের হৃৎস্নায়ুশূল; প্রসব বেদনার সময় জরায়ুর মুখ শক্ত থাকে বা শীঘ্র মুখ খোলে না (বেল্, জেল্স্); সন্তান প্রসবের পর পেটে বেদনা যাহা কুঁচ্কি প্রদেশেই অধিক অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটের অত্যন্ত টাটানি, বমনোদ্বেগ বা বমন; ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রসবের পর জরায়ু হইতে ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া; সন্তান প্রসবের পর উন্মত্ততা (Puerperal Mania) (হায়োস্); স্তনের নিম্নভাগে বেদনা, বাম স্তনের নিম্নভাগেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; স্তনে জ্বালানুভব।

শ্বাসযন্ত্র। রাত্রিতে অনবরত শুষ্ক, ক্ষণস্থায়ী কাশি (আলাম্, হায়োস্, পাল্স্); গলার মধ্যে সুড় সুড়ী এবং তদ্দরুণ প্রবল কাশি; বুকের ডাইন পার্শ্বে বেদনা, যাহার দরুণ রোগী চীৎভাবে শয়ন করিয়া আক্রান্ত স্থান হাত দিয়া চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হয়; এই বেদনা নড়াচড়াতে বৃদ্ধি হয় (বেল্, ব্রাই, মার্ক্, ফস্)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপ্রদেশ হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া বুকের নিম্নভাগ এবং বাম বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া হৃৎস্পন্দন আরম্ভ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, হাতে শীতল ঘর্ম্ম এবং বুকের পার্শ্বে বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, বাম হাতে সেরূপ অবশ বোধ হয়। নাড়ী দুর্ব্বল এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশের পেশীতে বাতের বেদনার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ ঘাড় বা পৃষ্ঠদেশ নোয়ান যায় না (রাস্-টক্স্) এবং হাত সঞ্চালন করিতে কষ্টানুভূত হয়; কসেরুকায় বেদনা বা টাটানি

যাহা ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশের অংশেই অধিক অনুভূত হয়; মাথা এবং ঘাড় যেন খাট হয়; ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ঘাড় নোয়ান যায় না (ডাল্ক্), যাহার দরুণ হাত সঞ্চালন করিতে কষ্ট অনুভূত হয়; কোমর এবং গুহ্যদ্বারের ঠিক উপরিভাগে প্রবল কন্‌কনানি (ইস্কুলাস্), যাহা কুঁচ্‌কি হইতে উরু দিয়া নিম্নদিকে বিস্তৃত হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। বাম বাহুর অনিচ্ছাপূর্ব্বক অনবরত এলোমেলো সঞ্চালন, যাহার দরুণ উক্ত বাহু সঞ্চালনের শক্তি থাকে না; সন্ধিতে বাতরোগের ন্যায় বেদনা এবং আক্রান্ত সন্ধির স্ফীতি ও উহাতে উষ্ণানুভব (ব্রাই); অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কন্‌কনানি; পেশীতে অত্যন্ত টাটানি (আর্ণিকা); পেশীর মোটা অংশই (Belly) বেদনা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়; লিখিবার সময় হাতের আঙ্গুল কাঁপে; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন, যাহার দরুণ চলিয়া বেড়ান সুকঠিন হইয়া পড়ে; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অসুখবোধ, যাহার দরুণ রোগী ছট্‌ফট্ করে এবং অস্থির হইয়া পড়ে।

নিদ্রা। অত্যন্ত নিদ্রাশূন্যতা (কফিয়া, ওপিয়াম্); ঘুমের ঘোরে বিরক্তি জনক বা চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা; অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া

ব্যবহার। জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হেতু হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত এবং স্নায়বিক ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের বাত রোগ; স্নায়ুশূল; কোরিয়া (Chorea) এবং অন্যান্য স্নায়বিক অসুখ; মদোন্মত্ততা (Delerium Tremens); মানসিক অসুখ; মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মার্জ্জাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Cerebro-Spinal Meningitis); কসেরুকার উত্তেজনা (Spinal-irritation); স্নায়ুশূল; কুঁচ্‌কিবাত; মৃগী রোগ; হিষ্টিরিয়া; বাত রোগ; পেশীবাত; কৃত্রিম ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ বা প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia); সূতিকা জ্বর; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা; (Painful-menstruation); রজঃরোধ; শ্বেতপ্রদর; ডিম্বকোষ প্রদাহ ইত্যাদি অসুখে সিমিসিফিউগা রেসিমোসা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। পেশীর দুর্ব্বলতা, কম্পন এবং আক্ষেপিক সঞ্চালন; সমুদয় শরীরের স্নায়বিক কম্পন; আক্ষেপ দ্বারা অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ একবার প্রসারিত এবং একবার সঙ্কুচিত হয়; স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ এবং জরায়ুর অসুখের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নানা স্থানে ছুরী বিঁধানের ন্যায় প্রখর বেদনা; বাম পার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হয়; বেদনাদি হঠাৎ রোগীকে আক্রমণ করে; শরীরের নানা স্থানে বিদ্যুতের ধাক্কা লাগার ন্যায় অনুভূত হয়; মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয়; স্ত্রীলোকের শেষ রজঃরোধের সময় সমুদয় অসুখে বিশেষ উপযোগী (ল্যাক্, পাল্স্); চিন্তা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু স্নায়বিকতা; সমুদয় শরীরে, প্রধানতঃ বাহুতে, অবশবোধ; প্রাতঃকালে, রাত্রিতে, নড়াচড়াতে, রজঃস্রাবের সময় অসুখের বৃদ্ধি; বিশ্রামে, বহির্বায়ুতে এবং আহারের পর অসুখের উপশম; বাম স্তনের ঠিক নিম্নভাগে বেদনা ইত্যাদি সিমিসিফিউগা রেসিমোসার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। জরায়ুর উপর সিমিসিফিউগার কার্য্য কলোফিলাম্ এবং সিকেল্ কর্ণুটামের ন্যায়। বাত রোগে ইহার কার্য্য অনেকটা একোনাইটের ন্যায়। স্নায়বিক মণ্ডলের উপর ইহার কার্য্য কতকটা একোনাইট্ এবং ইগ্নেসিয়ার ন্যায়; কম আঁশাল পেশীর এবং রক্তের উপর ইহার কার্য্য অনেকটা ডিজিটালিস্ এবং সিকেল্ কর্ণুটামের ন্যায়। এতদ্ভিন্ন ইহার কার্য্যের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আর্ণিকা, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, বেলাডোনা, জেল্সেমিনাম্, হায়োসায়েমাস্, লিলিয়াম্ টাইগ্রিনাম্ এবং পাল্‌সেটিলার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্, ব্যাপ্‌টিসিয়া, কলোফিলাম্, জেল্‌সিমিনাম্, পাল্‌সেটিলা ইত্যাদি সিমিসিফিউগা রেসিমোসার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য়, ৩য় দশমিক ক্রমই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও অনেক চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেক সময় মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায়, ব্যবহার করিয়া মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়।

ইস্কুলাস্ হিপোকাষ্টেনাম্,-ইস্কুল্-হিপ্

(ÆSCULUS HIPPOCASTANUM,—ÆSC. HIP.)

ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে এবং উত্তর আমেরিকায় এই গাছ জন্মে। ইংলণ্ড, স্কট্‌লাণ্ড এবং ফ্রান্স্ দেশে বাগানাদিতে এই গাছ অনেকে রোপন করিয়া থাকে। পাকা ফলের বিচির শাঁস যথানিয়মে প্রুফ্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গুঁড়াই সুস্থ শরীরে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। অতএব ডাক্তার হিউজের মতে ইহার গুঁড়া আরোক অপেক্ষা অধিক উপকারী। আমরা এতদ্দেশে আরোক ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকি।

সাধারণ ক্রিয়া। যকৃত এবং পিত্তনিঃসারক শিরাদির উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রাদিতে রক্তাবরোধ হইয়া প্রতিক্রিয়াতে অন্ত্রের কোলন (Colon) নামক অংশ, গুহ্য এবং গুহ্যদ্বারের শ্লেষ্মাজনিত প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া হিমারয়েডেল্ শিরাগুলিতে অত্যন্ত রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয় এবং তদ্দরুণ প্রবল আকারের অর্শ রোগ উৎপন্ন হয়। কোমর এবং গুহ্যদ্বারের ঠিক উপরিভাগে প্রবল কন্‌কনানি বা বেদনা উৎপাদন করা ইস্কুলাসের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্ব্বদা বিমর্ষভাব; মানসিক অবসন্নতা এবং চিড়্‌চিড়ে বা খিট্‌খিটে স্বভাব (ব্রাই, নাক্স্-বম্, ক্যাম্); কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করার অশক্তি।

মস্তক। কপালে ঘুশ্‌ঘুশে চাপা বোধ; সামান্য বমনোদ্বেগ এবং উহার তৎক্ষণাৎ পর তলপেটের ডাইন পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই); মাথায় গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা; কপালের দুই পার্শ্বের মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে বেদনা; মাথার পশ্চাৎভাগ, গ্রীবা এবং স্কন্ধে বারম্বার দম্‌কা উষ্ণানুভব।

চক্ষু। চক্ষে ভারিবোধ এবং চক্ষুর গোলকে টাটানি ও উষ্ণানুভব; বাম চক্ষুর উপরিভাগে অত্যন্ত কন্‌কনানি বা বেদনা; পাখীর ডানা ঝাড়িলে যেরূপ হয়, চক্ষুর সম্মুখে সেরূপ ধড়্‌ফড়্‌ করার ন্যায় অনুভূত হওয়া (সাইক্লেমেন্)।

নাসিকা। নাকের গোড়ার পশ্চাৎভাগে এবং কোমল তালুকায় হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা এবং জ্বালানুভব; নাকের গোড়ার পশ্চাৎভাগেও উষ্ণানুভব।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল ফিকা বা পিটা এবং অত্যন্ত রুগ্ন (আর্স্); মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের স্থানে স্থানে লালবর্ণ এবং উহাতে দম্‌কা উষ্ণানুভব।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা সাদা বা হরিদ্রা বর্ণের লেপযুক্ত (ব্রাই, নাক্স্-বম্, পাল্‌স্); মুখে হরিদ্রা বর্ণের লালের ন্যায় শ্লেষ্মার সঞ্চার; মুখে মিষ্ট স্বাদ (মার্ক্, সাল্‌ফ্); মুখে তিক্ত স্বাদ (একন্, চায়না, কলোন্, ব্রাই, নাক্স্-বম্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্), মুখে ধাতুর স্বাদ (মার্ক্, সাল্‌ফ্); ছাল উঠিয়া ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, জিহ্বায় সেরূপ অনুভূত হয়, (এপিস্, আইরিস্, পাল্‌স্, সিপিয়া)। ঠাণ্ডা বা সর্দ্দি লাগিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ শুষ্ক এবং খশ্‌খশে (অথবা ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায়) জ্বালা অনুভূত হয় (একন্, আলাম্); মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগের সঙ্কোচন; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা বা যাতনা।

পাকস্থলী এবং উদর। প্রবল বমন (আণ্টি-টার্ট্, ইপিকাক্); পাকস্থলীতে অত্যন্ত জ্বালা এবং যাতনা (আর্স্, ক্যাম্ফ্, আইরিস্, ফস্); একখানি পাথর চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ চাপা বোধ (একন্, আর্স্, ব্রাই, নাক্স্-বম্, পাল্‌স্); কাঠ উদ্গার বা উদ্গারে দূষিত বায়ু উঠা। তলপেটের ডাইন পার্শ্বে অত্যন্ত টাটানি (ব্রাই, চেলিডন্, মার্ক্, চায়না); যকৃত এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত যাতনা (চেলিডন্, নাক্স্-বম্); পাকস্থলী হইতে যকৃতের ডাইন অংশ পর্য্যন্ত অনবরত কন্‌কনানি বা বেদনা; স্পর্শনে উদর অত্যন্ত টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয়; গুহ্যদ্বার দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু (Flatus) নিঃসরণ; উদরে গড়্‌গড়্, কল কল শব্দ হয়।

মল এবং মলদ্বার। ছোট ছোট কাটি বা চোঁচ বিঁধিয়া বা লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, গুহ্যের মধ্যে সেরূপ শুষ্ক এবং অসুবিধা বোধ; গুহ্যদ্বারে চড়্ চড়ানি, জ্বালা, চুলকানি এবং উহাতে পূর্ণ বোধ; অর্শের বলী (Tumour) গুলি চিনের বাদামের ন্যায় ও বেগুনি রঙ্গের এবং উহাতে কষ্ট-দায়ক জ্বালানুভব; অন্ধ-অর্শ (Blind Piles) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে কন্‌কনানি ও উহা সঞ্চালনে অশক্তি, অথবা উহাতে খোঁচাবিঁধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মল শুষ্ক এবং অত্যন্ত কঠিন ও অতি কষ্টে নির্গত হয় (ব্রাই); অথবা মল তরল হইলেও উহা নির্গত হওয়ার সময় গুহ্যদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা টন্‌টনানি বা চড়্‌চড়ানির উদ্রেক হয়।

মূত্রযন্ত্র। বারম্বার অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ (একন্, ক্যান্থ্, কলোস্, ডিজিট্); মূত্র কাল্‌চে এবং কাদাটিয়া ও উহাতে গাঢ় কটাবর্ণের তলানি পড়ে; মূত্র হরিদ্রা বর্ণ (আম্ব্রা) এবং উহাতে গাঢ় শ্লেষ্মা তলানি পড়ে (বার্ব্বেরিস্);

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীলোকের গাঢ়, কাল্‌চে, ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশ ও গুহ্যদ্বারের ঠিক উপরিভাগের সন্ধিতে কন্‌কনানি এবং উহা সঞ্চালনে অশক্তি।

শ্বাসযন্ত্র। ক্ষণস্থায়ী কাশি, গিলিবার সময় অথবা দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাসে যাহার বৃদ্ধি হয়; বুকের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় (আম্ব্রা, ফস্, রুমেক্স্); বুকে আঁটা বোধ।

হৃৎপিণ্ড। অর্শরোগ হেতু হৃৎপিণ্ডের কার্য্য সম্বন্ধীয় (Functional) অসুখ।

পৃষ্ঠদেশ। পৃষ্ঠদেশে অনবরত কন্‌কনানি যাহা কুঁচ্‌কির সন্ধি এবং গুহ্যদ্বারের উপরিভাগের সন্ধি পর্য্যন্তও আক্রমণ করে, চলিয়া বেড়াইলে বা মাথা হেট্ করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (সিমিসিফ্); চলিবার সময় পৃষ্ঠে যেন কোন শক্তি থাকে না; চলিবার সময় কোমরের পশ্চাৎভাগে এবং কুঁচকির সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কন্‌কনানি।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। ডাইন স্কন্ধাস্থিতে (চেলিডন্);

এবং বুকের ডাইন পার্শ্বে বেদনা, নিশ্বাস টানিবার সময় যাহার বৃদ্ধি হয় (ব্রাই); পা অত্যন্ত দুর্ব্বল, যাহার দরুণ (স্ত্রীলোক) রোগীর চলিবার শক্তি থাকে না।

ব্যবহার। সর্দ্দি; যকৃতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; কোষ্ঠবদ্ধ; অজীর্ণ; পাকস্থলীতে বেদনা বা যাতনা; গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়া (Prolapsus Ani); অর্শরোগ; শ্বেত প্রদর ইত্যাদি অসুখে ইস্কুলাস্ হিপোকাষ্টেনাম্ ব্যবহার্য্য। গুহ্য এবং গুহ্য দ্বারে অনবরত জ্বালা, টাটানি, চড়্চড়ানি, অজীর্ণ বা পেট গরম হইয়া তরল ভেদ হইলেই যাহার বৃদ্ধি হয়, অন্তর্ব্বলী ও বহির্ব্বলী বিশিষ্ট বহুকালের অর্শ রোগে কলিকাতাস্থ হাইকোর্টের একটী উকীল মহাশয়ের চিকিৎসায় ইস্কুলাসের ২য় দশমিক ক্রমের আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায় প্রতি দিন ৩ মাত্রা করিয়া সেবনে এবং ইস্কুলাসের মূল আরোকের ৫ ফোঁটা, ২ কাঁচ্চা ওলিব্ অএলে মিশাইয়া মল ত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে গুহ্যদ্বারে লাগাইয়া, ২ সপ্তাহ কাল মধ্যে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। এমন কি এইক্ষণে তাঁহার অর্শরোগ আছে কি না রোগী তাহা কিছুই টের পান না।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। বাহু, পা এবং মেরুদণ্ডে পক্ষাঘাতের ন্যায় অবশবোধ; সর্ব্বদা শরীরে অবসন্ন এবং শ্রান্তিবোধ (আলাম, চায়না, সাল্ফ); অনবরত হাই তোলা এবং গা ভাঙ্গার ইচ্ছা বা স্বভাব; অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে সমুদয় যন্ত্রে এরূপ অনুভূত হয়; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে শুষ্কানুভব এবং উহার স্ফীতি; অর্শরোগ এবং উহার দরুণ গুহ্যদ্বার এবং গুহ্যে অনবরত জ্বালা, টাটানি, চড়্চড়ানি, তরল ভেদ হইলেই যাহার বৃদ্ধি হয়; পাকস্থলীর অসুখ, পিত্তাধিক্য এবং শ্লৈষ্মিক ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপকারী; প্রাতঃকালে, নড়াচড়াতে, চলিলে, দীর্ঘনিশ্বাস প্রশ্বাসে, আহারের পর, গিলিবার সময় অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি ইস্কুলাস্ হিপোকাষ্টেনামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ইস্কুলাস্ হিপোকাষ্টেনামের কার্য্যের সঙ্গে ইস্কুলাস্ গ্লাব্রা, আর্সিনিক্, আলোজ্, ব্রাইওনিয়া, কলিন্সনিয়া, ইগ্নেসিয়া, মার্কিউরিয়াস্ নাইট্রিক্ আসিড্, নাক্স্-বমিকা, পডোফিলাম্ এবং সাল্ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক ইহার ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। অর্শরোগে ২য় দশমিক ক্রমই লেখক সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। ইস্কুলাসের মূল আরোক ৫ বা ১০ ফোঁটা, ১ আউন্স্ ওলিব্ অএলে (Olive oil) মিশাইয়া একটী কর্ক আঁটা শিশিতে ভালরূপে ঝাকিয়া মিশাইয়া অঙ্গুলীতে লইয়া মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং পরে গুহ্য দ্বারে লাগাইলে অর্শরোগ এবং অর্শরোগ সম্বলিত গুহ্য ফাটা (Fissure in the Anus) রোগের বেদনা, যাতনা, টাটানি এবং চড়্ চড়ানির বিশেষ আশু উপশম হইতে দেখা যায়। এবিষয় পূর্ব্বেই এই ঔষধের "ব্যবহার" নামক শীর্ষে লিখিত হইয়াছে।

আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্,—ক্রুড্ আণ্টিমোনি,—আণ্টি-ক্রুড্

(ANTIMONIUM CRUDUM,—CRUD ANTIMONY,—ANT. CRUD.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে ক্রুড্ আণ্টিমোনি ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে উহাতে সুগার অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক হইতে যথা নিয়মে ৫ম এবং ততোধিক শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। সমুদয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং চর্ম্মের উপরই ইহার কার্য্য অতি প্রবল; তন্মধ্যে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরই ইহার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উহার শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে; উহার প্রদাহ উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু উক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চার হয় এবং তদ্দরুণ পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। জিহ্বা দুগ্ধের ন্যায় সাদা গাঢ় লেপযুক্ত করা আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডামের একটী বিশেষ প্রকৃতি বলিয়া পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। প্রলাপ বলা, নিদ্রাবেশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে (শিশুর) বমনোদ্বেগ, মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং লালবর্ণ, নাড়ী অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট; শরীর জ্বরের ন্যায় উষ্ণ; ঠাণ্ডা জলে স্নান করাণের সময় কাঁদা, গরম জলে স্নান করাইলে কোন গোলমাল না করা; শিশু সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং তাহার শরীর কেহ স্পর্শ করিলে বা তাহার পানে তাকাইলে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয় (সিনা); সর্ব্বদা বিমর্ষ এবং শোকের ভাব; বাঁচিবার অনিচ্ছা; চন্দ্রের আলোক দেখিয়া মনের মধ্যে প্রেম জনিত উল্লাসের ভাব; সর্ব্বদা চুপ মারিয়া থাকার ইচ্ছা এবং কথা বলিতে অনিচ্ছা; সর্ব্বদা পাগলের ন্যায় ব্যবহার।

মস্তক। কপালে ভারিবোধ; মাথাঘোরা; বমনোদ্বেগ (লোবিলিয়া); নাক দিয়া রক্ত পড়া (ব্রাই); সামান্য রকমের ঘুশ্ ঘুশে শিরঃপীড়া এবং মাথা ঘোরা, সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (ক্যাল্ক-কার্ব্ব); স্নান করার পর প্রবল শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা ও আহারে অরুচি; মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ, এবং নাক দিয়া রক্ত পড়া; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং তৎপর নাক দিয়া রক্ত পড়া; অবসন্নকারক শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ। সন্ধ্যার সময় অথবা আহার বা পানের পর যাহার বৃদ্ধি হয়; পাকস্থলীর অসুখের দরুণ শিরঃপীড়া।

চক্ষু। চক্ষু প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ এবং চক্ষে চুলকানি ও রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা; প্রাতঃকালে চক্ষে আলোক সহ্য হয় না (লাইকোপ্, সাল্ফ্); চক্ষুর পাতা প্রদাহযুক্ত এবং লালবর্ণ (আর্জেণ্ট্-নাইট্রিক্, গ্রাফ্, মার্ক, লাইকোপ্, সাল্ফ্); চক্ষুর বহির্দ্দেশের কোণে জ্বালা এবং চড়্ চড়ানি।

নাসিকা। নাসারন্ধ্র ক্ষত, ফাটা এবং খোসা বা চুমটী বিশিষ্ট (এইলান্থ্, গ্রাফ্, ক্যালী-বাই, নাইট্রিক্-আস্, পাল্স্); ঠাণ্ডা বাতাস গেলে যেরূপ হয় (হাইড্রাষ্ট্, সোরিনাম্), অথবা উগ্র ধূম টানিলে যেরূপ হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে নাকের মধ্যে সেরূপ যাতনা; শিরঃপীড়ার পর নাক দিয়া রক্তপড়া।

মুখমণ্ডল। ওষ্ঠের কোণে ফাটা, যাহা ক্ষতের ন্যায় বেদনাযুক্ত হয় (গ্রাফ্, লাইকোপ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্); অনেক কাল ব্যাপিয়া গালে পূঁয সংযুক্ত ফুস্কুড়ী (গ্রাফ্, মেজিরিয়াম্)।

মুখগহ্বর। গর্ত্ত বিশিষ্ট দাঁতে বেদনা বা যাতনা, রাত্রিতে যাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্); আহারের পর দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, ককিউ-লাস্, ষ্টাফিস্, সাল্ফ); জিহ্বা দাঁতে লাগিলে দাঁতে বেদনার উদ্রেক হয়, যাহার দরুণ মনে হয় যেন দাঁতের শিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে; নিশ্বাস দ্বারা বাতাস টানিবার সময় দাঁতে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মুখগহ্বর শুষ্ক (এইলান্থ্, আর্স্, ব্রাই, নাক্স-মস্ক্, হায়োস্, ক্যালী-বাই); মুখে প্রচুর পরিমাণে লোনতা লাল উঠে (সাইক্লেমেন্, মার্ক-কর, সিপিয়া, সাল্ফ্); তালুকার ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা পরিস্কার করিবার সময় প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হয়; জিহ্বা সাদা লেপ যুক্ত (একন্, এইলান্থ্, ব্রাই, মার্ক্, নাক্স-বম্, সাল্ফ্); দাঁতের গোড়া দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গমন (আর্স্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, ফস্)।

পাকস্থলী এবং উদর। প্রবল পিপাসা এবং ওষ্ঠ শুষ্ক (একন্, আর্স্, ব্রাই); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার উঠা (কার্ব্বো-অ্যানিমেল্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, চায়না, গ্রাফ্, পাল্স); শ্লেষ্মা এবং পিত্ত বমন; আহারে অরুচি(আর্নিকা,আর্স্, ককিউলাস্); টক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আণ্টি টার্ট, চায়না); অতিরিক্ত খাইয়া পাকস্থলীতে বেদনা বা যাতনা এবং পাক-স্থলী স্ফীত ও বিস্তৃত হয় বটে, কিন্তু উহা কঠিন না হইয়া নরমই থাকে (চায়না);অজীর্ণের দরুণ পাকস্থলীতে খিল ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা(আর্স্, চায়না, নাক্স-বম্, পাল্স্), আহারে অরুচি, বমনোদ্বেগ এবং বমনের ইচ্ছা (আর্স্, আণ্টি-টার্ট, ইপিকাক্); পাকস্থলী দুর্ব্বল, যাহার দরুণ সামান্য আহারাদির অনিয়মেই পেটের অসুখ হয় (আর্স্, পাল্স্); পাকস্থলীর মধ্যে বুক জ্বালার ন্যায় জ্বালানুভব (আর্স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা; পাক-স্থলীতে কষ্টদায়ক পূর্ণবোধ, যাহার দরুণ চাপিলে পাকস্থলী বেদনাযুক্ত হয় (আর্স্, ব্রাই,লাইকোপ্,নাক্স-বম্); প্রবল বমন যাহা কোন উপায়েই থামান যায় না (লোবিলিয়া ইন্ফ্লেটা, আণ্টি-টার্ট), পিত্ত এবং চটচটিয়া আঠা পদার্থ

বমন ; প্রবল ভেদ এবং বমন। উদর অত্যন্ত স্ফীত এবং বিস্তৃত ও উহাতে অত্যন্ত গড়্ গড়্, কল্ কল্ শব্দ হওয়া ; উদরেও কর্ত্তনবৎ ভয়ানক বেদনা ; উদরে অত্যন্ত যাতনা যাহা পাকস্থলী হইতে যেন বিস্তৃত হয় এরূপ অনুভূত হয় ; কাজ কর্ম্মে অনিচ্ছা ; পেট ঠোশ মারিয়া বা থামিয়া থাকা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদগার উঠা।

মলএবং মলদ্বার। জলবৎ তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন মল এবং উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাও থাকে (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, চায়না, পডোফ্); উদরাময়, টক দ্রব্য খাইলে, শরীর অত্যন্ত গরম হইলে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে যাহার বৃদ্ধি হয় ; বৃদ্ধবয়সে পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (সিমিসিফ্.কার্ড্য়াস্, নেট্রাম্-আর্স্, নাক্স্-বম্, পডোফ্) ; মল কঠিন যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ; মল অত্যন্ত মোটা, লম্বা নেড় (ব্রাই) ; শ্লৈষ্মিক অর্শরোগ ; গুহ্যদ্বার দিয়া অনবরত শ্লেষ্মা নিঃসরণ ; অর্শের বলি দিয়া রক্ত পড়া ; মনে হয় যেন অনেকগুলি মল নির্গত হইবে, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত না হইয়া কেবল দূষিত বায়ু নির্গত হয় এবং অবশেষে কঠিন মল নির্গত হয় ; জলবৎ তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্রের মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; মলত্যাগের সময় মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা অথবা ক্ষত ফাটিয়া গেলে যেরূপ হয়, গুহ্য দ্বারে সেরূপ জ্বালা বা চড় চড়ানি; গুহ্য দ্বারে চুলকানি (নাক্স্-বম্, এস্কিলিস, সিপিয়া, সাল্ফ্)।

শ্বাসযন্ত্র। শরীর অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইয়া স্বরভঙ্গ বা স্বর শূন্যতা (কার্ব্বো-বেজ্, কষ্ট, ফস্) ,বিশ্রামে যাহার উপশম হয় ; স্বরের দুর্ব্বলতা ; কণ্ঠনালী এবং আহার বহা গলনালীর মধ্যে প্রবল আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে ক্ষত হওয়ার ন্যায় জ্বালা বা টাটানি ; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই কাশি, থাকিয়া থাকিয়া যাহার উদ্রেক হয়, কাশি যেন উদরের মধ্য হইতে উৎপন্ন বা আরম্ভ হয় ; কাশির প্রথম আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল এবং ক্রমেই কাশির আক্রমণ কমিয়া আসিয়া শেষ আক্রমণ গলা খুশ্ খুশের ন্যায় অনুভূত হয় ; বুকে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উক্তানুভব।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে স্থূল সন্ধিবাতের ন্যায় বেদনা ; আঙ্গুলের নখ পূর্ব্বের ন্যায় বড় হয় না এবং

নখের নিচের চর্ম্ম অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; চাপা প্রাপ্ত নখ আবড়্‌থাবড়্‌ হয় এবং উহার স্থানে স্থানে আঁচিলের ন্যায় খোঁচা দেখিতে পাওয়া যায়। পায়ে বাতের বেদনা; শয়ন করিয়া বা বসিয়া থাকিলে পায় অবশবোধ; পায়ের তলার স্থানে স্থানে, প্রধানতঃ আঙ্গুলের নিকটবর্ত্তী স্থানে, খোঁচার ন্যায় কড়া (Corns) পড়ে; চলিবার সময় পায়ের পাতা টাটায় বা বেদনা-যুক্ত হয় (আলাম্)।

নিদ্রা। দিনের বেলা ঘুমের ইচ্ছা বা ঝিমান, পূর্ব্বাহ্নেই যাহার অধিক উদ্রেক হয়।

চর্ম্ম। গায় ফোড়া এবং ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী; শরীরের স্থানে স্থানে খোঁচার ন্যায় কঠিন ফুস্কুড়ী; গায় কোমল আঁচিল (Soft warts); পোকায় কামড়াইলে যেরূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ ব্রণ বা ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী (এপিস্, আর্ণিকা, লেডাম্); গায়ে হামের ন্যায় ফুস্কুড়ী (কফিয়া, পাল্‌স্)।

জ্বর। বমন বা বমনোদ্বেগ হইয়া জ্বর আরম্ভ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা, বিমর্ষতা এবং শোকের ভাব। অত্যন্ত শীত এবং শীতলাবস্থায় পিপাসা না থাকা; বেলা দুই প্রহর বা অপরাহ্নে জ্বর আইসে; পালাজ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ইচ্ছা এবং পিপাসা না থাকা; রাত্রিতে শরীর উষ্ণ এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই ঘর্ম্ম হওয়া; নাড়ী অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে (আর্স্, ডিজিট্, লরোস্, মার্ক্); উষ্ণ ঘরেও অত্যন্ত শীত বোধ; জ্বরের সময় অত্যন্ত বমন বা বমনোদ্বেগ (ইপিকাক্, পাল্‌স্, নাক্স্-বম্); ক্ষুধা এবং রুচি থাকে না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ, বমন এবং মুখে তিক্ত স্বাদ (ইপিকাক্), পাকস্থলীতে চাপা বোধ এবং উহাতে কসিয়া ধরা, উদরস্থ আহার দ্রব্যের স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার উঠা; অন্ত্রে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ ও আহারে অরুচি; টক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা; আহার বা পানে একবারে বিরক্তি এবং ঘর্ম্ম; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত; জ্বরের কোন অবস্থায়ই পিপাসা থাকে না।

ব্যবহার। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অসুখ; আমাশয়, যাহাতে জ্বর থাকে না; জ্বর সম্বলিত নাসিকা, বায়ুনল, পাকস্থলী এবং অন্ত্র সম্বন্ধীয় শ্লৈষ্মিক রোগ;

অজীর্ণ; উদরাময়; কোষ্ঠ বদ্ধ; কোন কোন প্রকারের ফোস্কার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বা ফুস্কুড়ী; বসন্ত রোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর কুট্ কুট্ করা বা চুলকানি; মুখমণ্ডল, কর্ণ, নাসিকা এবং গালে বিকচ (Eczema); কড়া (Corns) এবং আঁচিল (Warts); শিশুগণের পুরাতন আকারের চক্ষু প্রদাহ; হুপিং কফ; পালা জ্বর ইত্যাদি অসুখে আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। উষ্ণ ঘরে অসুখের বৃদ্ধি; দুর্ব্বলতা বা অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিতে ঘর্ম্ম, নিদ্রাবল্য, বমনোদ্বেগ এবং বমন; সূর্য্যের উত্তাপ একবারেই সহ্য হয় না; ঘর্ম্মের পর শরীর পুনরায় উষ্ণ হয়; শীঘ্র শীঘ্র মোটা হওয়ার ধাতু; শিশু ও বৃদ্ধবয়সের অসুখ; ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ; ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া অসুখ; লক্ষণাদি একবার দূরীভূত হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইলে পূর্ব্বের আকার ধারণ করে না; প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে, আহারের পর, মদ্যপানে (গ্লোনয়েন্), স্নানের পর, নড়াচড়াতে, সূর্য্যের উত্তাপে (বেল্) এবং স্পর্শনে অসুখের বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে ও বহির্ব্বায়ুতে অসুখের উপশম ইত্যাদি আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডামের কার্য্যের সঙ্গে আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্, ক্যালী বাইক্রমিকাম্, পিট্রোলিয়াম্ এবং পাল্সেটিলার কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে এপিস্, আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, ক্যামোমিলা, কফিয়া, গ্রাফাইটিস্, হিপার সাল্ফিউরিস্, ইপিকাকিউএনা, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স্ বমিকা এবং সাল্ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। হিপার সাল্ফিউরিস্, মার্কিউরিয়াস্, পাল্সেটিলা ইত্যাদি আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৩য় ক্রমের গুঁড়া এবং ৬, ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ ক্রমের আরোকই লেখক সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এপিস্ মেলিফিকা,—এপিস্।

(APIS MELLIFICA,—APIS)

স্ত্রীজাতীয় মধু মাছি যখন রাগান্বিত হইয়া কামড়াইতে যায়, তখন উহার হুল হইতে যে বিষ নির্গত হয় উক্ত বিষ দ্বারা ডাইলুট্ স্পিরিটে (Dilute Spirit) যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথম দশমিক ক্রম ডাইলুট্ স্পিরিট্, ১ম শতত্তমিক বা ২য় দশমিক ক্রম ডাইলুট্-স্পিরিট্ এবং ৩য় দশমিক ক্রম ২০° ডিগ্রী ওবারপ্রুফ্ স্পিরিটে (20° Over-proof Spirit) এবং ৪র্থ ও তত্তোধিক ক্রম যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। শরীরের কৌষিক অংশের (Cellular tissues) উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ চর্ম্ম এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর তরুণ শোথ (Acute œdema) হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা চর্ম্মে আমবাতের (Urticaria) ন্যায় ফুস্কুড়ী এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত হইয়া সামান্যরূপে প্রদাহযুক্ত হয়। মাস্তক ঝিল্লীর (Serous Membranes) উপরও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ মস্তিষ্কের শোথ, বক্ষ শোথ, উদরী (Ascites) ইত্যাদি মাস্তক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের জরায়ু এবং ডিম্বকোষের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্র উত্তেজিত হইয়া উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং সামান্য আকারের প্রদাহ ও উহার শোথ হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অচেতনতা (বেল্, হায়োস্, ওপিয়াম্); অজ্ঞানবৎ ঘুম যাহা সময়ে সময়ে চীৎকার শব্দে ভাঙ্গিয়া যায়; অন্যমনস্কতা (আনাকার্ড্, নাক্স্-মস্, নেজা, ফস্-আস্); অত্যন্ত বিশ্রী চাল বা বিশ্রী কাজ করার স্বভাব; হাত হইতে দ্রব্যাদি ফেলিয়া দেওয়া এবং ভাঙ্গিয়া ফেলার স্বভাব; সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকা; অস্থিরতা; বারম্বার এক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে নিযুক্ত হওয়া; সর্ব্বদা কাঁদার স্বভাব, কোন মতেই কান্না নিবারণ করা যায় না (ইগ্নেস্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স্-মস্, পাল্স্); কোন বিষয়েই মন যায়

না (ফস্, ফস্-আস্); সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করা (ব্রাই, ক্যাম্. নাক্স্ বম্); সে অমুক দিন মরিবে রোগী এরূপ বলে (একন্); আরক্ত জরের ফুস্কুড়ী গায় বসিয়া যাইয়া প্রলাপ; স্ত্রীলোকের অন্তের বিষয়ে হিংসা করা (হায়োস্. ল্যাক্); পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা পরিতুষ্ট না হওয়ার দরুণ উন্মত্ততা।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া ও বমনোদ্বেগ; মাথায় গোলমেলে বোধ এবং মাথা ঝিম ঝিম করা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর উপরিভাগ এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অনবরত চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে যাহার কতক উপশম হয়; সমুদয় মাথায় ঘুশ্ ঘুশে বেদনা, চাপিয়া ধরিলে যাহার উপশম হয়; মস্তিষ্ক যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; কপাল এবং কপালের দুই পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে এবং উষ্ণ বিছানায় শয়ন করিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং চাপিলে যাহার উপশম হয় (পাল্স্); মাথার পশ্চাৎভাগে বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে, মধ্যে মধ্যে, হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠা; (শিশু বা বালক বালিকা) নিস্তেজ এবং অচলভাবে থাকে; প্রলাপ, হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠা; চক্ষু টেরা করিয়া তাকান; দাঁতে দাঁতে কড়্ মড়্ শব্দ করা; মাথা বালিশের মধ্যে খুসিয়া দেওয়া (হেলিবোরাস্); শরীরের এক পার্শ্বের স্পন্দন এবং অপর পার্শ্বের পক্ষাঘাত; ঘর্ম্মে মাথা ভিজিয়া যায়; মূত্র দুর্গন্ধযুক্ত এবং পরিমাণে অল্প; মাথা স্ফীত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়; মাথার চর্ম্ম যেন স্ফীত এবং শক্ত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়।

চক্ষু। চক্ষে জ্বালাযুক্ত, হুল ফুটান বা খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; চক্ষুর পাতা স্ফীত, লালবর্ণ এবং উহাতে শোথ (আর্স্, ফস্); চক্ষুর উপরের পাতা যেন একটী থলিয়ার ন্যায় চক্ষুর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (ক্যালী-কার্ব্ব); চক্ষুর যোজক ঝিল্লী লালবর্ণ এবং কাল্‌চে শিরা দ্বারা পরিপূর্ণ; চক্ষু প্রদাহযুক্ত হইয়া উহার যোজক ঝিল্লীর স্থানে স্থানে সিরাম্ (Serum) নামক ফেনবৎ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া কর্ণিয়ার (Cornea) স্বচ্ছতা নাশ করে (Chemosis), কর্ণিয়া পুরু হয় এবং উহার

স্থানে স্থানে কাল্‌চে ধূমের স্থায় দাগ পড়ে; কর্ণিয়ার ধূসর বা ধূমের স্থায় অস্বচ্ছতা; চক্ষু প্রদাহ এবং তদ্দরুণ আলোক সহ্য না হওয়া এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া (একন্, আর্স্, বেল্, ইউফ্রেস্, মার্ক্); টেরাচক্ষু (হায়োস্)।

কর্ণ। উভয় কানই স্ফীত এবং লালবর্ণ হয় (একন্, বেল্, পাল্স্)।

নাসিকা। নাক স্ফীত, লাল বর্ণ এবং শোথের স্থায় স্ফীত (রাস্-টক্স্); নাসারন্ধ্রে ব্রণ, ঠাণ্ডাতে যাহার উপশম হয়।

মুখমণ্ডল। মুখ মণ্ডলের শোথের স্থায় স্ফীতি (আর্স্) এবং উহা মোমের স্থায় শিটা বা ফিক্‌; মুখমণ্ডল লালবর্ণ, উষ্ণ এবং স্ফাত (বেল্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে জ্বালাযুক্ত ও ছুরীবিঁধানের স্থায় বেদনা বা যাতনা (আর্স্)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। ওষ্ঠের শোথ; উপরের ওষ্ঠ স্ফীত (হিপ-সাল্ফ্), উষ্ণ এবং লালবর্ণ (বেল্); মুখগহ্বর, জিহ্বা এবং গলার মধ্য শুষ্ক (নাক্স্-মষ্ক্); গাল গহ্বর আগুনের স্থায় লালবর্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা ও টাটানি (বেল্); জিহ্বার ধার দিয়া আগা গোড়া চড়্‌চড়ানি এবং উহাতে জ্বালা ও হুল ফুটানের স্থায় বেদনাযুক্ত ফোস্কার স্থায় ফুস্কুড়ী; মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে জ্বালা এবং চড়্‌চড়ানি (মার্ক্-কর); জিহ্বা স্ফীত, শুষ্ক এবং ফাটা ও ক্ষতযুক্ত, অথবা ফোস্কার স্থায় ফুস্কুড়ী দ্বারা আবৃত (আর্স্, রাস্-টক্স্, ব্যাপ্টি); শিশুগণের দাঁত উঠার সময় মাড়ি টল্‌টলে হয় এবং উহাতে জল আছে এরূপ দেখায়; শিশু হঠাৎ চীৎকার করিয়া ঘুম হইতে কাঁদিয়া উঠে; শরীরের স্থানে স্থানে লাল দাগ দৃষ্ট হয়। গলার মধ্য শুষ্ক, অথচ পিপাসা থাকে না (নাক্স্-মষ্ক্, পাল্স্); গলার মধ্যে জ্বালা এবং হুল ফুটানের স্থায় যাতনা অনুভূত হয় (একন্, ক্যাস্থ্, ক্যাপ্স্); গলার মধ্য এবং উহার বহির্দেশ স্ফীত; স্বরভঙ্গ এবং গলার মধ্যে সঙ্কোচন বোধ ও গিলিতে বা নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টানুভব; টন্‌সিল্ (Tonsils) লালবর্ণ এবং প্রবল প্রদাহযুক্ত (একন্, বেল্, ক্যাপ্স্); টন্‌সিল্ এবং তালুকার ক্ষত (এইলান্থ্, মার্ক্-আয়োড); ডিপ্‌থিরিয়া এবং উহার দরুণ কৃত্রিম পর্দা একবারে মলিন ধূসরের আভাযুক্ত আকার ধারণ করে (ক্যালী-ব্রাই); গলার উপর কোন প্রকারের চাপ বা স্পর্শন একবারেই সহ্য হয় না (ল্যাক্)।

পাকস্থলী এবং উদর। শরীর উষ্ণ, অথচ পিপাসা থাকে না (পাল্‌স্); পাকস্থলীতে অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত গরম বোধ (আর্স্); স্পর্শনে পাকস্থলীর মধ্যে অত্যন্ত টাটানি (ব্রাই); বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় (ইপিকাক্) এবং পাকস্থলীর প্রদাহ। স্পর্শ করিলে অন্ত্র এবং উদর প্রাচীরে অত্যন্ত টাটানি, হাঁচি দিলে বা উহার উপর চাপ দিলে যাহা অনুভূত হয় (বেল্, ব্রাই, নাক্স্-বম্); উদর যেন পূর্ণ এবং স্ফীত ও বিস্তৃত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (চায়না); পাঁজ্‌রার হাড়ের নীচ হইতে ঊর্দ্ধদিকে যেন বেদনাদি বিস্তৃত হয়; তলপেটের পার্শ্ব হইতে বেদনা বা যাতনা আরম্ভ হইয়া উপর দিকে বিস্তৃত হয়।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্য দ্বারে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় চড়্‌চড়ানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময়; মলত্যাগের পূর্ব্বে গুহ্য দ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণ; প্রচুর পরিমাণে কাল্‌চে কটাবর্ণ, সবুজ অথবা সাদাটিয়া তরলভেদ; হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরলভেদ; সবুজের আভাযুক্ত বা হরিদ্রা-বর্ণের শ্লেষ্মা ভেদ (পাল্‌স্, মার্ক্, সাল্‌ফ্); মল নরম এবং ঘোলাটিয়া এবং সিরাম মিশ্রিত; হরিদ্রাবর্ণের তরল ভেদ; প্রত্যেক বার নড়া চড়াতেই মল নির্গত হয়, যাহার দরুণ মনে হয় যেন গুহ্যদ্বার অনবরতই খোলা রহিয়াছে; রক্তভেদ এবং অন্ত্রের মধ্যে জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা ও গুহ্য দ্বারে ছাল উঠা এবং অনবরত কষ্ট দায়ক কোঁথ পাড়া বা বাহ্যের বেগ; অর্শরোগ এবং তজ্জন্য গুহ্যদ্বারে হুল ফুটানের ন্যায় যাতনা (আর্স্, নাইট্রিক্-আস্, সাল্‌ফ্); গুহ্য বাহির হইয়া পড়া (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, কেরাম, মিউর-আস্, পডোফ্)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে ক্ষত হওয়ার ন্যায় জ্বালা-অনুভব (ক্যানাবিস্-সাট্); বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে কএক ফোঁটা মাত্র মূত্র নির্গত হয় (একন্, ক্যান্থ্); মূত্র লালবর্ণ এবং পরিমাণে অল্প (একন্); মূত্রাবরোধ (একন্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); বারম্বার প্রচুর মূত্র ত্যাগ (আপোসাইনাম্, আর্জেণ্ট্-মেট্); মূত্রনালীতে জ্বালা এবং হুল ফুটানের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র নির্গমন, রাত্রিতে এবং হাঁচি বা কাশিবার সময়ই যাহা অধিক হয় (কষ্ট্, পাল্‌স্, বিরেট্-আব্)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের অণ্ডকোষ প্রদাহ (একন্, মার্ক্) এবং অণ্ডকোষাধারের শোথ বা পোতা ভারি হওয়া (Hydrocele)। স্ত্রীলোকের ডাইন ডিম্বকোষের প্রদাহ, কঠিনতা, স্ফীতি এবং শোথ ও উহাতে কর্ত্তনবৎ বা হুল ফুটানের ন্যায় প্রখর বেদনা (বেল্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম স্তন ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বেদনা বা যাতনা এবং কাশি; জরায়ু এবং ডিম্বকোষ প্রদেশে জ্বালাযুক্ত বা হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; রজঃস্রাবের সময় ডাইন ডিম্বকোষ প্রদেশে বেদনা এবং টন্‌টনানি; স্ফীত ডিম্বকোষে কর্ত্তনবৎ, হুল ফুটানের ন্যায় প্রখর বেদনা, রজঃস্রাবের সময় যাহার বৃদ্ধি হয়; রজঃরোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বকোষে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার প্রদাহ; ডাইন ডিম্বকোষ এবং জরায়ুর শোথ; গর্ভ সঞ্চারের অল্পকাল পরই গর্ভস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র। বক্ষাস্থির ঠিক উপরিভাগের উত্তেজনার দরুণ কাশির উদ্রেক হয়; থেঁৎলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, বুকে সেরূপ বেদনা (আর্ণিকা, চায়না, সাইলিসি); স্বরভঙ্গ, প্রাতঃকালেই যাহা অধিক হয় (কষ্ট্, আয়োড্,ফস্); শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, কষ্টকর এবং আক্ষেপিক, শয়ন করিয়া থাকিলেই যাহার বৃদ্ধি হয়; শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, যাহার দরুণ গলায় কাপড়াদি রাখিতে পারা যায় না (ল্যাক্); বুকের বাম পার্শ্বে, বক্ষাস্থির অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে, ঘুশ্‌ঘুশে, কন্‌কনিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে পূর্ণবোধ ও হাঁপানি বা শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হওয়া; বুকের সম্মুখ ভাগের সমুদয় অংশেই জ্বালাযুক্ত বা হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা; ঘুম ভাঙ্গিলেই কাশির উদ্রেক হয় (ল্যাক্)।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। হাতের শোথ; হাত নীলের আভাযুক্ত এবং শীতল হওয়ার স্বভাব বিশিষ্ট; হাতের আঙ্গুল, প্রধানতঃ আঙ্গুলের মাথায় নখের গোড়ার প্রদাহ; নখকোণী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে জ্বালা, হুলফুটানের ন্যায় বা দপ্‌দপিয়া বেদনা, যাহা স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়। পা শীতল (আম্ব্রা, নাক্স্-বম্, সাইলিসি); পায়ের পাতা এবং আঙ্গুল যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় বলিয়া অনুভূত হয়; পায়ের পাতা, পায়ের পাতার সন্ধি এবং পা স্ফীত ও শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায়

না; পা এবং পায়ের পাতা মোমের ন্যায় শিটা এবং শোথের ন্যায় স্ফীত (আর্স); পায়ের আঙ্গুলে জ্বালানুভব এবং উহা লালবর্ণ হয় (আগারিকাশ); পায়ের পাতা শীতল।

চর্ম্ম। চর্ম্ম সচরাচর সাদা, প্রায় স্বচ্ছ (ডিম্বকোষের শোথে); চর্ম্মে হুলফুটান, কুট্ কুট্ করা, চিড়িক মারা, জ্বালা এবং চুলকানির ন্যায় অনুভূত হয়; আক্রান্ত স্থান সামান্য স্পর্শনেই বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়; মৌমাছি অথবা অন্য কোন পোকায় কামড়াইলে যেরূপ হয়, গায় সেইরূপ আমবাত (Urticaria), যাহা রাত্রিতে অত্যন্ত চুলকায় (আণ্টি-ক্রুড্, আর্ণিকা, লেডাম্); সমুদয় শরীরে আমবাতের ন্যায় ফুস্কুড়ী বাহির হয় (একন্, পাল্স্); চর্ম্ম শুষ্ক এবং বিসর্পের ন্যায় স্ফীত ও লালবর্ণ; চাবুক বা বেত মারিলে যেরূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে উন্নত সাদা রেখার ন্যায় সেরূপ দাগ বা রেখা পড়ে; দুষ্টব্রণ বা পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncle) এবং উহাতে হুলফুটানের ন্যায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা (আর্স); গায় অত্যন্ত গাঢ় লাল ফুস্কুড়ী প্রকাশ পায় (বেল্)।

নিদ্রা। ঘুমাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা; অত্যন্ত নিদ্রাবেশ (আণ্টি-টার্ট্, নাক্স-মস্ক্); ঘুমেরঘোরে চীৎকার করিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া উঠা বা হঠাৎ চমকিয়া উঠা (বেল্, ষ্ট্রামন্); রাত্রি শেষ হওয়ার সময় ঘুম।

জ্বর। সবিরাম বা পালাজ্বর; অপরাহ্ণ ৩ টার সময় শীতকম্প যাহা উত্তাপে, সামান্য নড়াচড়াতে বৃদ্ধি হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল ও হাতে উষ্ণানুভব; শীত শরীরের উর্দ্ধাংশ হইতে পৃষ্ঠদেশ দিয়া নিম্নদিকে বিস্তৃত হয়; সময় সময় শরীর আগুনের ন্যায় গরম হয়, নতুবা শরীরের কোন কোন অংশ ক্রমে শীতল হয় এবং কোন কোন অংশ ক্রমে গরম হয়; শরীর শুষ্ক এবং উষ্ণ, নতুবা শরীর পর্য্যায়ক্রমে উষ্ণ এবং আর্দ্র হয়; উষ্ণাবস্থায় অধিক বা অল্প পরিমাণে শিরঃপীড়া এবং সচরাচর উষ্ণাবস্থায় ক্রমাগত ঘোর নিদ্রা; হয় ঘর্ম্ম একবারেই হয় না, নতুবা সামান্য ঘর্ম্ম হয়; অপরাহ্ণে বিকালের লক্ষণের সঙ্গে ঘুস্ ঘুসে জ্বর, কিন্তু পিপাসা থাকে না; অপরাহ্ণ ৩টার সময় জ্বরের বৃদ্ধি এবং তখন প্রায়ই রোগী নিদ্রাবস্থায় থাকে; ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা থাকে না; উষ্ণাবস্থায় পিপাসা থাকিলেও থাকিতে পারে, বা

পিপাসা না থাকিতেও পারে ; শীতলাবস্থায় প্রায়ই পিপাসা থাকে ; জ্বরের সম্পূর্ণ বিরামের সময় বামপার্শ্বের খাট পাঁজরার হাড়ের নীচে বেদনা ; পায়ের পাতা স্ফীত ; মূত্র পরিমাণে অল্প ; অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং উহার সন্ধিতে টাটানি বা বেদনা ; শরীর কম্পন ও মূর্চ্ছার পর ঘর্ম্ম এবং তৎপর শীঘ্র আমবাত (Urticaria) প্রকাশ পায়।

ব্যবহার। কীটাদির হুলফুটান, আয়োডিন্, কোইনাইন্, টার্পিন্ তৈল, ক্যান্থারাইডিস্ ইত্যাদি ঔষধের অপব্যবহার জনিত অসুখ ; চর্ম্ম এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লার প্রবল তরুণ শোথ ; দুষ্ট ব্রণ বা পৃষ্ঠাঘাত (Carbruncle) ; বিসর্প ; আমবাত ; হাম-জ্বর ; আরক্ত-জ্বর ; ডিপ্থিরিয়া ; মস্তিষ্কের আবরক পর্দ্দার প্রদাহ (Meningitis) ; মস্তিষ্কের শোথ ; বক্ষঃশোথ ; উদরী ; মূত্রাধার প্রদাহ ; মূত্রধারণে অশক্তি বা অসাড়ে মূত্রত্যাগ ; মূত্র কৃচ্ছ্র ; ডিম্বকোষ এবং জরায়ুতে উত্তেজনা, রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার শোথ ; জ্বর বিকার ; সবিরাম বা পালাজ্বর ; নখকোণী ; ক্ষত ইত্যাদি অসুখে এপিস্ মেলেফিকা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। মৌমাছিতে কামড়াইলে যেরূপ হয়, আক্রান্ত স্থানে সেরূপ বেদনা বা যাতনা ; আক্রান্ত স্থান স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় (একন্, আগারিকাশ্, বেল্, বাই) ; আক্রান্ত স্থানে জ্বালা যুক্ত, হুলফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; সর্ব্বাঙ্গে অলসবোধ এবং কম্পন ; গণ্ডমালা ধাতু ; বালক বালিকার অসুখ, স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ বিধবা স্ত্রীলোকের অসুখ ; প্রাতঃকালে (উদরাময়), উত্তাপে, প্রধানতঃ উষ্ণঘরে, অসুখের বৃদ্ধি এবং তদ্দরুণ ঠাণ্ডা বাতাসে থাকার ইচ্ছা ; ঠাণ্ডাজলে বেদনা, জ্বালা এবং স্ফীতির হ্রাস ; প্রচাপনে মাথা ধরার উপশম হয় (আর্জ্জেণ্ট্-নাইট্রিক্, পাল্স্) ইত্যাদি এপিস্ মেলিফিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। মূত্রযন্ত্রের উপর এপিসের কার্য্য অনেকটা ক্যান্থারিস্ ও টিরিবিন্থিনার ন্যায় এবং প্রাতঃকালীয় উদরাময় ও কণ্ঠনালীর অসুখে ইহার কার্য্য ক্যেলিক্সির ন্যায়, চর্ম্মের উপর ইহার কার্য্য আনাকার্ডিয়াম্, বেলাডোনা, ক্রোটন্, রাস্টক্স্ এবং আর্টিকার ন্যায় ;

মাস্তক ঝিল্লীর (Serous Membranes) উপর ইহার কার্য। আপোসাইনাম্, মার্কিউরিয়াস্ করোসাইবাস্ এবং ব্রাইওনিয়ার ন্যায়। সমুদয় বিষয়ে এপিসের কার্য্য প্রায় আর্সিনিকের ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে এপিসের কার্য্যের সঙ্গে আর্ণিকা, ইউফ্রেসিয়া, ল্যাকেসিস্, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, লেডাম্, পালসেটিলা, ফস্ফরাস্, সাল্ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ল্যাকেসিস্ এপিসের প্রতিষেধক ঔষধ। অধিক মাত্রায় এপিস্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে লবণ, জলপাইয়ের না মিঠা তৈল, পেঁয়াইজ ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শোথে ৩য় ডাঃ উপকারী। চর্ম্মরোগে ৩,৬ এবং ১২ ডাঃ ব্যবহার্য্য। মূত্রযন্ত্রের অসুখে ৬ষ্ঠ ক্রম অপেক্ষা নিম্ন ক্রম ব্যবহার করা উচিত নহে। চক্ষু রোগে ৩০ ক্রম বিশেষ উপকারী বলিয়া অনেক চিকিৎসক বলিয়া গিয়াছেন। লেখক উক্ত রোগে ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। শোথে ২য় এবং ৩য় ক্রম ব্যবহার করিয়াই বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

আর্জেন্টাম্ নাইট্রিকাম্,-নাইট্রেট্ অব্ সিল্বার,—লুনার কষ্টিক্,-আর্জেন্ট্-নাইট্।

(ARGENTUM NITRICUM.—NITRATE OF SILVER,—LUNAR CAUSTIC,-ARGENT.-NIT.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে লুনার কষ্টিক্ ক্রয় করিয়া উহার ১ ভাগ, ৯ ভাগ চুয়ানজলে মিশাইয়া ইহার আদত আরোক প্রস্তুত করিতে হয়। যথানিয়মে চুয়ান জলে ১ম হইতে ৩য় শতত্মিক ক্রম পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪র্থ শতত্মিক ক্রম ডাইলুট্ স্পিরিটে এবং ৫ম এবং তদূর্দ্ধ্বিক ক্রম যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই ঔষধ অন্ধকার বাক্সে রাখা উচিত। সুগার অব্ মিল্কের

সহিত মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ্ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়াতে এই প্রকার প্রস্তুত করা আর্জেণ্টাম্ ব্যবহার নিষিদ্ধ, কারণ, এই প্রকারে প্রস্তুত করা আর্জেণ্টামে ঔষধের সম্পূর্ণ গুণ থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। রক্তের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ রক্ত তরল এবং মলিন বা কাল্চে হয়, রক্তের লাল কণার রঙ্গ কারক পদার্থের অনেক হ্রাস হয় এবং রক্ত বহা নালীতে যথোচিত রূপে রক্ত সঞ্চালিত না হইয়া স্থিরভাবে থাকার দরুণ পরিপোষণ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। এই প্রকার পরিপোষণ কার্য্যের ব্যাঘাতের দরুণ অস্থি এবং উহার আবরক কঠিন পর্দ্দা (Periosteum) আক্রান্ত হয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া প্রদাহযুক্ত হয় এবং অবশেষে ইহা এবং পেশীর অপকৃষ্টতা (Degeneration) উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জাও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রের নানা প্রকার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। স্মরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (আনাকার্ড্, ক্রিয়াজ্, ল্যাক্, মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স্-মক্স্, ফস্ আস্); যখন যাহা ইচ্ছা হয় বিশেষ কিছু চিন্তা না করিয়া তখনই তাহা করা হয়; তাড়াতাড়ি চলিয়া বেড়ান; পাছে অকৃতকার্য্য হইতে হয় এরূপ মনে করিয়া রোগী কোন কার্য্যের উদ্যোগ করে না এবং সর্ব্বদা নিস্তব্ধ ভাবে থাকে (অরাম্); চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা ও বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, যাহা ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিলেই অধিক হয়; উপাসনা গৃহে বা কোন প্রকার সভাতে যাওয়ার সময় মনে হয় যেন তথায় যাইয়া উদরাময় হইবে; কথা বলিতে বলিতে যেন কথা আট্কাইয়া আইসে, যেন যথাযোগ্য কথা স্মরণ হয় না; কোন প্রকারের কার্য্য করিতে অনিচ্ছা এবং সর্ব্বদা নিস্তব্ধ ভাব ও আত্ম হত্যার ইচ্ছা; সময় যেন কাটে না; মূর্চ্ছার ভাব।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং কম্পন ও তদ্দরুণ চলিবার সময় হেলিয়া টলিয়া পড়া; শিরঃপীড়া, মাথা কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যাহার উপশম হয় (সাইলিসি) এবং বহির্বায়ুতে যাহার বৃদ্ধি হয়; কপালের বাম পার্শ্বের উন্নত স্থানে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা (কলোস্); মাথা যেন অনেক বড় হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (বোরাক্স্, সিমিসিফ্, গ্লোনয়েন্); মস্তিষ্কের এক পার্শ্বে খনন করার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মাথার অত্যন্ত কষ্টদায়ক পূর্ণ এবং ভারিবোধ, মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবাদেশস্থ ধমনির দপ্‌দপানি (বেল্); কপাল, মাথার উপরিভাগ, কপালের দুই পার্শ্ব এবং মুখমণ্ডলের হাড়ে প্রায় অনবরত ছিদ্র করার ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা; শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতবোধ ও শরীরের কম্পন; মাথার হাড় যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; কোন প্রকারের কীট হাঁটিয়া গেলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ সুড়্ সুড়্ করা বা চুলকানি (কস্‌ট্, কুপ্রাম্‌মেট্); চুল টানিলে যেরূপ হয়, চুলের গোড়ায় সেরূপ অনুভূত হয়।

চক্ষু। চক্ষুপ্রদাহ এবং তদ্দরুণ চক্ষে অত্যন্ত বেদনা যাহা উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি হয়, এবং বহির্বায়ুতে যাহার উপশম হয় (পাল্স্); চক্ষে আলোক সহ্য হয় না বা লাগে (একন্, বেল, ইউফ্রে্স্, গ্রাফ); চক্ষুর সম্মুখে যেন ধূসর বর্ণের দাগ এবং সাপের ন্যায় কোন প্রাণী চলিয়া বেড়াইতেছে এরূপ অনুভূত হয়; দৃষ্টিহীনতা; চক্ষুর পাতার উপরিস্থিত প্রদাহ (Ciliary Blepharitis), আগুনের নিকট থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং ঠাণ্ডা প্রলেপে বা ঠাণ্ডা বাতাসে যাহার উপশম হয়; চক্ষুর পাতা উল্টিয়া পড়ে (Ectropion), মধ্যে মধ্যে চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখা এবং তদ্দরুণ রোগী বারম্বার চক্ষু হইতে কেতুর মুছিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর তরুণ দানাযুক্ত প্রদাহ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী অত্যন্ত লাল বা গোলাপি রঙ্গ বিশিষ্ট; চক্ষু হইতে প্রচুর জল, কেতুর এবং পূঁযের ন্যায় পদার্থ নিঃসরণ (মার্ক); চক্ষুর কোণ রক্তের ন্যায় লালবর্ণ; চক্ষুর নাকের নিকটবর্ত্তী কোণের লাল পেশীর ন্যায় পদার্থ স্ফীত হইয়া লাল মাংসের ডেলার ন্যায় হইয়া থাকে; চক্ষুর নাকের নিকট-

বর্ত্তী কোণ হইতে চক্ষুর কর্ণিয়া পর্য্যন্ত শিরাগুলি ঝোপায় ঝোপায় লাল বর্ণ হয় (ক্যালী-আয়োড্); চক্ষুর কোণ ভয়ানক চুলকায় এবং উহাতে জ্বালা এবং চিড়িক মারে; চক্ষুর কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea); শিশুগণের কর্ণিয়ার ক্ষত (Ulceration of the Cornea); চক্ষুর পাতা হইতে পূঁযের ন্যায় প্রচুর ক্লেদ নিঃসরণ (মার্ক্-কর); চক্ষুর পাতা চুমটি বা খোসা বিশিষ্ট, স্ফীত এবং পুরু।

কর্ণ। কানে কম শুনা; কানে টন্ টন্ শব্দ হওয়া (চায়না); কানে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হওয়া এবং কান যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হওয়া।

নাসিকা। নাক দিয়া থানা থানা রক্ত মিশ্রিত সাদাটিয়া পূঁয নির্গমন; সর্দ্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন কারক মাথা ধরা যাহা চক্ষুর উপরিভাগেই অধিক অনুভূত হয় ও যাহার দরুণ রোগী বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; হাঁচি, শীত বোধ, চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং মুখাকৃতি রুগ্ন; নাকের মধ্যে অত্যন্ত চুলকায়।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল রুগ্ন (আর্স্); মুখমণ্ডল বসিয়া যায়, শিটা, নীলের আভাযুক্ত (কার্ব্বো-বেজ্) বা সীসার ন্যায় হয়; মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ, মলিন (আয়োড্) এবং বয়স অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধ বলিয়া বোধ হয় (ওপিয়াম্); গালের স্থানে স্থানে চক্রাকারে লাল দাগ পড়ে।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য। মাড়ি অত্যন্ত তল্ তল্ করে এবং উহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে (মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, ফস্), কিন্তু উহা স্ফীত হয় না বা উহাতে বেদনাও থাকে না, জিহ্বার অগ্রভাগ লালবর্ণ (আর্স্) এবং বেদনাযুক্ত ও দানাযুক্ত, জিহ্বার মধ্য দিয়া আগাগোড়া লাল রেখা পড়ে; মুখে দুর্গন্ধ (প্রাতঃকালে) এবং মুখ দিয়া লাল পড়া (মার্ক্, নাইট্রিক্ আস্); জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পিপাসা। গলার মধ্যে গাঢ় চট্ চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে, যাহার দরুণ রোগী বারম্বার গলায় খেকুর দিতে বাধ্য হয়; ছাল উঠিলে বা চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ জ্বালা, টাটানি এবং চড়্চড়ানি (আর্জেণ্ট্-মেট্); একখানি কাঠের চোঁচ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, গিলিবার সময়

গলার মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয় (এইলান্থ্, হিপ্-সাল্ফ্, নাইট্রিক্-আস্); নিশ্বাস প্রশ্বাসে এবং গ্রীবা সঞ্চালনে গলার মধ্যে ঐরূপ বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয়; আল্জিহ্বা এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ কাল্চে লালবর্ণ (এইলান্থ্, ব্যাপ্ট্, বেল্, মিউর আস্, ফাইটোল্); মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ এবং আহার বহা গলনালীর উপরিভাগে জ্বালা এবং শুষ্কানুভব (আর্স্); আহার বহা গলনালীতে থাকিয়া থাকিয়া খিলধরা।

পাকস্থলী এবং উদর। চিনি বা মিষ্টদ্রব্য খাওয়ার অনিবার্য্য ইচ্ছা; আহারে অরুচি; হয় অত্যন্ত পিপাসা, নতুবা পিপাসা একবারেই থাকে না; প্রত্যেকবার আহারের পর বারম্বার প্রবল উদ্গার উঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে নানাপ্রকারের যাতনা; বারম্বার কষ্টদায়ক কাঠ উদ্গার উঠিয়া অবশেষে উদ্গারে গলা দিয়া প্রবলবেগে বায়ু নির্গত হয়; প্রত্যেকবার আহারের পর, প্রধানতঃ মধ্যাহ্নে আহারের পর, বমনোদ্বেগ (ককিউলাস্, মার্ক্, প্লাম্বাম্) এবং বমন দ্বারা কাল পদার্থ উঠে; রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঘুম ভাঙ্গিলে মনে হয় যেন পাকস্থলীর মধ্যে কোন একটী ভারি পদার্থ চাপিয়া রহিয়াছে, যাহার দরুণ বমনের উদ্রেক হয়; প্রাতঃকালে বমন দ্বারা চক্চকে শ্লেষ্মা নির্গত হয় যাহা টানিলে রশির ন্যায় দেখায়; অপরাহ্নে বমনের ইচ্ছা, সমুদয় শরীরের দুর্ব্বলতা এবং কাঁপনি ও মনে হয় যেন মাথা একটী ধামার মধ্যে রহিয়াছে; আহার বা বরফের কুল্পী ইত্যাদি খাওয়ার পর পাকস্থলীতে বেদনা, কামড়ানি এবং জ্বালানুভব, যাহা একস্থানে আরম্ভ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় ও আহারের পর যাহার আরো বৃদ্ধি হয়; পাকস্থলীর বাম পার্শ্বে ছুলট্টানের ন্যায় বা ক্ষত করার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, স্পর্শনে বা দীর্ঘ নিশ্বাসে যাহার বৃদ্ধি হয়; পাকস্থলীর মধ্যে কাঁপনি এবং দপ্দপানি (পাল্স্, সিপিয়া); পাকস্থলীর মধ্যের অত্যন্ত কষ্টদায়ক স্ফীতি এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত উদ্বেগ বা যাতনা। উদরে ভারি, পূর্ণ এবং ভারিবোধ ও উহার স্ফীতি এবং বিস্তৃতি (আণ্টি-ক্রুড্, আলোজ্, চায়না) এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত উদ্বেগ বা যাতনা; উদরের মধ্য দিয়া সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা, যেন বিদ্যুতের ধাক্কা লাগার ন্যায় অনুভূত হয়, যাহা কতকক্ষণ স্থির ভাবে থাকিয়া নড়িবার সময়ই অধিক হয়; তলপেটের দুই

পার্শ্বে বেদনা ; উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার ; পেটে ভুট্ভাট্ বা গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া ; উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু অজীর্ণ রোগ।

মল এবং মলদ্বার। মল সবুজের আভাযুক্ত (আমন্-মিউর), অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা (আর্স্) এবং মলত্যাগের সময় (রাত্রিতে) ফেড়্ফেড়্ করিয়া গুহ্য দ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; মল সবুজ শ্লেষ্মা (আর্স্, বেল্, ইপিকাক্, পাল্স্, মার্ক্, সাল্ফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাঠবমী ও শ্লেষ্মা বমন ; অল্প পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিতে উদরে দূষিত বায়ু জনিত শূল বেদনার ন্যায় যাতনা ; মলে ছেক্ড়া ছেক্ড়া পর্দার ন্যায় পদার্থ থাকে ; প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ ; জল খাওয়ার পরই উদরাময় (আর্স্, ক্রোটন্, আলোজ্, কলোস্, ফেরাম্) ; সবুজ, কটাবর্ণের, রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ, রাত্রি দুই প্রহরের পর যাহার বৃদ্ধি হয় এবং তলপেটে টন্টনানি ; গুহ্য দ্বার দিয়া প্রবল শব্দে দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; রোগীর (ছোট বালক বা বালিকা) চিনি বা মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু চিনি বা মিষ্ট দ্রব্য খাইলেই উদরাময় হয়।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র ত্যাগের সময় ও উহার পর মূত্র নালীতে জ্বালানুভব (একন্, ক্যান্থ্) ; স্ফীত হইলে যেরূপ হয়, মূত্রনালী সেরূপ টন্ টন্ করে (ক্যানাবিস-সাট্) ; মূত্র অজ্ঞাতসারে ক্রমাগত এক ভাবে নির্গত হয় (কষ্ট) ; মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং মূত্র সহজে ও পরিষ্কাররূপে নির্গত হয় ; তাড়াতাড়ি মূত্রের বেগ এবং প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার মূত্র ত্যাগ (আপোসাইনাম্, ফস্-আস্) ; একখানি কাঠের চোঁচ বিঁধিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মূত্রনালীর ঠিক মধ্যভাগে সেরূপ ক্ষতের ন্যায় যাতনা বা বেদনা ; মূত্র এক ধারে না পড়িয়া ছিটিয়া অনেক ধারে নির্গত হয় ; অল্প পরিমাণে কাল্চে হরিদ্রাবর্ণের মূত্র নির্গমন ; মূত্র কাল্চে লালবর্ণ এবং উহাতে ইউরিক্ অ্যাসিডের ক্রিষ্টাল্ (Uric Acid Crystals) তলানি পড়ে ; রাত্রিতে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র নির্গমন।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের পুরুষাঙ্গ ছোট হয় এবং স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা একেবারেই থাকে না (আগারিকাশ্) ; কাঁচা টানিয়া বিস্তৃত করিলে যেরূপ হয়, স্ত্রীসহবাসের সময় মূত্র নালীতে বা উহার মুখে সেরূপ বেদনানুভব বা যাতনা ; পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্মে ক্ষত এবং উহাতে মাছের তৈলের

বাতির (Tallow) ন্যায় সাদা চুমড়ী বা পূঁয হয়; পুরুষাঙ্গে শৌংলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ডাহিন অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি ও কঠিনতা। স্ত্রীলোকের পুরুষ সহবাস করার সময় অত্যন্ত কষ্টানুভব এবং পুরুষ সহবাসের পরই যোনি দ্বার দিয়া রক্ত পড়া; জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হয় (Prolapsus-uleri) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর মুখ ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অংশে ক্ষত (হাইড্রাষ্টি, অরাম্, ক্রিয়াজ, মার্ক, সিপিয়া); অনিয়মিত রূপে রজঃস্রাব, অর্থাৎ নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, না হয় অনেক পর, প্রচুর বা অল্প রজঃস্রাব, রক্ত সর্ব্বদাই গাঢ় কাল চেপানো থাকা থাকে; স্বপ্নে পুরুষ সহবাসে পরিতুষ্ট হওয়া; শেষ রজঃস্রাব বন্ধ হওয়ার সময় (Change of life) জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক উত্তেজনা; বিধবা বা যে সকল যুবতী স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় নাই, তাহাদিগের জরায়ু হইতে উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব যাহা রোগীকে বারম্বার আক্রমণ করে এবং যাহার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিককোণ প্রদেশে বেদনা বা যাতনা, যাহা গুহ্যদ্বারের উপরিভাগে এবং উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রাবর্ণের ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর নিঃসরণ; গর্ভাবস্থায় মনে হয় যেন বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভস্থলী ফাটিয়া যাইবে; মাথা যেন বিস্তৃত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়।

শ্বাসযন্ত্র। কণ্ঠনালী এবং গলার মধ্যে টাটানি যাহা প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়; কাশিবার সময় বায়ুনলের উপরিভাগে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা এবং চড়্‌চড়ানি; গায়কদের কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ (Chronic Laryngitis) (আর্জেণ্ট-মেট, অরাম্, ফস্); উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে বা গান করিলে কাশির উদ্রেক হয়; এক ঘরে অনেক লোক থাকিলে শ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আইসে; ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ও তজ্জন্য অত্যন্ত যাতনা; শুষ্ক আক্ষেপিক হাপানি কাশির আক্রমণ, যাহার দরুন রোগী বারম্বার এদিক ওদিক চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়; অত্যন্ত উত্তেজক কাশি যাহা সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে অত্যন্ত কষ্ট দেয়; সন্ধ্যার সময় কাশি, যাহার দরুন তামাক খাওয়া একবারেই সহ্য হয় না (ইগ্নেসিয়া); গলা দিয়া ছিকা রক্ত মিশ্রিত পূঁয নির্গমন।

হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অনিয়মিত এবং অসম (Irregular and intermittent) (ডিজিট্, নেট্রাম্-মিউর) এবং হৃৎপ্রদেশে কষ্টদায়ক পূর্ণবোধ, যাহার দিকে মনগেলেই অধিক অনুভূত হয় এবং বহির্বায়ুতে, নড়াচড়াতে যাহার উপশম হয়; প্রবল হৃৎস্পন্দন (একন্, আর্স, বেল, স্পাইজেল্, নিরেট্-আব্র) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ; হৃৎপ্রদেশে প্রবল বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিনতা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন রোগীর গরমীর ব্যারাম হইয়াছিল; কুঁচ্‌কির সন্ধির দুর্ব্বলতা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। রাত্রিতে পা, প্রধানতঃ হাঁটুর সন্ধি, যেন চম্‌কিয়া উঠে, যাহার দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমী বমী করা ও কোন প্রকারের কার্য্য করিতে অনিচ্ছা (নাক্স্-বম্); অনেকক্ষণ চলিয়া বেড়াইলে যেরূপ হয়, পায়ের ডিমে সেরূপ শ্রান্তিবোধ (চায়না)।

চর্ম্ম। গায় নীলের আভাযুক্ত কাল ফুস্কুড়ী, আরক্ত-জ্বর; বিসর্পের ন্যায় শয্যাক্ষত।

নিদ্রা। অস্থির এবং অবসন্নকারক নিদ্রা এবং ভয়ানক স্বপ্ন দেখা; নানা প্রকারের চিন্তা বা কল্পনা আসিয়া ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়।

ব্যবহার। মস্তিষ্ক এবং স্নায়বিক মণ্ডলীর নানা প্রকারের পুরাতন অসুখ; শুদ্ধবায়ু (Melencholia); কশেরুকার উত্তেজনা (Spinal irritation); মৃগীরোগ; পক্ষাঘাত (Paralysis) এবং নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত (Paraplegia); পাকস্থলীতে বেদনা; হৃৎপিণ্ডে বেদনা; স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বাভাবিকভাবে পেশী বা অঙ্গচালনার অশক্তি বা লোকোমোটার আটাক্সি (Locomotor Ataxy); শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অসুখ, চক্ষুপ্রদাহ; অজীর্ণ রোগ; উদরাময়; আমাশয়; অস্থির অসুখ, প্রধানতঃ ক্ষুদ্র অস্থি পোকায় ধরা; কণ্ঠনালীর পুরাতন প্রদাহ এবং হাঁপানি কাশি; হৃৎস্নায়ুশূল; মূত্রনালীর প্রদাহ; বহুমূত্র; প্রমেহ রোগ; গরমীর ব্যারাম; সূতিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ইত্যাদি অসুখে আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। আক্ষেপের পূর্ব্বে অত্যন্ত অস্থিরতা; কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে শরীর কম্পন; দুর্ব্বলকারক কারণে নিম্ন অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত; মাথা এবং মুখমণ্ডল যেন বিস্তৃত হইতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া; ভয় পাইয়া বা রজঃস্রাবের সময় মৃগীর আক্রমণ; স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গ সঞ্চালনে অশক্তি; শরীরের নানা স্থানে যেন চোঁচ বিঁধিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হওয়া; পা শুকাইয়া যাওয়া; উদরাময় বা আমাশয় রোগে দাস্তের পূর্ব্বে গুহ্যদ্বার দিয়া ফেড়্ ফেড়্ শব্দ করিয়া সজোরে দূষিত বায়ু নিঃসরণ; রাত্রিতে, প্রাতঃকালে, উত্তাপে, ঠাণ্ডা দ্রব্য খাইলে, চলিয়া বেড়াইলে বা ঘোড়া গাড়ীতে চাপিলে ও আহারের পর অসুখের বৃদ্ধি এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে ও উদ্গার উঠিলে অসুখের উপশম ইত্যাদি আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, মার্কিউরিয়াস, ফস্ফরাস্, হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্, পিক্রিক্ আসিড্, আলাম্, হিপার সাল্ফিউরিস্, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্ এবং নাইট্রিক্ আসিডের কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আর্সিনিক্, মার্কিউরিয়াস্, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্ এবং নাইট্রিক্ আসিড্, আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে, দুগ্ধ এবং লবণের জল ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখন কখন ১১ এবং ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন আকারের চক্ষুপ্রদাহে ২০০ ডাইলুশন প্রতি সপ্তাহে ৩ মাত্রা, এরূপ ৫।৬ সপ্তাহকাল ব্যবস্থা করিয়া ৪৫টী রোগীর চিকিৎসায় লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন।

ব্যাপ্‌টিসিয়া টিংটোরিয়া,—বননীল,—ব্যাপ্‌ট্‌

(BAPTISIA TINCTORIA,—BAPT.-TINCT.)

উত্তর আমেরিকাস্থ শুষ্ক পার্ব্বতীয় স্থানে এই গাছ জন্মে। এতদ্দেশেও এই গাছ জন্মিয়া থাকে। বসন্তকালে অথবা শরতকালে যখন ইহার পাতা পড়িয়া যায়, তখন এই গাছের মূল বা শিকড়ের বাকল সংগ্রহ করিয়া যথা নিয়মে উহা প্রুফ্‌স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ্‌ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়ার মতে ব্যাপ্‌টিসিয়ার মূল আরোক উত্তর আমেরিকা হইতে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সাধারণ ক্রিয়া। রক্তের উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ জ্বর বিকারে যেরূপ হয়, এই ঔষধের কার্য্য দ্বারা রক্ত সেরূপ গলনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রক্তের মধ্যদিয়া ইহা মুখগহ্বর, গলার মধ্য এবং অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রমণ করে। ইহা গতি এবং স্পর্শ জ্ঞান উৎপাদক স্নায়ুগুলী আক্রমণ করিয়া বলক্ষয় এবং পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। সঞ্চালন এবং স্পর্শ জ্ঞান উৎপাদক উভয় প্রকারের শক্তিই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত অঙ্গের সঞ্চালন এবং উহার স্পর্শজ্ঞান উক্ত উভয় শক্তিরই বিনাশ হইতে পারে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অনিচ্ছা এবং অশক্তি; মন যেন দুর্ব্বল এবং গোলমেলে হইয়া যায় (এথুসা, জেল্‌স্‌, ফস্‌, রাস্‌টক্স্‌); নেসা করিলে যেরূপ হয়, মনে সেরূপ গোলমেলে বোধ; কোন বিষয়ে মন স্থির ভাবে থাকে না, অতএব নানা প্রকারের চিন্তা আসিয়া মনকে অধিকার করিয়া ফেলে; শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া নানাদিকে বিস্তৃত হইয়াছে রোগী এরূপ মনে করিয়া উক্ত খণ্ড গুলি একত্রিত করার জন্য বারম্বার বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করে এবং তদ্দরুণ তাহার ঘুম হয় না; মস্তিষ্কের উত্তেজনা, রাত্রিতেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; অর্দ্ধজ্ঞানরহিততা (Stupor) এবং প্রলাপ, প্রধানতঃ রাত্রিতে, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক স্বপ্ন দেখা; কোন বিষয়ে চিন্তাকরায় অশক্তি।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরের দুর্ব্বলতা, প্রধানতঃ নিম্নাঙ্গ এবং হাঁটুর ; মাথায় ভারিবোধ এবং উহাতেচাপিয়া ধরার ন্যায় ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা (কোনায়াম্, জেল্‌স্, হাইড্রাষ্ট্) ; কপালে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাসিকার গোড়ায় চাপাবোধ (একন্, ক্যালী-বাই) ; মাথা বড় এবং ভারি বলিয়া অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ও মুখমণ্ডলে অবশবোধ ; মস্তিষ্কে টাটানি, মাথা হেঁট করিয়া উপুড় হইলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; মাথার উপরিভাগ যেন উড়িয়া যাইবে এরূপ অনুভূত হয় (সিমিসিফ্); মাথার পশ্চাৎভাগে থেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় ঘুশঘুশে বেদনা ; অবসন্ন কারক ঘুশ্‌ঘুশে মাথাধরা (কোনায়াম্, ডাল্‌ক্, জেল্‌স্, হাইড্রাষ্ট্) ; মাথা যেন ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া উড়িয়া গিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, যাহা রোগী (স্ত্রীলোক) কুড়াইয়া একত্রিত করার প্রয়াস পায় (ষ্ট্রামন্)।

চক্ষু। চক্ষুর গোলক টাটান ; চক্ষুর গোলকে টাটানি এবং উহার সঞ্চালনে অশক্তি ; (ব্রাই, সিমিসিফ্)।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং লোহিত জ্বরে টল্‌টলে, হাইয়ের রঙ্গ বিশিষ্ট এবং উষ্ণ, কাল্‌চে লালবর্ণ ও অত্যন্ত উত্তেজক।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁত এবং ওষ্ঠ কাল্‌চে ময়লা দ্বারা আবৃত (Sordes) (এইলান্থ্, রাস্ টক্স্) ; জিহ্বার মধ্যভাগ হরিদ্রাভ ; জিহ্বা প্রথমতঃ সাদা এবং উহার মধ্যে লাল দানার ন্যায় কুঁকুড়ি ও তৎপর মধ্য ভাগ কটাবর্ণের লেপযুক্ত এবং উহার পার্শ্ব বা ধার কাল্‌চে লালবর্ণ ও উজ্জ্বল ; জিহ্বা শুষ্ক এবং উহার মধ্য ভাগ কটাবর্ণ (প্লাম্বাম্ ; জিহ্বা কটা এবং ক্ষতযুক্ত (এপিস্, আর্স, রাস্ টক্স) ; মুখে প্রচুর, কতক পরিমাণে আটাল, স্বাদ শূন্য, লাল উঠা, গাল গহ্বরে পচাযুক্ত ক্ষত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে লাল উঠা (মার্ক্, নাইট্রিক্-আসি) ; জ্বর রোগে জিহ্বা এবং মুখগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক (একন্, আর্স, ব্রাই) ; মুখে পচা দুর্গন্ধ, (আর্নিকা, হিপ্-সাল্‌ফ্, আয়োড্, ক্রিয়োজ্, নাইট্রিক্-আসি, পালস্) ; মুখে মলের ন্যায় গন্ধ ; মুখে তিক্ত স্বাদ অথবা কোন স্বাদ থাকে না (বোরাক্স্, বাই, হিপ্-সাল্‌ফ্) ; চাঁচিলে যেরূপ হয়, জিহ্বায় সেরূপ অনুভূত হয় ; গলার মধ্যের

সঙ্কোচন বা উহাতে আঁটাবোধ, যাহার দরুণ বারম্বার ঢোক গিলিবার ইচ্ছা হয় (আর্স, বেল, হায়োস); মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ কালচে লালবর্ণ (নেক্স) এবং উহাতে কালচে পচা ক্ষত (মিউর-আস, ক্যালী-বাই); টনসিল্‌ (Tonsils) এবং কর্ণমূলস্থ গ্রন্থির স্ফীতি; কিন্তু উহাতে বেদনা থাকে না ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বলক্ষয়; ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria), যাহার দরুণ আক্রান্ত স্থানে পচাযুক্ত ঘা হইয়া কালচে এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয় (ক্যালী-বাই)।

পাকস্থলী এবং উদর। পাকস্থলী যেন পড়িয়া নেতা পানা হয় (সিমিসিফ, হাইড্রাষ্টি, ইগ্নেস, সিপিয়া, সালফ); ক্ষুধাশূন্যতা। যকৃতে বেদনা এবং তদ্দরুণ যকৃতের পিত্তাধারে এত প্রবল বেদনা হয়, যে উহার দরুণ রোগী চলিতে পারে না; যকৃতের পিত্তাধারে অনবরত বেদনা (বার্বেরিস); ডাইন শ্রোণী প্রদেশে (Right Iliac Region) অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানি (ব্রাই, চায়না, ক্যাল্প), এবং চাপিলে উহাতে ঘড় ঘড় শব্দ হয়; চালিলে উদর প্রদেশস্থ পেশীতে অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানির উদ্রেক হয়।

মল এবং মলদ্বার। বারম্বার অল্পপরিমাণ, তরল, কালচে এবং ক্ষত কারক, দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ (আর্স); অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, দুর্ব্বলকারক উদরাময় (আর্স); ঘোলাটিয়া এবং প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা মিশ্রিত মল ত্যাগ, কিন্তু উহার সঙ্গে বেদনা যন্ত্রণাদি কিছুই থাকে না; কালচে কটাবর্ণ, রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া এবং বিকারের লক্ষণ (আর্স): আমাশয় এবং টাটকা রক্ত বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে অত্যন্ত বেদনা, দাস্তের সময় এবং উহার পর অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া (মাক)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রত্যাগের সময় মূত্র নালীতে জ্বালানুভব (একন, আর্স ক্যান্থ); মূত্র পরিমাণে অল্প এবং কালচে লালবর্ণ (একন)।

শ্বাসযন্ত্র। ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে শ্বাস কষ্ট, বিছানায় বসিয়া থাকিলেও যাহার উপশম হয় না ও যাহার দরুণ বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের আশায় রোগী ঘরের জানালার নিকট যাইতে বাধ্য হয় (সালফ); পূর্ণ নিশ্বাস টানিতে অশক্তি এবং শ্বাস যন্ত্রের শক্তির অভাব বা হ্রাস; শ্বাস কষ্টের দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং রোগী ফুস্‌ফুসে

অত্যন্ত আঁটা অনুভব করে, যাহার দরুণ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করার অত্যন্ত ইচ্ছা হয় (আর্স, কার্ব্বো-বেজ, সাল্ফ); বুকে সঙ্কোচন এবং কষ্টানুভব ও ডাইন ফুস্ফুসে বেদনা।

নাড়ী। নাড়ী প্রথমতঃ অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং তৎপর মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং লুপ্ত প্রায় হয়।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবাদেশস্থ পেশী শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহাতে সঞ্চালন শক্তি থাকে না; পৃষ্ঠদেশ এবং কুঁচ্কি অত্যন্ত শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ও উহা অত্যন্ত কন্ কন্ করে; অনেকক্ষণ চলিয়া বেড়ানের পর বা অনেকক্ষণ মাথা হেট্ করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, গুহ্যদ্বারের ঠিক উপরিভাগে সেরূপ ক্লান্তি, চাপা এবং ঘুশ্ঘুশে বেদনানুভব, যাহা অতি শীঘ্রই কুঁচ্কির চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান এবং ডাইন পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সন্ধিতে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁৎলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং তদ্দরুণ উহার সঞ্চালনে অশক্তি (আর্ণিকা, রাডোড, রুটা); হাত স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া অনুভূত হয়; বাহু এবং পায় কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কন্কনানি; বাম বাহু এবং হাতে অবশবোধ ও উহাতে কুট্কুটানি; পায়ের ডিমে কসিয়া ধরার ন্যায় অত্যন্ত প্রবল বেদনা বা যাতনা; হাত পা ইত্যাদি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং কাঁপে।

জ্বর। বহির্বায়ুতে শীতবোধ; পৃষ্ঠদেশ এবং নিম্নাঙ্গে শীতবোধ; সমুদয় শরীর উষ্ণ ও শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে শীত, যাহা পৃষ্ঠদেশের উপরি এবং নিম্ন ভাগেই অধিক অনুভূত হইয়া থাকে; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার, বা যে প্রকার জ্বরে মস্তিষ্ক অধিক আক্রান্ত হয় এবং রোগী বারম্বার প্রলাপ বকে ও মধ্যে মধ্যে অচেতন হওয়ার ন্যায় ঘুমাইয়া পড়ে; যাতনার দরুণ ঘর্ম্ম হইয়া যাতনাদির কতক উপশম হয়; মুখমণ্ডল এবং কপালে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম; কথা বলিতে বলিতে বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে গভীর নিদ্রা আসিবে; মাথা যেন ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া উড়িয়া গিয়াছে এরূপ অনুভূত হওয়ার দরুন রোগী উহা কুড়াইয়া একত্রিত করার প্রয়াস

পায়; মুখমণ্ডল কাল্চে লালবর্ণ এবং অত্যন্ত উদ্বেগযুক্ত; পেশীতে টাটানি এবং বিছানা কঠিন অনুভূত হওয়া (রাস্টক্স্, আর্ণিকা); বিকারের লক্ষণাক্রান্ত আরক্ত-জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে ক্ষত, মুখে দুর্গন্ধ, জিহ্বা শুষ্ক ও ক্ষতযুক্ত এবং বমন।

নিদ্রা। সামান্য রকমের অচেতনতা এবং উহার সঙ্গে প্রলাপ বলা; রোগীর নিকট কথা বলিলে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে (হায়োস্); রাত্রি ২টা বা ৩টা পর্য্যন্ত ঘুম ভাল হয় এবং তৎপর প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রোগীর ঘুম হয় না, যাহার দরুণ সে ক্রমাগত ছট্ফট্ করে; সর্ব্বদা ঝিমান এবং তদ্দরুণ অবসন্ন বা ক্লান্তিবোধ; চক্ষু অর্দ্ধ খোলা রাখিয়া ঘুমানের ভাব; নিদ্রাশূন্যতা বা অস্থির নিদ্রা এবং তদ্দরুণ ঘুমেরঘোরে ভয়ানক স্বপ্ন দেখা।

চর্ম্ম। চর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত জ্বালানুভব (আর্স্); গায় হাম বা আমবাতের ন্যায় ফুস্কুড়ী (একন্, আণ্টি-ক্রুড্, কফিয়া, পাল্স্)।

ব্যবহার। আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকারের প্রথমাবস্থা এবং সকল প্রকারের বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ও দুর্ব্বলকারক জ্বর এবং অন্যান্য রোগের প্রথমাবস্থা; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত, প্রধানতঃ মুখগহ্বরে; ডিপ্থিরিয়া; মুখে ঘা: পাকস্থলীর প্রদাহ এবং উহাতে বেদনা; মুখে পচাযুক্ত ঘা (Cancrum oris); সামান্য এবং বিকারের লক্ষণাক্রান্ত রক্তামাশয়; একজ্বর; পিত্ত-জ্বর; যক্ষা কাশে পূঁয নিঃসরণ হেতু জ্বর বা হেক্টিক ফিবার (Hectic Fever); উদরাময়; রক্তামাশয়; মস্তিষ্ক ও কসেরুকা মজ্জাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Cerebro-Spinal Meningitis)।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অস্থিরতা, ভাল ঘুম না হওয়া (একন্, আর্স্, রাস্টক্স্), অবসাদবোধ এবং শয়ন করিয়া থাকার ইচ্ছা; সমুদয় শরীরেই মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁত্লিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা বা যাতনা ও ক্লান্তিবোধ (আর্ণিকা, চায়না); দুর্ব্বলতা এবং শরীর কম্পন; নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা; গায় চাপিয়া বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (বেল্, মেজিরিয়াম্, নাক্স্-বম্, রাস্টক্স্); সমুদয় অংশের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী হইতে নিঃসরণই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (কার্ব্বো-বেজ্); ডাইন অংশই অধিক

আক্রান্ত হয় (বেল্, আইরিস্, লাইকোপ্); নড়া চড়াতে অসুখের বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে অসুখের উপশম (একন্, ব্রাই, মার্ক্) ইত্যাদি. ব্যাপ্টিসিয়ার কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। জ্বর-বিকার এবং বিকারের লক্ষণাক্রান্ত শিশুগণের স্বল্প বিরাম জ্বরে ব্যাপ্টিসিয়ার কার্য্যের সঙ্গে জেল্সিমিয়ামের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। জ্বর রোগে ব্যাপ্টিসিয়ার কার্য্যের সঙ্গে ব্রাইওনিয়া, মিউরিয়াটিক্ আসিড্ এবং রাস্টক্সের সাদৃশ্য আছে। এতভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ব্যাপ্টিসিয়ার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, আর্নিকা, হায়োসীয়েমাস্, মার্কিউরিয়াস্, নাইট্রিক্ আসিড্ এবং ওপিয়ামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। ১ম দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক সময় মূল আরোক দ্বারা মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের ৩, ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। লেখক কখনও উক্ত ক্রমগুলি ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব উহার গুণাগুণ সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না।

ব্যারাইটা কার্ব্বোনিকা,—ব্যারাইটা কার্ব্ব্

(BARYTA CARBONICA,—BARYT.-CARB.)

ইহাকে কার্ব্বোনেট্ অব্ বেরিয়াম্ও (Carbonate of Barium) বলিয়া থাকে। কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আনত কার্ব্বোনেট্ অব্ বেরিয়াম্ ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে সুগার অব্ মিল্ক্ এর সহিত মিশ্রিত করিয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা মস্তিষ্ক এবং গ্যাংগ্লিয়োনিক্ স্নায়ুমণ্ডলকে (Ganglionic system of nerves) উত্তেজিত এবং অবসন্ন করিয়া শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে, যাহার দরুণ অকালে শরীর রুগ্ন এবং বৃদ্ধ বয়সের ন্যায় চল্ চলে বা শিথিল হয়। লিম্ফেটিক্

গ্রন্থির (Lymphatic glands) উপরও ইহার বিশেষ কার্য্য আছে। এই কার্য্যের ফল গলার মধ্যের লিম্ফেটিক্ গ্রন্থিতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তালুকার পার্শ্বস্থিত গ্রন্থিদ্বয় (Tonsils) আক্রান্ত হওয়া উক্ত কার্য্যের এক বিশেষ উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। কোন বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়াতে অশক্তি এবং তদ্দরুণ অনবরত মত পরিবর্ত্তন করা (ইগ্‌নেস্); ভ্রম, বা স্মরণ শক্তির অত্যন্ত হ্রাস বা বিনাশ, যাহার দরুণ কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ উহা ভুলিয়া যাইতে হয় (আর্ণিকা)। অত্যন্ত শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতা ও ছেলে মানুষের ন্যায় স্বভাব; বৃদ্ধ বয়সে অত্যন্ত শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতা; স্মরণ শক্তির অত্যন্ত হ্রাস; শিশুকে কোন কথা শিখাইলে তাহার সে কথা স্মরণ থাকে না (ক্যাল্ক্-ফস্); আপনার উপর বিশ্বাস থাকে না; অপরিচিত লোকের ভয়; রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন অন্যে তাহার কার্য্য দেখিয়া দোষ গুণ বিচার করিবে এবং হাসিবে; রোগী (শিশু) খেলা করিতে চাহে না; রাগের উদ্রেক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভীকতা।

মস্তক। সংন্যাশ রোগ, মাথা ঘোরা; শিশুর ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট বৃদ্ধের উক্তরোগ; সূর্য্যের উত্তাপে দাঁড়াইলেই মাথার উপরিভাগে চাপিয়া বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা যাহা সমুদয় মাথায় বিস্তৃত হয়; মাথায় টাক পড়া বা মাথার তালুর চুল পড়িয়া যাওয়া (জিঙ্ক্); যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় মাথার সে পার্শ্বে বেদনা বা যাতনা এবং টাটানি, চুলকাইলে যাহার বৃদ্ধি হয়; শিশুগণের মুখমণ্ডলে কল্‌তানি বিশিষ্ট বা মরা চর্ম্ম বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, গ্রাফ্, হিপ-সাল্‌ফ্, লাইকোপ্); মাথায় জল পূর্ণ আব (Tumour)।

চক্ষু। দৃষ্টিহীনতা; একখানি পাতলা বা সরু কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ঝাপ্সা দেখা (কষ্ট্, ফস্); চক্ষু প্রদাহ এবং তদ্দরুণ চক্ষে শুষ্ক বোধ; চক্ষুর তারা ক্রমান্বয়ে একবার সঙ্কুচিত হয় এবং একবার বিস্তৃত হয়।

কর্ণ। ডাইন কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থি স্ফীত এবং স্পর্শনে বেদনাযুক্ত হয়;

কানের মধ্যে কসিয়া ধরা বা সুড় সুড় করার ন্যায় যাতনা ; কানে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে ডাইন কানের সম্মুখ ভাগস্থিত হাড়ে ছিদ্র করা বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; কানের মধ্যে চুলকানি ; হাঁচিবার সময়, গিলিবার সময় অথবা তাড়াতাড়ি চলিবার সময় কানের মধ্যে কেড় কেড় শব্দ হওয়া (গ্রাফ্) ; প্রবলবেগে নাক ঝাড়িবার সময় কানে শব্দের প্রতিধ্বনী শুনিতে পাওয়া যায়।

নাসিকা। নাকের মধ্যের অনিবার্য্য শুষ্কতা ; নাক দিয়া গাঢ় হরিদ্রা-বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন (এইলান্থ্) ; সন্ধি এবং উপরের ওষ্ঠ স্ফীত ; শিশুগণের মোটা পেট (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্) ; বারম্বার নাক দিয়া রক্ত পড়া।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা বা কিকা এবং শোথের ন্যায় টলটলে ও স্ফীত (আর্স্) ; মাকড়ের জাল পড়িয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মুখমণ্ডলে সেরূপ কসিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয় (আলাম্, ব্রোমিন্, গ্রাফ্) ; মুখ বুজিবার সময় মাড়ির হাড়ের সন্ধিতে বেদনানুভব।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা আবড় খাবড় লেপযুক্ত ; জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা এবং চিড়িক মারা ; জিহ্বা ক্ষত এবং ফাটাযুক্ত ; জিহ্বার পক্ষাঘাত এবং তজ্জন্য কথা বলিতে অশক্তি (কষ্টি, জেলস্) ; মুখ-গহ্বরের মধ্যে ফোস্কার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গালের মধ্যে এবং তালুকারই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ; মুখের মধ্যে প্রচুর কঠিন তন তনে শ্লেষ্মার সঞ্চার ; মুখগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আর্স্, ব্রাই)। কোন দ্রব্য বা ঢোক গিলিবার সময় গলার মধ্যে জ্বালা এবং চিড়িক মারা, প্রত্যেকবার ঠাণ্ডা লাগিলেই টন্সিল (Tonsils) প্রদাহ যুক্ত হইয়া উহাতে পূঁয হওয়ার উপক্রম হয় (হেপ্ সাল্ফ্) ; টন্সিলের পুরা-তন আকারের বৃদ্ধি এবং কঠিনতা (ক্যাল্ক্ কার্ব্) ; গলার মধ্যের সঙ্কোচন ; ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ যেন লাগিয়া রহিয়াছে গিলিবার সময় গলার মধ্যে এরূপ অনুভূত হয় (বেল্, ক্যালী-বাই, হেপ্-সাল্ফ্) ; হন্বাস্থির নিম্নভাগস্থিত গ্রন্থির অত্যন্ত কষ্টদায়ক স্ফীতি এবং কঠিনতা (এরাম্, ক্যাল্ক্-কার্ব্, আয়োড, রাস্টক্স্, নেট্রাম-কার্ব্ব)।

পাকস্থলী এবং উদর। ক্ষুধা বোধ হয় বটে, কিন্তু কোন দ্রব্য

খাইতে রুচি থাকে না; পাকস্থলীতে দুর্ব্বলবোধ, আহার করিলে যাহা দূরীভূত হয়; এক খানি পাথর চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ ভারি বোধ (আস্, ব্রাই, মার্ক, পাল্স্), উদ্গার উঠিলে যাহার উপশম হয়; পাকস্থলীতে অত্যন্ত টাটানি, প্রত্যেকবার পা বাড়াইলেই যাহা অধিক বেদনাযুক্ত হয়; পাকস্থলীতে অত্যন্ত টাটানি, যাহার দরুণ আহারের সময় মনে হয় যেন আহার দ্রব্য ক্ষতযুক্ত স্থানের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে; উদর স্ফীত, বিস্তৃত এবং কঠিন (আর্স, মার্ক, ল্যাক্); বিছানায় পাশ ফিরিবার সময় মনে হয় যেন অন্ত্র উদরের মধ্যে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে ধপ্ করিয়া হঠাৎ পড়িয়া যায়।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রী সহবাসের শক্তির হ্রাস (আগ্নাশ); স্ত্রীসহবাসের শক্তির বৃদ্ধি (আগারিকাশ্)।

শ্বাসযন্ত্র। নাক দিয়া ধূম টানিলে যেরূপ হয়, কণ্ঠনালীতে সেরূপ অনুভূত হয় (নেট্রাম্-আর্স, ব্রোমিন্), অথবা আল্কাতরার গন্ধ প্রবেশ করিয়া কণ্ঠনালীতে এই প্রকার অনুভূত হয়; বৃদ্ধ বয়সে শ্বাসরোধক শ্লৈষ্মিকরোগ; ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত হওয়ার উপক্রম হওয়া; গলার মধ্যে খশ্খশে এবং সুড় সুড় করার দরুণ আক্ষেপিক কাশি (নাক্স-বম্), সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত যাহার বৃদ্ধিহয়; কাশিবার সময় বুকেরমধ্যে টাটানি (আর্ণিকা)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড় এবং মাথার পশ্চাৎভাগের গ্রন্থির স্ফীতি (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, কার্ব্বো-বেজ্, আয়োড্); ঘাড়ে শক্ত বোধ বা উহা নোয়ানে অশক্তি; কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। বাহুতে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বোগলের গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিনতা (সাইলিসি); বাম পায়ে আগা গোড়া কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; হাটুর সন্ধিতে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; পায়ের পাতায় দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম (নাইট্রিক্-আস্, সিপিয়া)।

নিদ্রা। রাত্রিতে বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া; রোগী অত্যন্ত গরম বোধ করে; পায়ের পাতায় মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়।

চর্ম্ম। গ্রীবাদেশে চর্ব্বি বিশিষ্ট আব (Fatty tumours); শরীরের

স্থানে স্থানে জ্বালা এবং কুট্‌কুটানি ; গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিনতা (ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব্‌, আয়োড্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, গ্রাফ্‌); শরীরের স্থানে স্থানে কল্‌তানি বিশিষ্ট ক্ষত ; গায় আঁচিল (Warts) (থুজা)।

ব্যবহার। তালুকার পার্শ্বস্থিত গ্রন্থি দ্বয়ের প্রদাহ (Tonsillitis); উহার বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা ; গ্রন্থির প্রদাহ, স্ফীতি এবং ক্ষত ; শরীর অকালে বৃদ্ধের ন্যায় চল্‌চলে হয় ; বৃদ্ধ বয়সে সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত ; ধ্বজ-ভঙ্গ ; হিষ্টিরিয়া ; হাপানি কাশি ; চর্ব্বিবিশিষ্ট আব (Fatty Tumours) ; আঁচিল (Warts) ইত্যাদি অসুখে ব্যারাইটা কার্ব্বোনিকা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শরীরে ক্লান্তি এবং ভারিবোধ ; বৃদ্ধ বয়সে মানসিক এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা, ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য না হওয়া (ককিউলাস্‌, সিপিয়া, সাইলিসি) ; শরীরের এক (বাম) পার্শ্বে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম ; শরীর খাট (বামনের ন্যায়) ; মানসিক এবং শারীরিক পরিপোষণের বিকৃতি বা অভাব ; বৃদ্ধবয়সে বামনদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ; গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের অসুখ, প্রধানতঃ যে সকল রোগীর সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই টন্‌সিল্‌ প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত হয় ; বাম দিকই অধিক আক্রান্ত হয় ; প্রাতঃকালে, বসিয়া থাকিলে, রোগের লক্ষ-ণাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, আক্রান্ত স্থান ধুইলে বা ভিজাইলে, বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করিলে অসুখের বৃদ্ধি এবং বাহির্বায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে অসুখের উপশম ইত্যাদি ব্যারাইটা কার্ব্বোনিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ব্যারাইটা কার্ব্বোনিকার কার্য্যের সঙ্গে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, মার্কিউরিয়াস্‌, সাইলিসিয়া, আলাম্‌, বেলা-ডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া আয়োডাইড্‌, কষ্টিকাম্‌, চায়না, জেল্‌সিমিয়াম্‌, আয়োডিন্‌, ফস্ফরাস, সিপিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আণ্টিমোনিয়াম্‌ টার্টারিকাম্‌, বেলেডোনা, ক্যাম্ফার, ডাল্‌কেমেরা, জিঙ্কাম্‌ ইত্যাদি ব্যারাইটা কার্ব্বোনিকার প্রতি ষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় কার্ব্বোনেট অব্‌ বেরিয়াম্‌ দ্বারা বিষাক্ত হইলে সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ সোডা অথবা ম্যাগ্‌নেসিয়া ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। টন্‌সিলের পুরাতন আকারের প্রদাহ এবং কঠিনতাতে ৬ষ্ঠ শততমিক ক্রমের আরোক বিশেষ উপকারী। টন্‌সিল্ প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত হইয়া উহাতে পূঁয এবং ক্ষত হইলে, ১২ ডাইলুশন অপেক্ষাকৃত অধিক উপকারী। টন্‌সিলের পুরাতন আকারের প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধিতে একটী ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালকের চিকিৎসায় ৩০ ডাইলুশন, প্রতি দিন প্রাতে ১ মাত্রা, এবং তৎপর ২০০ ডাইলুশন ১ দিন অন্তর এক দিন এক মাত্রা, এই প্রকার ৩ সপ্তাহকাল ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

ক্যাক্টাস গ্রাণ্ডিফ্লোরাস,—ক্যাক্ট্

(CACTUS GRANDIFLORUS,—CACT.-GRAND)

মেক্সিকো এবং ওয়েষ্ট্ ইণ্ডিয়া দ্বীপে এই গাছ স্বভাবতঃ অধিক জন্মিয়া থাকে। ফুল ফুটিলে এই গাছের ফুল এবং ফুলের নিকটবর্ত্তী কোমল পাতা এবং ডাঁটা সংগ্রহ করিয়া যথানিয়মে প্রুফ্ স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। নেপেল্‌স্ নিবাসী ডাক্তার রুবিনী (Dr. Rubini), যিনি এই ঔষধ প্রথম পরীক্ষা করেন, তাঁহার মতে এই গাছ যে স্থানে জন্মে সে স্থানে প্রস্তুত করা মূল আরোকই আমাদিগের ব্যবহার করা উচিত।

সাধারণ ক্রিয়া। হৃৎপিণ্ড এবং ধমনির চক্রাকারের সূত্রের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রাদির উত্তেজনা, অতিরিক্ত স্পর্শজ্ঞান, স্নায়ুশূল, আক্ষেপ এবং হৃৎস্পন্দন হইয়া থাকে। নিউমোগ্যাষ্ট্রিক্ স্নায়ু (Pneumogastric nerve) দিয়া হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস এবং পাকস্থলীর উপর কার্য্য করিয়া ইহা অজীর্ণ রোগ, পাকস্থলীর অম্লরোগ এবং ফুস্ফুসের সঙ্কোচন হাঁপানি কাশি উৎপাদন করে। এক খানি লৌহের পাতা দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে, প্রধানতঃ হৃৎপ্রদেশে, সেরূপ আঁটাবোধ হওয়া ক্যাক্টাসের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা কার্য্যের ফল মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। বিমর্ষ ভাব; নিস্তব্ধভাব এবং মনরোগ বা হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস্

(Hypochondriasis); কাঁদিবার অনিবার্য্য ইচ্ছা (লাইকোপ, নেট্রাম্, নাক্স-মস্ক, প্লাটিনা, পাল্স); সর্ব্বদা কাঁদা, রোগী জানে না সে কেন কাঁদে।

মস্তক। একটী ভারি বস্তু চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মাথার উপরিভাগে সেরূপ ভারি এবং চাপিয়াধরবার ন্যায় অনুভূত হয় (আলোজ্), চাপিয়া ধরিলে যাহার উপশম হয় এবং গোলমাল ও আলোকে যাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্); মাথার দপ্দপিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ডাইন পার্শ্বে অত্যন্ত চাপা বোধ।

নাসিকা। নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব (বেল্, হামামেলিস্); তরল সর্দ্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে ক্ষতকারক তরল শ্লেষ্মা নির্গমন (এরাম্, লাইকোপ, কালী-বাই)।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল পিটী বা ছিক্‌কা; মুখমণ্ডলের ডাইন অংশের পুরাতন আকারের স্নায়ুশূল, নড়াচড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয়।

গলারমধ্য। আহার বহা গলনালীর ঠিক উপরিভাগের সঙ্কোচন, যাহার দরুণ গিলিবার ব্যাঘাত জন্মে (আলাম্, বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); বারম্বার ঢোক বা লাল গিলা (বেল্)।

পাকস্থলী। পাকস্থলীর সঙ্কোচন এবং উহাতে ভারিবোধ ও দপ্দপানি (পাল্স); রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন তাহার পেটে এক গাছি রসি কসিয়া বাঁধিতেছে (নাক্স-বম, প্লাটিনা); প্রচুর পরিমাণে রক্ত বমন; গলার মধ্য এবং মুখে টক জল উঠে, যাহার দরুণ আহার দ্রব্য টক লাগে; পাকস্থলীতে জালা এবং দপ্দপানি।

মল। মল কঠিন এবং কাল; প্রাতঃকালে উদরাময়, মল শ্লেষ্মা এবং পিত্তমিশ্রিত, জলবৎতরল; প্রচুর পরিমাণে রক্ত ভেদ (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ক্যাক্টেরিলা, হামামেলিস); গুহ্য দ্বারে অত্যন্ত ভারি এবং চাপা বোধ (সিপিয়া); গুহ্যদ্বারে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত অর্শের বলী।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রাধারের গ্রীবায় সঙ্কোচন (ক্লিমেটিস, পিট্রোল্); মূত্রনালীতে জ্বালা, যাহার দরুণ বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়; ফোঁটায় ফোঁটায় মূত্র নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রনালীতে জ্বালানুভব (কোনায়াম্); মূত্র পাসের রঙ্গের ন্যায় এবং উহাতে লাল বালির ন্যায়

জলানি পড়ে (লাইকোপ্, সাইলিসি); বক্র মূত্রত্যাগ (ইপিকাক্, মিলিফোলিয়াম্, নাইট্রিক্-অ্যাসি, সিকেল)।

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীলোকের জরায়ু এবং ডিম্বকোষে দপ্দপিয়া বেদনা; জরায়ু প্রদেশে সঙ্কোচন; অত্যন্ত কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful menstruation) (ক্যাক্ট, কুপ্রাম্, ম্যাগ্-ফস্, সিমিসিফ); নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে রজঃস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র। আক্ষেপিক কাশি এবং গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন; সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিবার সময় শ্বাস কষ্ট (একন্, অ্যানাকার্ড, আর্স, ক্যাক্-কার্ব); সন্নিপাত কাশি এবং তদ্দরুণ গলা দিয়া আটাল শ্লেষ্মা নির্গমন, বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়্ঘড়ী (অ্যান্টি-টার্ট, ইপিকাক্); রোগী বিছানায় স্বাভাবিক ভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না; বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, বুকে সেরূপ আঁটা বোধ, যাহার দরুণ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে (আর্স, ফস্); শ্বাসকষ্ট, যাহার দরুণ মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধ হইয়া রোগী মূর্চ্ছিত হওয়ার উপক্রম হয়, মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম হয় এবং নাড়ী লুপ্ত হয় (ভিরেট্-অ্যাল্ব); শ্বাসকষ্ট: সঙ্কুচিত হইলে বা ঘাটিয়া ধরিলে যেরূপ হয়, বুকে ক্রমাগত সেরূপ যাতনা (আর্স, লিলিয়াম্ টাইগ্রি, ফস্), যাহার দরুণ মনে হয় যেন বুক একখানি লৌহের পাত দিয়া কসিয়া বাঁধা রহিয়াছে; বুকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, যাহার দরুণ শয়ন করিয়া থাকার ব্যাঘাত জন্মে; হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ডে ঘাটিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয়; বক্ষাস্থির মধ্যভাগে অত্যন্ত ঘাটিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয়, যাহার দরুণ মনে হয় যেন বুক কোন একটী লৌহ নির্ম্মিত চাপা দেওয়ার যন্ত্র দিয়া চাপা দেওয়া হইয়াছে, যাহার দরুণ শ্বাসকষ্ট হয় এবং নড়াচড়াতে শ্বাস কষ্টাদির বৃদ্ধি হয়।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপিণ্ডে আঁটাবোধ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড এক খান লোহার পাত দ্বারা কসিয়া বাঁধা রহিয়াছে এবং যাহার দরুণ হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দনের ব্যাঘাত জন্মে (আর্ণিকা); হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত প্রখর বেদনা এবং সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয় (একন্, আর্ণিকা, ব্রাই, ক্যালী-কার্ব, নেট্রাম্-মিউর); হৃৎস্পন্দন (একন্, আর্স,

স্পাইজেলা, সাল্ফ), দিবা রাত্রি হৃৎস্পন্দন, চলিয়া বেড়াইলে, রাত্রিতে এবং বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; হৃৎপিণ্ডের উর্দ্ধাংশে (Apex) বেদনা যাহা সরিয়া যাইয়া বাম হাতের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; নাড়ী দুর্ব্বল; শ্বাসকষ্ট; হৃৎপিণ্ডের মধ্যপ্রদেশে মড়্মড়্ শব্দ হয় (Endocardial Murmurs): হৃৎপিণ্ডের বেগের অত্যন্ত আধিক্য; হৃৎ অগ্রপ্রদেশে চপ্ চপ্ শব্দের (Precordial duliness) অতিরিক্ত বৃদ্ধি; ভেণ্ট্রিকেলের (Ventricle) অত্যন্ত বিবৃদ্ধি; হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত দপ্দপানি, যাহার দরুণ হৃৎপিণ্ড কখন কখন অত্যন্ত ঘনঘন দপ্দপ্ করে, কখন কখন বিলম্বে বিলম্বে দপ্দপ্ করে।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। হাতের শোথ এবং স্ফীতি, বাম হাতেই যাহা অধিক হয়; পায়ের পাতায় শোথ যাহা হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (এপিস্)।

নিদ্রা। শরীরের নানা স্থানে দপ্দপানির দরুণ ঘুম হয় না; রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে প্রলাপ (ব্রাই); নিদ্রাশূন্যতা, যাহার কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

জ্বর। পৃষ্ঠদেশে শীতবোধ এবং হাত বরফের ন্যায় শীতল; ত্রৈকালিক আকারের সবিরাম বা পালাজ্বর, অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন যাহা এক সময়ে আইসে (সিনা); পূর্ব্বাহ্ন ১০ টার সময় সামান্য শীত বোধ এবং দাঁত দ্বারা খট্খট্, খট্খট্ শব্দ করা; শরীর অত্যন্ত উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন; পালাজ্বর যাহাতে শীত প্রতিদিন এক সময়ে (অপরাহ্ন ১টার সময়) আরম্ভ হইয়া তৎপর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, শ্বাসকষ্ট এবং জরায়ু প্রদেশে দপ্দপিনী বেদনা হয়, ঘর্ম্ম হয় না এবং অত্যন্ত পিপাসা বর্ত্তমান থাকে।

ব্যবহার। হৃৎপিণ্ডের তরুণ এবং পুরাতন আকারের অসুখ; তরুণ এবং পুরাতন বায়ুনল প্রদাহ, ফুস্ফুস প্রদাহ (Pneumonia); ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleurisy); রক্তোৎকাশ; বুকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; যকৃত প্রদাহ; ত্রৈকালিক সবিরাম বা পালাজ্বর; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful menstruation); তরুণ কর্ণ প্রদাহ

(Acute otitis); রক্ত বমন; পাকস্থলী এবং অন্ত্র প্রদাহ; (Gastritis and Enteritis); রক্ত মূত্রত্যাগ (Hæmaturia); হৃৎস্পন্দন; হৃদ্বাহ্যাবরক ঝিল্লীর তরুণ প্রদাহ (Acute Pericarditis); হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি জনিত অসুখ; হৃৎ কপাটের অসুখ জনিত যাতনা; হৃৎস্নায়ুশূল বা হৃদ্বেদনা (Angina Pectoris) ইত্যাদি অসুখে ক্যাক্টাস্ ব্যবহার্য্য। আভ্যন্তরিক ধমনির প্রদাহ এবং বিস্তৃতিতেও (Aneurism) ক্যাক্টাস্ বিশেষ উপকারী বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক বলেন। ডাক্তার লিপি (Dr. Lippe) বলেন যে অতিরিক্ত রক্তস্রাব জনিত শিরঃ পীড়ার চিকিৎসায় ক্যাক্টাস্ ব্যবহারে তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন। যোনি দ্বারের আক্ষেপ এবং বক্ষ ও উদর কোটরের মধ্যবর্ত্তী গোল পেশীর (Diaphragm) বাত রোগে ক্যাক্টাস্ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শরীরের স্থানে স্থানে আঁটাবোধ, বিশেষতঃ হৃৎপ্রদেশে, যাহার দরুণ মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থান এক খানি লৌহ নির্ম্মিত হাত বা পাত দ্বারা কসিয়া বাঁধা রহিয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে (উদরাময়), রাত্রিতে (হৃৎস্পন্দন, মাথা ধরা), বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে (হৃৎস্পন্দন), আহারের পর (পাকস্থলীতে ভারি বোধ) অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্যাক্টাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। আক্রান্ত স্থান একখানি লৌহনির্ম্মিত হাত ব পাত দিয়া কসিয়া বাঁধা থাকার ন্যায় অনুভূত হওয়া ক্যাক্টাসের একটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ক্যাক্টাসের কার্য্যের সঙ্গে একোনাইটের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার কার্য্য লেজার ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে ক্যাম্ফার, ডিজিটালিস্, স্পাইজেলিয়া ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্, ক্যাম্ফার, চায়না ইত্যাদি ক্যাক্টাসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। নেপেল্‌স্ নিবাসী ডাক্তার রুবিনী (Dr. Rubini) যিনি ক্যাক্টাস্ প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মতে হৃৎপিণ্ডের তরুণ প্রদাহ এবং উহার নাম্বিক অসুখে এই ঔষধের মূল

আরোক ব্যবহার্য্য। স্নায়বিক অসুখে ৬,১২ এবং ৩০ ডাইলুশন উপকারী। হৃৎপিণ্ডের তরুণ এবং পুরাতন উভয় প্রকার অসুখেই লেখক ১ম দশমিক ক্রম এক ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। উক্ত প্রকারের অসুখে তিনি ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমও কখন কখন ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্নায়বিক অসুখে কোন কোন চিকিৎসকের মতে ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন নিম্ন ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকারী। লেখক এই ঔষধের ১০০ বা ২০০ ডাইলুশন কখনও ব্যবহার করেন নাই, অতএব উহার উপকারীতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্ফরিকা,-ফস্ফেট্‌ অব্‌ লাইম্‌,-ক্যাল্ক্‌-ফস্‌

(CALCAREA PHOSPHORICA,-PHOSPHATE OF LIME,-CALC.-PHOS.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত ফস্ফেট্‌ অব্‌ লাইম্‌ ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে সুগার অব্‌ মিল্কের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয়। ৩য় শততমিক ক্রম হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। এই পদার্থ সকল প্রাণীর শরীরেই উৎপন্ন হয়, শরীরের যে যে অংশে ইহা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অস্থি, মস্তিষ্ক এবং গ্রন্থিতেই ইহা অধিক থাকে। ইহা উক্ত অংশের পরিপোষণ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া উহার ক্ষয় বা বিনাশ সংসাধন করে। গ্রন্থি এবং অস্থিই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণ অত্যন্ত চিড়্‌চিড়্‌ এবং খিট্‌খিট্‌ করে (ক্যাম্‌, সিনা); সমুদয় বিষয় ভুলিয়া যাওয়া; কোন প্রকারের মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তাতে অশক্তি।

মস্তক। মাথার উপরিভাগ দিয়া যেন কোন প্রাণী হামা দিয়া যাইতেছে এরূপ অনুভূত হয়, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথার পশ্চাৎভাগে বরফ লাগিয়া রহিয়াছে (ভিরেট্‌ আল্‌ব্‌); মাথা গরম, চুলের গোড়ায় যেন

চিড়িক মারে; মাথার হাড়ের জোড় বন্ধ হইতে গৌণ হওয়া বা জোড় এক বার বন্ধ হইয়া পুনরায় খুলিয়া যাওয়া (Open fontanelles) (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্); মাথার হাড় কোমল এবং পাতলা; কাগজ চাপিলে যেরূপ হয়, মাথা চাপিলেও সেরূপ শব্দ হয়, যাহা মাথার পশ্চাৎ ভাগেই অধিক হয়।

চক্ষু। আলোক, প্রধানতঃ মোমবাতি বা গ্যাসের আলোক চক্ষে সহ্য হয় না বা চক্ষে লাগে।

কর্ণ। কানে গান করা বা অন্যান্য রকমের শব্দ হয় (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্); কানের মধ্য এবং বহির্দেশ স্ফীত, লালবর্ণ, ক্ষতযুক্ত, চুলকানি বিশিষ্ট এবং উষ্ণ; কান দিয়া ক্ষতকারক নিঃসরণ।

নাসিকা। সর্দ্দি; শীতল ঘরে নাক দিয়া প্রচুর তরল শ্লেষ্মা নির্গমন (পাল্স্); উষ্ণ বাতাসে এবং বহির্বায়ুতে নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন বন্ধ হয়; অপরাহ্নে নাক দিয়া রক্ত পড়া; বড় খাড়া রকমের নাসা বা নাকড়া।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলে বেদনা, উপরের মাড়ির হাড়েই যাহা অধিক অনুভূত হয় এবং যাহা ডাইন হইতে বাম দিকে বিস্তৃত হয়; উপরের ওষ্ঠ স্ফীত (বেল, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, সোরিনাম্), কঠিন, বেদনা এবং জ্বালাযুক্ত।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। শিশুগণের দাঁত উঠিতে গৌণ হওয়া (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হওয়া; জিহ্বার অগ্রভাগ ক্ষত এবং জ্বালাযুক্ত (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, কার্ব্বো-আনিমেল্, কলোস্, ক্যালী-কার্ব্ব্) এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী; প্রাতঃকালে মুখে তিক্ত স্বাদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরা (ব্রাই, নাক্স্-বম্, কার্ব্বো-আনিমেল্, পাল্স্, সাল্ফ্)। গলার মধ্যে টাটানি এবং কন্‌কনানি, গিলিবার সময় যাহা অধিক অনুভূত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। অপরাহ্ন ৭টার সময় অস্বাভাবিক ক্ষুধা; শিশু সমস্ত দিন স্তন দুগ্ধ পান করিতে চাহে; প্রত্যেকবার খাওয়ার সময়ই পেটে বেদনা বা যাতনার উদ্রেক হয়; মধ্যাহ্নে আহারের পর বুক জ্বালা এবং পাকস্থলীর অন্যান্য প্রকারের অসুখ (কার্ব্বো-আনিমেল্); উদ্গার উঠার পর উদরোর্দ্ধ প্রদেশে জ্বালানুভব; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে খালি খালিবোধ (ইগ্নেস); গলার খেকুর দিয়া শ্লেষ্মা তুলিবার সময় বমন; পাকস্থলীতে জ্বালা

এবং মুখে জল উঠা; পাকস্থলী যেন বিস্তৃত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়। নাভির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বেদনা বা যাতনা এবং টাটানি বা কন্‌কনানি, গুহ্য দ্বার দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণে যাহার উপশম হয়; উদরে জ্বালানুভব (একন্, আর্স্. ক্যাম্ব্); উদরে কর্ত্তনবৎ, চিন্‌চিনে বা প্রবল শূল বেদনার ন্যায় বেদনা এবং তৎপর উদরাময়।

মল এবং মলদ্বার। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় (আর্স্); রসাল ফলাদি খাইলেই উদরাময়; গুহ্যদ্বার দিয়া প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নিঃসরণ; গুহ্য দ্বারে টাটানি বা চড়্‌চড়ানি যাহা গুহ্য দ্বারের বহির্দ্দেশেই অধিক অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য দ্বারে সূচী বিধানের ন্যায়, জ্বালাযুক্ত এবং দপ্‌দপিয়া বেদনা বা যাতনা; গুহ্য দ্বারে চুলকানি (সাল্‌ফ্); গুহ্য দ্বারে নালী ঘা যাহা শুকাইলে বুকে নানা প্রকারের অসুখ প্রকাশ পায় (পর্য্যায়ক্রমে গুহ্যদ্বারে নালী ঘা এবং বুকের অসুখ)।

মূত্রযন্ত্র। কোন ভারি দ্রব্য উঠাইবার সময় বা নাক ঝাড়িবার সময় মূত্রকোষ প্রদেশে প্রবল বেদনা; অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

জননেন্দ্রিয়। গাড়ীতে চাপিয়া বেড়াইবার সময় পুরুষাঙ্গ খাড়া হয়, কিন্তু তদ্দরুণ স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা হয় না; গুহ্য দ্বার এবং অণ্ডকোষাধারের মধ্যবর্ত্তী স্থান (Perineum) হইতে পুরুষাঙ্গ পর্য্যন্ত আগাগোড়া বেদনানুভব; অণ্ডকোষের স্ফীতি; অণ্ডকোষাধারে (পোতায়) ক্ষত এবং উহা হইতে কল্‌তানি পড়া। স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রদেশে দুর্ব্বল বোধ এবং কষ্টানুভব, মল মূত্রত্যাগের সময়ই যাহা অধিক অনুভূত হয়; যোনির লোমযুক্ত স্থানে উপর দিকে চাপাবোধ; যোনির সমুদয় অংশেই সুড়্‌সুড়ী এবং দপ্‌দপানি ও তদ্দরুণ পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা; বালিকাগণের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তঃস্রাব; যুবতীগণের নিয়মিত সময়ের অনেক পর কাল্‌চে, অথবা প্রথমতঃ উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং তৎপর কাল্‌চে রক্তঃস্রাব; স্তনের দুগ্ধ লোন্‌তা হওয়ার দরুণ শিশু পান করিতে চাহে না; ডিমের লালের ন্যায় শ্বেত প্রদর নিঃসরণ (আমন্-মিউর, বোরাক্স্), স্তন স্পর্শনে অত্যন্ত টাটান (ব্রাই)।

শ্বাসযন্ত্র। স্বরভঙ্গ (একন্, হিপ্-সাল্ফ্, ফস্), যাহা দূরীভূত করার জন্য রোগী বারম্বার গলায় খেঁকুর দেয়; অনিচ্ছাপূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ (ইগ্নেস্, সিকেল্); শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং কষ্টকর; কষ্টে দাঁত উঠিবার সময় কাশি; সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত বুকের সঙ্কোচন এবং শ্বাস কষ্ট, শয়ন করিলে যাহার উপশম হয় এবং উঠিয়া বসিলে যাহার বৃদ্ধি হয়।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহাতে বাতের বেদনার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (রাস্-টক্স্) ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঢিমবোধ; সামান্য বাতাস লাগিলেই ঐ রকম হয়; ঘাড়ে খিল ধরার ন্যায় বেদনা যাহা প্রথমতঃ এক পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া অপর পার্শ্বে বিস্তৃত হয়; পৃষ্ঠদেশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে কন্‌কনানি বা বেদনা (সিমিসিফ্, পাল্স্); ভাঙ্গিলে যেরূপ হয়, কুঁচকির সন্ধির পশ্চাৎ এবং নিম্নভাগে সেরূপ বেদনা বা যাতনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। বৃষ্টিতে ভিজিয়া গাছা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমুদয় অংশে বেদনা যাহা আক্রান্ত অঙ্গে যেন সর্ব্বদা চলিয়া বেড়ায় (রাস্টক্স্); সমুদয় অঙ্গে কন্‌কনানি এবং উহাতে শ্রান্তিবোধ। স্কন্ধ এবং বাহুতে বাতের বেদনা; ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, হাতের নখের চতুর্দ্দিকে সেরূপ বেদনা, ডাইন হাতেই যাহা অধিক হয়। হাত পা নিম্নাঙ্গ অসাড়, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা, উদ্বেগ, যাহার দরুণ রোগী আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন করার পর ক্লান্তিবোধ, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা এবং উহাতে সুড় সুড় এবং কুট্ কুট্ করা; হাঁটুর উপরিভাগে বেদনা; চলিবার সময় পায়ের ডিমে খিল ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (একন্, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, নাক্স-বম্)।

নিদ্রা। অনবরত হাইতোলা এবং সমস্ত দিন ঘুমের অনিবার্য্য ইচ্ছা বা ঝিমান (নাক্স-মস্ক); প্রাতঃকালে সহজে ঘুম ভাঙ্গে না।

জ্বর। শীতবোধ এবং শরীরের স্থানে স্থানে হামা দেওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; রাত্রিতে শরীরের কোন কোন অংশে প্রচুর ঘর্ম্ম।

ব্যবহার। যে সকল অসুখে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা ব্যবহৃত

হইয়া থাকে, ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্ফরিকাও প্রায় সে সকল অসুখেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অস্থি এবং গ্রন্থির অসুখ; অভ্যন্তরিক যন্ত্রের স্ফোটক রোগ (Tuberculosis) এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ হেতু রোগ (Rachitis); হাড় ভাঙ্গিলে উহা পুনরায় জোড়া না লাগা; মস্তিষ্কের পুরাতন শোথ (Chronic Hydrocephalus); স্কুলের বালিকাগণের মাথা ধরা; শিশুগণের কষ্টে দাঁত উঠা; বাতরোগ; অজীর্ণ রোগ; শ্বেতপ্রদর; যক্ষাকাশ; মেরুদণ্ড দুই ভাগ হওয়া (Spina bifida); ফোড়া; মেরুদণ্ডের বক্রতা (Spinal Curvature); বৃদ্ধবয়সে মাথা ঘোরা; অন্ত্রক্ষয়ের প্রথমাবস্থা (Incipient Tabes Mesenterica); উরুর সন্ধির অসুখ; শরীরে গণ্ডমালা জনিত ক্ষত; সোয়াস্‌ ফোড়া (Psoas abcess); টন্‌সিলের পুরাতন বিবৃদ্ধি; মানসিক শক্তির তেজের হ্রাস বা বিনাশ; যক্ষাকাশ (Phthisis) বা অন্ত্র ক্ষয় (Tabes mesenterica) জনিত উদরাময় বা পেটের অসুখ; স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ইত্যাদি অসুখে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্ফরিকা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। উপরের ঘরে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ; সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই (স্ত্রীলোকের) অসুখের বৃদ্ধি; শিশু, বালক, বালিকাগণের জীর্ণ শীর্ণ হওয়া; তল্‌তলে কোঁচ্‌কান চর্ম্ম বিশিষ্ট, শীর্ণ বালক বালিকাগণের অসুখ; হাত পা গুটানের সময় পেশীর অপ্রকাশে টাটানি; বালিকাগণের যৌবনাবস্থা বা উহার নিকটবর্ত্তী সময়ের অসুখ; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় অসুখ; বৃদ্ধ বয়সের অসুখ। প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময়, নড়াচড়াতে, মোম বাতি বা গ্যাসের আলোকে, ঠাণ্ডা লাগিলে, আহারের পর, রসাল ফল খাইলে, বায়ুর পরিবর্ত্তনে অথবা বৃষ্টিতে ভিজিলে অসুখের বৃদ্ধি এবং শয়ন করিয়া থাকিলে অসুখের উপশম ইত্যাদি ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্ফরিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। ব্যারাইটা কার্ব্ব, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, ফ্লুয়োরিক্‌ আসিড্‌, আয়োডিন্‌, ফস্ফরাস্‌, সাইলিসিয়া, বার্ব্বেরিস্‌, নাইট্রিক্‌ আসিড্‌, কটা এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সঙ্গে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্ফরিকার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। অস্থির অসুখে ১ম,২য়,৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া উপকারী। যক্ষাকাশেও উক্ত তিন ক্রমের গুঁড়া উপকারী। যক্ষাকাশ বা অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ জনিত অসুখে অনেক চিকিৎসক ফস্‌ফেট্ অব্ লাইম্ (Phosphate of lime) ২-৩ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। অন্যান্য অসুখে ৬ষ্ঠ শতমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার্য্য। ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও কোন কোন চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ক্যাম্ফোরা,-ক্যাম্ফার,—(কর্পূর),—ক্যাম্ফ্

(CAMPHORA,—CAMPHOR,—CAMPH.)

চিন এবং জাপান দেশ হইতে কাচের ন্যায় চক্চকে পরিষ্কৃত যে কর্পূর আইসে উহা যথানিয়মে রেক্টিফাইড্ (৬০ ওভার প্রুফ) স্পিরিটে (Rectified spirit,—60° Over porof) মিশাইয়া কর্পূরের মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রিটিস্ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ার মতানুসারে ওলাউঠায় ব্যবহার্য্য কর্পূরের মূল আরোক তিন প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (১) হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা মৃত মহাত্মা স্যামুয়েল হানিম্যানের মতে ১ ভাগ পরিষ্কৃত কর্পূর ১২ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত করিতে হয়। ডাক্তার কুইনের (Dr. Quin) মতে ১ ভাগ পরিষ্কৃত কর্পূর ৬ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হয়। ইটালী দেশীয় ডাক্তার রুবীনীর (Dr. Rubini's) মতে যত পরিমাণ পরিষ্কৃত কর্পূর উহাতে তত পরিমাণ (ওজন করিয়া) রেক্টীফাইড্ স্পিরিট মিশাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত করিতে হয়। এই প্রকার প্রস্তুত করা মূল আরোককেই ডাক্তার রুবনীর ওলাউঠা ক্যাম্ফার (Dr. Rubin's "Saturated Spirits of Camphor") বলে। এই প্রকার কর্পূরের আরোকই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেখক এত দিন রুবিনীর ক্যাম্ফারই সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ইং ১৮৮৩-৮৪ সনে অন্তর্জাতীয় মেলায় (Interuaitonal Exhibitiou of 1583—84) পর কলিকাতার

ওলাউঠায় যে এক ভয়ানক আকারের মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, সেই মহামারীতে রুবিনীর ক্যাম্ফার ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল না পাইয়া, ১ ভাগ পরিষ্কৃত কর্পূর, ৯ ভাগ রেক্‌ফাইড্‌ স্পিরিট্‌ এই নিয়মে কর্পূরের আরোক প্রস্তুত করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি ওলাউঠা রোগের চিকিৎসায় এই প্রকারে প্রস্তুত করা কর্পূরের আরোকেই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মর্জ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। উহার গতি এবং জ্ঞান উৎপাদক শক্তি এবং সমুদয় স্নায়বিক মণ্ডলীকে অবসন্ন এবং দুর্ব্বল করার দরুণ মাথা ঘোরা, এবং মস্তিষ্কের অবসন্নতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত হইয়া সর্দ্দি, উদরাময় হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং চর্ম্মের শীতলাবস্থা এবং জড়তা উৎপাদন করা কর্পূরের এক মুখ্য কার্য্য বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত। মূত্র এবং জননেন্দ্রিয় আক্রান্ত হইয়া জননেন্দ্রিয় শীতল এবং শিথিল হয় এবং মূত্র কৃচ্ছ্রতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্য দেহে কর্পূরের কার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র বা অবিলম্বে প্রকাশ পায় এবং অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় না।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অস্থিরতা (একন্‌, আর্স, রাস্‌টক্স); অচেতনতা (আর্স, বেল, ওপিয়াম); একাকি থাকিতে ভয়, প্রধানতঃ রাত্রিতে।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং মাথায় ভারিবোধ, মাথা হেট করিলেই যাহা অধিক হয় (একন্‌, বেল, পাল্‌স্‌, সাল্‌ফ); মস্তিষ্ক আঁটিয়া ধরিলে যেরূপ হয়, সেরূপ মাথা ধরা; কপালের হাড়ের উপরিভাগে ঘুপ্‌ঘুপে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ; চক্ষুর ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী লোম শূন্য স্থানে এবং ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে (Cerebellum) একগাছি ফিতা দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ সঙ্কোচক বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীর শীতল; ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে দপ্‌দপানি (গ্লোনয়েন্‌, ব্রাই)।

চক্ষু। চক্ষু স্থির ভাব বিশিষ্ট এবং বিকৃত ও এক দৃষ্টে তাকান (বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্) এবং চক্ষু যেন উহার কোটরের মধ্যে ডুবিয়া যায় ও উহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান যেন অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং চক্‌চকে হয়।

নাসিকা। বায়ুর হঠাৎ পরিবর্ত্তনে সর্দ্দিলাগা এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল পিটা বা ফিকা, নীলবর্ণ এবং কৃশ বা শুকনা; মুখমণ্ডল পিটা এবং উদ্বেগ বা অত্যন্ত যন্ত্রণার চিহ্নযুক্ত (আর্স, প্লাম্বাম্); মুখাকৃতি বিকৃত, নীলের আভাযুক্ত, শীতল (বিরেট্-আল্‌ব্)।

মুখগহ্বর। জিহ্বা শীতল (বেজা, বিরেট্-আল্ব্); স্বর অত্যন্ত মৃদু এবং স্বরভঙ্গ।

পাকস্থলী এবং উদর। সকল আহার দ্রব্যেই অতিরিক্ত স্বাদ অর্থাৎ আহার দ্রব্য সামান্ত মিষ্ট হইলে অধিক মিষ্ট বলিয়া বোধ হয় বা সামান্ত টক হইলেও অধিক টক বলিয়া অনুভূত হয় ইত্যাদি; আহার বহা গলনালী এবং পাকস্থলীতে জ্বালা (আর্স, ক্যান্থ্); পাকস্থলীতে ঠাণ্ডাবোধ (কল্‌চ); পাকস্থলীর মধ্যে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। যকৃতের সম্মুখ অংশের কন্‌কনানি; ক্ষুদ্র পাঁজরার হাড়ের নীচে সঙ্কোচক বেদনা যাহা কোমরের পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; উদরের উপর এবং নিম্নভাগে ঠাণ্ডাবোধ হইয়া তৎপর উক্ত প্রদেশে ভয়ানক জ্বালানুভব।

মল। ঠাণ্ডা লাগিয়া শূলবেদনা এবং উদরাময় (কলোস্, ডাল্‌ক্); ওলাউঠা, যাহাতে ভেদ বা বমন কিছুই হয় না ("শুষ্ক ওলাউঠা") (আর্স, কুপ্রাম্, বিরেট্ আল্‌ব্); গুহ্যের জড়তাব দরুণ কোষ্ঠবদ্ধ (অ্যালাম্)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র পরিমাণে স্বাভাবিক অপেক্ষা অত্যন্ত কম; মূত্রাবরোধ (একন্, হায়োস্, বিরেট্ আল্); মূত্র কৃচ্ছ্র; জ্বালা উৎপাদক মূত্র ত্যাগ (একন্, এপিস্, আর্স, ক্যান্থ্)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা একবারেই থাকে না; অণ্ডকোষ উপর দিকে আকৃষ্ট হয় (আগ্‌নাশ্, আর্জেণ্ট্ নাইট্রিক্, কোনায়াম্, সাল্‌ফ্); ধ্বজভঙ্গ (আগ্‌নাশ্, ফস্ অ্যাস্)।

শ্বাসযন্ত্র। বায়ুনলের মধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চার (আণ্টিটাট্, ইপি-

কাক্) ; শ্বাস প্রশ্বাস প্রায়বদ্ধ হইয়া আইসে"; চাপ পড়িলে যেরূপ হয় শাক-নলীর মধ্যে সেরূপ ফাঁপড় হওয়ার ন্যায় শ্বাস কষ্ট।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত যাতনা বা আঁটাবোধ (একন্, আস্), অত্যন্ত ঠাণ্ডাবোধ এবং খুলাইবার অনিবার্য্য ইচ্ছা; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল এবং লুপ্তপ্রায় (একন্, আর্স)।

ব্যবহার। ওলাউঠা; সর্দ্দি (প্রথমাবস্থায়); মূত্রকৃচ্ছ্র; আক্ষেপ বা খিল্‌ধরা; মানসিক উত্তেজনা; মৃগীরোগ; হিষ্টিরিয়া; উগ্র বিষাক্ত উদ্ভিদ পদার্থ দ্বারা বিষাক্ত হইলে ব্যবহৃত। ওলাউঠাতে কর্পূর ব্যবহার সম্বন্ধে চিকিৎসকগণের ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত মতগুলি লেখক প্রণীত হোমিওপ্যাথিক মতে ওলাউঠার চিকিৎসা, ২য় সংস্করণের ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। হাত পা ঠাণ্ডা (আর্স, কুপ্রাম্, বিরেট্-আল্ব); পায়ের ডিমে খিল ধরা (একন্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, নাইট্রিক্ আস্, নাক্স্-ভম্, সাইলিশিয়া, সাল্ফ); অত্যন্ত বলক্ষয় এবং নিস্তব্ধতা; হঠাৎ অত্যন্ত বলক্ষয় (আর্স, সিকেল); সমুদয় শরীর বরফের ন্যায় শীতল; মৃগী এবং হিষ্টিরিয়া রোগের ন্যায় আক্ষেপ; শীতল চটচটিয়া এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধকারক ঘর্ম্ম (আর্স, ভিরেট্রম্); শরীরের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক অংশে খিল ধরা; [illegible] ধাতু; রাত্রিতে, অন্ধকারে, নড়াচড়াতে, ঠাণ্ডা বা ঠাণ্ডা বাতাসে অসুখের বৃদ্ধি এবং বহির্বায়ুতে অসুখের উপশম; যন্ত্রণাদির বিষয় স্মরণ হইলেই যন্ত্রণাদি দূরীভূত হয়।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। রক্তের উপর ক্যাম্ফারের কার্য্য একোনাইট্, আর্সেনিক্ এবং বিরেট্রাম্ অ্যাল্বামের ন্যায়। মূত্র কৃচ্ছ্রে ইহার কার্য্য ক্যান্থারিস্ ও টেরিবিন্থিনা এবং কখন কখন বেলাডোনার ন্যায়। ককিউলাস্ এবং ওপিয়ামের কার্য্যের সঙ্গেও ক্যাম্ফারের কার্য্যের কতক সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ওপিয়াম্ ক্যাম্ফারের প্রতিষেধক।

ডাইলুশন বিচার। ইহার আদত আরোকই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৃগী এবং হিষ্টিরিয়ার আক্রমণে রুবিনীর ক্যাম্ফার অধিক

উপকারী। অন্যান্য অসুখে হ্যানিমান, কুইন এবং লেখকের মতানুসারে যে ক্যাম্ফার প্রস্তুত হয় তাহাই ব্যবহার্য্য। ওলাউঠাতে লেখকের মতে রুবিণীর ক্যাম্ফার অপেক্ষা অন্যান্য প্রণালীতে প্রস্তুত করা ক্যাম্ফার ব্যবহার করা উচিত। রুবিণীর ক্যাম্ফারে অনেক সময় পেট কাঁপিয়া উঠে, অন্যান্য প্রকারের ক্যাম্ফারে সেরূপ হইতে দেখা যায় না। লেখকের মতে শিশুর পক্ষে অর্দ্ধ বা এক ফোঁটা, ছোট বালক বালিকার পক্ষে ২ ফোঁটা, এবং যুবা যুবতীর পক্ষে ৫ ফোঁটার অধিক মাত্রায় রুবিণীর ক্যাম্ফার সেবন করাণ, অনিষ্টকর।

ক্যান্থারাইডিস্,—ক্যান্থারিস,—ক্যান্থ্

(CANTHARIDES,—CANTHARIS,—CANTH.)

ইহা এক মাছি বিশেষ। মরা শুকনা মাছির সমুদয় অংশ একত্রে গুঁড়া করিয়া এক্ স্পিরিটে মিশাইয়া যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। চর্ম্ম এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরই ইহার কার্য্য অতি প্রবল। মূত্রযন্ত্রের সমুদয় অংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরই ইহার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রের প্রবল উত্তেজনা এবং তৎপর বিনাশকারক প্রবল প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীও প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে। চর্ম্মের উপর ইহা বিসর্পের ন্যায় (Erysipelatous) প্রদাহ এবং ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী উৎপাদন করে। আলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ শরীরে ফোস্কা উৎপাদন করার জন্য চর্ম্মের উপর ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গমন এবং মূত্রত্যাগের সময়, উহার পূর্ব্বে এবং উহার পর, মূত্রনালীতে প্রবল কর্ত্তনবৎ বা জ্বালাযুক্ত বেদনা ক্যান্থারিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অত্যন্ত অস্থিরতা; উগ্র প্রলাপ; মনের উদ্বেগ এবং অস্থি-

হতা যাহা প্রকৃত ক্রোধে পরিণত হয়; অনবরত উগ্র বা সম্পূর্ণ পাগলের ন্যায় প্রলাপ (বেল, হায়োস, ষ্ট্রামন); বারম্বার থাকিয়া থাকিয়া রাগের উদ্রেক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদা এবং কুকুরের ডাক ডাকা, কণ্ঠনালী স্পর্শ করিলে বা জল পান করিলেই যাহার উদ্রেক বা পুনরাক্রমণ হয় (বেল); বাচলামী এবং প্রতিবাদ করার স্বভাব (ব্রাই, নাক্স-বম)।

মস্তক। মাথার পশ্চাৎভাগে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মস্তিষ্কে জ্বালা এবং টাটানি (একন, আর্নিকা); মাথার পার্শ্বে জ্বালা যাহা গ্রীবাদেশ হইতে আরম্ভ হয়; কপালের দুই পার্শ্বে দপ্‌দপানি (একন, বেল); মাথায় অধিক পরিমাণে মড়া চাম এবং খুস্‌কি পড়ে (মেজিরিয়াম); আঁচ্‌ড়াইবার সময় মাথার চুল উঠিয়া বা পড়িয়া যায় (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, গ্রাফ, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রিক-আস, সিপিয়া, সাল্‌ফ)।

চক্ষু। চক্ষুর আক্ষেপিক সঞ্চালন; চক্ষু আগুনের ন্যায় উজ্জ্বল এবং স্থিরভাব বিশিষ্ট (বেল, হায়োস, ষ্ট্রামন); চক্ষে জ্বালা এবং টাটানি; চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ (চায়না, চেলিডন, পডোফ, আয়োড, প্লাম্বাম) এবং সমুদয় বস্তু যেন হরিদ্রা বর্ণের ন্যায় দেখায়।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল অত্যন্ত যন্ত্রণার চিহ্নযুক্ত (আর্স); বেদনা যন্ত্রণাদি ভোগের সময় এবং উহার পর মুখমণ্ডল মৃতবৎ (বিরেট-আল্‌ব)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মুখগহ্বর, আহার বহা গলনালীর উপরিভাগ, আহারবহা গলনালী এবং পাকস্থলীতে জ্বালানুভব (আর্স, আইরিস, নাক্স-বম); মুখগহ্বর এবং আহার বহা গলনালীর উপরিভাগের প্রদাহ (আর্স, বেল); জিহ্বা গাঢ় ফারযুক্ত (Furred) এবং উহার ধার লালবর্ণ; জিহ্বার নীচের গ্রন্থি স্ফীত এবং লালবর্ণ; জিহ্বা এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগের কতক অংশে ছাল উঠিয়া যায় এবং কতক অংশে ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী; মুখগহ্বর শুষ্ক; মুখগহ্বরে জ্বালাযুক্ত বেদনা (একন, আর্স, ক্যাম্প); দাঁত লাগা (Lock-jaw) এবং দাঁত দিয়া কড়্‌মড়্‌ শব্দ করা। গলার মধ্যে জ্বালানুভব (আর্স, ক্যাম্প, মার্ক-কর), যাহার দরুণ মনে হয় যেন গলা আগুনের উপর রহিয়াছে; গলার মধ্য প্রদাহযুক্ত এবং গাঢ় শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ দ্বারা আবৃত; গলার মধ্য স্ফীত (বেল, মার্ক,

ক্যালী-বাই) ; গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগের সঙ্কোচন এবং উহাতে প্রবল বেদনা ; টন্‌সিলের প্রদাহ এবং তজ্জন্য তরল পদার্থ গিলিতে কষ্টানুভব (বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্) ; মুখগহ্বরে ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগে এবং ডাইন টন্‌সিলে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষত।

পাকস্থলী এবং উদর। আহারে অরুচি ; অত্যন্ত প্রবল পিপাসা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকারের তরল পদার্থে অরুচি ও গলার মধ্য এবং পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আর্স্, আইরিস্, ফস্, মেজিরিয়াম্, বিরেট্-আল্‌ব্) ; পাকস্থলী প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আর্স্, নাক্স্-বম্, ফস্) ; পাকস্থলী অত্যন্ত টাটায় (ব্রাই, নাক্স্-বম্, মার্ক্) ; বমন এবং বমনোদ্বেগ (আণ্টি-টার্ট্, ইপিকাক্) ; পাকস্থলী এবং মূত্রাধারে এত বেদনা হয় যে উহাতে সামান্য চাপ দিলেই যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া রোগীর আক্ষেপ হয়। উদরের স্ফীতি এবং বিস্তৃতি ও প্রচাপনে উহাতে অত্যন্ত বেদনানুভ (বেল্) ; গলা হইতে মল দ্বার পর্য্যন্ত আহার বহা নালীতে আগা গোড়া প্রবল জ্বালানুভব (আর্স্) ; উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা (একন্, আর্স্) ; যকৃত প্রদাহ।

মল এবং মলদ্বার। তরল ভেদের পর গুহ্য দ্বারে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আর্স্, ব্রাই) ; গুহ্য দ্বার এবং অণ্ডকোষাধারের মধ্যবর্ত্তি স্থানে বেদনা বা যাতনা, মূত্রাধারের গ্রীবা হইতে যাহার উৎপত্তি বলিয়া অনুভূত হয় ; দাস্তের সময় উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; দাস্তের পর শীত এবং কম্প (মার্ক্) ; রক্তামাশয় ; অন্ত্র চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, সাদা, লাল্‌চে কাঁচা মাছ মাংস ধোয়া জলের ন্যায়, ছেকড়া ছেকড়া পর্দ্দার ন্যায় পদার্থযুক্ত সেরূপ শ্লেষ্মা ভেদ (কলোস্, কল্‌চ্) ; মল রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা (মার্ক্) ; চট্‌চটিয়া, রক্তমিশ্রিত, সাদা বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা (মার্ক্-কর) ; টাট্‌কা রক্ত মলত্যাগ ; সবুজ বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে প্রবল শূল বেদনা ; দাস্তের সময় গুহ্যদ্বারে জ্বালানুভব ; দাস্তের পর কষ্টদায়ক কোঁথ পাড়া এবং গুহ্য দ্বারে জ্বালাযুক্ত, কামড়ানীর ন্যায় বা হুল ফুটানের ন্যায় প্রবল বেদনা বা যাতনা।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রকোষের প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকোষে

ছিড়িয়া ফেলা, হুলফুটান বা জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা (টিরিবিন্থ); মূত্রকোষ হইতে মূত্র নিঃসারক নালী (Ureters) দিয়া মূত্রাধার পর্য্যন্ত আগাগোড়া চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; অনবরত মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে একবারে কএক ফোঁটার অধিক মূত্র নির্গত হয় না এবং মূত্রের সঙ্গে কখন কখন রক্তও মিশ্রিত থাকে (ক্যানাবিস্-সাট্, ক্যাম্ফ, টিরিবিন্থ); মূত্র ত্যাগের পর মূত্র নালীতে অত্যন্ত জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা (ক্যাম্ফ, নাইট্রিক্-আস্); প্রমেহ রোগ এবং মূত্র নালীতে টাটানি, ক্ষত এবং উহা হইতে রক্ত পড়া; মূত্র নিঃসারক নালী (Ureters) হইতে পুরুষাঙ্গ পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বা সঙ্কোচক বেদনা, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ চাপিলে যাতনার কতক উপশম হয়; মূত্রকোষ প্রদেশে চাপিয়া ধরার ন্যায় ঘুশ্ ঘুশে বেদনা; মূত্রাধারে প্রবল বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ও বারম্বার কোঁথপাড়া; মূত্রাধারে শূলানি (মার্ক-কর); মূত্রাধারের গ্রীবায় কর্ত্তনবৎ প্রবল বেদনা, মূত্র-নালীর শেষ পর্য্যন্ত যাহা বিস্তৃত হয়; মূত্রনালী দিয়া রক্তপড়া; মূত্রত্যাগের সময়, উহার পূর্ব্বে এবং পরে মূত্রনালীতে কর্ত্তনবৎ এবং জ্বালাযুক্ত বেদনা (আন্টি টার্ট, ক্যানাবিস্-সাট্); বারম্বার মূত্র ত্যাগের চেষ্টা, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র নির্গত হয় না এবং মূত্রনালীতে জ্বালানুভূত হয় (নাক্স-বম্); মূত্র একধারে নির্গত না হইয়া বহুধারে নির্গত হয় (ক্যানাবিস্-সাট্); মূত্রা-বরোধ এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত কষ্টানুভব; রক্তমিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, মূত্র সেরূপ লালবর্ণ (একন্, কার্ব্বো-বেজ্); মূত্র কাল্‌চে (একন্); মূত্র রক্ত মিশ্রিত (আর্স, মিলিফলিয়াম্), ঘোলাটিয়া, পরিমাণে অল্প (ডিজিট্); রাত্রিতে ভাতের পাতলা ফেনের ন্যায় মূত্র ত্যাগ এবং মূত্রে সাদা তলানী পড়ে (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, কল্‌চ)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষাঙ্গের মাথার অত্যন্ত কষ্টদায়ক স্ফীতি; পুরু-ষাঙ্গ অনবরত খাড়া হয় এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত কষ্টানুভব (প্রমেহ রোগে) ও স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা (ফস্); পুরুষাঙ্গ অনবরত ক্রমাগত খাড়া হইয়া থাকে, কিন্তু উহার দরুণ স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছার উদ্রেক হয় না বটে, কিন্তু মূত্রনালীতে আগা গোড়া জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয়;

স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা এত বৃদ্ধি হয় যে উহার দরুণ রাত্রিতে ঘুমের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে। স্ত্রীলোকের যোনি অত্যন্ত স্ফীত এবং উহাতে উত্তেজনা বা টাটানি (অ্যাসাফিটিডা); ডিম্বকোষ প্রদাহ এবং তদ্দরুণ ডিম্বকোষে কর্তনবৎ এবং জ্বালাযুক্ত বেদনা; যোনিতে অত্যন্ত চুলকানি এবং তদ্দরুণ পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা; যোনিদ্বারে ভয়ানক চুলকানি (কোনায়াম, মার্ক); নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে এবং অতিরিক্ত রজঃস্রাব (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, নাক্স-বম); অল্প পরিমাণে কাল্চে রজঃস্রাব (পাল্স)।

শ্বাসযন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রে অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ; বুকে সূচী বিধানের ন্যায় যাতনা (ব্রাই, ফস্, ক্যালী-কার্ব্ব), ডাইন পার্শ্বেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লীর মধ্যে দূষিত জলের সঞ্চার; শ্বাস কষ্ট; হৃৎস্পন্দন; মূত্র পরিমাণে অল্প এবং মূর্চ্ছার ভাব।

হৃৎপিণ্ড। হৃৎস্পন্দন; হৃদাচ্ছাদক ঝিল্লী প্রদাহ (Pericarditis) এবং হৃদাচ্ছাদক ঝিল্লীতে দূষিত জলীয় পদার্থের সঞ্চার; নাড়ী দুর্ব্বল, এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে; মূর্চ্ছার ভাব।

পৃষ্ঠদেশ। কোমর, মূত্রকোষ এবং উদরে বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র ত্যাগের সময় এত জ্বালা যন্ত্রণার উদ্রেক হয় যে উহার দরুণ এক ফোঁটা মূত্র ত্যাগ করিতেও রোগী অত্যন্ত কোঁথায় বা কোঁকায় এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। পায়ের পাতার তলায় ক্ষত হওয়ার ন্যায় জ্বালানুভব, যাহার দরুণ এক ধাপও চলিতে পারা যায় না; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, হাত দ্বারা ঘর্ষণে যাহার উপশম হয়।

চর্ম্ম। চর্ম্মে বিসর্পের ন্যায় (Erysipelatous) প্রদাহ এবং আক্রান্ত স্থানে ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী (রাস্টক্স); শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত হওয়া বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; ফোস্কা পড়ার পূর্ব্বে আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত জ্বালানুভব (পুড়িলে যেরূপ হয়)।

ব্যবহার। মূত্রাধারের তরুণ প্রদাহ (Acute Cystitis); মূত্রকোষের তরুণ প্রদাহ (Nephritis) এবং প্রদাহ সম্বলিত মূত্র কৃচ্ছ্র; রক্ত মূত্র;

(Hæmaturia) : মূত্র কোষের ব্রাইট্স্ ডিজিজ্ (Bright's Disease) ; মুত্রাবরোধ ; ওলাউঠা রোগের মূত্রাবরোধে বিশেষ উপকারী ; শুক্রক্ষরণ (Spermatorrhœa); প্রমেহ রোগ (তরুণ ও পুরাতন আকারের) ; পুরুষ বা স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা ; ডিম্বকোষ প্রদাহ (Ovaritis) ; ধ্বজভঙ্গ এবং বন্ধ্যাত্ব ; পাকস্থলী প্রদাহ ; অন্ত্র প্রদাহ ; ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ ; বিসর্প ; ক্ষত ; পোড়া ঘা ; দুষ্টব্রণ বা পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncle) ; পচন বিশিষ্ট ঘা বা গ্যাংগ্রিন্ (Gangrene) ; মাস্তক ঝিল্লীর (Serous membranes) প্রদাহ ; হৃদাচ্ছাদক ঝিল্লী প্রদাহ ; ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleurisy) ; (একোনাইট্ এবং ব্রাইওনিয়ার পর); আভ্যন্তরিক অংশের ছাল উঠা এবং ক্ষত হওয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পতনাবস্থার লক্ষণ ইত্যাদি রোগে ক্যান্থারিস্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। জননেন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল ; শরীরের নানা কোটরে জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং ক্ষত ও তজ্জন্য টাটানি ; ডাইন অংশই অধিক আক্রান্ত হয়, (ব্যাপ্ট্, বেল্, আইরিস্) ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, নিস্তেজতা এবং অবসন্নতা বা মূর্চ্ছার ভাব ; সমুদয় শরীরেই জ্বালা এবং টাটানি ; আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ বা মূত্রাবরোধ এবং জলাতঙ্কের (Hydrophobia) লক্ষণ ; কাফি খাইলে অসুখের বৃদ্ধি এবং শয়ন করিয়া থাকিলে অসুখের উপশম ইত্যাদি ক্যান্থারিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। মূত্র যন্ত্রের উপর ক্যান্থারিসের কার্য্য টেরিবিন্থিনার ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্য আর্সেনিক, মার্কিউরিয়াস্ করোসাইবাস্, সিলা, সাবাইনা, ক্যালী-বাইক্রমিকাম, এপিস্, ক্যাম্ফার, ক্যানাবিস্ স্যাটাইবা, কোপেইবা, একোনাইট্, বেলাডোনা, ক্যাপ্সিকাম, ফস্ফরাস্ এবং সাল্ফারের কার্য্যের ন্যায়।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্, ক্যাম্ফার, লরোসিরেসাস্, পাল্সেটিলা, ক্যান্থারিসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন রোগে কোন কোন সময় ৩০ ডাইলুশন দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক ফল পাওয়া যায়। বাহ্য প্রয়োগে মূল আরোক ১ভাগ

৫০ ভাগ জলে মিশাইয়া লোশন (Lotion) প্রস্তুত করিয়া আক্রান্ত স্থানে লাগান যাইতে পারে। ১ ভাগ মূল আরোক ৯৯ ভাগ জলে মিশাইয়া লেখক সচরাচর বাহ্য প্রয়োগে লোশন ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কষ্টিকাম্,—কষ্ট।

(CAUSTICUM,—CAUST.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত কষ্টিকাম্ বা মূল আরোক ক্রয় করিয়া উহার ১ ভাগ ৯ ভাগ রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ১ম দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকারে ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ততোধিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হয় না। যাহা মূল আরোক বলিয়া বিক্রী হইয়া থাকে উহাকে প্রকৃত পক্ষে মূল আরোক বলা যাইতে পারে না।

সাধারণ ক্রিয়া। মেডালা অবলঙ্গেটা (Medella oblongata) এবং নিউমোগ্যাষ্ট্রীক্ স্নায়ুর (Pneumogastric nerve) নিম্ন শাখার উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ স্বরউৎপাদক যন্ত্রের পক্ষাঘাত এবং কণ্ঠনালী ও বায়ুনলের যোজক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত হয়। ইহা মুখ-মণ্ডলের পেশী এবং গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের কার্য্যের সহায়কারী পেশীর পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। অতএব পক্ষাঘাত এবং কণ্ঠনালী ও বায়ুনলের শ্লেষ্মা জনিত রোগেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা জনিত রোগ, স্বরভঙ্গ এবং স্বরশূন্যতা উৎপাদন করা কষ্টিকমের এক বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা; সর্ব্বদা নিস্তব্ধভাব, ভয় এবং নিরাশা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজতা; সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত, অসুস্থ এবং কোন প্রকার কাজ করিতে অশক্তি; সর্ব্বদা রাগ করা এবং খিট্ খিট্ করা (ক্যাল্‌ক্‌-ফস্, ক্যাম্, সিনা); সকল বিষয়ে অমনযোগ বা কোন বিষয়েই মন নিবিষ্ট না হওয়া; কোনও কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না।

মস্তক। মাথা ঘোরা এবং তন্দরুণ সম্মুখপানে বা পার্শ্বের দিকে টলিয়া পড়ার উপক্রম হওয়া; রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে মাথা ঘোরা; বিছানা হইতে একবার উঠিয়া পুনরায় শয়ন করিলে মাথাঘোরা; কোন বস্তুর দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে মাথাঘোরা; মাথার সমুদয় অংশেই খনন করার ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়; মাথার উপরিভাগে দপ্‌দপানি বা সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; কপালের ডাইন পার্শ্বের উচ্চ স্থানে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মাথার উপরিভাগের কোন এক নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র স্থানে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁত্‌লিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, স্পর্শ করিলেই যাহা কেবল অনুভূত হয়; কপালের দুই পার্শ্বে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা; মাথায় চুলকানি (গ্রাফ্, নাইট্রিক্-আস্, ফস্, সিপিয়া, সাল্‌ফ্); মাথার হাড়ে কসিয়া ধরা (আসেরাম্, ফস্)।

চক্ষু। চক্ষু প্রদাহ এবং তন্দরুণ চক্ষে জ্বালাযুক্ত এবং হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা; চক্ষে শুষ্কানুভব এবং চক্ষে আলোক সহ্য হয় না; বালি প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ চাপাবোধ (আর্স্, ইগ্নেস্, নেট্রাম্-মিউর, সাল্‌ফ্); চক্ষু, প্রধানতঃ চক্ষুর পাতা চুল্‌কায় (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, সাল্‌ফ্); চক্ষুর পাতায় ভারিবোধ, যাহার দরুণ চক্ষু বুজিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় (কোনায়াম্) বা চক্ষুর উপরের পাতার পক্ষাঘাত (জেল্‌স্, প্লাম্বাম্, সিপিয়া, জিঙ্কাম্); চক্ষুর রেক্‌টাই নামক পেশীর দুর্ব্বলতা; চক্ষুর নাকের নিকটবর্ত্তী কোণে জ্বালা এবং চুলকানি (আর্স্); চক্ষুর সম্মুখে পাখীর ডানা ঝাড়ার ন্যায় ধড়্ ফড়্ করা বা আগুণের কণার ন্যায় কণা ভাসে (সাই-ক্লোমেন্, ফস্, মার্ক্); আলোক স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, চক্ষুর সম্মুখে একখানি পাতলা বা সরু কাপড় থাকিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ঝাপ্সা দেখা (ব্যারাইটা, ক্রোকাস, রাস্টক্স্, সাল্‌ফ্); ঘন মেঘ বা কুয়াশার মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ দেখায় (নাক্স্-বম্, ফস্, পাল্‌স্); নাক ঝাড়িয়া কফ ফেলিবার সময় ক্ষণকালের জন্য চক্ষে ঝাপ্সা দেখা।

কর্ণ। কানে সোঁ সোঁ, বন্ বন্ শব্দ হওয়া (বেল্, চায়না); কথা বলার সময় এবং চলিবার সময় পায়ের শব্দ কানে প্রতিধ্বনিত হয় (মার্ক্, ফস্)। ডাইন কানে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা।

নাসিকা। শুকনা সর্দ্দি এবং তদ্দরুন নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া থাকা (নাক্স-বম্); বারম্বার হাঁচি দেওয়া; নাকের আগায় ব্রণ; নাক দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব; নাকে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া আঁচিল (Warts)।

মুখমণ্ডল। ডাইন গালে কসিয়া ধরার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী প্রবল বেদনা, যাহা কানে বিস্তৃত হয়; মাড়িতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ রোগী (স্ত্রীলোক) হা করিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে এবং একটী দাঁত লম্বা হওয়ার ন্যায় অনুভূত হওয়ার দরুণ সে চিবাইতে পারে না (মার্ক); মুখ মণ্ডলের এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত; নিম্ন মাড়িতে বাতের বেদনা; মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ; মুখমণ্ডলে জ্বালাযুক্ত চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী যাহা হইতে কস্তানি পড়িয়া শুকাইয়া খোসা (চুঁমটী) পড়ে।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য। কোন দ্রব্য চিবাইবার সময় গালে কামড় পড়ে; দাঁত নড়িয়া লম্বা হয় এবং তদ্দরুন অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয় (লাইকোপ্, নাইট্রিক-আস্), দাতের গোড়ায় ছিড়িয়া ফেলা বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা (পাল্স্); মাড়ি অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় (কার্ব্বো-বেজ্, মার্ক); জিহ্বার অগ্রভাগে কষ্টদায়ক ফোস্কার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী; মুখে তৈল বা চর্ব্বির ন্যায় বা পচা স্বাদ (ক্যাম্, পাল্স্); গলা কাঁপাইয়া অতি কষ্টে অস্পষ্টরূপে কথা বলা (হায়োস্, ষ্ট্রামন্); কথা বলার সহায়কারী যন্ত্রের পক্ষাঘাত হওয়ার দরুণ কথা বলিতে অশক্তি (ডাল্‌ক্, জেল্‌স্, হায়োস্, নেজা, নাক্স-মস্)। গলার মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় যাহা কাশি দ্বারাও তোলা যায় না এবং যাহার দরুণ রোগী উহা গিলিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়; গলার মধ্যে শুষ্ক, ছাল উঠিয়া যাওয়া, চাঁচিয়া ফেলা অথবা সুড়্‌সুড়ীর ন্যায় অনুভূত হয় (আমন্-কার্ব্ব, কার্ব্বো-বেজ্, ফস্, পাল্স্); নিম্নদিক হইতে উপরের দিকে কোন ঠাণ্ডা পদার্থ ঠেলিয়া উঠিতেছে গলার মধ্যে এরূপ অনুভূত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। মিষ্ট দ্রব্যে অরুচি; মুখে চর্ব্বির ন্যায় স্বাদ; চুল পোড়াইলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীর মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয়; অত্যন্ত উষ্ণ উদ্গার উঠা (লাইকোপ্); কাঠ উদ্গার বা স্বাদশূন্য উদ্গার উঠা; পাকস্থলীতে বেদনা, শয়ন করিয়া থাকলে যাহার উপশম হয়; দীর্ঘ নিশ্বাস

প্রশ্বাসের সময় পাকস্থলীর মধ্যে আকড়াইয়া ধরার ন্যায়, চিন্‌চিনে বেদনা; পাকস্থলীর মধ্যে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; স্ফীত প্রদেশে সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; উদরে বেদনা যাহার দরুণ রোগী (স্ত্রীলোক) হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (আলোজ্‌, কলোস্‌, আইরিস্‌), আহার করিলে বা কোমরে কসিয়া কাপড় পরিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; শূল-বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় উষ্ণানুভব, সমুদয় শরীরে শীত বোধ, শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উপশম হয়।

মল এবং মলদ্বার। অর্শরোগ এবং গুহ্য দ্বারে বড় কঠিন এবং হুলফুটানের ন্যায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা বিশিষ্ট বলী, স্পর্শ করিলে যাহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়, যাহার দরুন রোগী চলিতে অত্যন্ত অসহ্য বেদনা বা যাতনা অনুভব করে; গুহ্য দ্বার ফাটা (Fissure in the anus), যাহার দরুণ চলিবার সময় অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়; গুহ্যদ্বার দিয়া বারম্বার অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ুনিঃসরণ, গুহ্যে চাপাবোধ; গুহ্যে বারম্বার হঠাৎ ছুরী বিধানের ন্যায় প্রবল বেদনা; গুহ্যে খাটিয়া ধরা এবং চুলকানি; গুহ্য দ্বারে চুলকানি (ক্যাম্‌, সাল্‌ফ্‌); বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; দাঁড়াইলে মল অপেক্ষাকৃত ভালরূপে নির্গত হয়; কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন, তলতলে নেড় এবং চক্‌চকে চর্ব্বির ন্যায় শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত; মল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরু নেড় (কস্‌); রক্ত মিশ্রিত মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যের মধ্যে জ্বালা এবং টাটানি, ভগন্দর (Fistula in ano)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রাধারে অনেকক্ষণ মূত্র সঞ্চিত থাকা বা মূত্রকোষের দরুন মূত্রাধারের পক্ষাঘাত; ঘুমেরঘোরে অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক মূত্র ত্যাগ (আর্স, কুপ্রাম্‌); কাশিবার সময় অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক মূত্র নির্গমন (কস্‌চ); হাঁচি দেওয়া বা নাক ঝাড়িয়া কফ ফেলিবার সময় অনিচ্ছা পূর্ব্বক মূত্র নির্গমন (নেট্রাম্‌ মিউর, পাল্‌স্‌, জিঙ্কাম্‌); মূত্রনালীতে জ্বালা (এপিস্‌, একন্‌, আণ্টি ক্রুড্‌, ক্যান্থ্‌); মূত্রাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র ত্যাগের বারম্বার ইচ্ছা, এবং কখন কখন মাত্র কএক ফোঁটা বা অল্প পরিমাণ মূত্র বহিয়া পড়ে (একন্‌); মূত্র এত অনায়াসে নির্গত হয়, যে মূত্র যে অসাড়ে নির্গত হইয়াছে তাহা রোগী কিছুই টের পায় না (আর্জেন্ট-

নাইট্রিক্) : মূত্র কাল্‌চে কটাবর্ণ (ব্রাই), ঘোলাটিয়া এবং মূত্র কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে অস্বচ্ছ বা ঘোলাটিয়ার ন্যায় দেখায় ; দিবা রাত্রি অনবরত অসাড়ে মূত্র নির্গমন।

জননেন্দ্রিয়। কোন কঠিন পদার্থ দিয়া প্রবল বেগে চাপিয়া ধরিলে যেরূপ হয়, ডাইন অণ্ডকোষে সেরূপ চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (একন্, আর্জেণ্ট্-নাইট্রিক্) ; স্ত্রীসহবাসের সময় মূত্রনালী দিয়া ধাতুর সঙ্গে রক্ত পড়ে। স্ত্রীলোকের পুরুষ সহবাসে অত্যন্ত অনিচ্ছা ; নিয়মিত সময়ের অনেক পর এবং প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব ; কেবল দিনের বেলা থানা থানা দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরের পশ্চাৎ ভাগে থেঁত্‌লিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা এবং যোনিতে অত্যন্ত চুলকানি ; রাত্রিতে রক্তস্রাব একবারে বন্ধ হয় ; বালিকাগণের অতিকষ্টকর প্রথম রজঃস্রাব (পাল্‌স্) ; রজঃস্রাবের সময় তলপেটে কর্ত্তনবৎ প্রবল বেদনা বা যাতনা এবং উদরাময়, রাত্রিতে দুর্গন্ধযুক্ত শ্বেতপ্রদর (আম্ব্রা) যাহা রজঃস্রাবের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয় ; স্তনের বোঁটা ফাটা এবং ক্ষতযুক্ত ও উহা দাদের ন্যায় ফুস্কুড়ী দ্বারা পরিবেষ্টিত ; স্তনে যথোচিত পরিমাণে দুগ্ধ থাকে না।

শ্বাসযন্ত্র। কণ্ঠনালীস্থ পেশীর জড়তার দরুণ রোগী সজোরে কথা বলিতে পারে না (এরাম্, ফস্) ; স্বরভঙ্গ, প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময়ই যাহা অধিক হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে চাচিয়া ফেলার ন্যায় অনুভূত হয় (নাক্স্ বম্) ; অনেক দিন ধরিয়া সজোরে কথা বলিবার অশক্তি (পাল্‌স্) ; বায়ুনলের মধ্যে শুষ্কানুভব ; প্রবল কাশি, কখন কখন শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ডাইন পার্শ্বে বেদনা ; রাত্রি এবং প্রাতঃকালে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে যেন শ্লেষ্মা আঁটিয়া লাগিয়া থাকে ; বুকে টাটানি, সুড়্‌সুড়ী, থাকিয়া থাকিয়া যাহার উদ্রেক হয় এবং যাহা বায়ুনলের মধ্যে আগা গোড়া অনুভূত হয় ; কাশিবার সময় বায়ুনলে বেদনা বা টানানি, যাহার দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; গলার মধ্যে হামা দেওয়ার ন্যায় অনুভূত হওয়ার দরুণ বা মাথা হেট্ করিয়া উপুড় হইলে কাশির উদ্রেক ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কুঁচ্‌কিতে

বেদনা ও যাতনা ও অসাড়ে মূত্র নির্গমন (আলাম্); এক ঢোক ঠাণ্ডা জল গিলিলেই কাশির উপশম হয়; কাশির উদ্রেকের পূর্ব্বেই শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়; কথা বলা বা চলিবার সময় হঠাৎ শ্বাসরোধ হয়; কাশিবার সময় বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়; বুকে আঁটাবোধ, যাহার দরুণ রোগী বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে বাধ্য হয়; বুকের মধ্যে টাটানি (আর্ণিকা, ব্যারাইটা-কার্ব্ব); বক্ষাস্থির নিচ দিয়া আগাগোড়া এক লাইন ধরিয়া জ্বালাযুক্ত টাটানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি, স্থিরভাবে বা শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার অধিক উদ্রেক হয়; কেবল রাত্রিতে কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া শ্লেষ্মা উঠে; সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা জল খাইলে যাহার উপশম হয়; শ্বাস টানিবার সময় বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; হৃৎস্পন্দন; হৃৎপ্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড় এবং দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে অত্যন্ত বেদনা, যাহার দরুণ ঘাড়াদি নোয়ান যায় না; থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, ঘাড়ে সেরূপ বেদনা; গলার গলগণ্ডের ন্যায় স্ফীতি; কোমরের বাম দিকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মূত্রকোষ প্রদেশে চাপিয়া ধরা বা খিল ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; গুহ্যদ্বারের উপরিভাগে কসিয়া ধরা, বা থেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় ঘুশ্ ঘুশে বেদনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বলতা এবং উহার কাঁপনি; সন্ধ্যার সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অসহ্য ক্লান্তি-বোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমুদয় অংশেই সন্ধি বাতের ন্যায় বেদনা। হাত এবং বাহুতে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় ঘুশ্ ঘুশে বেদনা; বাহুতে অত্যন্ত ভারি এবং দুর্ব্বল বোধ; ডাইন মণিবন্ধে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় প্রবল বেদনা; হাতের কাঁপনি এবং হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; [illegible] সময় হাঁটুর সন্ধিতে কেড় কেড় শব্দ হওয়া; উরু এবং [illegible] থেঁতলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; চলিবার সময় [illegible] সন্ধা ধরা এবং তজ্জন্য উহা নোয়ানে অশক্তি; [illegible] পায়ের ডিমে খিল ধরা; পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথায় সুড় সুড়

করা, হামা দেওয়া, জ্বালাযুক্ত এবং চাপিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা এবং উহাতে জ্বালাযুক্ত সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা।

চর্ম্ম। সমুদয় শরীরে চুলকানি; শিশুর দাঁত উঠার সময় শরীরের স্থানে স্থানের চর্ম্ম ফাটিয়া যাইয়া ক্ষত হওয়া; শরীর অত্যন্ত চুলকায়; গ্রীবাদেশে কণ্ডানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; নাকের আগায় ব্রণের ন্যায় ফুস্কুড়ী; গায় ঘা হইলে শুকাইয়া সামান্য আঘাতেই উক্ত স্থানে পুনরপি ঘা হয়।

নিদ্রা। নিদ্রা ভাল হয় না বা ঘুম হইলেও উহা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে না; বারম্বার হাইতোলা এবং গা ভাঙ্গা; ঘুমেরঘোরে হাত পায়ের অনেকবার সঞ্চালন; অত্যন্ত নিদ্রাবেশ বা ঝিমান যাহা কোন মতেই নিবারণ করা যায় না এবং যাহার দরুণ রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়; ঘুমেরঘোরে চমকিয়া উঠা।

জ্বর। নাড়ী কেবল সন্ধ্যার সময়ই দ্রুতগামী হয়; বাম অংশেই কেবল শীত অনুভূত হয়; বারম্বার পার্শ্বে শীতবোধ; আভ্যন্তরিক শীতবোধ এবং তৎপর ঘর্ম্ম, কিন্তু শরীর উষ্ণ হয় না; বারম্বার দমকা উষ্ণানুভব হইয়া তৎপর শীতবোধ।

ব্যবহার। পেশী এবং সন্ধিবাতের ন্যায় প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুটানের সহায়কারী পেশীর সঙ্কোচন এবং সন্ধির সঞ্চালনে অশক্তি; মৃগীরোগ; কোরিয়া (Chorea); আক্ষেপ; পক্ষাঘাত, যাহা মুখমণ্ডল এবং মূত্রাধারই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে; স্নায়ুশূল; স্বরভঙ্গ এবং স্বরশূন্যতা; কাশি; হাঁপানি কাশি ইত্যাদি অসুখে কষ্টিকাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। দুর্ব্বল, গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থির কঠিনতা; অন্যের দুঃখাদিতে অত্যন্ত সহানুভূতি; ঘুমেরঘোরে মৃগীরোগের আক্রমণ (ক্যাল্ক্ কার্ব্, কুপ্রাম্); রাত্রিতে এক মিনিটের জন্যও স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে থাকিবার অশক্তি; যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় তাহাতে থেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা; অস্থি এবং সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; সমুদয় শরীরে টক গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয় (সাইলিসি); মস্তিকে রক্তস্রাব বা মস্তিষ্কের কোমলতার দরুণ শরীরের এক অর্দ্ধাংশের পক্ষাঘাত (Hemiplegia);

আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের অত্যন্ত দপ্‌দপানি; পায়ের পাতা শুকাইয়া যায়; সচরাচর প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যার সময় এবং বহির্বায়ুতেই অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি কষ্টিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। পক্ষাঘাতে কষ্টিকামের কার্য্য অনেকটা জেলসিমিয়ামের ন্যায়। কণ্ঠনালীর উপর ইহার কার্য্য ব্রোমিন্ এবং স্পঞ্জিয়ার ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বোনিকা, ইগ্‌নেসিয়া, ল্যাকেসিস্, নাক্স্ বমিকা, ফস্ফরাস্, পাল্‌সেটিলা, রাস্‌টক্স্, ষ্টানাম্, সিপিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আসাফিটিডা, কলোসিন্থ্, কফিয়া, নাক্স্ বমিকা ইত্যাদি কষ্টিকামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। এতদ্দেশে চিকিৎসকগণ ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাক্তার ব্লাক্ (Dr. Black) এই ঔষধের ১ম এবং ২য় দশমিক ডাইলুশন ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে ১ম এবং ২য় দশমিক ডাইলুশনই পক্ষাঘাতের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পুরাতন আকারের বাত রোগে ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন অধিক উপকারী। পুরাতন আকারের স্বরভঙ্গ এবং স্বরশূন্যতাতে ২০০ ডাইলুশন ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। পক্ষাঘাত রোগে বাক্‌রোধে এবং গিলিবার অশক্তির প্রতিকারের জন্য ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া ২টী রোগীর চিকিৎসায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে।

চেলিডোনিয়াম্ মেজাস্,—চেলিডন্।

(CHELIDONIUM MAJUS,—CHELIDON.)

ইউরোপ, আমেরিকা এবং আসিয়ার নগর এবং পল্লির নিকটবর্ত্তী পতিত জমীতে এই গাছ জন্মে। ফুল ফুটার সময় এই গাছ সংগ্রহ করিয়া কাঁচা অবস্থায় ইহার সমুদয় অংশ দিয়া ডাইলুট্ স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ্ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়ার মতে ইহার শুকনা গাছ দ্বারা যথা নিয়মে সুগার অব্ মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে।

সাধারণ ক্রিয়া। যকৃতের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, প্রদাহ, কামল রোগ এবং যকৃতের প্রবল অসুখের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। ফুস্ফুসের উপরও ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্তযন্ত্রে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, প্রদাহ এবং উহার যকৃতবৎ কঠিনতার (Hepatization) লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। মেরুদণ্ডের দিকের ডাইন স্কন্ধাস্থির নিম্ন কোণের নিম্ন ভাগে অনবরত বেদনা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অত্যন্ত উদ্বেগ।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের কার্য্যের বৈলক্ষণ্য (পডোফ্); মাথায় ভারিবোধ যাহা গ্রীবার ডাইন পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কপালে চাপাবোধ যাহা চক্ষুর কোটর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং যাহা চক্ষু সঞ্চালনে অধিক হয় (ব্রাই); মাথার ডাইন পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; চক্ষুর উপরিভাগে একগাছি ফিতা বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কপালে সেরূপ কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (আণ্টি-টার্ট্, জেল্স্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, সাল্ফ); মাথার পশ্চাৎভাগে ভারিবোধ (ল্যাক্); মাথার পশ্চাৎভাগের বামদিকে চাপিয়া বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা।

চক্ষু। চক্ষু এবং উহার উপরিভাগে ছিঁড়িয়া ফেলা বা স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা; চক্ষুর শ্বেতাংশ মলিন হরিদ্রাবর্ণ (কাস্থ্, ক্রোটন্, আয়োডিন্, সাম্বাম্); চক্ষুর গোলকে কন্কনানি, চক্ষু সঞ্চালনে যাহা অধিক অনুভূত

হয় (ব্রাই, সিমিসিফ্); চক্ষে কম দেখা; কোন বস্তুর দিকে তাকাইলে চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে কখন কখন কম দেখা।

কর্ণ। কান দিয়া যেন বেগে বাতাস বাহির হইতেছে এরূপ অনুভূত হয়; কান যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (কার্বো-বেজ্); কান এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা (বেল্, মার্ক্); কানের মধ্যে প্রবল সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া যাহা অনেক দূর হইতে যেন আইসে বলিয়া অনুভূত হয়।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ (অ্যাক্টি-পিয়াস্, হিপ্-সাল্ফ্, মিরিকা, নেট্রাম্-মিউর, সিপিয়া), কপাল, নাক, গাল এবং চক্ষুর শ্বেতাংশেই যাহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; গাল মলিন বা লাল্চে হরিদ্রাবর্ণ (ব্যাপ্টি, জেল্স্); ডাইন গালের হাড়ে বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উহা ফুলিয়াছে; হনূাস্থির সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় ভয়ানক বেদনা।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। অপরাহ্ণে ডাইন কান হইতে ডাইন পার্শ্বের মাড়ি পর্যান্ত ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; জিহ্বা শুষ্ক, এবং গাঢ় হরিদ্রা লেপযুক্ত (চায়না, আর্সেড্, ফস্, কলেরা), সাদা এবং চট্চটিয়া আঠা, মুখে তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট জলের সঞ্চার; খালি মুখে, মুখে তিক্ত স্বাদ (ব্রাই, নাক্স-বম, পাল্স্, সাল্ফ)। বড় কোন কঠিন পদার্থ গিলিবার সময় যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ আঁটা বোধ হইয়া ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া।

পাকস্থলী এবং উদর। উদ্গার উঠা; বমন; পাকস্থলীর মধ্যে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা যাহা পৃষ্ঠদেশ পর্যান্তও বিস্তৃত হয়। যকৃৎপ্রদেশে বেদনা বা যাতনা আরম্ভ হইয়া পৃষ্ঠদেশদিকে নামিয়া পড়ে; যকৃত প্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা (আর্স্, ব্রাই, চায়না, ক্যালী-কার্ব্, মার্ক্, নাক্স-বম, সিপিয়া); যকৃত প্রদেশে বেদনা; চাপিলে যকৃত প্রদেশে বেদনা অনুভূত হয়; এক গাছি রসি দিয়া উদর কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, নাভিপ্রদেশের মধ্য দিয়া সেরূপ কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা প্লাম্বাম্, পডোফ্, টেরেবান্থ); উদর কঠিন এবং স্ফীত ও বিস্তৃত; অন্ত্রের

মধ্যে কামড়ানি বা কর্ত্তনবৎ বেদনা (ব্রাই, কলোস্); উভয় কুঁচকিতে কসিয়া ধরার ন্যায় বা আক্ষেপিক বেদনা।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্যের মধ্যে জ্বালাযুক্ত এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং উহাতে সুড়্ সুড়্ করা বা চুল্কানি; গুহ্য দ্বারের সঙ্কোচন এবং উহাতে চুলকানি (সাল্ফ্)। মল তরল, কাইয়ের ন্যায়, উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ, (এথুজা, বোরাক্স্); ফিকা ধূসর বর্ণ, চট্চটিয়া, শ্লেষ্মা; ভেড়ার মলের ন্যায় কঠিন মলত্যাগ।

মূত্রযন্ত্র। ডাইন মূত্রকোষ এবং যকৃতে আক্ষেপিক বেদনা; মূত্রাধারে টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকি প্রদেশে কাঁপনির সহিত আক্ষেপিক বেদনা বা যাতনা; ঘোলাটিয়া মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে মূত্র নিঃসারক নালীর দিকে প্রবল বেদনা; মূত্র কাল্চে হরিদ্রাবর্ণ; মূত্র ত্যাগের পর মূত্র ঘোলাটিয়া এবং কাল্চে কটা বর্ণের আভাযুক্ত লালবর্ণ হয় (অ্যান্টি-টার্ট্); মূত্র লাগিলে কাপড়ে কাল্চে হরিদ্রা বর্ণের দাগ পড়ে।

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পর, অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অনেক দিন ধরিয়া রজঃস্রাব (ফেরাম্); যোনিদ্বারে জ্বালা যাহা প্রতিদিন ঠিক এক সময়ে অনুভূত হয়।

শ্বাসযন্ত্র। স্বরভঙ্গ (একন্, কালো বৈজ্, কষ্ট); ঘুম ভাঙ্গিলে, ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানা হইতে উঠিলে কাশি এবং বক্ষাস্থির নীচে ধূলা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; যক্ষাকাশের ন্যায় সর্ব্বদা গলা খুশ্খুশে কাশি এবং গলা দিয়া প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গমন; কতকটা আক্ষেপিক আকার বিশিষ্ট কাশি যাহা ক্রমাগত বর্ত্তমান না থাকিয়া, থাকিয়া থাকিয়া রোগীকে আক্রমণ করে (ড্রসিরা); শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং কষ্টকর উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে আঁটবোধ; বুক এবং পৃষ্ঠদেশে বেদনা, বুকে কষ্টানুভব, যাহার দরুণ মনে হয় যেন গায়ের কাপড় কসিয়া পরা রহিয়াছে; বক্ষাস্থির মধ্যভাগের পশ্চাৎদেশে আক্ষেপিক বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা বায়ুনল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তজ্জন্য বায়ুনলের সঙ্কোচন; বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্ব) যাহা ডাইন পার্শ্বে অধিক অনুভূত হয়; ডাইন দিকের পাঁজরার হাড়ের নীচে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (রাস্-টক্স, লাইকোপ); গ্রীবাদেশের ডাইন দিকের পেশী এবং ডাইন স্কন্ধ-প্রদেশে বেদনা; পৃষ্ঠদেশ এবং দুই স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা ও তজ্জন্য উক্ত স্থান সঞ্চালনে অশক্তি; গ্রীবাদেশ হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; ডাইন স্কন্ধ এবং উহার নিম্নভাগে বেদনা (আবিস্-ক্যান্, পডোফ্) এবং উক্ত প্রদেশে সূচীবিধানের ন্যায় যাতনা; ডাইন স্কন্ধে বেদনা; ডাইন স্কন্ধাস্থির নিম্ন কোণে অনবরত বেদনা (ইস্কুলাস্-হিপ্) যাহা বুক এবং পাকস্থলী পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইতে পারে।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভারি এবং অবশবোধ বা খোঁড়া হওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতের ন্যায় অনুভূত হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা; বাত রোগ, কোন অঙ্গ স্পর্শ করিলেই অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়; ঘর্ম্ম হয়; কিন্তু উহার দরুণ কোনও উপশম অনুভূত হয় না; বাতরোগ, নিম্নাঙ্গেই যাহা অধিক অনুভূত হয়, প্রধানতঃ পায়ের পাতার সন্ধিতে, চলিয়া বেড়াইলে যাহার বৃদ্ধি হয়।

নিদ্রা। বারম্বার হাইতোলা; দিনের বেলা নিদ্রাবেশ এবং ঝিমানি (নাক্স্-মস্ক)।

জ্বর। শীত বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ঠাণ্ডা, হাত পায়ের পাতায়ই যাহা অধিক অনুভূত হয়; সন্ধ্যার সময় শয়ন করিলে শরীর অত্যন্ত গরম হয়; শেষ রাত্রি বা প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব)।

ব্যবহার। যকৃত প্রদাহ; কামল রোগ; পিত্তশিলা (Gall-stones); পিত্তাধিক্য; যকৃতের অসুখ জনিত শোথ; উদরাময়; স্নায়ুশূল; ফুস্ফুস্প্রদাহ; হুপিং কফ; হাঁপানি কাশি ইত্যাদি অসুখে চেলিডোনিয়াম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। আহারের পর এবং প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে অত্যন্ত অলসবোধ এবং দুর্ব্বলতা; শরীরের কোন কোন অংশে পক্ষাঘাতের ন্যায় অবশবোধ এবং কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে অসুখের বৃদ্ধি; বায়ুর পরিবর্ত্তনে অসুখের পুনরাক্রমণ; সন্ধ্যার সময় অসুখের উপশম ইত্যাদি চেলিডোনিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। চেলিডোনিয়ামের কার্য্যের সঙ্গে ব্রাই-ওনিয়া এবং ফস্ফরাসের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে সিমিসিফিউগা, চায়না, জেল্‌সিমিয়াম্‌, মার্কিউ-রিয়াস, নাক্স্‌-বমিকা, পডোফিলাম্‌ এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্‌, ক্যাম্ফার, অম্লৌষধ, মদ্য বা কাফি চেলিডোনিয়ামের প্রতিষেধক মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। যুবা যুবতীর পক্ষে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন এবং শিশু বা ছোট বালক বালিকার পক্ষে ৬ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত বিশেষ উপযোগী। কখন কখন মাতালদিগের যকৃতের অসুখে মূল আরোক ২।১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক উপ-কার দর্শিতে দেখা যায়। যকৃত সম্বন্ধীয় সকল প্রকারের অসুখেই মূল আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া লেখক মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক উপকার পাইয়া থাকেন।

সিনা,—সিনা

(CINA,—CINA)

আসিয়া মাইনার, লিবাণ্ট্‌, আফ্রিকা এবং পারস্য দেশে এই গাছ জন্মে। ইহার বিচি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ দ্বারা রেক্‌টিফাইড্‌ স্পিরিটে যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আল্‌কেলয়েড্‌কে (Alkaloid) সাণ্টোনাইন্‌ (Santonine) বলে। যথা নিয়মে সুগার অব মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া সাণ্টোনাইনের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। অন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। ইহা অন্ত্র উত্তেজিত করিয়া অন্ত্রের পুরাতন আকারের উত্তেজনা, প্রদাহ এবং ক্রিমির লক্ষণাদির ন্যায় লক্ষণগুলি উৎপাদন করে। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হও-য়ার লক্ষণাদিও প্রকাশ পায়; কিন্তু উহা অন্ত্র আক্রান্ত হইয়া উত্তেজিত হওয়ার কেবল গৌণ ফল মাত্র, মুখ্য লক্ষণ নহে। সিনার কার্য্য অনেকটা সাণ্টোনাইনের ন্যায় বলিয়া সিনার পরিবর্ত্তে অনেকে সাণ্টোনাইন্‌ ব্যবহার

করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, সিনার কার্য্য অপেক্ষা স্যান্টোনাইনের কার্য্য অধিক প্রবল এবং সর্ব্বদা একভাব বিশিষ্ট। সর্ব্বদা চিড়্ চিড়্ করা সিনার একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ

মন। প্রলাপ এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠা; কোলে করিয়া বেড়াইলে বা কেহ তাহাকে ধরিলে রোগী (শিশু) করুণ স্বরে কাঁদে; শিশু সর্ব্বদা কাঁদে এবং ক্রমাগত মায়ের স্তনের দুধ না দিলে কোন মতেই তাহার কান্না থামে না; রোগী সর্ব্বদা চিড়্ চিড়্ করে (ব্রাই, ক্যাম্) এবং কোন মতেই তাহাকে শান্ত করা যায় না; রোগী ভুযান বুযান ভাল বাসে না এবং তাহাকে যাহাই দেওয়া যাউক না কেন সে কিছুই লইতে চাহে না (ক্যাম্); রোগী কাহাকেও তাহার শরীর স্পর্শ করিতে দেয় না (আণ্টি-টার্ট্, আণ্টি-ক্রুড্)।

মস্তক। বহির্বায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে অবসন্নকারক শিরঃপীড়া যাহা কপালেই অধিক অনুভূত হইয়া তৎপর মাথার পশ্চাৎভাগে অনুভূত হয়; কপালের বাম পার্শ্বে উচ্চ স্থান হইতে নাকের গোড়া পর্য্যন্ত কসিয়া ধরে, যাহার দরুণ মাথায় গোলমেলে বোধ হয়; একটী ভারি বস্তু চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মাথার উপরি ভাগের ঠিক মধ্যভাগে সেরূপ চাপিয়া ধরারন্যায় অবিরাম বেদনা; শিশু সর্ব্বদাই মাথা পার্শ্বের দিকে হেলাইয়া রাখে।

চক্ষু। চক্ষুর তারা বিস্তৃত (বেল্, হায়োস্, ওপিয়াম্, ষ্ট্রামন্); টেরা চক্ষু (বেল্); একখানি পাতলা কাপড় দ্বারা চক্ষু ঢাকা থাকিলে যেরূপ হয়, কোন বস্তুর পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে সেরূপ ঝাপ্সা দেখায়, চক্ষু মুছিয়া ফেলিলে যাহা সারিয়া যায় (কস্, পাল্স্); চক্ষুর কোটরের উপরিভাগ হইতে মস্তিষ্কের গভীরতম অংশে সূচী বিঁধানের ন্যায় ঘুশ্ ঘুশে বেদনা বা যাতনা; বিছানা হইতে উঠিলে চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ ভাসে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝিম ঝিম করা এবং মূর্চ্ছার ভাব, বারম্বার এদিকে ওদিকে টলিয়া পড়া, শয়ন করিলে যাহার উপশম হয় (ডাল্ক্)।

কর্ণ। কানের সম্মুখভাগের নিম্ন প্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় ঘুশ্-ঘুশে বেদনা বা যাতনা; কর্ণশূলে যেরূপ হয়, কানের বহির্দ্দেশে সেরূপ খিল ধরা বা চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা; কানে কম শুনা।

নাসিকা। সর্ব্বদা প্রবল হাঁচি (একন্, জেলস্, সাবুডেরিয়া); অনবরত নাক খোঁটা এক নাক ঘষা বা আঙ্গুল নাকের মধ্যে খুঁসিয়া রাখা (ফস্-আস্, সেলিন্, এরাম্); নাক দিয়া রক্ত পড়া (একন্, বেল্)।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল পিটা এবং রুগ্ন, লোপের ন্যায় টল্‌টলে এবং চক্ষু নীল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত; মুখমণ্ডল পিটা, শীতল এবং শীতল ঘর্ম্ম দ্বারা আবৃত (ক্যাম্ফার, বিরেট্-আল্ব্); মুখের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সাদা এবং নীলের আভাযুক্ত; গালের মেলার নামক অস্থিতে (Malar bone) চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, চাপিয়া ধরিলে যাহার বৃদ্ধি হয়।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁত দ্বারা সর্ব্বদা কড়্ মড়্ শব্দ করা, প্রধানতঃ রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে (আর্স্, সিকুটা, হেলিবোরাস্, পডোফ্); মুখের মধ্যে শুষ্কানুভব; জিহ্বা সামান্য সাদা লেপযুক্ত এবং উহাতে ফুস্কুড়ীর ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হয় ও উহার পার্শ্ব লালবর্ণ, যাহা চাপিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। গলার মধ্যে শুকানুভব; গিলিবার সময় যেরূপ হয়, গলার মধ্যের সেরূপ অনবরত সঞ্চালন; গিলিতে অশক্তি, তরল পদার্থ গিলিবার সময়ই এই অশক্তি অধিক অনুভূত হয়। (বেল্)।

পাকস্থলী এবং উদর। হয় ক্ষুধা একবারেই থাকে না, নতুবা দুষ্ট ক্ষুধা; পেট পূরিয়া খাওয়ার অনতিকাল বিলম্বেই অত্যন্ত ক্ষুধা (মার্ক্, ষ্টাফিস্, লাইকোপ্); শিশু মাতৃস্তন দুগ্ধ পান করিতে চাহে না; জলাদি পানের পর বমন এবং উদরাময়; নানাপ্রকারের দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা; (পিপাসা একন্, আর্স্, ব্রাই, রাস্টক্স্); কৃমি, উদরস্থ আহার্য্য দ্রব্য, শ্লেষ্মাএবং পিত্তবমন; ক্ষুধা লাগিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ চর্ব্বণবৎ অসুখ-বোধ (ইগ্নেস্)। কৃমি থাকিলে যেরূপ হয়, নাভিপ্রদেশে সেরূপ চিন্‌চিনে বেদনা (স্পাইজেল্); নাভিপ্রদেশে মোচড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (কলোস্); আহারের পর উদরোর্দ্ধ প্রদেশের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত খিলধরার ন্যায় বা চিন্ চিনে বেদনা; উদর স্ফীত, বিস্তৃত এবং কঠিন (শিশুগণের) (আর্স্, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, কলোস্)।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্যদ্বারে চুলকানি বা কুট্ কুট্ করা (আলাম্, আর্স্, গ্রাফ্, সাল্ফ্); জলবৎতরল উদরাময় (একন্, আর্স্,

চায়না, পডোফ); কৃমি সম্বলিত সাদা জলবৎতরল ভেদ (চায়না, ফস্-আস্, রাস্টক্স)।

মূত্রযন্ত্র। বারম্বার মূত্র ত্যাগের চেষ্টা এবং অধিক পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (এপিস্); মূত্র ত্যাগের অনতিকাল বিলম্বেই মূত্র ঘোলাটিয়া হয়; (চেলিডন্, কলোস্); মূত্র ত্যাগের পর মূত্র কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে মূত্রে সাদা তলানি পড়ে; রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে বা স্বপ্নে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র ত্যাগ (অন্ত্রে কৃমি থাকিলেই এরূপ সচরাচর ঘটিয়া থাকে)।

শ্বাসযন্ত্র। ক্ষণস্থায়ী খুশ্ খুশে কাশি, শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, যাহার আক্রমণের পূর্ব্বে শরীর একবারে শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং জ্ঞান থাকে না; হুপিংকফ, প্রাতঃকালে যাহার আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং গলাদিয়া শ্লেষ্মাদি কিছুই উঠে না; সন্ধ্যার সময় অতি কষ্টে গলাদিয়া শ্লেষ্মাদি উঠে; সন্ধ্যার সময় অতি কষ্টে গলাদিয়া সাদা, এবং কখন কখন রক্তের ছিট্‌যুক্ত শ্লেষ্মা উঠে; প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যার সময় কাশির বৃদ্ধি এবং রাত্রিতে কাশির উপশম; জলাদি পান, বহির্বায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে এবং কণ্ঠনালীতে চাপ পড়িলে কাশির উদ্রেক হয় (ল্যাক্); শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং শ্বাস প্রশ্বাসে বাঁধ বাঁধ বোধ; গলার মধ্যে ধূলা প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে সেরূপ খুশ্ খুশে কাশির উদ্রেক হয়; সন্ধ্যার সময় স্বরভঙ্গাবশিষ্ট খুশ্ খুশে কাশি; থাকিয়া থাকিয়া হুপিং কাশির প্রবল আক্রমণ (ড্রসিরা), বায়ুনলের নিম্নভাগে শ্লেষ্মা জমিয়া লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হইয়া যাহার উদ্রেক হয়।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধদেশ হইতে নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত আগাগোড়া কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; মেরুদণ্ডের ঠিক মধ্য ভাগে ছিড়িয়া ফেলা বা চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা; অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, কোমরে সেরূপ শ্রান্তি জনক বেদনা।

নিদ্রা। ঘুমেরঘোরে বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করা এবং বারম্বার কাঁদিয়া ওঠা ও ক্রমাগত করুণ স্বরে কাঁদা (একন্)।

জ্বর। শীত কম্প এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল শীতল এবং পিঠ ও হাত উষ্ণ; সন্ধ্যার সময়ই শীত অধিক অনুভূত হয়, বাহ্যিক উত্তাপ

প্রয়োগেও যাহার কোনও হ্রাস বা উপশম হয় না; মাথা এবং মুখমণ্ডলেই অধিক উষ্ণ অনুভূত হয়; ঘর্ম্ম সচরাচর শীতল এবং কপাল, নাসিকার চক্ষুপার্শ্ববর্ত্তী স্থান এবং হাতেই উহা অধিক হয় (বিবেট্-আর্ম্ব); জ্বরের আক্রমণের সময় বমন এবং অত্যন্ত ক্ষুধা; কেবল শীতলাবস্থা বা উষ্ণাবস্থায়ই পিপাসা থাকে; হৃৎপিণ্ডের কম্পমান স্পন্দন; মুখমণ্ডল অত্যন্ত উষ্ণ এবং গাল উজ্জ্বল লালবর্ণ; শীতল জলাদি পানের ইচ্ছা (বেল্); প্রতিদিন ঠিক এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বর আইসে (ক্যাক্টাস্)।

ব্যবহার। ক্রিমি বা ক্রিমি জনিত অসুখ; আক্ষেপ (Convulsions), বিশেষতঃ ক্রিমি জনিত; কোরিয়া (Chorea); মৃগীরোগ, ক্রিমির দরুণ বা অন্য কোন কারণে অন্ত্রের উত্তেজনাজনিত হইলে, ক্রিমির দরুণ আট্‌কান সবিরাম এবং স্বল্প বিরাম জ্বর (Intermittent and Remittent Fevers), উদরাময়; হাঁপংকফ বা কাশি; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; ক্রিমির দরুণ রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে বা স্বপ্নে বিছানায় প্রস্রাব করা ইত্যাদি অসুখে সিনা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। যে সকল শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের অন্ত্রের মধ্যে ক্রিমি থাকে, তাহাদিগের অসুখে বিশেষ উপকারী। মৃগীরোগ, রাত্রিতেই যাহার আক্রমণ অধিক হয় এবং যাহার আক্রমণের সময় রোগী অত্যন্ত চীৎকার করে ও হাত পা প্রবল বেগে বারম্বার দাপাদাপি করে; ঘুমেরঘোরে বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করা; হাত পায়ের স্পন্দন (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ইগ্নেস্); হাত পায়ের ঝাকনি এবং উহা বিকৃত হওয়া (সিকুটা); রাত্রিতে, কোন বস্তুর দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে এবং বাহ্যিক প্রচাপনে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি সিনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। সিনার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, বেলাডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া, ক্যামোমিলা, চায়না, ফেরাম্, ইগ্‌নেসিয়া, ফস্ফরাস্, স্পাইজেলিয়া এবং পাল্‌সেটিলার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, ক্যাপ্‌সিকাম্, চায়না এবং ইপিকাকিউএনা সিনার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর

অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সবিরাম বা স্বল্প বিরাম জ্বর, ওলাউঠার পতনাবস্থায় উদরে কৃমি থাকার দরুণ প্রতিক্রিয়া না হওয়া সন্দেহ হইলে ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া অনেক সময় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। সাণ্টোনাইনের ১ম দশমিক ক্রমের গুঁড়াই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ককিউলাস্ ইণ্ডিকাস্,—ককিউল্।

(COCCULUS INDICUS,—Cocc. IND.)

এই গাছের ফল যথা নিয়মে রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গতি উৎপাদক স্নায়ু মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ ইহা প্রথমতঃ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চালনের শক্তিবিশিষ্ট পেশী আক্রমণ করিয়া পক্ষাঘাত এবং ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ এবং তৎপর জ্ঞান উৎপাদক স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিয়া মাথা ঘোরা এবং মাথার বিকৃতাবস্থা উৎপাদন করিয়া থাকে। স্নায়বিক উত্তেজনার দরুণ বিশেষ প্রকৃতির বমনোদ্বেগ এবং অবসন্নতা, সার্ব্বাঙ্গিক বলক্ষয় এবং মাথা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে একত্র হইয়া জল পথে জাহাজ, নৌকাদিতে চাপিয়া বেড়ানের দরুণ অসুখের (Sea-Sickness) ন্যায় লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। মাথাঘোরা থাকুক আর না থাকুক, হিষ্টিরিয়া বা অন্যান্য প্রকারের স্নায়বিক অসুখের অনেকানেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অনবরত দুঃখের বিষয় চিন্তা; রোগী (স্ত্রীলোক) আপন বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করে না; গান করিবার অনিবার্য্য ইচ্ছা; অন্য মনস্কতা, যাহার দরুণ রোগী (স্ত্রীলোক) যাহা এইক্ষণ চিন্তা করে উহার পরক্ষণেই সে উহা ভুলিয়া যায়; অত্যন্ত ভয়ানক রকমের দুষ্কর্ম্ম করিলে যেরূপ হয়, মনের সেরূপ উদ্বেগ (ইগ্‌নেস্); রোগী সহজে বিরক্ত হয়,

রাগান্বিত হয় এবং সহজে অবসন্ন বা ক্লান্ত হইয়া পড়ে (ক্যাম্ফ, নাক্স-ম্য); সামান্য কারণেই চমকিয়া উঠা (সিপিয়া, সাইলিসি)।

মস্তক। নেসা করিলে যেরূপ হয়, সেরূপ মাথা ঘোরা (চায়না, পাল্‌স্, লেডাম্, নাক্স-মস্ক, রাস্‌টক্স) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে বমনের ইচ্ছা (ব্রাই), যাহার দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; মাথায় খালিবোধ; বিছানায় সোজা হইয়া বসিলে বা গাড়ীতে, পাল্‌কিতে, নৌকা বা জাহাজে চাপিয়া বেড়াইলে মাথাঘোরা; মাথায় অবসন্ন এবং গোলমেলে বোধ যাহা আহার বা পানের পর সচরাচর বৃদ্ধি হয় (নাক্স-বম্); শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনের ইচ্ছা (ইপিকাক্, নাক্স-বম্); কাপড় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বা ক্রু আঁটিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (মার্ক, নাইট্রিক্-আস্); চক্ষু টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ বেদনানুভব; নিদ্রা, আহার বা পানের পর শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি (ইগ্‌নেস্); গাড়ীতে চাপিয়া বেড়াইলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি (ক্যালী-কার্ব্ব, পিট্রোল); বহির্বায়ুতে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে ও উষ্ণ ঘরে শিরঃপীড়ার উপশম; গ্রীবাদেশস্থ পেশীর দুর্ব্বলতার দরুণ মাথার আক্ষেপিক স্পন্দন; শিরঃপীড়া, চীত হইয়া শয়ন করিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং যাহার দরুণ রোগী এক পাশে শয়ন করিতে বাধ্য হয়।

চক্ষু। চক্ষে ঝাপ্সা দেখা; থেঁত্‌লিয়া গেলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিতে চক্ষু মেলিবার অশক্তি; চক্ষু মুদিয়া থাকা, কিন্তু এই অবস্থায়ই চক্ষুর গোলক অনবরত ঘুরাণ।

কর্ণ। প্রবল বেগে জল চলিলে যেরূপ হয়, কানে সেরূপ সোঁ সোঁ শব্দ হয় (ক্যাম্)এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনা।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং গাল লালবর্ণ (ফেরাম্); মুখাকৃতি মেটে মেটে এবং অত্যন্ত যাতনার চিহ্নযুক্ত।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিনতা (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, আয়োড, রাস্‌টক্স); মুখগহ্বর শুষ্ক (নাক্স-মস্ক); জিহ্বা শুষ্ক এবং সাদাটিয়া লেপযুক্ত, কিন্তু পিপাসা থাকে না (নাক্স-

মক্, পাল্স্); মুখে ধাতুর স্বাদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা শূন্যতা (ইস্কুলাস্, মার্ক্, নেজা)। গলার মধ্যে শুষ্কানুভব; গলার মধ্যের উপরিভাগের নালী রুদ্ধ হওয়ার ন্যায় সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মিয়া কাশির উদ্রেক হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। আহার দ্রব্যে অত্যন্ত অরুচি (আণ্টি-ক্রুড্, ইপিকাক্), বিশেষতঃ টক দ্রব্যে, অথচ উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা থাকে; আহারের সময় অত্যন্ত পিপাসা; ঠাণ্ডা দ্রব্য পানে ইচ্ছা; দুর্গন্ধযুক্ত কাঠ উদ্গার (আর্ণিকা, ক্যাম্, সোরিনাম্); তিক্ত উদ্গার উঠা (আর্ণিকা, নাক্স্-বম্, পাল্স্); বারম্বার উদ্গার উঠিতে চাহে, কিন্তু একবারও উদ্গার উঠে না; বারম্বার অত্যন্ত প্রবল বমনোদ্বেগের দরুণ রোগী মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হয় (টেবেকাম্); রেলের গাড়ীতে চাপিয়া বেড়ানের সময় অত্যন্ত বমনোদ্বেগ বা বমনের ইচ্ছা (নাক্স্-মক্, পিট্রোল্), অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া বমনোদ্বেগ বা বমনের ইচ্ছা; বমনের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শিরঃপীড়া এবং অন্ত্রের মধ্যে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা; পাকস্থলীতে ভয়ানক খিল ধরা এবং উহাতে কামড়ানী (নিঙ্ড়ানের ন্যায়); ভোঁতা ছুরি দিয়া কাটার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; পাকস্থলীতে যেন একটী কৃমি নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয়; জলপথে জাহাজাদিতে চলিবার দরুণ বমন বা বমনোদ্বেগ (Sea-Sickness); আহারের সময় এবং উহার পর পাকস্থলীতে খিল ধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট (নাক্স্-বম্); পাকস্থলীতে খালি খালি বোধ (ইগ্নেস, পিট্রোল্, সিপিয়া); উদর অত্যন্ত স্ফীত এবং বিস্তৃত (আলোজ্, সিকুটা, ক্যাম্, চায়না); উদরে খালিবোধ এবং উহাতে যেন কিছু নাই এরূপ অনুভূত হয়; উদরোর্দ্ধ প্রদেশের সঙ্কোচন, যাহার দরুণ নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়; রাত্রি দুই প্রহরের সময় উদরে দূষিত বায়ু জনিত আক্ষেপিক শূল বেদনার ন্যায় বেদনা; গুহ্যদ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণ, কিন্তু উহার দরুণ যন্ত্রণাদির কোনও উপশম হয় না এবং কাশিলে যাতনার বৃদ্ধি হয়; কুঁচকি সম্বন্ধীয় অন্ত্র বৃদ্ধি হওয়ার উপক্রম হয় (আলাম্, নাক্স্-বম্, নাইট্রিক্ আস্)।

মল এবং মলদ্বার। অপরাহ্নে গুহ্যে সঙ্কোচক বেদনা, যাহার দরুণ বসিয়া থাকিবার ব্যাঘাত জন্মে; মল কোমল, পাতলা এবং সাদাটিয়া,

হরিদ্রাবর্ণ; মল অত্যন্ত কঠিন এবং অতি কষ্টে নির্গত হয় (আলাম্, ব্রাই, সাল্ফ)।

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে খিল ধরা এবং শূল বেদনার ন্যায় বেদনা; রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে খিল ধরা এবং অবসন্নকারক বমনোদ্বেগ ও মূর্চ্ছার ভাব; রজঃস্রাবের সময় রোগী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, উহার দরুণ সে দাঁড়াইতে বা কথা বলিতে পারে না (আমন্-কার্ব্ব, কার্ব্বো-আনিমেল্); কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনার (Painful Menstruation) পর প্রায়ই অর্শ রোগ হয়; রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণে ভাতের পাতলা ফেণের ন্যায় ছেকড়া ছেকড়া পর্দ্দার ন্যায় পূঁয সংযুক্ত শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (আলাম্, আর্স, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ক্রিয়াজ, হাইড্রাষ্ট, পা[illegible]) এবং তদ্দরুণ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া কথা বলিতে বা দাঁড়াইতে পারে না; জরায়ুতে কষ্টদায়ক চাপাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে খিল ধরা, বমনোদ্বেগ এবং মূর্চ্ছা; গর্ভাবস্থায় যোনিদ্বার দিয়া রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নিঃসরণ।

শ্বাসযন্ত্র। বুকে আঁটাবোধ হওয়ার দরুণ অত্যন্ত ক্লান্তিজনক কাশি; বুকের ডাইন পার্শ্বে কসিয়া ধরার ন্যায় সঙ্কোচক বেদনা, যাহার দরুণ নিশ্বাস বন্ধ হয়; বুকের মধ্যের সঙ্কোচন; হিষ্টিরিয়া রোগে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ সঙ্কোচন বা আঁটাবোধ (আসাফিটিডা); বুকের মধ্যে জ্বালানুভব যাহা গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; বুকের মধ্যে খালি বোধ।

হৃৎপিণ্ড। স্নায়বিক হৃৎস্পন্দন (আসাফিটিডা)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবা দেশস্থ পেশীর দুর্ব্বলতার দরুণ মাথা সোজা করিয়া রাখিতে পারা যায় না (বিরেট-আব); সঞ্চালন করিবার সময় ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (চেলিডন্, রাস্ টক্স); কোমরের পশ্চাৎভাগে পক্ষাঘাতের ন্যায় বেদনা বা যাতনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গের কম্পন (কোনাযাম্, জেল্স, মার্ক); বাহু এবং পা সঞ্চালনে কষ্টকর অশক্তি; হাত পায়ে পর্য্যায়ক্রমে অবশ বা অসাড় বোধ। হাতের সন্ধির বাতের ন্যায় স্ফীতি;

হাত অবশ এবং অসাড় হয় এবং উহা পর্য্যায়ক্রমে শীতল এবং উষ্ণ হয়; থেঁৎলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, স্কন্ধ এবং বাহুতে সেরূপ বেদনা; পায়ের পক্ষাঘাতের ন্যায় সঞ্চালনে অশক্তি; কোমর হইতে শরীরের নিম্নাঙ্গের সমুদয় অংশের পক্ষাঘাত; চলিতে চলিতে হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে; চলিবার সময় পা হেলিয়া টলিয়া পড়ে; হাঁটুর সন্ধির প্রদাহযুক্ত স্ফীতি এবং উহাতে সূচী বিঁধানের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী বেদনা বা যাতনা; চলিবার সময় হাঁটুর সন্ধিতে কেড়্‌কেড়্ শব্দ হয়; বসিয়া থাকিলে পায়ের পাতার তলা অসাড় হয়।

নিদ্রা। নিদ্রাশূন্যতা; রাত্রি জাগরণের দরুণ নিদ্রাশূন্যতা; কাজকর্ম্মের চিন্তার দরুণ নিদ্রাশূন্যতা; মনের উদ্বেগ বা চিন্তা এবং অস্থিরতার দরুণ নিদ্রাশূন্যতা; নিদ্রা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে না (আর্ণিকা, চায়না, ওপিয়াম্)।

জ্বর। পর্য্যায়ক্রমে শীত এবং উষ্ণানুভব (ক্যাল্ক-কার্ব্ব, মার্ক); গাল অত্যন্ত গরম এবং লালবর্ণ (একন্, বেল্); অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময় শীত বোধ, পা এবং পৃষ্ঠদেশেই যাহা অধিক অনুভূত হয় এবং উত্তাপ দিলেও যাহার উপশম হয় না; বারম্বার দম্‌কা উষ্ণানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গাল উষ্ণ, পায়ের পাতা শীতল; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার যাহাতে রোগী কোন বিষয় সহজে বুঝিতে পারে না; কথা বলিবার সময় মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত শব্দ স্মরণ হয় না; অল্পক্ষণের ঘটনাও স্মরণ থাকে না এবং বিড্‌বিড়্ করিয়া বা গুন্‌গুন্ করিয়া কথা বলা (আর্ণিকা)।

ব্যবহার। গাড়ী, পাল্কী, দোলা, জাহাজ, বা নৌকার দোলন জনিত অসুখ; শুষ্কবায়ু (Melancholia); স্নায়বিক দুর্ব্বলতা; আক্ষেপ; মূর্চ্ছা; হিষ্টিরিয়া; স্নায়বিক জ্বর; রক্তাল্পতা; শরীর শীর্ণ হওয়া বা পেশীক্ষয়; পাকস্থলীর অসুখ এবং পিত্তজনিত অসুখ; অজীর্ণ রোগ; সন্ধিবাত; পক্ষাঘাত (প্রধানতঃ নিম্নাঙ্গের); অন্ত্রবৃদ্ধি; শিরঃপীড়া; মাথাঘোরা ইত্যাদি অসুখে ককিউলাস্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। দুর্ব্বলতার দরুণ দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইবারে অশক্তি; পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বলতার বারম্বার আক্রমণ; সর্ব্বদা শরীর

কম্পনের অভাব (ইগ্নেশ); শীতলই হউক, বা উষ্ণই হউক, বহির্বায়ু সহ্য হয় না (আমন্-কার্ব্ব, অরাম্, ন্যাক্স্-বম্, পিট্রোল্, রাস্টক্স্, রুমেক্স্, সিপিয়া); দুর্ব্বলতার দরুণ সজোরে কথা বলিতে অশক্তি (ষ্টানাম্); মারিলে যেরূপ হয়, হাড়ের মধ্যে খনন করার ন্যায় সেরূপ বেদনা বা যাতনা; স্ত্রীলোক এবং শিশুগণের অসুখে বিশেষ উপযোগী; আহার বা পানের পর, ঘুমাইলে, কথা বলিলে এবং গাঁড়ী, পাল্কীতে চাপিয়া বেড়াইলে, তামাক খাইলে, পরিশ্রমে এবং বহির্বায়ুতে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি ককিউলাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ উদরের উপর ককিউলাসের কার্য্য ক্যামোমিলার ন্যায়। এতদ্ভিন্ন ইহার কার্য্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্, আর্সিনিক্, বেলাডোনা, ককিয়া, কুপ্রাম্, ইগ্নেসিয়া, ইপিকাকিউএনা, লাইকোপডিয়াম্, নাক্স্ বমিকা, পিট্রোলিয়াম্, ফস্ফরাস্, পাল্সেটিলা, রাস্টক্স্, সাইলিসিয়া, বিরেট্রাম্ আল্বামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, ক্যামোমিলা, কুপ্রাম্, ইগ্নেসিয়া, নাক্স্ বমিকা ককিউলাসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হানিমান এই ঔষধের ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিতেন। আবার মস্তিষ্কের অসুখ জনিত বমন বা বমনোদ্বেগ, দূষিত বায়ুজনিত পেট ফাঁপা এবং খিল ধরা বা আক্ষেপ, রজঃস্রাবের অনিয়ম হেতু বেদনা বা বাধকের বেদনায় কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। নিম্নাঙ্গ এবং শরীরের ডাইন অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাতে এই ঔষধের মূল আরোক ৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ২।৩টী রোগীর চিকিৎসায় লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ৩০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কফিয়া ক্রুডা,—কফিয়া

(COFFEA CRUDA,—COFF.)

আরব দেশে এই গাছ জন্মে। আমেরিকার উষ্ণ প্রধান দেশে এবং ইউরোপের কোন কোন স্থানে ইহার ভাল চাষ হইয়া থাকে। মোকা দেশ হইতে আনিত কাঁচা বিচি যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ু মণ্ডলের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। ইহা সর্ব্বদয় যন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া উহার কার্য্য বৃদ্ধি করে। অতএব স্নায়বিক উত্তেজনা বা শরীর ও মনের কার্য্যের অতিরিক্ত চাঞ্চল্য এবং তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা বা চেতনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ বেদনাদি সহ্য করিবারে অশক্তি, মানসিক উত্তেজনার দরুণ নিদ্রাশূন্যতা ইত্যাদি কষ্টকর লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। সমুদয় অসুখেই বেদনা যন্ত্রণাদি সহ্য করিতে অশক্তি এই ঔষধের এক বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অত্যন্ত চাঞ্চল্য (অঙ্গাষ্টুরা, ল্যাক্); মনের মধ্যে অনেকানেক ভাব উপস্থিত হয়; তাড়াতাড়ি কাজ করিবার ইচ্ছা (অক্জালিক্-অাস্); নিদ্রাশূন্যতা চায়না); বেদনা যন্ত্রণাদি অসহ্য হইয়া পড়ে; (অরাম, চায়না), যাহার দরুণ রোগী একবারে হতাশ হইয়া পড়ে; সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত চেতনা, এমনকি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অক্ষরও রোগী অনায়াসে পড়িতে পারে; শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ এবং স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদির আতিশয্য এবং সামান্য মানসিক অবসন্নতাও রোগী অধিক বলিয়া অনুভব করে।

মস্তক। মাথা ঝিম ঝিম করা এবং মাথায় গোলমাল বোধ; মস্তিষ্ক আছড়াইয়া বা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ বেদনা বা যাতনা (নিক্স-ভম্, বিরেট্-আল্ব); কাঁটা মারিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, মাথার এক পার্শ্বে সেরূপ বেদনা বা যাতনা যাহা বহির্বায়ুতে বৃদ্ধি হয় (আগারিকাস, আনাকার্ড, আর্ণিকা); আহারের পর মাথা বেদনার বৃদ্ধি

কেকিউল, নাক্স-বম) এবং বহির্বায়ুতে মাথাধরা থাকে না ও ঘরের মধ্যে গেলে মাথা বেদনা পুনরায় আরম্ভ হয় (পালস)।

চক্ষু। দৃষ্টি শক্তির বৃদ্ধি।

কর্ণ। শ্রবণ শক্তির অত্যন্ত প্রখরতা (কোকা, ওপিয়াম); কোন প্রকারের শব্দ বা গোলমাল কানে সহ্য হয় না বা কানে লাগে এবং তদ্দরুণ রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে।

নাসিকা। ঘ্রাণ শক্তির বৃদ্ধি (একন, আগারিকাশ, বেল, কল্‌চ, হিপ-সাল্‌ফ, লাইকোপ)।

মুখমণ্ডল। অপরাহ্ণ ১টার সময় মুখমণ্ডল শুষ্ক এবং গাল লালবর্ণ; মুখমণ্ডল, ডাইন চক্ষুর গোলক এবং মাথার ডাইন পার্শ্বের স্নায়ুশূল।

মুখগহ্বর। দন্তশূল, কেবল শীতল জল বা বরফ মিশ্রিত জল লাগিলেই যাহার উপশম হয় (বিস্মাথ, ব্রাই, ক্লিমেটিস); স্বাদের আতিশয্য।

পাকস্থলী এবং উদর। আহারের পূর্বে অত্যন্ত ক্ষুধা, যাহার দরুণ রোগী অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ব্যগ্রতার সহিত খায়; ক্ষুধা বা রুচির হ্রাস; হিক্কা। উদরে বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উদর ফাটিয়া যাইবে এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়া।

শ্বাসযন্ত্র। প্রাতঃকালে চলিয়া বেড়াইলে কণ্ঠনালীতে খশ্‌খশে বোধ এবং স্বরভঙ্গ (কার্ব্বো-আনিমেল, কষ্ট, ফস); বুকের মধ্যে অত্যন্ত যাতনা; ঘন ঘন নিশ্বাস টানা; আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি (আলাম, সিমিসিফ, হায়োস)।

নিদ্রা। শারীরিক এবং মানসিক অত্যন্ত উত্তেজনার দরুণ নিদ্রা-শূন্যতা (সিমিসিফ, কোকা, হায়োস, ওপিয়াম)।

জ্বর। প্রত্যেকবার নড়াচড়াতে শীতের বৃদ্ধি (আর্ণিকা); আভ্যন্তরিক শীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল এবং বাহ্যিক উষ্ণতা।

চর্ম্ম। গায় হামের ন্যায় ফুস্কুড়ী (আণ্টি-ক্রুড, ব্যাপ্ট, পালস) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্মের শুষ্ক উষ্ণতা (একন); চর্ম্মের অতিরিক্ত উত্তেজনা এবং তদ্দরুণ ক্রন্দন।

ব্যবহার। হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা জনিত অসুখ;

হঠাৎ কোন সন্তোষ জনক বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অসুখ; স্নায়বিক মণ্ডলীর অতিরিক্ত উত্তেজনা; অত্যন্ত কষ্টদায়ক স্নায়ুশূল; দন্তশূল; নিদ্রাশূন্যতা; হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি অসুখে কফিয়া ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অনেক স্থান চুলকাইবার ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া চুলকানে অশক্তি; মানসিক উল্লাসের দরুণ শারীরিক উত্তেজনা; স্থির ভাবে রাখিতে ইচ্ছা সত্যেও রোগীর হাত কাঁপে; হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতাতে মূর্চ্ছা যাওয়া; অতিরিক্ত উত্তেজনার দরুণ আক্ষেপ (Convulsions) (কন্‌ভল্‌সন্‌); অসহ্য বেদনা (অরাম্‌, চায়না, ক্যাম্‌), যাহার দরুণ রোগী একবারে হতাশ হইয়া পড়ে; বহির্বায়ু সেবনে অনিচ্ছা, কারণ উহাতে অসুখ বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি কফিয়ার কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। কফিয়ার কার্য্যের সঙ্গে ক্যামোমিলা, ইগ্‌নেসিয়া এবং কোকার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট্‌, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, কষ্টিকাম্‌, চায়না, ককিউলাস্‌, হায়োসায়েমাস্‌, লাইকোপডিয়াম্‌, নাক্স্‌ বমিকা, ওপিয়াম্‌, পাল্‌সেটিলার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্‌, ক্যামোমিলা, ইগ্‌নেসিয়া, নাক্স্‌ বমিকা, পাল্‌সেটিলা কফিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অতিরিক্ত পরিমাণে কাফি খাইয়া কোন প্রকারের পুরাতন আকারের রোগ উৎপন্ন হইলে লক্ষণ বিশেষে ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া, মার্কিউরিয়াস্‌, নাক্স্‌ বমিকা, সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

ডাইলুশন বিচার। ৬ হইতে ১২ ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার বেজেস (Dr. Bayes) মতে সকল প্রকার অসুখেই ১২ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। এই ঔষধের ৩য় দশমিক এবং ৩০ শততমিক ডাইলুশনও অনেক চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কল্‌চিকাম্‌ অটাম্‌নেলী,—কল্‌চ্‌

(COLCHICUM AUTUMNALE,-COLCH.)

ইউরোপের অনেক স্থানে ভিজা মাঠ ময়দানে এই গাছ জন্মে। ইংলণ্ড এবং আয়ারলণ্ডের কোন কোন স্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বসন্ত কালে পাতা শুকাইয়া পড়িয়া গেলে ইহার গোলাকার কাঁচা মূল বা শিকড় সংগ্রহ করিয়া যথা নিয়মে প্রুফ্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মর্জ্জা সম্বন্ধীয় এবং গ্যাংলীয়োনিক্‌ স্নায়ুমণ্ডলীর (Ganglionic System of nerves) উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মর্জ্জা উত্তেজিত হইয়া আক্ষেপ (Convulsions), খিলধরা (Cramps), স্নায়ুশূল, পক্ষাঘাত এবং দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্নায়ুমণ্ডলির উপর উক্ত প্রকারের কার্য্যের প্রতিক্রিয়াতে ইহা অস্থির আবরক কঠিন পর্দ্দা (Periosteum), সাইনোবিয়াল্‌ পর্দ্দা (Synovial membranes), (বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির), মূত্র এবং পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি এবং কতক পরিমাণে শ্বাস যন্ত্র আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিঃসরণে পরিবর্ত্তন এবং উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করে, যাহার দরুণ সন্ধি বাতের ন্যায় প্রদাহের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং রাত্রিযোগে বেদনাদির আক্রমণ কল্‌চিকামের এক বিশেষ প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্ব্বদা চিড়্‌ চিড়্‌ করা এবং কিছুতেই মন তুষ্ট না হওয়া (ক্যাল্‌ক্‌-ফস্‌, ক্যাম্‌, সিনা); উজ্জ্বল এবং উগ্র গন্ধ সহ্য হয় না (নাক্স্‌-বম্‌), গায় আঘাত লাগা বা স্পর্শ এবং অন্যের অন্যায় কার্য্য একবারে সহ্য হয় না; বেদনা যন্ত্রণাদি একবারেই সহ্য হয় না (ক্যাম্‌, কফিয়া); সকল বিষয়ই ভুলিয়া যাওয়া (আর্জেণ্ট্‌ নাইট্রিক্‌, ক্যাল্ক্‌-কার্ব্ব্‌, ক্যাম্ফ্‌)।

মস্তক। মাথায়, প্রধানতঃ মাথার পশ্চাৎভাগে এবং ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের (Cerebellum) মধ্যে অত্যন্ত চাপাবোধ; মাথায় ছিদ্র করার ন্যায়

বেদনা, প্রধানতঃ চক্ষুর উপরিভাগে (কলোস্); কপাল এবং মাথার উপরি ভাগে হামা দেওয়া বা সুড়্ সুড়্ করার ন্যায় অনুভূত হয় (আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, কুপ্রাম্); চলিয়া আসিয়া বসিলে মাথাঘোরা; চক্ষুর উপরি ভাগে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; মাথায় চিড়িকমারা বা দপ্-দপানি (পালস্)।

চক্ষু। চক্ষু প্রদাহ; চক্ষে কম বা ঝাপ্সা দেখা; চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলপড়া; চক্ষুর কর্ণিয়াতে (Cornea) সাদা দাগ পড়া।

কর্ণ। কর্ণশূল এবং কানের মধ্যে ভোঁতা ছুরী দিয়া কাটার ন্যায় অনুভূত হওয়া (বেল, পাল্স্); কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া; কান যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়। *

নাসিকা। সমুদয় প্রকারের গন্ধই নাকে লাগে বা সহ্য হয় না। (একন্, আগারিকাশ্, বেল্, কফিয়া, হিপ্-সাল্ফ্, লাইকোপ্); দুই নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্ত্তী অস্থিতে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা এবং টাটানি; সন্ধ্যার সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল রুগ্ন, বিমর্ষ এবং অত্যন্ত যাতনার চিহ্নযুক্ত (আর্স্); মুখ মণ্ডলের পেশী এবং হাড়ে কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় প্রবল বেদনা; নিহার লাগিলে যেরূপ হয়, মুখ মণ্ডলে সে রূপ সুড়্ সুড়ী বা চড়্ চড়ানি (আগারিকাশ্); মুখমণ্ডলের শোথের ন্যায় স্ফীতি।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আণ্টি-ক্রুড্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্স্, সাল্ফ্); জিহ্বা ভারি, শক্ত এবং উহাতে স্পর্শ জ্ঞান থাকে না (কোনায়াম্); দন্তশূল এবং দাঁতের গোড়ায় ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; দাঁতে সামান্য স্পর্শন ও সহ্য হয় না; মুখ-গহ্বর এবং গলার মধ্যের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ; মুখে প্রচুর পরিমাণে লালা উঠা, অথচ গলার মধ্যে শুষ্কানুভব। তালুকা এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগ প্রদাহযুক্ত এবং লাল বর্ণ।

পাকস্থলী এবং উদর। আহারে অনিচ্ছা বা অরুচি (ককিউল্); আহার দ্রব্য দেখিলেই গা বমী বমী করা (আণ্টি-ক্রুড্, আর্স্); আহার দ্রব্যের গন্ধে আরো গা বমী বমী করে; অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু ক্ষুধা থাকে

না; মুখে তিক্তস্বাদ; মাছ, ডিম, চর্ব্বিযুক্ত মাংসের গন্ধে বমনোদ্বেগ, বমন এবং কখন কখন মূর্চ্ছাও হয়; উদ্গার উঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালানুভব (আর্স); প্রত্যেকবার নড়া চড়াতে বমন হয়, যাহার দরুণ রোগী সোজা হইয়া বসিতে পারে না (ব্রাই); উদরস্থ আহার দ্রব্য বা পিত্ত বমন (আণ্টি-ক্রুড্); পাকস্থলীর মধ্যে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ (ক্যাম্ফার, লরোস্, ফস্); পাকস্থলীতে সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালানুভব (আর্স, বেল্, ক্যান্থ, ফস্, বিরেট্-আল্)। অতিরিক্ত আহার করিলে যেরূপ হয়, উদর সেরূপ স্ফীত এবং বিস্তৃত হয় (চায়না, লাইকোপ); উদরে কামড়ানীর ন্যায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই, চেলিডন্, মার্ক); শূল বেদনা, আহারের পর, দূষিত বায়ু উৎপাদক দ্রব্য খাওয়ার পর পেট্ ফাঁপা, উদরাময় হইয়া গেলে যাহার উপশম হয়; হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে শূল বেদনার উপশম হয় (কলোস্)।

মল এবং মলদ্বার। সন্ধ্যাকালে গুহ্যদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, ব্রাই, গ্রাফ্); গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের আক্ষেপ এবং পৃষ্ঠদেশের কম্পন; অত্যন্ত কষ্টের সহিত অত্যন্ত অল্প পরিমাণে মলত্যাগ; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না; বায়ু নিঃসরণে বাহ্যের বেগের কতকটা উপশম হয়; প্রবল কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া (মার্ক, ক্যান্থ); মল প্রথমত পিত্তযুক্ত এবং তৎপর পর্দ্দার টুকরা, চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ ও হরিদ্রাবর্ণের পর্দ্দার ন্যায় ছেকড়া ছেকড়া পদার্থ মিশ্রিত মল ত্যাগ; প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রার রঙ্গ বিশিষ্ট মল ত্যাগ; মল স্বচ্ছ ও চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ মিশ্রিত (হেলিবোরাস্, রাস্‌টক্স্); পর্দ্দাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া পেটকামড়ানীর উপশম হয়; স্বচ্ছ, গঁদ গোলার ন্যায় শ্লেষ্মা ভেদ (আলোজ্, হেলিবোরাস্, ক্যালী-বাই); বর্ষা কালীয় আমাশয় এবং মল সাদা শ্লেষ্মা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; মল ত্যাগের সময় মনে হয় যেন গুহ্যদ্বার ছিঁড়িয়া যাইবে; গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়া (Prolapsus ani)।

মূত্রযন্ত্র। বারম্বার মূত্রত্যাগ; বারম্বার অল্প পরিমাণ কাল্‌চে, ঘোলাটিয়া মূত্র ত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া

ও মূত্র নালীতে জ্বালা (ক্যান্থ্, ক্যাপ্‌স্, মার্ক-কর); কাল্‌চে, রক্ত মিশ্রিত, প্রায় কাপীর ন্যায় মূত্রত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র কৃচ্ছ্র (আর্স, ক্যান্থ); মূত্রে সাদাটিয়া তলানি পড়ে (ক্যাল্ক-কার্ব, ক্যান্থ)।

শ্বাসযন্ত্র। শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে অত্যন্ত কষ্টানুভব; রাত্রিতে কাশি এবং কাশিবার সময় অনিচ্ছাপূর্ব্বক বা অসাড়ে মূত্র নির্গত হয় (আলাম্, কষ্ট, পাল্‌স); বুকে ছিঁড়িয়া ফেলা বা ভোঁতা ছুরী দিয়া কাটার ন্যায় বেদনা বা যাতনা।

হৃৎপিণ্ড। প্রবল হৃৎস্পন্দন (একন্, আর্স, বেল, স্পাইজেল); তরুণ বাত রোগের পর হৃৎপিণ্ডের অসুখ; নাড়ী দ্রুতগামী এবং কঠিন অথবা পূর্ণ এবং মৃদুগতি বিশিষ্ট; নাড়ী মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং দুর্ব্বল; নাড়ী দ্রুতগামী এবং সূত্রবৎ সূক্ষ্ম।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশে বাতের বেদনার ন্যায় কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা (পাল্‌স); গুহ্য দ্বারের উপরি ভাগের কোন কোন অংশে ক্ষত হওয়ার ন্যায় টাটানি বা চড়্‌চড়ানি, স্পন্দনে যাহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। পেশী এবং সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; হাত এবং পায়ের পাতায় অবশবোধ এবং উহাতে কুট্‌কুটানি। বাহুতে পক্ষাঘাতের ন্যায় বেদনা বা যাতনাদি এত প্রবল হয়, যে উহার দরুণ রোগী একটী ক্ষুদ্র বস্তুও আঁটিয়া বা দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারে না; বাহুতে বাতের বেদনা যাহা আঙ্গুল, প্রধানতঃ আঙ্গুলের সন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (ব্রাই, কলোস্)। পায় বাতের বেদনা যাহা পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়: পায় খিলধরা (ক্যাল্ক-কার্ব, ক্যাম্ফার, নাক্স-বম, সাল্‌ফ); পা এবং পায়ের পাতার শোথের ন্যায় স্ফীতি (আর্স, এপিস); পায় নিহারাদি লাগিলে পায়ের আঙ্গুলে সুড়্‌সুড়ি বা কুট্‌কুটানি (আগারিকাস)।

নিদ্রা। দিনের বেলা নিদ্রাবেশ বা ঝিমান (নাক্স-মস)।

চর্ম্ম। নিহার লাগিলে যেরূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ সুড়্‌সুড়ী বা চড়্‌চড়ানী (আগারিকাস)।

জ্বর। সমুদয় শরীরেই ঠাণ্ডা বা শীতবোধ, শরীরের স্থানে স্থানে শীত কম্প এবং হামা দেওয়ার ন্যায় সুড় সুড়া; রাত্রিতে শুষ্ক উষ্ণানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আস্‌); ঘর্ম্মাবরোধ; টক গন্ধ যুক্ত প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম যাহা হঠাৎ হয় এবং হঠাৎ শুকাইয়া যায়; এই প্রকার ঘর্ম্ম বাত রোগেই অধিক হইয়া থাকে।

ব্যবহার। পেশী এবং সন্ধিবাত জনিত অসুখ; শরীরের বহির্দ্দেশ হইতে বাত রোগ আভ্যন্তরিক যন্ত্রের মধ্যে সরিয়া পড়া; পক্ষাঘাত; শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র এবং কোটরের শোথ, প্রধানতঃ হৃদাহাবরক ঝিল্লীর মধ্যে জলের ন্যায় দূষিত পদার্থের সঞ্চার; বক্ষশোথ; উদরী; জরায়ুর শোথ; শোথের ন্যায় স্ফীতি (Edema); সার্ব্বাঙ্গিক শোথ; উদরাময়; রক্তামাশয়; হাঁপানি কাশি; ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleurisy); হৃদাহাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pericarditis); চক্ষু প্রদাহ এবং চক্ষে ছানি পড়া (Cataract); সামান্য ওলাউঠা ইত্যাদি অসুখে কল্‌চিকাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং উহাতে অসাড়বোধ; গ্রীষ্মকালে বা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাতরোগ; নিহার লাগিলে যেরূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ টন্ টন্ করা; শারীরিক পরিশ্রমের পর যেরূপ হয়, সেরূপ দুর্ব্বলতা বা অবসন্নতা (আস্‌, ব্রাই, চায়না); হঠাৎ অত্যন্ত বলক্ষয় (আস্‌, কাম্ফার, নিকেল); সামান্য স্পর্শনেও আক্রান্ত স্থানে বেদনার উদ্রেক হয়; বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে হঠাৎ সরিয়া পড়ে (পাল্‌স্); বলিষ্ঠ রোগীর ক্ষুদ্র সন্ধিবাত বা গাউট (Gout) এবং বৃদ্ধবয়সের অসুখে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী; রাত্রিতে, মানসিক পরিশ্রমে, বিছানায় উঠিয়া বসিলে নড়াচড়াতে অসুখের বৃদ্ধি এবং নিদ্রা বা বিশ্রাম কালীন এবং বহির্বায়ুতে অসুখের উপশম ইত্যাদি কল্‌চিকামের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। কল্‌চিকামের কার্য্যের সঙ্গে সিমিসিফিউগা, আর্নিকা, ব্রাইওনিয়া এবং বিরেট্রাম্ আল্‌বামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এত ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে একো-

নাইট্, বেলাডোনা, কক্‌কিউলাস্, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স্ বমিকা, ওপিয়াম্, পাল্‌সেটিলা, রাস্ টক্স্ এবং সিপিয়ার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। বেলাডোনা, ক্যাম্ফার, ককিউলাস্, নাক্স্ বমিকা, স্পাইজেলিয়া, পাল্‌সেটিলা কল্‌চিকামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় কল্‌চিকাম্ খাইয়া বিষাক্ত হইলে অ্যামোনিয়াম্ কষ্টিকামের কএক ফোঁটা চিনির জলে মিশাইয়া সেবা।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, সামান্য রকমের ক্ষুদ্র সন্ধিবাতে (Gout) কল্‌চিকামের মূল আরোক ৫ ফোঁটা মাত্রার ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা সেবনে বেদনাদির অতি শীঘ্র শীঘ্র উপশম হয়, অথচ এত অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবনের দরুণ অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ডাক্তার ডান্‌হাম্ Dr. Dunham) বলেন যে রোগ অনেক পুরাতন আকার ধারণ করিলে ১২ ডাইলুশন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। চক্ষের ছানিতে (Cataract) ৬ষ্ঠ ডাইলুশনে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। চক্ষের ছানিতে অনেক চিকিৎসক ৩০ ডাইলুশনও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

কলোসিন্থিস্,—কলোসিন্থ্,—কলোস্

(COLOCYNTHIS —COLOCYNTH,—COLOC.)

যাপান, ইজিপ্ট্ এবং তুরস্ক দেশে এই গাছ জন্মে। ফল সংগ্রহ করিয়া ইহার বিচির শুকনা শাঁস দিয়া এক্ স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা নিয়মে সুগার অব মিল্কের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাংগ্লিয়োনিক স্নায়ু মণ্ডলীর (Ganglionic nervous system), প্রধানতঃ মুখমণ্ডল এবং মস্তকের জ্ঞান উৎপাদক বৃহৎ স্নায়ু বা ট্রিজিমিনাস্ (Tregeminus), এরর্টা (Aorta) নামক বৃহৎ ধমনির চতুষ্পার্শ্বস্থ স্নায়ু সমূহ বা সোলার প্লেক্সাস্ (Solar Plexus), কোমর এবং উরুদেশস্থ স্নায়ু এবং উক্ত স্নায়ুগুলি শরীরের যে অংশ দিয়া গিয়া

যায়, উহার উপর কলোসিন্থের কার্য্য অতি প্রবল। উক্ত স্নায়ু ইত্যাদির উপর কার্য্যের দরুণ স্নায়ুশূল এবং কখন কখন আক্রান্ত অংশে প্রকৃত প্রদাহও উৎপন্ন হইয়া থাকে। সোলার প্লেক্সাস্ দিয়া উক্ত প্রদাহ আহার বহা নালীতে (Alimentary Canal) বিস্তৃত হইয়া বমন, ভেদ এবং উদরে ভয়ানক আকারের শূল বেদনার ন্যায় বেদনা বা পেট কামড়ানী ইত্যাদি কষ্টকর অসুখ উৎপাদন করে। ট্রিজিমিনাস্ স্নায়ুর অগ্রভাগের জ্ঞান উৎপাদক শক্তির কার্য্যের বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করিয়া ইহা মুখমণ্ডল, চক্ষু এবং মস্তকের স্নায়ুশূল উৎপাদন করে। কোমর এবং পায়ের স্নায়ুর (Lumbar and Crural nerves) মধ্য দিয়া ইহা কুচকির সন্ধিবাত বা সায়েটিক্ স্নায়ুশূল (Sciatica) এবং অন্যান্য প্রকারের স্নায়ুশূল জনিত রোগ উৎপাদন করে। উদরে শূল বেদনার ন্যায় ভয়ানক প্রবল বেদনা (যাহার দরুণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়) উৎপাদন করা কলোসিন্থের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। কথা বলিতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে অথবা বন্ধু বান্ধবগণকে দেখিতে অনিচ্ছা (জেল্‌স্); অত্যন্ত খিট্‌খিট্ করা এবং বিমর্ষভাব; অধৈর্য্য হওয়া এবং সামান্য কারণেই বিরক্ত হওয়া (ক্যাপ্‌স্, নাক্স্-বম্); রাগ করা এবং সর্ব্বদা রাগান্বিত থাকা (ব্রাই, ক্যাম্, কোনায়াম্, নাক্স্-বম্); রোগী (স্ত্রীলোক) অন্য লোক এবং আপন দুর্ভাগ্যে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়; প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু খোলা থাকা এবং বিছানা হইতে পলায়নের ইচ্ছা।

মস্তক। মাথায় গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর কোটরে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; কপালে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, মাথা হেঁট করিয়া উপুড় হইলে বা চীৎভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; মস্তিষ্কের সমুদয় স্থানের মধ্য দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা বা খনন করার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, চক্ষুর উপরের পাতা সঞ্চালনে যাহা অসহ্য হইয়া পড়ে; কপালের ডাইন পার্শ্বে ছিদ্র করার ন্যায় ভয়ানক বেদনা; কপালের ডাইন পার্শ্বে ছিদ্র করার ন্যায় ভয়ানক বেদনা; কপালের ডাইন পার্শ্বে সূচী বিঁধান বা ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, স্পর্শ করিলেই যাহা অদৃশ্য

হয়; কপালের বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ন্যায় ঘুস্ ঘুসে বেদনা যাহা ক্রমে ক্রমে কর্ত্তনবৎ এবং অধিক প্রবল হয়; এক পেশে মাথা ধরা (আধ কপালিয়া মাথা ব্যাথা) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ এবং বমন।

চক্ষু। চক্ষুর গোলকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপাবোধ, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে যাহা অধিক অনুভূত হয়; চক্ষে বেদনা; ডাইন চক্ষুর গোলকে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

কর্ণ। দুই কানেই সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া এবং দপ্ দপানি, বাম কানেই যাহা অধিক অনুভূত হয়।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল কালচে লালবর্ণ (ব্যাপ্টি, ওপিয়াম্); বাম গালের মেলার অস্থিতে (Malar bone) সঙ্কোচক এবং চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা বাম চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; মুখ মণ্ডলের বাম পার্শ্বে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বা জ্বালাযুক্ত বা হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা যাহা কর্ণ এবং মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; গালে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের স্নায়ুশূল; বাম গালের হাড়ে খিলধরার ন্যায় বেদনা যাহা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; নড়া চড়া বা স্পর্শন বা সামান্য আঘাতে বেদনাদির বৃদ্ধি (চায়না)।

মুখগহ্বর। মুখে ক্রমাগত তিক্ত এবং বিরক্তি জনক স্বাদ (ব্রাই, চায়না, নাক্স্-ভম্, পাল্স, সাল্ফ্); জিহ্বার অগ্রভাগের জ্বালা (ক্যাল্ক্-কার্ব, কার্ব-অ্যানিমেলিস্); ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, জিহ্বায় সেরূপ অনুভূত হয় (আইরিস, প্লাটিনা, স্যাঙ্গুনেরিয়া, ভিরেট্-অ্যাল্ব্, ভিরেট্-ভিরাইড্)।

পাকস্থলী এবং উদর। সমুদয় প্রকারের আহার বা পানীয় দ্রব্যই তিক্ত স্বাদ; আহারের পর মুখে তিক্ত স্বাদ (নাইট্রিক-অ্যাসিড্); প্রবল পিপাসা (একন্, আর্স, ব্রাই); আহারে অরুচি এবং গলার মধ্যে চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় অনুভূত হয়; কাঠ উদ্গার (ককিউলাস); পাকস্থলী হইতে যেন বমনোদ্বেগ হয় এরূপ অনুভূত হয়; তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণের তরল পদার্থ বমন; পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আর্স, এপিস, ক্যান্থ, কল্চি, কস, ভিরেট্-অ্যাল্ব), প্রত্যেকবার আহারের পর উদরোর্দ্ধ প্রদেশে

কামড়ানির ন্যায় বেদনা, সন্ধ্যার সময় যাহার বৃদ্ধি হয়; উদরোর্দ্ধ প্রদেশে পূর্ণবোধ; রাত্রিতে পাকস্থলীতে খিলধরা, উদ্গার উঠিলে যাহার উপশম হয়; পাকস্থলীতে খালিবোধ; পাকস্থলীর মধ্য স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়; বুক এবং উদরের নানা স্থান হইতে কর্ত্তনবৎ বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা আরম্ভ হইয়া পাকস্থলীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়া স্থিত হয়; প্রবল প্রচাপনে এবং হাঁটু গুটাইয়া জড সড় হইয়া থাকিলে এই বেদনার উপশম হয় ও রোগী বিরক্ত বা রাগান্বিত হইলে এই বেদনার উদ্রেক হয়। উদরের দুই পার্শ্বেই খিল ধরার ন্যায় বেদনা, চাপ দেওয়ার পর অথবা টেবেলের উপর উদর হেলান দিয়া উপুড় হইয়া চাপ দিয়া রাখিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; উদর স্ফীত ও বিস্তৃত এবং বেদনাযুক্ত (একন্. বেল্. মার্ক্); উদরে ভয়ানক সঙ্কোচক, মোচড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা (সিনা). নাভির উপরিভাগেই যাহা অধিক অনুভূত হয়, এবং যাহার দরুণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (আলোজ্, কষ্ট্, আইরিস্, নাক্স্-বম্, রুমৃ, সাল্ফ্, বিরেট্-আল্ব্) এবং একভাব ছাড়িয়া অন্য একভাবে থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (বিপরিত অবস্থায় বেলাডোনা ব্যবস্থা); একভাব পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য একভাবে থাকিলেই বেদনার দরুণ রোগী অত্যন্ত অস্থির হয় এবং ছট্ফট্ করে ও চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; ৫।১০ মিনিট অন্তর বেদনার বৃদ্ধি; মলত্যাগ বা গুহ্যদ্বার দিয়া বায়ু (Flatus) নিঃসরণে বেদনার ক্ষণিক উপশম হয়; উদরে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা এত কষ্টকর হইয়া পড়ে, যে উহার দরুণ উপশম পাওয়ার আশায় রোগী মেজ বা খাটের কাঠে উদরে প্রবল বেগে চাপ দিয়া রাখিতে বাধ্য হয়; অন্ত্র পাথরের চাপ দিয়া নিঙড়াইলে যেরূপ হয়, উদরে সেরূপ অনুভূত হয় (নাক্স্-বম্); উদরে ছুরি দিয়া কাটার ন্যায় বেদনা; অন্ত্র বৃদ্ধি হইলে যেরূপ হয়, কুঁচকি প্রদেশে সেরূপ ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় এবং আক্রান্ত স্থানে চাপ দিলে বহির্গত অন্ত্র যেন স্বস্থানে প্রবিষ্ট হয় এরূপ অনুভূত হয়; ডিম্বকোষের প্রদাহে যেরূপ হয়, স্ত্রীলোকের উদরের স্থানে স্থানের গভীর প্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা চিড়িক মারা; উদরে গড়্ গড়্, কল কল এবং বেঙ্গের ডাকের ন্যায় শব্দ হয় (খুজা); কাফি বা তামাক খাইলে অন্ত্রের মধ্যে বেদনার অনেক উপশম হয়;

একবার আহারের পর বেদনার বৃদ্ধি এবং উহার পরবারের আহারের পর বেদনা থাকে না এবং তৎপর আহারের পর আবার বেদনার বৃদ্ধি হইয়া এই প্রকার ক্রমাগত হইতে থাকে (ফেরাম্)।

মল এবং মলদ্বার। বারম্বার অত্যন্ত বাহ্যের বেগ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন গুহ্য এবং গুহ্যদ্বার অনেক কাল ধরিয়া উদরাময়ের দরুণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; আমাশয়ের লক্ষণাক্রান্ত উদরাময়, আহার বা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ হইলেই যাহার উদ্রেক হয় (আলোজ্, ফেরাম্, নাক্স্-বম্); প্রচুর পরিমাণে মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু (Flatus) নিঃসরণ (আলোজ্); রক্ত ভেদ; আহারের পর তরল ভেদ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ এবং উদরে বেদনা (আগারিকাশ্); পাতলা, ফেণাযুক্ত, যাফ্রাণের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের পচাদুর্গন্ধযুক্ত মল ভেদ; কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল কঠিন, যাহা নির্গত হওয়ার সময় মনে হয় যেন গুহ্যদ্বার দিয়া পাথর নির্গত হইতেছে; বিরক্তি এবং শোকের পর সবুজবর্ণের তরল ভেদ; আমাশয়; মল রক্ত মিশ্রিত, চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ বা অন্ত্র চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, সেরূপ কাঁচা মাছ মাংস ধোয়া জলের ন্যায় এবং ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পর্দার ন্যায় পদার্থ বিশিষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া, মল ত্যাগের পর যাহার উপশম হয়; রক্তমিশ্রিত তরলমল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্রের মধ্যে ভয়ানক প্রবল বেদনা, যাহা উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত হেতু গুহ্যদ্বার সর্ব্বদা খোলা থাকে (ফস্)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র সঞ্চিত থাকার দরুণ মূত্রাধারে পূর্ণবোধ এবং গুহ্যদ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণের সময় মূত্রাধারে চাপ পড়ার দরুণ হঠাৎ মূত্র নির্গমন; বারম্বার মূত্রের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে অতি অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় (ইকুলাস, এপিস্, গ্রাফ্, কেলিবোরাস্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, গাঢ়, আঁটাল, গোঁদ গোলার ন্যায় অল্প পরিমাণ মূত্র ত্যাগ; মূত্র মাংস ধোয়া জলের ন্যায় ফিকা লালবর্ণ এবং উহাতে সাদাটিয়া কটাবর্ণ তলানি পড়ে; মূত্র কটাবর্ণ (ব্রাউন্) যাহা মূত্র ত্যাগের কতক্ষণ পরেই ঠাণ্ডা হইলে ঘোলাটিয়া হয় এবং উহাতে প্রচুর পরিমাণে তলানি পড়ে।

জননেন্দ্রিয়। স্ত্রীলোকের বাম ডিম্বকোষ প্রদেশে খিল ধরার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উক্ত স্থান আখের রস বাহির করার কলের মধ্যে রাখিয়া মোচড়াইতেছে; ডিম্বকোষে কসিয়া ধরা বা ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকে এবং ছট্ ফট্ করে।

শ্বাসযন্ত্র। কণ্ঠনালীতে উত্তেজনা এবং সুড় সুড়ীর দরুণ রাত্রিতে কাশির উদ্রেক হয়; বুকে আঁটা বা কষ্টানুভব।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড়ের পেশী শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না, যাহার দরুণ ঘাড় ফিরাইতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয় (চেলিডন্, রাস্ টক্স্); গ্রীবার বাম পার্শ্বের পেশীতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, ঘাড় সঞ্চালনে যাহার বৃদ্ধি হয়: ঘাড়ের বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয়, ঘাড় ফিরাইলে যাহার বৃদ্ধি হয়; স্নায়ু এবং রক্তবহা নালীগুলি কসিয়া টানিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, ডাইন স্কন্ধ প্রদেশের মধ্যে সেরূপ কসিয়া টানিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা; কেবল শ্বাস টানিবার সময়ই কোমরের ডাইন পার্শ্বে কসিয়া বা বাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (ব্রাই), চীৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে যাহা অধিক প্রবল হয়; সন্ধ্যার সময় কোমরের পশ্চাৎ-দেশে এবং পায় দুর্ব্বল বোধ, যাহার দরুণ চলিতে বা নড়িতে ইচ্ছা হয় না।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের ন্যায় ছিঁড়িয়া ফেলা বা কসিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা (ব্রাই, লেডাম্, লাইকোপ্, মার্ক্)। স্ক্রু দিয়া কসিয়া আঁটিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কুঁচ্কির সন্ধিতে সেরূপ বেদনা যাহা ঊর্দ্ধদিকে কোমর এবং নিম্নদিকে পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; বাম কুঁচকির সন্ধিতে এবং ডাইন পার্শ্বে কসিয়া ধরা, স্পন্দন করার ন্যায় দপ্ দপিয়া বেদনা; সোয়াস ম্যাগ্নাস্ নামক পেশী খাট হইলে যেরূপ হয়, চলিবার সময় ডাইন উরুতে সেরূপ বেদনা বা যাতনা; ডাইন উরুতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; বাম পায়ের ডিমে খিল ধরা; বাম পায়ের পাতায় কসিয়া ধরার ন্যায় কন্‌কনানি।

জ্বর। সমুদয় শরীরে শীত বোধ; রাত্রিক শুষ্ক উষ্ণতা; রাত্রিতে মূত্রের গন্ধের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম হওয়া।

ব্যবহার। রাগ জনিত অসুখ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রাগ থাকা; উদরাময়; রক্তামাশয়; শূল বেদনা; খিল ধরা; উরুর সন্ধির অসুখ; স্নায়ুশূল, প্রধানতঃ মুখ মণ্ডল এবং সায়েটিক্ স্নায়ুর শূল (Sciatica); স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষের অসুখ (স্নায়ু শূলের ন্যায়); পেশী এবং সন্ধিবাত; ওলাউঠা ইত্যাদি অসুখে কলোসিন্থ্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শোক এবং রাগ জনিত অসুখ; সন্ধির কঠিনতা বা উহা সঞ্চালনে অশক্তি; সমুদয় শরীরে দপ্‌দপানি (পাল্‌স্, জিঙ্ক্); হাত পা সঙ্কুচিত হয়; শরীরের সমুদয় পেশীতেই কষ্টদায়ক খিল ধরার ন্যায় সঙ্কোচন (ক্র্যাম্প্); মূর্চ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ঠাণ্ডা হয়; সন্ধ্যার সময়, বিশ্রামে বা শয়ন করিয়া থাকিলে, নড়াচড়াতে আহার বা পানের পর, রাগ হইলে অসুখের বৃদ্ধি এবং গুহ্য দ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণে (শূল বেদনা), কাফি খাইলে, তামাকু খাইলে, হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইলে, প্রবল প্রচাপনে অসুখের উপশম ইত্যাদি কলোসিন্থের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। কলোসিন্থের কার্য্যের সঙ্গে ব্রাইওনিয়ার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক, ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়াম্, ককিউলাস্, গ্যাম্বোজিয়া, নাক্স্ বমিকা, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, বেলাডোনা, কষ্টিকাম্, চেলিডোনিয়াম্, কফিয়া, লাইকোপোডিয়াম্, মার্কিউরিয়াস্, পাল্‌সেটিলা এবং ষ্টানামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, কষ্টিকাম্, ক্যামোমিলা, কফিয়া, ষ্টাফিসেগ্রিয়া ইত্যাদি কলোসিন্থের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় কলোসিন্থ্ খাইয়া বিষাক্ত হইলে কুসুম কুসুম গরম দুধ, ক্যাম্ফার, ওপিয়াম্ ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। স্নায়ুশূলে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম ব্যবহার্য্য। শূল বেদনাতে লেখক ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া

থাকেন। হানিমান ২৪ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। ১ম, ২য় দশমিক ডাইলুশন এবং মূল আরোকও কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কোনায়াম্ ম্যাকুলেটাম্,—কোনায়াম্

(CONIUM MACULATUM,—CONI.)

ইউরোপের প্রায় সমুদয় স্থানের নদীর ধারে, বাগানাদির বেড়াতে এবং মাঠ ময়দানে এই গাছ জন্মিয়া থাকে। সমুদয় কাঁচা পাতা, ডাঁটা ইত্যাদি প্রুফ্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে বিষাক্ত হইয়া জগত বিখ্যাত মহাত্মা সক্রেটিসের মৃত্যু হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। গতি উৎপাদন শক্তির সহায়কারী স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রন্থির উপরও ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা উৎপন্ন হইয়া উহার নির্ম্মাণে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এজন্যই গণ্ডমালা এবং কর্কট (Cancer) রোগে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সের অসুখে বিশেষ উপকার হওয়া এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। বৃদ্ধা স্ত্রী অপেক্ষা বৃদ্ধ পুরুষের অসুখে ইহা অধিক উপকারী।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মানসিক অবসন্নতা (লাইকোপ্, প্লাটিনা, পাল্স্); সর্ব্বদা চিড়্চিড়্ করা (ব্রাই, কলোস্, নাক্স্-বম্); আপন বিষয়ে সর্ব্বদা ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হওয়া এবং সকল বিষয়ে উদাসীনতা (ফস্-আস্); কোন প্রকারের মানসিক পরিশ্রম করিতে অশক্তি (জেল্স্,নাক্স্-বম্); স্মরণশক্তির হ্রাস বা বিনাশ (আনাকার্ড্, নেট্রাম্-মিউর, ক্রিয়াজ্, নাক্স্-মস্); কার্য্য করিতে অনিচ্ছা (সাইক্লেমেন্, নাক্স্-বম্, ফস্); অত্যন্ত স্থূল বুদ্ধি, যাহার

দরুণ রোগী যাহা পড়ে সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না ; লোকের নিকট থাকিতে বা কাহার কথা শুনিতে অনিচ্ছা (ইগ্‌নেস্‌) ; হঠাৎ চমকিয়া উঠার স্বভাব।

মস্তক। মাথাঘোরা (আলাম্‌, অরাম্‌. বেল্‌, ব্রাই, নাক্স্‌-বম্‌), শয়ন করিয়া থাকিলে বা বিছানায় পাশ ফিরিবার সময় যাহার অধিক উদ্রেক হয় (বেল্‌) ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেই মাথা ঘোরা (ব্রাই) ; চলিয়া বেড়ানের সময় মাথাঘোরা ; চক্ষুর জ্র এবং নাকের গোড়ায় অনবরত কেমন কেমন বোধ হয় ; কপালে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা যাহা কপালের মধ্যদেশ হইতে বহির্দ্দেশে বিস্তৃত হয় ; প্রাতঃকালে এবং বেলা দুই প্রহরের সময় কপালে উক্ত প্রকারের বেদনা ; প্রাতঃকালে চলিয়া বেড়ানের সময় মাথা ধরা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা অতিরিক্ত পূর্ণ রহিয়াছে এবং তদ্দরুন মাথা ফাটিয়া যাইবে ; মাথার ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; এক পেশে মাথাধরা (আধ কপালিয়া মাথা ব্যাথা) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমি বমি করা ; মাথার পশ্চাৎভাগে এবং ঘাড়ে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা ; মাথার এক পার্শ্বে অবশ এবং ঠাণ্ডা বোধ ; কোন একটী বড় পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মস্তিষ্কের ডাইন অর্দ্ধাংশে সেরূপ অনুভূত হয় ; ছুরী বিঁধাইলে যেরূপ হয়, নাড়ীর প্রত্যেকবার স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে মাথার পশ্চাৎভাগে সেরূপ বেদনা ; মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া।

চক্ষু। দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা বা হ্রাস ; চক্ষুর দুর্ব্বলতা এবং চক্ষে উজ্জ্বল আলোক অত্যন্ত লাগে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা ও সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা যাহা চলিবার সময় বাহু এবং পায়েই অধিক অনুভূত হয় ; নেশা করিলে যেরূপ হয়, চলিবার সময় সেরূপ হেলিয়া টলিয়া পড়া ; চক্ষে জ্বালানুভব (আর্স্‌) ; চক্ষুর পাতার বহির্দ্দেশে জ্বালানুভব ; চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ ; একটী ভারি দ্রব্যের চাপ পড়িলে যেরূপ হয়, চক্ষের পাতায় সেরূপ ভারি বোধ, যাহার দরুণ চক্ষু মেলিতে পারা যায় না (কষ্টি, নেট্রাম্‌-আর্স, নেট্রাম্‌-কার্ব্ব, সেপ্সা, ফাইসষ্ট) ; ঘুমাইয়া পড়ার স্বভাব (নাক্স্‌-মস্‌) ; সকল স্থানে চক্ষে এক রকম দেখায় না।

কর্ণ। কানে টন্ টন্, গুন্ গুন্ এবং সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া (চায়না, নাক্স-বম, সাল্ফ); কানের মধ্যে এবং উহার চতুস্পার্শবর্ত্তী স্থানে সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয় (ক্যালী-কার্ব্ব, গ্রাফ); কফ ফেলিবার জন্য নাক ঝাড়িলে কান যেন বন্ধ হয়; কানের মধ্যে রক্তের ন্যায় লাল ময়লা পড়ে।

মুখগহ্বর। ঠাণ্ডা আহার বা পানীয় দ্রব্য খাইলে দাঁতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (আণ্টি-ক্রুড, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ষ্টাফিস্, সাল্ফ); জিহ্বার পক্ষাঘাত হেতু কথা বলিতে কষ্টানুভব (কষ্ট, জেলস্, হায়োস্) বা কথা বলিতে একবারে অশক্তি (কষ্ট, জেলস্, হায়োস্)।

মুখমণ্ডল। তামাকু খাওয়ার পাইপের (Pipe) চাপ পড়িয়া ওষ্ঠের কর্কটরোগ (Cancer); ওষ্ঠ জ্বালাযুক্ত এবং শুষ্ক ও উহাতে খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; রাত্রিতে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল যাহা ডাইন পার্শ্বেই অধিক অনুভূত হয়; নিম্ন মাড়িস্থিত দাঁতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা গালের হাড় পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; গলার মধ্যে আঁটাবোধ; হন্বাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিনতা।

পাকস্থালী এবং উদর। গলা দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠা (আর্ণিকা, আণ্টি-টার্ট, ক্কিউলাস্, সিপিয়া); টক উদ্গার উঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালানুভব; উদরস্থ আহার দ্রব্যের স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার উঠা (আণ্টি-ক্রুড, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, চায়না, পাল্স); প্রবল বমন; কাফির কাতের ন্যায় পদার্থ বমন (সিকেল); টক স্বাদ বিশিষ্ট পরিষ্কার জল বমন; ফিকা কটাবর্ণের উগ্র স্বাদবিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন, আহারের পর গলা দিয়া টক জল উঠা; পাকস্থলীতে প্রবল বেদনা; পাকস্থলীতে চাপিয়া ধরা, জ্বালাযুক্ত মোচড়ানের ন্যায় বা ছুরী দিয়া কাটার ন্যায় বেদনা (আর্স, কাকিউলাস্); পাকস্থলীর মধ্যে চড়্চড়ানি এবং ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় টাটানি; পাকস্থলীর ডাইন অংশের স্ফীতি; পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বা চিন্‌চিনে বেদনা (কলোস্, নাক্স-বম)। যকৃত প্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয় (আর্স, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ব্রাই, ক্যালী কার্ব্ব, সিপিয়া); ছুরী বিঁধাইয়া দিলে যেরূপ হয়, উদরে সেরূপ বেদনা (মার্ক);

উদরে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা, যাহা বুকের ডাইন পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; গুহ্যদ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নির্গত হওয়ার পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা; উদরে চিন্‌চিনে বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন তরল ভেদ হইবে; সমুদয় যন্ত্রণাদি যেন নীচের দিকে সজোরে ঠেলিয়া নামিতেছে তল পেটে এরূপ অনুভূত হয়; সন্তান প্রসবের পর যেরূপ হয়, তলপেটে সেরূপ সঙ্কোচক বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার বেগ বা কোঁথ পাড়ার ইচ্ছা; উদরে গড়্‌গড়্ কল কল শব্দ হওয়া।

মল এবং মলদ্বার। কোষ্ঠবদ্ধ এবং বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (আম্ব্রা, লাইকোপ, আনাকার্ড, নাক্স-বম); উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট বেদনাহীন উদরাময় (চায়না); কঠিন মল মিশ্রিত তরল ভেদ (লাইকোপ, নাক্স বম); প্রত্যেকবার দাস্তের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং তৎক্ষণ শরীরের কম্পন (কস্); গুহ্য দ্বারে বারম্বার সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; মল ত্যাগের সময় গুহ্যের মধ্যে জ্বালা এবং উত্তাপানুভব; মলত্যাগের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং শরীরের কম্পন (বিরেট-আল্ব)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র গাঢ়, সাদা এবং ঘোলাটিয়া (ফস-আস); বারম্বার মূত্রত্যাগ (আম্ব্রা, বোরাক্স, ফস্ আস); মূত্র ত্যাগের সময় ও উহার পর মূত্র নালীতে অত্যন্ত জ্বালানুভব (একন্, আন্টি-টার্ট); মূত্র পড়িতে পড়িতে বন্ধ হয় এবং কতক্ষণ বন্ধ থাকিয়া আবার নির্গত হইতে আরম্ভ হয় (ক্লিমেটিস); মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে কর্ত্তনবৎ বেদনা; বৃদ্ধ বয়সে বা যৌবন কালে মৈথুন কার্য্যে অত্যাচার হেতু মূত্রকৃচ্ছ্র।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা রহিয়াছে, অথচ পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় না (আগারিকাস, আগ্‌নাস, সুফর); স্ত্রীলোকের নিকট বসিয়া আলাপ করিলে বা তাহার গায় হাত দিলেও ধাতু নির্গত হয়; কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা হইলেই, (মনে কোন প্রকারের বিকারের ভাব হউক, আর না হউক) ধাতু নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্ম চুলকায়; অণ্ডকোষের স্ফীতি (একন্, আগ্‌নাস)। স্ত্রীলোকের যোনি দ্বারের মধ্যে অত্যন্ত চুলকানি (ক্যান্থ, মার্ক); নিয়মিত

সময়ের অনেক পূর্ব্বে এবং অতি অল্প পরিমাণ রজঃস্রাব; কটার আভাযুক্ত রজঃস্রাব; রজঃস্রাবের সময় জরায়ুতে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং শয়ন করিলে মাথাঘোরা; সাদা উগ্র এবং ক্ষতকারক জালা উৎপাদক শ্বেত প্রদর নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরের পশ্চাৎভাগে পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বল এবং অবশবোধ; গাঢ়, দুধের ন্যায় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে প্রসব বেদনার ন্যায় সঙ্কোচক বেদনা যাহা জরায়ুর দুই পার্শ্ব হইতেই আরম্ভ হয়; জরায়ুর কঠিনতা (অরাম্, কার্ব্বো-আনিমেল্); ডিম্বকোষের কঠিনতা; স্তনের কঠিনতা; জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া (Prolapsus uteri) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর কঠিনতা, উহাতে ক্ষত এবং শ্বেত প্রদর নিঃসরণ; জরায়ু প্রদেশে জ্বালা,টাটানি বা চড়্চড়ানি এবং কন্‌কনানি; ডিম্বকোষের প্রদাহ এবং কঠিনতা; রজঃস্রাব আরম্ভ হও-য়ার পূর্ব্বে স্তন স্ফীত হয় এবং টাটায়; স্তন ছোট বা সঙ্কুচিত হয় (আয়োড) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা; বাম স্তনে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; গর্ভাবস্থায় ভয়ানক বমনোদ্বেগ এবংবমন; স্তনে ফোঁড়া এবং উহাতে ছুরী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; [illegible] বৃদ্ধি হয় এবং তদ্দরুণ স্তন অত্যন্ত টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয়, এমন কি উহাতে আঙ্গুলের স্পর্শ-নের ভারও সহ্য হয় না। স্তনের কর্কট রোগ (Cancer of the Breast)।

শ্বাস যন্ত্র। কণ্ঠনালীর কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে হামা দেওয়ার ন্যায় সুড়্সুড়ীর দরুণ অনবরত শুষ্ক কাশির উদ্রেক হয়; দিনের বেলা কিম্বা রাত্রে শয়ন করিলেই অত্যন্ত প্রবল আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি (হায়োস্, পাল্স্, সিপিয়া); গর্ভাবস্থায় কাশি; চলিয়া বেড়ানের সময় শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়; গায়ের কাপড় যেন স্কন্ধ এবং বুকে একটী ভারি বস্তুর চাপা পড়ার ন্যায় অনুভূত হয়; বসিয়া থাকিলে বক্ষাস্থি হইতে বুকের মধ্য দিয়া মেরু দণ্ড পর্য্যন্ত হঠাৎ ধাক্কা লাগার ন্যায় অনুভূত হয়; প্রত্যেক বার নিশ্বাস টানিবার সময় বুকের ডাইন পার্শ্বে স্তনের বোঁটার নিকট সূচী বিঁধানের ন্যায় প্রবল বেদনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্ব); চলিবার সময় বুকে উক্ত প্রকারের বেদনা, হাত দিয়া প্রবল চাপ দিলে যাহার উপশম হয়।

হৃৎপিণ্ড। হৃৎস্পন্দন; হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করিতে করিতে হঠাৎ

বন্ধ হইয়া আবার স্পন্দন করে (Intermittent Heart) (ডিজিট্, ক্যান্সী-কার্ব্ব্); জলাদি পানের পর প্রবল হৃৎস্পন্দন; নাড়ী সকল সময় এক রকম থাকে না, অর্থাৎ কখন প্রবল ও দ্রুতগামী, কখন বা দুর্ব্বল ও মৃদুগতিবিশিষ্ট এবং কখন বা একবারে অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে; মাইট্রেল্ হৃৎকপাটের (Mitral Valve) যথোচিত শক্তির অভাব।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন (ককিউল্, জেল্স্, মার্ক্, ষ্ট্রামন্); অঙ্গুলীর পশ্চাৎদেশের চুলকানি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে অশক্তি, যাহার দরুণ রোগী চলিয়া বেড়াইতে পারে না; চলিয়া বেড়ানের সময় উরুদেশের দুর্ব্বলতা এবং কখন কখন কাঁপনি; মণিবন্ধ সঞ্চালনে কেড়্ কেড়্ শব্দ হওয়া; চলিবার সময় হাঁটুর সন্ধিতে কেড়্ কেড়্ শব্দ হওয়া; পায়ের পাতা শীতল।

জ্বর। নাড়ী অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে এবং সাধারণতঃ মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং পূর্ণ; প্রাতঃকাল এবং পূর্ব্বাহ্নে শীতবোধ ও উহার দরুণ রৌদ্রে থাকিবার ইচ্ছা; শরীর উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত স্নায়বিকতা; ঘর্ম্ম, নিদ্রাবস্থায়ই যাহা অধিক হয়।

চর্ম্ম। গ্রন্থির স্ফীতি এবং কঠিনতা ও সঞ্চার সময় উহাতে অত্যন্ত বেদনানুভব; কালচে ক্ষত এবং উহা হইতে রক্তমিশ্রিত, দুর্গন্ধযুক্ত, পচা পর্দ্দার ন্যায় ছেক্ড়া ছেক্ড়া পদার্থ বিশিষ্ট ক্লেদ নিঃসরণ; কর্কট রোগের ক্ষত (Cancerous Ulcers); গাঁয় দাদের ন্যায় কলতানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী (ক্যাল্ক-কার্ব্ব্, ডাল্ক্, গ্রাফ্)।

ব্যবহার। স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা চরিতার্থ না হওয়া জনিত অসুখ; অতিরিক্ত স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস জনিত অসুখ; গ্রন্থির অসুখ; থেঁত্-লিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার দরুণ অসুখ; গ্রন্থির কঠিনতা, বিবৃদ্ধি অথবা উহার কঠিনতা বা হ্রাস; হিষ্টিরিয়া; মনোরোগ(Hypochondirasis); গণ্ডমালা (Scrofula); কর্কট রোগ (Cancer), (বিশেষতঃ স্তনের); আঘাত পাইয়া চক্ষে ছানি পড়া (Traumatic Cataract); পাথরি রোগ (Gravel); বহুমূত্র (Diabetes); অজীর্ণ রোগ; বায়ুনল প্রদাহ; হাঁপানি কাশি; হুপিং-কফ; পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগে কোনায়াম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। ইহা বৃদ্ধ বয়সের অসুখ বা দুর্ব্বলতায় বিশেষ উপযোগী; অতিরিক্ত স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস জনিত অসুখ (ফস্-আস্) ; স্ত্রীলোকের স্তনের পাথরের ন্যায় কঠিনতা (ব্রাই, ফাইটোল্) ; রজঃস্রাব আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে স্তনে বেদনা এবং টাটানি ; চলিতে চলিতে শরীর হঠাৎ দুর্ব্বল এবং অবসন্ন হইয়া পড়া ; প্রাতঃকালে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলেও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়া ; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; শীতবোধ, অত্যন্ত মূর্চ্ছার ভাব, হৃৎস্পন্দন, মুখমণ্ডল শিটা, রজঃরোধ এবং প্রচুর শ্বেত প্রদর ; গ্রন্থির স্ফীতি এবং উহাতে টন্ টন্ করা বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; গণ্ডমালা এবং কর্কট রোগের ধাতু ; যে সকল শিশু বা ছোট বালক বালিকা অতি শীঘ্র শীঘ্র বড় হয় তাহাদিগের অসুখ ; রাত্রিতে, বিশ্রাম কালীন, খাওয়ার সময়, শয়ন করিয়া থাকা কালীন অসুখের বৃদ্ধি : নড়া চড়া, প্রধানতঃ চলিয়া বেড়াইলে, অসুখের উপশম ইত্যাদি কোনায়ামের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। গতি উৎপাদক স্নায়ুমণ্ডলীর উপর কোনায়ামের কার্য্য কিউরেয়ার, ক্যালী ব্রোমেটাম্ (ব্রোমাইড্ অব্ পোটাশ্), জেল্সিমিয়ামের ন্যায়। গ্রন্থির উপর ইহার কার্য্য আয়োডিন্, হাইড্রাষ্টিস্ এবং ব্যারাইটা কার্ব্বোনিকার ন্যায়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে ইহার কার্য্য আর্সিনিক, বেলাডোনা, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব্, ডিজিটালিস্, ডাল্কেমেরা, হায়োসায়েমাস্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াস্, নাইট্রিক্ আসিড্, নাক্স্-বমিকা, ফস্ফরাস্, রাস্টক্স্, পাল্সেটিলা, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সাল্ফারের ন্যায়।

প্রতিষেধক ঔষধ। কফিয়া এবং নাইট্রিক্ আসিড্ কোনায়ামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ডাক্তার আণ্ডার উড্ (Dr. Underwood) বলেন, গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা, গণ্ডমালা, কর্কট রোগ, ক্ষত, অনিবার্য্য চর্ম্মরোগ, স্তনের ফোড়ার ন্যায় স্ফীতি এবং বেদনা ও আক্ষেপ নিবারণের পক্ষে, আক্ষেপিক কাশি, হুপিংকফ, স্নায়ুশূল, কর্কট রোগ এবং বাতের বেদনা, কোরিয়া, কসেরুকা মজ্জার উত্তেজনা এবং অজীর্ণ ইত্যাদি অসুখে

নিম্নক্রম (অর্থাৎ ৩, ৬,১২) বিশেষ উপকারী। বৃদ্ধ বয়সের অসুখ, পক্ষাঘাত সম্বলিত সংস্ত্রাশ রোগ, স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস জনিত অবসন্নতা, মূর্চ্ছা, যক্ষা কাশ এবং পক্ষাঘাতের পক্ষে ১২,৩০ এবং ততোধিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। লেখক ৬,১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন।

ড্রসিরা রোটাণ্ডিফলিয়া,—ড্রসিরা
(DROSERA ROTUNDIFOLIA,—DROS.)

ইউরোপের মধ্য এবং উত্তরাংশে ও ইংলণ্ড, স্কট্লাণ্ড এবং আয়ারলণ্ডের কাদাবিশিষ্ট বা নিম্ন স্থানে এই গাছ জন্মে; গ্রীষ্ম এবং শরতকালে ফুলফুটার সময় এই গাছ সংগ্রহ করিয়া কাঁচা অবস্থায় উহার সমুদয় অংশ লইয়া প্রুফস্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। নিউমোগ্যাষ্টিক্ স্নায়ুর (Pneumogastric nerve) উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ হুপিং কফ বা আক্ষেপিত হাঁপানি কাশির ন্যায় লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মন সর্ব্বদাই অস্থির এবং অসুস্থ; রোগী এক বিষয় অনেকক্ষণ পড়িতে পারে না। অতএব সে বারম্বার এক বিষয় ছাড়িয়া অন্য বিষয় পড়ে। সর্ব্বদা মনের উদ্বেগ এবং ভবিষ্যৎ বিপদ বিষয়ে আশঙ্কা ও মানসিক অবসন্নতা।

মস্তক। মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, কপাল এবং গালের হাড়ে তাহা অধিক অনুভূত হয়; কপালের ডাইন পার্শ্বের চর্ম্মে টাটানি এবং বেদনা।

নাসিকা। বারম্বার হাঁচি এবং উহার দরুণ কখন নাক দিয়া তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয়, কখন বা শ্লেষ্মা একেবারেই নির্গত হয় না।

মুখগহ্বর। মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল লাল পড়ে।

পাকস্থলী। বারম্বার হিক্কা।

হাইপোকণ্ড্রিয়া। উভয় হাইপোকণ্ড্রিয়াতেই সঙ্কোচক বেদনা, যাহার দরুণ কাশিবার ব্যাঘাত জন্মে এবং কাশিবার সময় রোগী উক্ত প্রদেশে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে বাধ্য হয়।

মূত্রযন্ত্র। বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং অতি অল্প পরিমাণে মূত্র ত্যাগ, অনেক সময় মূত্র ফোঁটায় ফোঁটায় নির্গত হয়।

শ্বাসযন্ত্র। শ্বাস টানিবার সময় কণ্ঠনালীতে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা; স্বরভঙ্গ এবং অত্যন্ত মৃদুস্বর (কার্ব্বো বেজ্, কষ্ট্, ফস্); গলার মধ্যে অত্যন্ত কষ্টানুভব এবং প্রত্যেকবার কথা বলিবার সময় গলার মধ্য সঙ্কুচিত হয়; চলিবার সময় শ্বাসকষ্ট হয় না; কথা বলিলে বুক এবং গলার মধ্যের অসুখের লক্ষণাদির বৃদ্ধি (কষ্ট্); ক্রমাগত কাশির আক্রমণ, যাহার দরুণ রোগী নিশ্বাস ফেলিবার সময় পায় না; রাত্রিতে কাশি; সন্ধ্যার সময় শয়ন করিবার পরই কাশির উদ্রেক; শেষ রাত্রি ২টার সময় জাগিলেই কাশির উদ্রেক (আমন্-কার্ব্ব্, ক্যালী-কার্ব্ব্), শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনের ইচ্ছা; কাশির সময় এবং উহার পর উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন (আণ্টি-টার্ট্, ইপিকাক্); কাশি এবং গলাদিয়া পূঁয বা রক্ত মিশ্রিত পূঁয নির্গমন (চায়না, লাইকোপ্, ফস্, প্লাম্বাম্, সিপিয়া, সাই-লিসি); মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ এবং কোমল তালুকায় খশ্‌খশে, চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় বা শুষ্কানুভব, যাহার দরুণ খুশ্‌খুশে কাশির উদ্রেক হয় এবং গলা দিয়া হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হয় (পাল্‌স্) এবং স্বরভঙ্গ ও মোটা বা গম্ভীর স্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে আঁটা বোধ বা কষ্টানুভব; কথা বলিবার সময় মনে হয় যেন বুকের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করে না, যাহার দরুণ রোগী প্রশ্বাস ফেলিতে পারে না।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদায় অঙ্গে অবশ এবং অসাড় বোধ, মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; যে ভাবেই থাকা যাউক না কেন হাত পায়ের পেশীতে চাপিয়া বা ঘাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয়; লম্বা হাড়ে চর্ব্বনবৎ বা সূচীবিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা, সন্ধিতেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; সন্ধিতে সূচীবিঁধানের

ন্যায় যাতনা যাহা নড়াচড়াতে কম অনুভূত হয় এবং বিশ্রামকালীন অধিক অনুভূত হয়। কেবল বিশ্রাম কালীনই ডাইন স্কন্ধের স্পন্দন। ডাইন উরু এবং কুঁচকির সন্ধিতে অবশ বা অসাড় কারক বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের পাতার সন্ধিতে মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা, চলিবার সময়ই যাহা অধিক অনুভূত হয়; বাম উরুর ঠিক মধ্যভাগের সম্মুখের অংশে কখন কখন সূচী-বিধানের ন্যায় অনুভূত হয়; ডাইন পায়ের ডিমে কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণ সূচীবিধা-নের ন্যায় প্রবল বেদনা, বসিয়া থাকিলে যাহা অনুভূত হয় এবং চলিয়া বেড়াইলেই যাহা থাকে না, মচকাইয়া গেলে বা স্থানভ্রষ্ট হইলে যেরূপ হয়, কেবল চলিবার সময়ই পায়ের পাতার সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় সেরূপ বেদনা; পায়ের পাতার সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না।

ব্যবহার। কেবল শ্বাস যন্ত্রের, প্রধানতঃ উহার শ্লেষ্মাজনিত অসুখেই রুমিরা বিশেষ উপকারী। স্বরভঙ্গ (Hoarseness); কণ্ঠনালী প্রদাহ (Laryngitis); হুপিং কফ, হাঁপানি কাশি; আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি ইত্যাদি অসুখে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় শরীরে দুর্ব্বলবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু এবং গাল বসিয়া যাওয়া, চর্ম্মে কুটকুটানি এবং জ্বালানুভব; সমুদয় শরীরে জ্বরের ন্যায় শীত বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং হাত বরফের ন্যায় শীতল, কিন্তু পিপাসা থাকে না ইত্যাদি রুমিরার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। আক্ষেপিক কাশিতে রুমিরার কার্য্য হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্, নাইট্রিক্ আসিড্, বেলাডোনা, চেলিডোনিয়াম্, সিনা, কোরেলিয়াম্, কুপ্রাম্, হায়োসায়েমাস্, ইপিকাকিউএনা, নাক্স-বমিকা, সাম্বুকাসের কার্য্যের ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্য একোনাইট্, আমোনিয়াম্ কার্ব্ব, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, পালসেটিলা, রাসটক্স্, সাইলিসিয়া, সালফার এবং বিরেট্রাম্ আল্বামের ন্যায়।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার রুমিরার প্রতিষেধক ঔষধ।

ডাইলুশন বিচার। হানিমান ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিতেন। ডাক্তার কারি (Dr. Curie) মূল আরোক ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ডাক্তার হিউজ (Dr. Hughes) ১ম ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। লেখক ১ম দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। হুপিং কফে অনেক সময় মূল আরোক এক ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে অমিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়।

ডাল্কেমেরা,—ডাল্ক্

(DULCAMARA,—DULC)

ইউরোপের প্রায় সমুদয় স্থানের ভিজা বা আর্দ্র জঙ্গলা ভূমি এবং বেড়া-দিতে এই গাছ জন্মিয়া থাকে। ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে ইহার পাতা এবং কচি ডাঁটা সংগ্রহ করিয়া যথা নিয়মে প্রুফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। শৈষ্মিক ঝিল্লী এবং পেশীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ হিম, ঠাণ্ডা বা বৃষ্টিদিনের আর্দ্র বাতাসাদি লাগিয়া যে সকল লক্ষণ বা অসুখ উৎপন্ন হয়, ইহা দ্বারাও সে সকল লক্ষণ বা অসুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চর্ম্ম এবং লসিকা বা লিম্ফেটিক্ গ্রন্থির (Lymphatic Glands) উপরও ইহার কার্য্য আছে, যাহার দরুণ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং কৌষিক অংশে দূষিত পদার্থের সঞ্চার এবং চর্ম্মে ফুস্কুড়ী প্রকাশ পায়। শেতশেতিয়া ঠাণ্ডা বায়ুতে অসুখের বৃদ্ধি করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। কোন বস্তুর প্রকৃত নাম স্মরণ পড়ে না (লাইকোপ্); রাগান্বিত না হইয়াও ধমকাইবার ইচ্ছা; সর্ব্বদা অস্থির এবং অধৈর্য্য; সর্ব্বদা ঝগড়া করার স্বভাব (ব্রাই, ক্যাম্, নাক্স্-বম্)।

মস্তক। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথাঘোরা এবং মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা ও চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দেখা (সাল্ফ্), শরীর কম্পন এবং দুর্ব্বলতা; মাথায় ঢিমাবোধ এবং মাথায় কষ্টকর অবসন্ন বোধ; মাথায় ভারি বোধ; কপাল এবং কপালের দুই পার্শ্বে ছিদ্র করার ন্যায়

বেদনা (কলোস্), রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে এবং নিস্তব্ধ ভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং কথা বলিলে যাহার উপশম হয়; কপালে খনন করার ন্যায় বেদনা এবং মনে হয় যেন মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছে; মাথার পশ্চাৎভাগে অবসন্নকারক বেদনা যাহা ঘাড় হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; মাথার পশ্চাদ্দেশে ঠাণ্ডাবোধ; মাথায় পুরু খোসা বা চুমড়ী পড়ে, যাহার দরুণ চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, মার্ক্); মাথায় দাদের ন্যায় গোলাকার ফুস্কুড়ী।

চক্ষু। হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষু প্রদাহ, চক্ষুর তারা অত্যন্ত বিস্তৃত।

কর্ণ। কানের মধ্যে এবং কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থিতে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা, কাণশূল।

নাসিকা। নাক দিয়া রক্ত পড়া; রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ (ইপিকাক্) ও উষ্ণ এবং নাকের উপরিভাগে চাপা বোধ (একন্, হামামেলিস্); শুষ্ক সর্দ্দি, ঠাণ্ডা বাতাসে যাহার বৃদ্ধি হয়।

মুখমণ্ডল। টেটার (Tetter) ফুস্কুড়ী বসিয়া যাইয়া মুখমণ্ডলের কন্‌কনানি এবং ছাঁপানি কাশ; মুখমণ্ডল, কপাল এবং টুটিতে কটার আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণের খোসা পড়া।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মুখে তিক্ত স্বাদ; মুখগহ্বর এবং জিহ্বা শুষ্ক (এপিস্, আর্স, ব্রাই, নাক্স-মস্ক, পাল্স); মুখে লাল সঞ্চিত হয় (একন্, মার্ক, নাইট্রিক্-অ্যাসি); ঠাণ্ডা বাতাস বা ঠাণ্ডা লাগিলে জিহ্বা এবং মাড়ি অসাড় হয়, জিহ্বার পক্ষাঘাত (জেল্স, কষ্টি, হায়োস্); ঠাণ্ডা লাগিয়া গলার মধ্যে বেদনা বা টাটান।

পাকস্থলী এবং উদর। আহারে অরুচি (অ্যান্টি-ক্রুড, ককিউল, ইপিকাক্); অত্যন্ত প্রবল পিপাসা এবং শীতল জলাদি পানের ইচ্ছা (একন্, আর্স, ব্রাই); বমনোদ্বেগ এবং সাদা চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা বমন (অ্যান্টি-টার্ট, ইপিকাক, লোবিলিয়া); পাকস্থলীতে পূর্ণবোধ এবং উদরে খালি বোধ; ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা (মার্ক, নাক্স-বম); শূল বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উদরাময় হইবে (অ্যালোজ); উদরী (Ascites); ঠাণ্ডা লাগিয়া কুঁচকির গ্রন্থির স্ফীতি (বাগী) (মার্ক)।

মল এবং মলদ্বার। সন্ধ্যার সময় বাহ্যের ইচ্ছা এবং জলপেটে কামড়ানির ন্যায় বেদনা হইয়া তৎপর প্রচুর পরিমাণে পাতলা, টকগন্ধযুক্ত মল ভেদ, যাহার দরুণ পেটের বেদনাদির উপশম হয় বটে, কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; পর্য্যায়ক্রমে হরিদ্রা এবং সবুজে তরল মল ভেদ; ঠাণ্ডা লাগিলে যেরূপ হয়, সেরূপ হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবার দাস্তের পূর্ব্বে উদরে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা (ক্যাম্ফার); শেতশেতিয়া বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া উদরাময় বা আমাশয়; ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময়: মল শ্লেষ্মা, সবুজবর্ণ, জলবৎ এবং সাদাটিয়া; উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শূল বেদনা; মল জলবৎতরল, গ্রীষ্মকালে এবং বায়ু হঠাৎ ঠাণ্ডা হইলে যাহা অধিক হয়; গায়ে কোন প্রকারের স্ফোটক রোগের কুস্কুড়ী বসিয়া যাইয়া, ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শিশুগণের দাঁত উঠার সময় উদরাময়।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রাধারের শ্লেষ্মা জনিত রোগ (একন্, ক্যান্থ্); মূত্রত্যাগের সময় মূত্রনালীতে জ্বালানুভব (একন্, আর্স্, ক্যান্থ্, কোনায়াম্); মূত্র ঘোলাটিয়া এবং সাদা; মূত্রে কখন লাল এবং কখন বা সাদা তলানি পড়ে; মূত্র দুর্গন্ধযুক্ত; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র ত্যাগ (আর্স্, বেল, সিকুটা, হায়োস্); মূত্রত্যাগে অত্যন্ত কষ্টানুভব (একন্, ক্যান্থ্); বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা যাহা উদরের গভীর প্রদেশেও যেন অনুভূত হয়।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের ধ্বজভঙ্গ; পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষাদিতে দাদের ন্যায় কুস্কুড়ী। স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের পূর্ব্বে গায় এক প্রকারের কুস্কুড়ী বাহির হয়; গৌণে জলবৎ তরল রজঃস্রাব, ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃরোধ (মার্ক্, পডোফ্, সাল্ফ্, পাল্স্); ঠাণ্ডা লাগিয়া সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া; ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃস্রাব এবং স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার বন্ধ হওয়া (একন্, সিমিসিফ্, পাল্স্)।

শ্বাসযন্ত্র। ঠাণ্ডা লাগিয়া শ্বাস কষ্ট এবং বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়া; স্বরভঙ্গ এবং কর্কশ স্বর (কার্ব্বো-.বজ); বাত জনিত ফুস্ফসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ এবং ফুস্ফসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ সম্বলিত ফুস্ফুস প্রদাহ (Pleuro pneumonia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া অতি কষ্টে

কঠিন বদরঙ্গের শ্লেষ্মা নির্গমন; বক্ষশোথ, ভিজা বা আর্দ্র বাতাসাদিতে যাহার বৃদ্ধি হয়; কাশি এবং কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া উজ্জ্বল লাল রক্ত নির্গমন; তরল আর্দ্র কাশি, ঘরের মধ্যে থাকিলে এবং বিশ্রাম কালীন যাহার বৃদ্ধি হয়; বুকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চার (আণ্টি-টার্ট, ইপিকাক্, সাম্বুকাস্)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কোমর সঞ্চালনে অশক্তি (সিমিসিফ্); কোমরের ডাইন পার্শ্বের গভীর অংশে কর্তনবৎ প্রবল বেদনা, চাপিলে যাহা কতকক্ষণের জন্য একবারে থাকে না; অনেকক্ষণ মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎ দেশে সেরূপ বেদনা (চায়না, পালস্)।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। পক্ষাঘাতে যেরূপ হয়, বাম বাহুতে সেরূপ মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; ডাইন পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক হাড়ের বিবৃদ্ধি এবং পায় নীলের আভাযুক্ত লালবর্ণ দাগ পড়ে ও উহার স্থানে স্থানে পূঁয সঞ্চিত হয়; উরু দেশে ছিঁড়িয়া ফেলা বা কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, চলিয়া বেড়াইলে যাহা থাকে না ও বসিলে যাহার পুনরায় উদ্রেক হয়।

চর্ম্ম। পায় টেটারের (Tetter) ন্যায় কুকুড়ী যাহা হইতে জলের ন্যায় কলতানি পড়ে এবং চুলকাইলে রক্ত পড়ে (মার্ক, নাইট্রিক-আসি); সমুদয় শরীরে আমবাত বাহির হয় (একন্) এবং উহা অত্যন্ত চুলকায় এবং চুলকাইলে অত্যন্ত জ্বালা করে; উত্তাপে উহার বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডাতে উপশম হয়; সমুদয় শরীরে পুরু, কটার আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণের খোসা (চুমটি) পড়ে; শরীরের স্থানে স্থানে হাটিয়া ধরা এবং চুলকানি (সালফ)।

নিদ্রা। অস্থির নিদ্রা এবং নিদ্রা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে না (একন্)।

জ্বর। শীত বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত যাতনা; শরীর সাধারণতঃ শুষ্ক এবং উষ্ণ ও উহাতে জ্বালানুভব (একন্, আর্স, ব্রাই); দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয় (আর্ণিকা, কার্ব্বো-আনিমেলস, সাইলিসি)।

ব্যবহার। হিম ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বাতাসাদি লাগিয়া বাত রোগ এবং শ্লেষ্মাজনিত অসুখ; ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া গায় স্ফোটক রোগের কুষ্কুড়ী বসিয়া যাওয়ার দরুণ অসুখ; আর্দ্র বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া সকল প্রকারের অসুখ; পক্ষাঘাত; আমবাত; টেটার (Tetter); দুগ্ধপোষ্য শিশুর গায় কুষ্কুড়ী (Milk crust); শূল বেদনা; উদরাময়; শোথ; মূত্র কোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্; মূত্রাধারের শ্লৈষ্মিক রোগ; হাঁপানি কাশি; বায়ুনলের শ্লৈষ্মিক রোগ, হুপিং কফ; গণ্ডমালা; অস্থির বিবৃদ্ধি; পারার অপব্যবহার জনিত অসুখ ইত্যাদিতে ডাল্‌কেমেরা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। ভিজা শেত্‌শেতিয়া স্থানে বাস বা হিম, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া শ্লৈষ্মিক বা বাত রোগ; বহির্বায়ু প্রত্যেকবার শীতল হইলেই অসুখের বৃদ্ধি; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং গ্রন্থির নিঃসরণের আধিক্য; আর্দ্র বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ঘর্ম্ম বন্ধ হওয়ার দরুণ শোথ; কোন প্রকার স্ফোটক রোগের স্ফোটক বসিয়া যাইয়া পক্ষাঘাত; হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া পক্ষাঘাত; রাত্রিতে, বিশ্রাম কালীন (আমন্-কার্ব্ব, রডোডেণ্ড্রন্, রাস্-টক্স্), ঠাণ্ডা বাতাসে, আর্দ্র বাতাসে এবং বহির্বায়ু হঠাৎ ঠাণ্ডা হইলে অসুখের বৃদ্ধি; বসা অবস্থা হইতে উঠিলে, নড়াচড়াতে, উষ্ণতা এবং শুষ্ক বাতাসে অসুখের উপশম। চর্ব্বিযুক্ত চোপ্‌সা মোটা শরীর, গণ্ডমালা ধাতু, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি লাগা ইত্যাদি ডাল্কেমেরার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ডাল্‌কেমেরা এমন একটী বিশেষ প্রকৃতির ঔষধ যে ইহার সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে কোন কোন বিষয়ে ডাল্‌কেমেরার কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট্, আর্সিনিক, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, সিমিসিফিউগা, লাইকোপডিয়াম্, নাইট্রিক্-আসিড্, পাল্‌সেটিলা, রাস্-টক্স্, সিপিয়া, সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে এরূপ বলা যাইতে পারে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, কুপ্রাম্, ইপিকাকিউএনা, মার্কিউরিয়াস্ ইত্যাদি ডাল্‌কেমেরার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই অধিক ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। ডাক্তার আণ্ডারউড্ (Dr. Underwood) বলেন যে ফুস্ফুসের পুরাতন শ্লৈষ্মিক রোগ, ক্ষুদ্র সন্ধিবাত জনিত অসুখ, কোন অসুখ দ্বারা শরীর একবারে রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এবং নানা প্রকারের চর্ম্ম রোগে নিম্ন ডাইলুশন (১ম হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত) দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। চক্ষু প্রদাহ, আক্ষেপ (Convulsions), পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উত্তেজনা এবং শরীরের নানা অংশের পক্ষাঘাতে উচ্চ (৩০ ও ততোধিক) ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। আমরা এতদ্দেশে ৬ এবং ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকি।

ইউফ্রেসিয়া অফিসিনেলিস,—ইউফ্রেস্।

(EUPHRASIA OFFICINALIS,—EUPHR.)

চক্ষুর জ্যোতি এবং তেজ বৃদ্ধি করে বলিয়াই বোধ হয় ইংরেজী ভাষায় ইহাকে চক্ষু উজ্জ্বলকারী (Eye bright) বলিয়া থাকে। ইউরোপ এবং আসিয়ার মাঠ ময়দানে এই গাছ জন্মে। ইংলণ্ড, আয়ার্লণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডে এই গাছ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জুলাই মাসে এই গাছের সমুদয় অংশ সংগ্রহ করিয়া যথানিয়মে স্পিরিট দ্বারা ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাংগ্লিয়োনিক স্নায়ুমণ্ডল (Ganglionic system of nerves) দিয়া ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর কার্য্য করিয়া থাকে। চক্ষু, চক্ষুর পাতা এবং শ্বাস যন্ত্রের উপরি ভাগের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার লক্ষণ উহার শ্লেষ্মা জনিত প্রদাহ হইয়া চক্ষু, নাসিকা হইতে প্রচুর জল পড়ে। চক্ষু এবং নাসিকা দিয়া প্রচুর জল পড়া সম্বলিত রোগ উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি প্রধান প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। মাথায় মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ার ন্যায়

বেদনা বা যাতনা (জেল্স্); কপালে ঘুশ্ঘুশে বেদনা (কাইড্রাষ্ট্, ক্যালী-আইক্রম্, নাক্স-বম্, পাল্স্)।

চক্ষু। চক্ষে জ্বালা এবং চক্ষুদিয়া জল পড়া (আর্স্); চক্ষে চাপা-বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া জল পড়া; চক্ষে বারম্বার জ্বালানুভব এবং কামড়ানী; চক্ষু দিয়া জ্বালা উৎপাদক জল পড়া এবং উহার দরুণ যেন চক্ষু কামড়ায় এরূপ অনুভূত হয় (আর্স্, মার্ক-কর); চক্ষে জ্বালা এবং চুলকানি, যাহার দরুণ রোগী বারম্বার চক্ষু টিপিতে (পাজলাইতে) এবং চক্ষু মুছিতে বাধ্য হয় (ক্রোকাশ্, পাল্স্); চক্ষুর পাতা লালবর্ণ এবং জ্বালা-যুক্ত; চক্ষুর পাতার ধার (প্রান্ত) স্ফীত (মার্ক-কর, সাল্ফ); বারম্বার চক্ষু টিপনের (পাজ্লানের) ইচ্ছা (ক্রোকাশ্); চক্ষুর পাতা স্ফীত এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি; চক্ষু দিয়া অনবরত প্রচুর পরিমাণে ক্ষতকারক জল পড়া, যাহার দরুণ রোগী অন্ধকার দেখে বা চক্ষে দেখিতে পায় না (মার্ক-কর); একখানি পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, সন্ধ্যার সময় চক্ষে সেরূপ ঝাপ্সা দেখা (কষ্ট্, মার্ক্, পিট্রোল্, পাল্স্, সাল্ফ্)"; অধিক পরিমাণে কেতুর (শ্লেষ্মা) সঞ্চিত হইলে যেরূপ হয়, চক্ষের কর্ণিয়াতে (Cornea) সেরূপ অনুভূত হয়, যাহার দরুণ রোগী চক্ষু বুজিয়া চক্ষুর পাতা চাপিতে বাধ্য হয় (ক্রোকাশ্, পাল্স্); আলোক পানে তাকাইলে অত্যন্ত কষ্টানুভব বা চক্ষে আলোক সহ্য হয় না (Photophobia) (একন্, বেল্, মার্ক্); চক্ষুর কর্ণিয়াতে (Cornea) দাগ পড়ে, ক্ষত হয় এবং ফোস্কা পড়ে (মার্ক্, সাইলিসি); চক্ষুর উপর দিয়া যেন এক গাছি চুল ঝুলিয়া পড়িয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, যাহার দরুণ বারম্বার চক্ষু মুছিয়া ফেলার ইচ্ছা হয়।

নাসিকা। নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে (সিপা) ক্ষতকারক শ্লেষ্মা নির্গমন (আর্স্, মার্ক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পড়া এবং চক্ষে আলোক সহ্য না হওয়া, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে যাহার বৃদ্ধি হয়; সর্দ্দি না লাগিলে বা কোন প্রকারের দৃষ্টতঃ কারণ ব্যতীত্ত হাঁচি দেওয়ার ইচ্ছা (ক্যাম্)।

শ্বাস যন্ত্র। সর্দ্দি জনিত স্বরভঙ্গ (একন্, কার্ব্বো-বেজ্, হিপ্-

সাল্‌ফ্‌, কস্‌) : কণ্ঠনালীর উত্তেজনা, এবং উহার দরুণ কাশির উদ্রেক হইয়া বক্ষাস্থির নীচে কবিয়া ধরার ন্যায় চাপাবোধ; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই কাশি এবং গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন; ইচ্ছা করিয়া গলায় খেকুর দিলেই গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন; বসিয়া থাকিলে ও দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয়; বক্ষাস্থির নীচে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের স্থানে স্থানে কাটিয়া যবার ন্যায় ক্ষণিক বেদনা

নিদ্রা। বহির্বায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে অত্যন্ত হাই উঠে; জ্বর খাইলে যেরূপ হয়, সারাদিন সেইরূপ ঘুম ডাকিয়া যায়।

ব্যবহার। সকল প্রকারের শ্লেষ্মাজনিত সকল রোগ; শিরঃপীড়া; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর প্রদাহ (Conjunctivitis); নাসিকা এবং বায়ুনল সম্বন্ধীয় সর্দি বা শ্লৈষ্মিক রোগ; সর্দি জনিত জ্বর; অন্ধতা এবং কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea) ইত্যাদি অসুখে ইউফ্রেসিয়া ব্যবহার্য্য। ডাক্তার অ্যালেন্ (Dr. Allen) এবং ডাক্তার নর্টন্ (Dr. Norton) বলেন যে "চক্ষুর অসুখে, ইহা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর অসুখে চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে উগ্র এবং জ্বালা উৎপাদক জল নির্গমন এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। তাঁহারা আরো বলেন যে ঠিমঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষুর গতি উৎপাদনের সহায়কারী স্নায়ুর পক্ষাঘাতের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। যে প্রকার অসুখে চক্ষু দিয়া গাঢ় জল পড়ে তাহাতে ইউফ্রেসিয়া এবং যাহাতে উহা অপেক্ষা কম গাঢ় জল পড়ে তাহাতে আর্সিনিক এবং মার্কিউরিয়াস্ ব্যবহার্য্য।"

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সকল অসুখেই চক্ষু এবং নাক দিয়া জল পড়ে; প্রাতঃকালে, বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে, ঘরের মধ্যে থাকিলে এবং সন্ধ্যার সময় অসুখের বৃদ্ধি; বিছানা হইতে উঠিলে, ঘরের বাহির হইলে এবং আহারের পর অসুখের উপশম ইত্যাদি ইউফ্রেসিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ইউফ্রেসিয়ার কার্য্যের সঙ্গে একোনা, এলিয়াম্ সেপা, এপিস্ মেলিফিকা, আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্, আর্সিনিক,

হিপার সাল্‌ফিউরিস্, ক্যালী বাইক্রমিকাম্, ক্যালী আয়োডেটাম্, মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্, মার্কিউরিয়াস্ করোসাইবাস্, পাল্‌সেটিলার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে, বেলাডোনা, ক্যাল্‌ কারিয়া কার্ব্ব্, নাক্স্ বমিকা, কষ্ফরাস্, সাল্‌ফার, সিপিয়া ইত্যাদির কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার এবং পাল্‌সেটিলা ইউফ্রেসিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। হানিমান এই ঔষধের মূল আরোক ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। এই ঔষধের ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। আবার কোন কোন চিকিৎসক ইহার ৩০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

জেল্‌সিমিয়াম্ সেম্পারবিরেন্স্,-জেল্‌স্

(GELSEMIUM SEMPERVIRENS,-GELS.)

আমেরিকার দক্ষিণ দেশে এই লতা জন্মে। ইহার মূল বা শিকড় যথানিয়মে প্রুফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল বা আদত আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক গ্রন্থে এই ঔষধ জেল্‌সিমিনাম্ (Gelseminum) নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

সাধারণ ক্রিয়া। গতিশক্তি উৎপাদনের সহায়কারী স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ মস্তিষ্ক এবং কশেরুকা-মজ্জায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া সার্ব্বাঙ্গিক বলক্ষয় এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এবং অনিচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গচালনার সহায়কারী পেশীর পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। হৃৎকম্পন অধিক হয়, মানসিক শক্তি শিথিল হয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত এবং প্রদাহযুক্ত হয় এবং তজ্জন্য স্বল্প বিরাম জ্বর (Remittent Fever) এবং শ্লেষ্মা জনিত জ্বরের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। স্নায়বিক মণ্ডলী অবসন্ন হইয়া নিদ্রাবেশ, অলসবোধ, সর্ব্বদা নিস্তব্ধভাবে থাকা, সমুদয়

যন্ত্রের বা ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা বা চেতনা উৎপাদন করা এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। কোন বিষয়ে চিন্তা করা বা মনোযোগ দেওয়ায় অশক্তি (এথুজা, সিমিসিফ্, নাক্স্-বম্, ফস্-আস্); মানসিক শক্তির স্থূনতা (এইলান্থ্, ব্যাপ্‌ট্); সর্ব্বদা চিড়্ চিড়্ করা এবং সহজে চটিয়া উঠার স্বভাব; একাকি থাকিবার ইচ্ছা (কলোস); অচেতনতা; ঘুমেরঘোরে প্রলাপ বলা; অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় অসংলগ্ন কথা বলা; ক্যাটালেপ্সির (Catalepsy) ন্যায় স্পন্দহীনতা, চক্ষুর তারা বিস্তৃত, চক্ষু বুজিয়া থাকা, কিন্তু চেতনা বা জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না; মনের গোলমাল; উল্লাস এবং উহার পরক্ষণেই মানসিক অবসন্নতা (ল্যাক্)।

মস্তক। নেসা করিলে যেরূপ হয়, সেরূপ হেলিয়া টলিয়া পড়া; মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে ঝাপ্সা বা আঁধার দেখা; মাথার খালি বোধ এবং মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করা, হঠাৎ নড়াচড়া বা চলিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; মাথায় ভারিবোধ, প্রচুর মূত্রত্যাগের পর যাহার উপশম হয়; মাথায় ভারি এবং চাপা বোধ; মাথায় পূর্ণ বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলে উষ্ণানুভব এবং শীতবোধ; মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, মস্তিষ্কে সেরূপ অনুভূত হয় (হেলিবোরাস্, নাক্স্-বম্); মাথার পশ্চাৎ ভাগ, কর্ণের পশ্চাৎভাগ, গ্রীবার উপরিভাগে সজোরে টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কর্ণের উপরিভাগ হইতে মস্তকের উপরিভাগ যেন এক গাছি ফিতা দিয়া চাপিয়া বাঁধা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (অ্যান্টি-টার্ট্, কার্ব্বো-আনিমেল্, চেলিডন্, কোকা, মার্ক্, নাইট্রি্ক্-অ্যাসি); মাথায় পূর্ণবোধ; মুখমণ্ডলে উষ্ণানুভব; শীতবোধ; গ্রীবা দেশস্থ ধমনির দপ্‌দপানি; কথা বলিবার সময় জিহ্বায় ভারিবোধ; মোচড়াইয়া পড়িলে বা দোঁ ফুলিয়া গেলে যেরূপ হয়, মস্তিষ্কে সেরূপ অনুভূত হয়; সঞ্চালন করার সময় চক্ষুর গোলকে টাটানি; মস্তিষ্ক এবং কশেরুকা মজ্জাবরক ঝিল্লী প্রদাহের (Cerebro-spinal meningitis) রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধের অবস্থা, অত্যন্ত শীতবোধ; চক্ষুর তারা বিস্তৃত, কশেরুকা এবং মস্তিষ্কে

রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; মাথার উপরিভাগে চাপা বোধ যাহা এত প্রবল হয় যে উহা স্কন্ধ পর্য্যন্তও অনুভূত হইয়া থাকে; মাথার অত্যন্ত ভারি বোধ হয়; মাথায় স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা যাহা গ্রীবাদেশস্থ মেরুদণ্ডের উপরিভাগে আরম্ভ হয় এবং বেদনা মাথার উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, যাহার দরুণ কপাল এবং চক্ষুর গোলকে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়, পূর্ব্বাহ্ন ১০ টার সময় বা শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ, বমন, শীতল ঘর্ম্ম এবং পায়ের পাতা শীতল; প্রাতঃকালে আহারের পর মাথার পশ্চাৎভাগে ঘুণ্‌ঘুণে বেদনা, নড়াচড়া বা মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা, মূর্চ্ছার ভাব এবং ঘাড়ে বেদনা।

চক্ষু। চক্ষুর পাতা পড়িয়া যায় (কষ্ট্‌, জিঙ্ক্‌); চক্ষুর পাতায় ভারি বোধ, যাহার দরুণ চক্ষু মেলিতে পারা যায় না বা মেলিতে পারিলেও চক্ষু আপনা আপনি যেন বুজিয়া আইসে (কোনায়াম্‌, নেট্রাম্‌-কার্ব্ব্‌, নেট্রাম্‌-আর্স্‌, সেপিয়া); চক্ষুর তারা বিস্তৃত (বেল্‌, হায়োস্‌, ওপিয়াম্‌,ষ্ট্রামন্‌); চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা; চক্ষের সম্মুখে ধূমের ন্যায় ঝাপ্‌সা দেখা (সাইক্লেমেন্‌, ফস্‌) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা; চক্ষে গোলমেলে দেখা; অন্ধতা; ঘাড় ফিরাইয়া স্কন্ধের দিকে তাকাইলে এক বস্তু দুইটীর ন্যায় দেখায়; কোন বস্তু পানে তাকাইলে চক্ষুর গোলক বারম্বার চক্ষুর কোণ পানে সরিয়া পড়ে; চক্ষে আলোক একবারেই সহ্য হয় না (বেল্‌)।

কর্ণ। হঠাৎ কান বন্ধ হইয়া ক্ষণকালের জন্য বধিরতা; কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া (কুকিউলস্‌, কার্ব্ব্‌, লেডাম্‌); সর্দ্দিজনিত বধিরতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্য হইতে কানের মধ্য প্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনা।

নাসিকা। নাসারন্ধ্রের মধ্যে জ্বালাযুক্তব; হাঁচি দেওয়া; নাকের মধ্যে টন্‌টনানি; সর্দ্দি (একন্‌, মার্ক-কর, স্যাম্বুকেরিয়া); নাসিকার মূলে পূর্ণবোধ; নাসারন্ধ্রের মধ্যে বেদনা যাহা গ্রীবাদেশ এবং কণ্ঠাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল ভারি এবং অত্যন্ত যাতনার চিহ্নযুক্ত (ব্যাপ্‌ট্‌),

লাল বর্ণ, উজ্জ্বল এবং স্পর্শনে উষ্ণ (বাপ্‌টি, বেল্, ওপিয়াম্); মুখমণ্ডলের পেশী শক্ত হয়; চক্ষুর কোটরের স্নায়ুশূল, থাকিয়া থাকিয়া যাহার উদ্রেক হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত পার্শ্বের পেশীর সঙ্কোচন এবং স্পন্দন।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। জিহ্বা গাঢ় লেপযুক্ত, হরিদ্রার আভাযুক্ত সাদা, জিহ্বার অবশবোধ; জিহ্বা এত পুরুবোধ হয় যে উহার দরুণ রোগী অতি কষ্টে কথা বলিতে পারে, অথবা একবারে কথা বলিতে পারে না; জিহ্বার আংশিক পক্ষাঘাত (কষ্ট, কোনায়াম্, হায়োস্); ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কালচে শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত; মুখে দুর্গন্ধ; মুখগহ্বরে জ্বালানুভব যাহা গলার মধ্য এবং পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে গলার মধ্যে এরূপ অনুভূত হয়; গলার মধ্য যেন পরিপূর্ণ রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (ইউপেট-পার্পুর, গ্লোনয়েন্, সাইলিসি)। গিলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব; গিলিবার সহায়কারী যন্ত্রের পক্ষাঘাত; গিলিবার সময় কানের মধ্যে খোঁচা বিঁধার ন্যায় অনুভূত হয়; গলনালীর মধ্যে আক্ষেপ এবং খিল ধরার ন্যায় যাতনা; গলনালীর মধ্যে ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, যাহার দরুণ রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে; ডিপ্‌থিরিয়া; জ্বরের সময় আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত টনটনানি এবং পক্ষাঘাতের পূর্ব্ব লক্ষণ।

পাকস্থলী এবং উদর। পাকস্থলী এবং উদরে খালি এবং দুর্ব্বল বোধ হাইড্রাষ্ট, সিপিয়া, সালফ); পাকস্থলীতে পূর্ণ এবং আঁটাবোধ, কাপড়ের চাপা লাগিয়া যাহার বৃদ্ধি হয়; টক উদগার উঠা (নাইট্রিক-অ্যাসি, নাক্স-বম্); বমনোদ্বেগ। উদরের উপরিভাগে হঠাৎ আক্ষেপিক বেদনা এবং তজ্জন্য বেদনা সরিয়া গেলেও উদরে সঙ্কোচন বোধ, যাহার দরুণ রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; ভিজা বা আর্দ্র বায়ুতে অন্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লির তরুণ প্রদাহ; আন্ত্রিক জ্বর বা জ্বরবিকারে দক্ষিণ শ্রোণী প্রদেশে (Right-iliac region) টাটানি বা বেদনা; উদর প্রাচীরে (Abdominal walls) অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি।

মল। হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা, শোক, ভয় এবং কোন প্রকার দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া উদরাময় (ইগ্‌নেসি, ফস্-অ্যাসি,

ওপিয়াম্) ; কোন প্রকার অসাধারণ দুর্ঘটনার আশঙ্কার দরুন উদরাময় ; গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত হইলে যেরূপ হয়, কোমল মলত্যাগ করার সময়ও সেরূপ কষ্টানুভব ; মল হরিদ্রাবর্ণ, মল সংযুক্ত, পিত্তযুক্ত, দুগ্ধের সরের মত বিশিষ্ট, কাদার মত বিশিষ্ট ; সবুজ মলত্যাগ ; গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত (বেল্, হায়োস্)।

মূত্রযন্ত্র। প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার স্বচ্ছ মূত্রত্যাগ (ফস্-অ্যাস্) যাহাতে মাথা ধরার উপশম হয় , মূত্রাধারের সঙ্কোচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত হেতু মূত্রধারণে অশক্তি বা অসাড়ে মূত্র নির্গমন (কষ্ট্) ; স্নায়বিক শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ ; মূত্রাধারে জ্বালানুভব এবং তদ্দরুণ বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ও কোঁথপাড়া বা শূল (ক্যান্থ্, ক্যাম্প, মার্ক-কর)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের অনিচ্ছা পূর্ব্বক বা অসাড়ে ধাতু নির্গমন, যাহার পূর্ব্বে কখন পুরুষাঙ্গ খাড়া হয়, কখন বা পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় না এবং তৎপর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং মানসিক অবসন্নতা (চায়না, ফস্-অ্যাস্) ; মলত্যাগের সময় অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক ধাতু নির্গমন। স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রদেশে প্রসব বেদনার ন্যায় প্রবল বেদনা যাহা পৃষ্ঠদেশ এবং উরু পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় (সিমিসিফ্, সিকেল্) ; জরায়ুতে ভারিবোধ (নাক্স্-বম্) ; কষ্টকর রক্তঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে আক্ষেপিক এবং স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা (সিমিসিফ্) : রক্তঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ (ককিউল্, নাক্স্-মস্) ; গর্ভাবস্থায় উদর এবং পায়ে খিলধরা, এক বস্তু দুইটীর ন্যায় দেখায় ; সর্ব্বদা ঘুমের ইচ্ছা এবং ঝিমান (নাক্স্-মস্) ; পেশীর শক্তির হ্রাস বা বিনাশ ; আক্ষেপ (বেল্,হায়োস্) ; নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রসব বেদনা ভালরূপ হয় না বা একবারেই হয় না ; জরায়ুর মুখ বিস্তৃতরূপে খোলা থাকে অথবা উহার কোন ক্ষমতাই থাকে না (কলোফিলাম্) ; কৃত্রিম প্রসব বেদনা ; জরায়ুর মুখ কঠিন হইয়া থাকে বা খোলে না (বেল্, সিমিসিফ্, ঞ্জেন্, কলোফিলাম্) : গর্ভাবস্থায় জরায়ুতে প্রবল বেদনা, মাথা ধরা ইত্যাদি।

শ্বাসযন্ত্র। বায়ুনলের উপরিভাগের আক্ষেপ হেতু রোগী কাঁপড়

হওয়ার উপক্রম হয়; ক্ষত হইলে যেরূপ হয়; গলার মধ্যে সেরূপ খশ্‌খশে বোধ; বুকের নিম্ন প্রদেশে আঁটাবোধ (ক্যাক্‌ট্‌, কষ্ট্‌, ইগ্‌নেস্‌)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপিণ্ড অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে; হৃৎস্পন্দন; এদিক ওদিক চলিয়া না বেড়াইলে রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবে; নাড়ী দ্রুতগামী, কোমল, দুর্ব্বল এবং লুপ্তপ্রায় (একন্‌)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবাদেশস্থ পেশীতে বেদনা, ষ্টার্নো ক্লাইডো পেশীতেই (Sterno-cleido muscle) এবং কর্ণমূলস্থ গ্রন্থির পশ্চাৎদেশেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; মেরুদণ্ড হইতে মাথা এবং স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনা; কসেরুকার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; অত্যন্ত বলক্ষয়; অলসবোধ; পেশীগুলিতে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় এবং উহার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্যের শক্তি থাকে না; লোকোমোটার আটাক্সি (Locomotor ataxy); নিম্ন অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত; কোমর এবং গুহ্যদ্বারের ঠিক উপরিভাগে ঘুশ্‌ঘুশে কন্‌কনানি বা বেদনা; রোগী চলিতে পারে না এবং তাহার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পেশী সঞ্চালনের শক্তি থাকে না।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গের কাঁপনি (কাকিউল্‌, কোনায়াম); অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশীর গভীরতম অংশে এবং সন্ধিতে কন্‌কনিয়া বেদনা; হাত পায়ের স্নায়ুশূল এবং বাতের বেদনার ন্যায় বেদনা (ব্রাই, সিমিসিফ্‌, রাস্‌-টক্স্‌)। সামান্য পরিশ্রমেই পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গে শ্রান্তি বোধ; পায়ের পেশীর শক্তির হ্রাস বা বিনাশ, যাহার দরুণ রোগী উক্ত অঙ্গাদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চালন করিতে পারে না।

নিদ্রা। অস্থির নিদ্রা; মনের অশান্তিজনক স্বপ্ন দেখা (হায়োস্‌); স্নায়বিক উত্তেজনার দরুণ নিদ্রাশূন্যতা (বেল্‌, কাফিয়া), অত্যন্ত অলস এবং নিদ্রাবেশ বা ঝিমান, কিন্তু কোন মতেই ঘুম হয় না।

জ্বর। প্রতিদিন অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শীতবোধ, অলস বোধ, হাত পা ইত্যাদিতে কন্‌কনানি এবং শ্রান্তি বোধ ও কন্‌কনানি; হাত দিয়া শীত আরম্ভ হয়; শীত পৃষ্ঠ দেশের নিম্ন দেশ হইতে ঊর্দ্ধদেশে বিস্তৃত হয় এবং হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; মস্তক এবং মুখমণ্ডল উষ্ণ;

শরীর উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ; অলসবোধ, যাহার দরুণ স্থির ভাবে থাকিবার ইচ্ছা হয়; প্রতি দিন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে শীত বোধ, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে; শীতের পর শরীর উষ্ণ হয় এবং তৎপর ঘর্ম্ম হয়; বরফের জলে ভিজাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, পায়ের পাতা সেরূপ ঠাণ্ডা; স্নায়বিক শীত কম্প এবং তদ্দরুণ দাঁতে দাঁতে খট্‌ খট্‌ শব্দ করা; জ্বর, কিন্তু উহাতে পিপাসা থাকেনা (পাল্‌স্‌); নাড়ী মৃদুগতিবিশিষ্ট, কিন্তু নড়িলে চড়িলেই দ্রুতগামী হয়; স্বল্প-বিরাম (Remittent) এবং আন্ত্রিক জ্বর বা জ্বরবিকার ও উহার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক লক্ষণের প্রাধান্য।

ব্যবহার। কোন প্রকারের কুসংবাদ বা মনের উত্তেজনা উদ্দীপক সংবাদ পাওয়ার দরুণ অসুখ; ভয় পাইয়া অসুখ (একন্‌, ওপিয়াম্‌); কোন প্রকারের দুর্ঘটনা ঘটিবে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া অসুখ; অত্যন্ত দুর্ব্বল কারক (Asthenic) জ্বর; স্বল্প-বিরাম জ্বর; সবিরাম বা পালাজ্বর; টাইফয়েড্‌ জ্বর বা জ্বর বিকার; স্ফোটক-জ্বর; যে প্রকার স্ফোটক জ্বরে আক্ষেপের ভাব থাকে, সে প্রকার জ্বর; যে প্রকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অসুখে জলবৎ তরল নিঃসরণ হয়, এবং পূঁযের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, সে প্রকার অসুখ; অন্ধতা; স্নায়ুশূল; শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের স্বল্প বিরাম জ্বর; মৃগীরোগ; আক্ষেপ; পক্ষাঘাত; হিষ্টিরিয়া; লোকোমোটার অ্যাটাক্সী (Locomotor ataxy; স্নায়বিক শীত কম্প; মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Cerebro-spinal-Meningitis); কসেরুকা মজ্জা এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; কোরিয়া (Chorea); বাতরোগ; পেশীবাত; কষ্টকর রক্তঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful menstruation); স্ত্রীলোকের ডিম্ব কোষের উত্তেজনা; বিলম্বে বিলম্বে প্রসব বেদনার আক্রমণ বা যথোচিত পরিমাণে প্রসব বেদনা না হওয়া; প্রসব বেদনা প্রবল হইলেও জরায়ুর মুখ শক্ত থাকে বা মুখ খোলে না; কৃত্রিম প্রসব বেদনা; গর্ভস্রাব; সন্তান প্রসবের পর আক্ষেপ; মূত্র ধারণে অশক্তি বা অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র নির্গমন ইত্যাদি অসুখে জেল্‌সিমিয়াম্‌ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় পেশীর বলক্ষয় বা শিথিলতা

(সিমিসিফ) ; কসেরুকার অবসন্নতার দরুণ সমুদয় শরীর যেন পাতলা বোধ হয়, যাহা হস্ত মৈথুনকারীগণই অধিক অনুভব করে ; হস্ত মৈথুনকারীগণের অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা এবং অত্যন্ত অলসবোধ; তামাকু খাইয়া মাথা ধরা ; হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা, উল্লাস, শোক, ভয় জনিত অসুখ ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং তদ্দরুণ শরীর কম্পন ; স্নায়বিক ধাতু ; যুবা যুবতীর বা শিশু এবং ছোট বালক বালিকার অসুখে বিশেষ উপযোগী ; চলিয়া বেড়াইলে, বিছানার উষ্ণতাতে, তামাক খাইলে, মদ খাইলে, রাত্রি দুই প্রহরের পর, ভিজা বা শেত্‌শেতিয়া বায়ুতে, বহির্বায়ুর পরিবর্ত্তনে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি জেল্‌সিমিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। জেল্‌সিমিয়ামের কার্য্যের সঙ্গে কোনায়ামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। স্বল্প বিরাম বা একজ্বরে ইহার কার্য্য ব্যাপ্‌টিসিয়ার ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্য একোনাইট, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, কষ্টিকাম্, সিমসিফিউগা, চায়না, ওপিয়াম্, রাস্‌টক্স্, ষ্ট্র্যামোনিয়াম্ এবং বিরেট্রাম্ বিরাইডের ন্যায়।

প্রতিষেধক ঔষধ। চায়না এবং কফিয়া জেল্‌সিমিয়ামের প্রতিষেধক ঔষধ।

ডাইলুশন বিচার। স্বল্প বিরাম বা একজ্বরে ১ম দশমিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার, সন্তান প্রসব উপলক্ষে আক্ষেপ, স্নায়ুশূল, বিশেষতঃ মুখ মণ্ডলের স্নায়ুশূল, শিশুগণের দাঁত উঠার সময় উত্তেজনা জনিত অসুখ, মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ইত্যাদিতে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। পক্ষাঘাত (সার্ব্বাঙ্গিক এবং স্থানিক) এবং তজ্জনিত অসুখে ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। পুরাতন আকারের স্নায়বিক শিরঃপীড়ায় এই ঔষধের ২০০ ডাইলুশন, ½ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া, ৩টী যুবতীর চিকিৎসায়, একদিন অন্তর একদিন ১ মাত্রা, এই প্রকারে ২।৩ সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে।

হামামেলিস্ বার্জিনিকা,—হামা

(HAMAMELIS VIRGINICA,—HAM.)

আমেরিকার আর্দ্র ভূমিতে এই গাছ জন্মে। এই গাছের বাকল যথানিয়মে রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আদত গুঁড়াকে হামামেলিন্ (Hamamelin) বলে।

সাধারণ ক্রিয়া। শিরার (Veins) উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ শিরার স্ফীতি এবং বিস্তৃতি, শরীরের নানা অংশের শিরা সম্বন্ধীয় (Venous) রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, রক্তস্রাব এবং শিরার যান্ত্রিক অসুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুহ্য এবং জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার হেল্ (Dr. Hale) বলেন যে "ধমনির উপর একোনাইট যেরূপ কার্য্য করে, শিরার উপর হামা-মেলিস্ সেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। শিরার গতি শক্তি শাসনকারি স্নায়ুর আক্ষেপ উৎপাদন করা হামামেলিসের এক মুখ্য (Primary) কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। ইহা শিরাগুলিকে উত্তেজিত করিয়া উহার আবরণকে এত অধিক আক্রমণ করে যে উহার দরুণ প্রকৃত প্রদাহ না হইলেও উহার এমত অবস্থা আনয়ন করে যে উহা হইতে শিরা ভবিষ্যতে প্রদাহযুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। প্রতিক্রিয়াতে আক্রান্ত স্নায়ুগুলির সামান্য রকমের পক্ষাঘাত হয় এবং তদ্দরুণ শিরার আবরণের পক্ষাঘাত হইয়া শিরার স্ফীতি এবং বিস্তৃতি, শিরাসম্বন্ধীয় রক্তাবরোধ এবং শিরার যান্ত্রিক অসুখ হইতে পারে।" শিরা সম্বন্ধীয় রক্তস্রাব আনয়ন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। অর্দ্ধজ্ঞান রহিতত্তা (Stupor); শিরঃপীড়া; মস্তক, গ্রীবা এবং কপালে পূর্ণবোধ; জ্র আঁটিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কপালের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সেরূপ আঁটিয়া রাখার ন্যায় অনুভূত হয়।

নাসিকা। নাক দিয়া রক্ত পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাকের

গোড়ায় আঁটাবোধ এবং কপালে, দুই চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে, চাপাবোধ (একন্, ডাল্ক্) ; নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া গেলে মাথার অসুখের অনেক উপশম হয় ; নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব (একন্, বেল্, চায়না), রক্ত কাল্চে ; আপনা আপনি, বা রজঃরোধ হওয়ার দরুণ নাক দিয়া রক্তস্রাব (Vicarious Menstruation) (ব্রাই, পাল্স্, সিপিয়া)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মাড়ি স্ফীত এবং উহা হইতে সহজে রক্ত পড়া (মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্) ; দাঁত তুলিয়া ফেলার পর দাঁতের গোড়া দিয়া কাল্চে রক্তস্রাব (আর্স্)। তালুকার দুই পার্শ্বস্থিত গ্রন্থিদ্বয় (Tonsils) এবং মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; শিরাগুলির বিবৃদ্ধি এবং উহার স্ফীতি ও বিস্তৃতি।

পাকস্থলী। পাকস্থলী হইতে কাল্চে রক্ত উঠা (রক্তবমন,-Hæmatemesis) ; শরীর কম্পমান, দুর্ব্বল, ঠাণ্ডা এবং নাড়ী দ্রুতগামী ও প্রচুর ঘর্ম্ম (আর্স্)।

মল এবং মলদ্বার। রক্তস্রাবিক অর্শরোগ (Bleeding Piles) (নাইট্রিক্-আস্, ক্রাইটোল) ; গুহ্যদ্বার দিয়া অধিক পরিমাণে কাল্চে রক্ত নির্গমন (ইউকেলিপ্ট)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রনালীতে অত্যন্ত জ্বালা হইয়া তৎপর অল্প পরিমাণ মূত্র নির্গমন এবং বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ; মূত্রকোষে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু রক্ত মূত্র ত্যাগ (Hæmaturia) (আর্স্, ক্যান্থ্, কল্চ্, কম্)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের অণ্ডকোষে প্রবল স্নায়ুশূল ; বেদনা শুক্র নিঃসারক সূত্র বা নালী (Spermatic Cord) দিয়া (বার্বেরিস্) অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (মার্ক্) ; এক শিরার বাবাম (Orchitis) (পাল্স্) ; অণ্ডকোষের স্ফীতি এবং উহাতে অত্যন্ত টাটানি ; শুক্র নিঃসারক সূত্র বা নালী বা অণ্ডকোষাধারের শিরার স্ফীতি (Varicocele) ; কোরণ্ড (Sarcocele)। জরায়ু হইতে উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাব (একন, ইরিজারণ, বেল, মিলিফলিয়াম্) ; জরায়ু হইতে অধিক পরিমাণে কাল্চে রক্তস্রাব ; যোনিদ্বারের আক্ষেপ (প্রাদাহ) এবং অত্যন্ত টাটানি ; যোনিতে চুলকানি

(ক্যান্থ্); রজঃস্রাবের সময় যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব না হইয়া নাকাদি দিয়া রক্তস্রাব (Vicarious Menstruation) (ব্রাই, পাল্স্); ডিম্বকোষে বেদনা এবং টাটানি (এপিস্, বেল্, সিমিসিফ্); পায়ের শিরার সাদা স্ফীতি (Phlegmasia alba dolens)।

শ্বাস যন্ত্র। রক্তোৎকাশ (Hæmoptysis) (একন্, চায়না, ফেরাম্, মিলিফলিয়াম্, সাবাডিলা, সাল্ফ্-আস্); খুশ্ খুশে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে রক্ত বা গন্ধকের স্বাদ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শিরার স্ফীতি এবং বিস্তৃতি (পাল্স্, জিঙ্ক্) এবং ক্ষত ও উহাতে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা কুট-কুটানি; হাত পায়ের শিরার প্রদাহ এবং স্ফীতি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং উহাতে অবশবোধ; হাত পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় নীলের আভাযুক্ত ক্ষত।

ব্যবহার। শরীরের সমুদয় অংশ বা যন্ত্র হইতে কাল্চে (Venous) রক্তস্রাব; শিরার স্ফীতি এবং বিস্তৃতি; শিরার প্রদাহ এবং স্ফীতি; পায়ের শিরার সাদা স্ফীতি এবং বিস্তৃতি (Phlegmasia alba dolens); রক্তস্রাবক অর্শরোগ (Bleeding Piles); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব; যোনি-দ্বারের আক্ষেপ; ডিম্বকোষ প্রদাহ; একশিরার ব্যারাম (Orchitis); অণ্ডকোষের স্নায়ুশূল অসুখে হামামেলিস্ ব্যবহার্য্য। ডাক্তার লাড্লাম্ (Dr. Ludlam) বলেন যে স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ এবং পুরুষের প্রমেহ জনিত একশিরার ব্যারামে হামামেলিসের আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। যোনিদ্বারের আক্ষেপে হামামেলিসের বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ডিম্বকোষের উত্তেজনা হেতু কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনায় হামামেলিস্ বিশেষ উপকারী। স্ত্রীলোকের প্রমেহ রোগে হামামেলিস্ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে বলিয়া অনেক চিকিৎসক বিশ্বাস করেন।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শিরাসমূহের অসুখ এবং কাল্চে রক্তস্রাব হামামেলিসের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। হামামেলিসের কার্য্যের সঙ্গে পাল্-

সেটিলার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে ইপিকাকিউএনা, মিলিকলিয়াম্, বেলাডোনা, চায়না, ফেরাম্, সাল্ফিউরিক্ আসিড্ এবং ট্রিলিয়ামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। পাল্সেটিলা।

ডাইলুশন বিচার। তরুণ রক্তস্রাবে ১ম দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। অন্যান্য অসুখে ২ হইতে ১২ ডাইলুশন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ রক্তস্রাবে অনেক চিকিৎসক মূল আরোক এক ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বাহ্য প্রয়োগের জন্য ৫ ফোঁটা মূল আরোক, ২ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ব্যবস্থা।

হাইড্রাষ্টিস্ ক্যানাডেন্সিস্,—হাইড্রাষ্ট্

(HYDRASTIS CANADENSIS,—HYDR. CAN.)

ক্যানাডা, ওহিও প্রভৃতি আমেরিকাস্থ পার্ব্বতীয় ছায়া বিশিষ্ট জঙ্গলা-ভূমিতে এই গাছ জন্মে। মূল বা শিকড় যথা নিয়মে প্রুফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মূল বা শিকড় অত্যন্ত উষ্ণ জলে ভিজাইয়া ইহার কাত (Iufusion) প্রস্তুত হয়। ইহার আরোক উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ।

সাধারণ ক্রিয়া। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। চক্ষু, নাসিকা, মুখগহ্বর, গলার মধ্য, গুহ্য, যোনিদ্বার, জরায়ুর গ্রীবা বা মুখের চতুপার্শ্ববর্ত্তী স্থান এবং মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য্য অন্যান্য অংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অপেক্ষা অধিক প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত অংশের স্বাভাবিক নিঃসরণ পরিমাণে বৃদ্ধি হয় এবং তৎপর উহার পরিমাণ এবং প্রকৃতি বিকৃত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিঃস-রণ পরিষ্কার, সাদা, চট্চটিয়া আঠা এবং স্বচ্ছ থাকে এবং তৎপর উহা হরিদ্রাবর্ণ, গাঢ়, সবুজ এবং কখন কখন রক্তমিশ্রিতও হইয়া থাকে ও আঙ্গুলের মাথায় লইয়া টানিলে উহা সূতার ন্যায় আকার ধারণ করে। এই

প্রকার শ্লেষ্মার সঞ্চার হইয়া আক্রান্ত ঝিল্লীতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় হইয়া উহা হইতে পূঁযসংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন এবং উহাতে ক্ষতও হইতে পারে। আক্রান্ত অংশের রক্তবহা কৈশিক নাড়ীতে (Capillaries) রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া প্রথমতঃ এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে। তৎপর এই অবস্থা রক্তের প্যাসিব্ স্থৈর্য্যাবস্থায় পরিণত হয় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গ্রন্থি উত্তেজিত হয়। অবশেষে উহার অবসন্নতা এবং হ্রাসের দরুণ, নিঃসরণের উৎপত্তির মূল বিনষ্ট হইয়া আক্রান্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শুষ্ক, চক্‌চকে এবং নির্ম্মল, ক্ষতযুক্ত হইয়া উহার কার্য্য করার শক্তি একবারে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যে প্রকার অসুখে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উক্ত প্রকারের অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেই হাইড্রাষ্টিস্ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। চর্ম্ম এবং গ্রন্থির উপরও এই ঔষধের উক্ত প্রকারের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রের প্রথমতঃ রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, উহার কার্য্যের অতিরিক্ত চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইয়া তৎপর উহার জড়তা বা অবসন্নতার দরুণ আক্রান্ত স্থান উক্ত প্রকারের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা প্রণালীতে চর্ম্মের বিকৃত লালবর্ণ হওয়া, কস্‌ভানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী, বিকচ (Eczema), ক্ষত এবং শরীরের নানা অংশের বা যন্ত্রের ক্ষত, দুর্ব্বলতা বা জড়তাতে (স্থানিক বা সার্ব্বাঙ্গিক) হাইড্রাষ্টিস্ বিশেষ উপকারী।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সকল বিষয় ভুলিয়া যাওয়া (বেল্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, গ্রাফ্, রাস্ টক্স্); যে বিষয় পড়া যায়, বা যাহার বিষয় কথা বলা যায়, তাহা স্মরণ থাকে না; খিট্‌খিট্ করা এবং চটিয়া যাওয়া; সর্ব্বদা ঈর্ষার ভাব (নাক্স্-বম্)।

মস্তক। নেশা করিলে যেরূপ হয়, সেরূপ অনুভূত হয় (জেল্‌স্); মাথার সম্মুখদেশে ভারি বোধ এবং উহাতে ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা; সর্দ্দিজনিত উক্ত প্রকারের মাথা বেদনা (ইউফ্রেস্, পাল্‌স্, সাঙ্গুনেরিয়া), হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে যাহার উপশম হয়; মাথার সম্মুখ প্রদেশে ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরোর্দ্ধ প্রদেশে এবং কোমরের পশ্চাৎদেশে ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা; পাক-

স্ত্রীর অসুখ জনিত বা স্নায়বিক মাথা ধরা; মাথার সম্মুখের চুলের ধারে ধারে বিকচের ন্যায় (Eczematous) ফুস্কুড়ী এবং চুলকানি, ঠাণ্ডা ঘর হইতে গরম ঘরে গেলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং ধুইলে যাহা হইতে কল্‌তানি পড়ে।

চক্ষু। চক্ষু প্রদাহ; শ্লেষ্মা জনিত চক্ষু প্রদাহ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ; চক্ষু দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গমন (মার্ক)। চক্ষু দিয়া প্রচুর জল পড়া; চক্ষে জ্বালা এবং চিড়িকমারা (আর্স, ইউফ্রেস্, মার্ক্-কর)।

কর্ণ। কান দিয়া পূঁয পড়া; কান দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গমন।

নাসিকা। নাক দিয়া অনবরত সাদা শ্লেষ্মা নির্গমন; মাথার সম্মুখভাগে বেদনা; নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎভাগ হইতে গাঢ় চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যালী-বাই, নেট্রাম্-আর্স্); সর্দ্দি এবং নাক দিয়া ক্ষতকারক জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গমন; নাকের মধ্যে উষ্ণ, জ্বালা এবং ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় (সিপা, হায়োস্, মার্ক্-কর); ঘরের মধ্যে থাকিলে নাক দিয়া অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, ঘরের বাহির হইলে নাক দিয়া প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হয়; গলার মধ্য এবং বুকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; হাঁচি দেওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের উপরিভাগে পূর্ণবোধ (একন্, সাঙ্গুনেরিয়া); মাথার সম্মুখভাগে ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা; নাকের মধ্যের প্রদাহ এবং ক্ষত (Ozœna) এবং তজ্জন্য নাক দিয়া রক্ত মিশ্রিত পূঁয নির্গমন (মার্ক, নাইট্রিক্-আস); বাতাস লাগিলে নাকের মধ্যে ঠাণ্ডা বোধ হয় (অ্যাণ্টি ক্রুড্, সোরিনাম্, অস্মিয়াম)।

মুখমণ্ডল। মুখাকৃতি পিটা, রুগ্ন এবং ক্লান্তির চিহ্নযুক্ত।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মুখগহ্বরের প্রদাহ (মিউর-আস); স্তন দুগ্ধ পান করানের সময় স্ত্রীলোকের এবং দুর্ব্বল শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের (মার্কারি এবং ক্লোরেট্ অব্ পটাস্ ব্যবহারের পর) মুখের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে গাঢ় চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চার; মুখে গোলমরিচের স্বাদ (ল্যাক্); জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত বা হরিদ্রার রেখা বিশিষ্ট; জিহ্বা স্ফীত এবং দাঁত দ্বারা চাপিলে উহাতে দাঁতের দাগ পড়ে (আর্স, মার্ক); পুড়িয়া বা ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, জিহ্বায় সেরূপ অনুভূত হয়। কাশিলে বা গলা খেকুর দিলে মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে এবং নাসি-

কার গোড়ার পশ্চাৎভাগ হইতে, হরিদ্রাবর্ণের, চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যালী-বাই); মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; গলার মধ্যে ক্ষত, বিশেষতঃ পারার অপব্যবহারের পর।

পাকস্থলী এবং উদর। পাকস্থলী যেন নেতা হইয়া পড়ে বা পেটে অসাড় বোধ (ব্যাপ্‌ট, সিমিসিফ, ইগ্‌নেস্, ফস্, সাল্‌স্, সিপিয়া) এবং হৃৎস্পন্দন, যাহার পূর্ব্বে পাকস্থলীতে ঘুশ্‌ঘুশে রকমের কন্‌কনিয়া বেদনার উদ্রেক হয়; পাকস্থলীর শ্লেষ্মা জনিত পুরাতন রোগ এবং পাকস্থলীতে ক্ষত; উদ্‌গারে গলা দিয়া টক জল উঠা (নাক্স্-বম্); জল এবং দুগ্ধ ব্যতীত যাহা খাওয়া যায় উহার সমুদয়ই বমন দ্বারা উঠিয়া পড়ে। তলপেটে কর্ত্তনবৎ প্রবল বেদনা যাহা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, মলত্যাগের পর যাহার উদ্রেক হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছার ন্যায় শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। বৃহৎ অন্ত্রের যে অংশে ইলিয়াম্ (Ileum) শেষ হইয়াছে, সে অংশে (Cæcum) প্রখর বেদনা; প্লীহা প্রদেশে প্রখর বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী এবং অন্ত্রে ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা এবং জ্বালা; মলত্যাগের সময় পেট কামড়ানী (ব্রাই, মার্ক্, কলোস্, চেলিডন্); অন্ত্রের শ্লেষ্মা জনিত রোগ এবং তৎপর অন্ত্রে ক্ষত; অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দরুণ শূল বেদনা (Flatulent colic) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছার ভাব।

মল। ফিকা রঙ্গবিশিষ্ট, উগ্র, সবুজের আভাযুক্ত তরল ভেদ (উদরাময়); কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল শ্লেষ্মা দ্বারা পরিবেষ্টিত কঠিন লম্বা এবং মোটা নেড় (ওপিয়াম্); কোষ্ঠবদ্ধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অর্শ রোগ (নাক্স্-বম্, সাল্‌ফ্); গুহ্য দ্বারে নালী ঘা (Fistula in ano)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রে পচা গন্ধ; মূত্রাধারের শ্লৈষ্মিক রোগ এবং তদ্দরুণ মূত্রে গাঢ়, সূতার ন্যায় তলানি পড়ে; মূত্রকোষ প্রদেশে ঘুশ্‌ঘুশে কন্‌কনানি।

জননেন্দ্রিয়। প্রমেহ রোগের দ্বিতীয়াবস্থা এবং তদ্দরুণ মূত্রনালী দিয়া হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় ক্লেদ নিঃসরণ (আগ্‌নাশ্, পিট্রোসেল্, পাল্‌স্); পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ (Gleet) এবং তদ্দরুণ কোন প্রকার বেদনা যন্ত্রণাদি থাকে না (সাল্‌ফ্, পিট্রোসেল্); অসাড়ে ধাতুনিঃসরণ (Spermatorrhœa) হেতু দুর্ব্বলতা; (কস্-আস্)। স্ত্রীলোকের চট্‌চটিয়া আঠা সূতার

স্তায় গাঢ় এবং হরিদ্রা বর্ণের শ্বেত প্রদর নিঃসরণ; জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর মুখ এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ও যোনিদ্বারে ক্ষত (আর্জেণ্ট্-নাইট্রিক্); যোনির অত্যন্ত চুলকানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা।

শ্বাসযন্ত্র। বায়ুনলের উপরিভাগে সুড়্ সুড়্ করার দরুণ শুষ্ক কর্কশ কাশি; বুকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় টাটানি এবং জালানুভব; বৃদ্ধ বয়সে যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহাদিগের বায়ুনল প্রদাহ এবং তজ্জন্য গলাদিয়া গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের চট্‌চটিয়া আঠা সূতার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যালী-বাই)।

পৃষ্ঠদেশ। কোমরের পশ্চাৎভাগে শ্রান্তিবোধ এবং কন্‌কনানি (সিপিয়া)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শ্রান্তিবোধ এবং উহাতে কন্‌কনিয়া বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি; পায় উত্তেজনাবিশিষ্ট, কষ্টে আরোগ্য হয় এরূপ এবং গণ্ডমালা জনিত ক্ষত।

জ্বর। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে শীতবোধ; পৃষ্ঠদেশ এবং উরু দেশেই শীত অধিক অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উরু প্রদেশে কন্‌কনানি; বারম্বার দমকা উত্তাপানুভব; আন্ত্রিক-জ্বর, পিত্তজ্বর অথবা জ্বরবিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর অসুখ; কামলা রোগ এবং তৎপর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা (চায়না)।

চর্ম্ম। শিশুগণের শরীরের নানা স্থানে ছাল উঠিয়া যাইয়া লাল হয় (Infantile-Intertrigo) (গ্রাফ্, ইগ্‌নেস্, লাইকোপ্); বসন্ত রোগের সমুদয় অবস্থা; মূর্চ্ছার ভাব এবং বলক্ষয় (অ্যাণ্টি-টার্ট্)।

ব্যবহার। শ্লেষ্মা জনিত অসুখ; কর্কট রোগ (Cancer); কোষ্ঠবদ্ধ এবং অন্যান্য যে প্রকার অসুখের বিষয় প্রাকৃতিক লক্ষণে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেই হাইড্রাষ্টিস্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। বৃদ্ধ বয়সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়া (ওপিয়াম্); বারম্বার দুর্ব্বল হইয়া হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়া বা মূর্চ্ছার ভাব এবং সমুদয় শরীরে শীতল ঘর্ম্ম; পাকস্থলীতে যেন কিছুই নাই বা

উহা যেন একবারে অসাড় হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; বামদিক অধিক আক্রান্ত হয়; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নিঃসরণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং উহা চট্-চটিয়া আঠা এবং সূতার ন্যায় হয় (ক্যালী-বাই); শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় হয় (ক্রিয়াজ্) ইত্যাদি হাইড্রাষ্টিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর হাইড্রাষ্টিসের কার্য্য পাল্সেটিলা, ক্যালীবাইক্রমিকাম্, আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্ এবং আণ্টিমোনিয়ামের কার্য্যের ন্যায়। অন্ত্রের নিম্নাংশের উপর ইহার কার্য্য কলিন্সোনিয়া, আলোজ্, সিপিয়া এবং সাল্ফারের ন্যায়; স্তনের উপর ইহার কার্য্য ফাইটোলাক্কা এবং কোনায়ামের ন্যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক, আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্, মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্, মার্কিউরিয়াস্ করোসাইবাসের কার্য্যের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। সাল্ফার।

ডাইলুশন বিচার। কর্কট রোগ, শ্লেষ্মাজনিত রোগ এবং কোষ্ঠবদ্ধের পক্ষে ১ম ডাইলুশন এবং মূল আরোক ১ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকারী। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ৩, ৬, ১২ বা ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ (Gleet) যাহাতে মূত্রনালী দিয়া সূতার ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়, মূল আরোক ৫ ফোঁটা, ২ কাচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা প্রতি দিন প্রাতে ও বৈকালে মূত্রনালী দিয়া পিচ্কারি দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। স্তনের গ্রন্থির স্ফীতিতে উক্ত পরিমাণে লোশন প্রস্তুত করিয়া নেকড়া ভিজাইয়া নেকড়াখানি স্তনে বাঁধিয়া রাখিলে স্ফীতি এবং প্রদাহ ২।৩ দিনের মধ্যে মিলাইয়া যায় অনেক রোগীর চিকিৎসায় এরূপ দেখা গিয়াছে।

হায়োসায়েমাস্ নাইজার,—হায়োস্

(HYOSCYAMUS NIGER,—HYOSC.)

মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপের স্থানে স্থানে পাথর বিশিষ্ট পতিত ভূমিতে এই গাছ জন্মে। ইংলণ্ড, স্কটলাণ্ড এবং আয়ারলণ্ডের পল্লিগ্রামাদির যে স্থানে ময়লাদি ফেলান হয়, সে সকল স্থানে এই গাছ জন্মে। যে প্রকার গাছ বৎসরের মধ্যে দুইবার জন্মে, সে গাছের কাঁচা পাতা, ডাঁটা ইত্যাদি যথা নিয়মে ডাইলুট্-স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কশেরুকা মজ্জার উপর, প্রধানতঃ জ্ঞান উৎপাদনের সহায়কারী স্নায়ু এবং পেশীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত স্নায়ুর জ্ঞান উৎপাদন শক্তি এবং মানসিক বৃত্তি বিকৃত হইয়া রোগী ভ্রম এবং নানাপ্রকার কাল্পনিক বিকট মূর্ত্তি বা আকারাদি দেখে, সে পাগলের ন্যায় ঝগড়া করে ও সকলকে নানা প্রকারের বিশ্রি গালি দেয়। মস্তিষ্কের উপর যদিচ ইহার কার্য্য অনেকটা বেলাডোনা এবং ষ্ট্রামোনিয়ামের ন্যায়, তথাপি উক্ত দুই ঔষধের কার্য্যের সঙ্গে ইহার কার্য্যের অনেক প্রভেদ আছে। বেলাডোনা মস্তিষ্কে যে প্রকার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ উৎপাদন করে, হায়োসায়েমাস্ সেরূপ করে না। আবার ষ্ট্রামোনিয়ামে মস্তিষ্ক যেরূপ উত্তেজিত করিয়া উগ্র উন্মত্ততার অবস্থা উৎপাদন করে, হায়োসয়েমাস সেরূপ করে না। হায়োসয়েমাস্ মস্তিষ্কের কার্য্য সামান্য পরিমাণে উত্তেজিত করে এবং উহা রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার এত অধিক বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করিতে পারে না যদ্দারা প্রদাহ উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব হায়োসায়েমাস্ মস্তিষ্কের উত্তেজনার এরূপ স্থানিক লক্ষণাদি উৎপাদন করে যাহা বিকার, মোহজ (Typhus) জ্বর এবং মদনোন্মত্ততাতে (Delirium Tremens) দেখিতে পাওয়া যায়। গতি উৎপাদন কার্য্যের সহায়কারী স্নায়ুমণ্ডল দিয়া ইহা পেশীর উপর প্রবল ভাবে কার্য্য করিয়া পক্ষাঘাত, কোন কোন অংশের আক্ষেপিক অসুখ, আক্ষেপ (Convulsions), বিশেষতঃ যে সকল পেশী স্বেচ্ছা

পূর্ব্বক সঞ্চালন করা যায় না (Involuntary muscles) সে সকল পেশীর পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। মস্তিকের জ্ঞান উৎপাদন শক্তির অতিরিক্ত চেতনা এবং স্নায়বিক উত্তেজনা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সম্পূর্ণ অচেতনতা (এইলান্থ্, বেল্); কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে রোগী তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর দেয় এবং উহার পরক্ষণই আবার অচেতন হইয়া পড়ে ও প্রলাপ বলে (আর্নিকা, ব্যাপ্‌ট্); প্রলাপ এবং অস্থিরতা; রোগী বিছানায় থাকিতে চাহে না (আগারিকাশ্, এইলান্থ্, বেল্); সর্ব্বদা ভ্রম এবং কাল্পনিক মূর্ত্তি দেখা (আনাকার্ড্, ককিউলস্, ষ্ট্রামন্); প্রলাপ উক্তি যাহাতে রোগী তাহার কাজ কর্ম্মের বিষয় বলে (ব্রাই); রোগী তাহার কাল্পনিক অনিষ্টের বিষয় বলে; রোগী মনে করে যেন *অন্য লোকে তাহাকে বিষ খাওয়াইবে বা তাহাকে বিক্রী করিবে; সর্ব্বদা* অস্পষ্ট ভাবে বিড়্ বিড়্ করিয়া প্রলাপ বকা বা কথা বলা (ষ্ট্রামন্), অথবা হাতে হাতে রগ্‌ড়াণ; প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দৃষ্টতঃ উষ্ণ; মুখমণ্ডল শিটা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল, যদিচ শরীর অত্যন্ত উষ্ণ; বিছানার কাপড় বারম্বার খোঁটা (তোকান) (বেল্, ষ্ট্রামন্); মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী পর্য্যায়ক্রমে তাড়াতাড়ি সঙ্কোচন এবং প্রসারণ (Clonic spasms); আলোক এবং মনুষ্যের নিকট থাকিতে অনিচ্ছা (কার্ব্বো-আনিমেল্, ইগ্‌নেস্, নেট্রাম্-কার্ব্ব্, ষ্ট্রামন্); মৈথুনের অতিরিক্ত ইচ্ছা এবং সমুদয় শরীর অনাচ্ছাদিত রাখিবার ইচ্ছা, বিশেষতঃ পুরুষাঙ্গ এবং যোনি ইত্যাদি গোপনীয় স্থান; নানা প্রকারের রতি বিষয়ক, অশ্রাব্য গান করা; উন্মত্ততা এবং উহার সঙ্গে শরীর নানাপ্রকারের বিশ্রি ভাবে সঞ্চালন এবং হাসি উৎপাদক কার্য্য করা; উন্মত্ততা; রাগ; রোগকে ধমকান, সপত করা বা অন্যের অনিষ্ট করা, মারা, কামড়ান এবং অন্য লোককে কষ্ট দেওয়া, লোককে মারা, কামড়াণ এবং হত্যা করার ইচ্ছা (ষ্ট্রামন্); অর্থশূন্য হাসি, অত্যন্ত উত্তেজিত হওয়া এবং তাড়া-

তাড়ি-কথা বলা (ল্যাক্, মার্ক্, ষ্ট্রামন্); জল খাওয়া মাত্রই আক্ষেপ বা কন্-বাল্‌সন্, (Convulsions) এবং বারম্বার চমকিয়া উঠা (জেল্‌স্, ওপিয়াম্, ষ্ট্রামন্); অন্যের উন্নতিতে হিংসা বা ঈর্ষার ভাব (ল্যাক্); প্রেমে নৈরাশ হওয়া (আরাম্, ইগ্‌নেস্, ফস্-আস্); ঈর্ষা, রাগ, অসংলগ্ন কথা বলা এবং আক্ষেপ; স্মরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ।

মস্তক। নেসা করিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ গোলমেলে বোধ এবং মাথাঘোরা (ককিউলাস্, নাক্স্-মস্ক্, নাক্স্-বম্, ওপিয়াম্, লেডাম্); কপালে চাপিয়া ধরার ন্যায় অবসন্নকারক বেদনা চলচলে হইলে যেরূপ হয়, মস্তিষ্কে সেরূপ অনুভূত হয় (নাক্স্-মস্ক্); মস্তিষ্কে আলোড়ণের ন্যায় অনুভূত হয় (চায়না, গ্লোনয়েন্); মাথা এপাশ ওপাশ করিয়া বারম্বার নাড়া; নিশ্বাস প্রশ্বাসে গোঁ গোঁ, ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া এবং হিক্কা; আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের কার্য্যাবরোধ (Concussion of the brain); মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ, অচেতনতা, অথচ রোগী প্রত্যেক প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেয়; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু লালবর্ণ এবং উজ্জল ও মুখমণ্ডল লালের আভাযুক্ত বেগুণী রঙ্গ বিশিষ্ট; প্রদাহ এবং তজ্জন্য মস্তিষ্কের নদীর ঢেউয়ের ন্যায় আলোড়ণ এবং টন্ টন্ করা; মস্তিষ্কের শোথ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার আলোড়ন, হাত মুট করা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী হাতের পাতার তালু পানে দৃঢ় ভাবে আকৃষ্ট হওয়া।

চক্ষু। চক্ষু লালবর্ণ, উজ্জল এবং পাগলের ন্যায় স্থির ভাব বিশিষ্ট (বেল্, ক্যাম্ফ্, ষ্ট্রামন্); টেরা চক্ষু (এপিস্); চক্ষু নির্ব্বোধের ন্যায় স্থিরভাব বিশিষ্ট; চক্ষুর তারা বিস্তৃত (এইলান্থ্, বেল্) এবং উহাতে স্পর্শ বা আলোক জ্ঞান থাকে না (সিকুটা, ওপিয়াম্, ষ্ট্রামন্, হেলিবোরাস্); চক্ষে অন্ধকার দেখা; দূরের বস্তু দেখিবারে অশক্তি; দৃষ্টিহীনতা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে একখানি পাতলা কাপড় দেওয়া রহিয়াছে (কষ্টিকাম্, সাইক্লেমেন্, ক্রিয়াজ্, ফস্, পাল্‌স্, সাল্ফ্); চক্ষে কোন বস্তু স্বাভাবিক আকারে দেখা যায় না, সমুদয় বস্তু যেন আগুনের ন্যায় লাল এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় দেখায় (নাক্স্-মস্ক্); চক্ষে যেন সকল বস্তুই স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট দেখায় (প্লাটিনা); চক্ষু যেন আক্ষেপিক রূপে বুজিয়া আইসে

যাহা কোন মতেই খোলা রাখা যায় না (জেলস); এক বস্তু দুইটী বলিয়া অনুভূত হয়।

নাসিকা। ঘ্রাণ শক্তির বিনাশ (সোরিনাম); নাকের মূলে হঠাৎ ধাক্কা লাগার ন্যায় অনুভূত হয়; নাসিকার মূলে এবং গলার হাড়ে চাপিয়া ধরার ন্যায় চিন্‌চিনে বেদনা।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল আরক্ত, কাল্‌চে লালবর্ণ এবং শোথের ন্যায় টল্‌টলে বা স্ফীত (ব্যাপ্টি); মুখমণ্ডল ফিকা বা পিটা, লালবর্ণ এবং উষ্ণ ও বিকৃত (বেল); দাঁত লাগে (Lock-jaw), কিন্তু রোগী অচেতন হইয়া থাকে না (আবিসিন্থ, সিকুটা, ইগ্‌নেস); মুখে ফেণা উঠা (সিকুটা)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। স্নায়বিক ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দন্তশূল; প্রাতঃকালে দাঁতে দপ্‌দপানি, কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (সাল্‌ফ); জিহ্বার পক্ষাঘাত (ডাল্‌ক, কষ্ট, জেলস); কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব, অথবা গোলমেলে রকমের কথা বলা (কষ্ট, কোনায়াম্‌, জেলস); মুখগহ্বর, জিহ্বা, ওষ্ঠ এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে শুষ্ক বোধ (একন্‌, আর্স, এইলান্থাস্‌, ব্রাই, নাক্স-মস্ক, পাল্‌স); মুখে ফেণা উঠা; জিহ্বা পরিষ্কার, গরম এবং শুষ্ক। গলার মধ্যের সঙ্কোচন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গিলিতে, বিশেষতঃ তরল পদার্থ গিলিতে, অশক্তি (বেল, প্লাম্বাম্‌, ষ্ট্রামন্‌); কোন দ্রব্য গিলিতে চেষ্টা করিলেই আক্ষেপের পুনরাক্রমণ হয়।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু রোগী একবারে অধিক জল পান করিতে পারে না (আর্স); জল বা জলীয় পদার্থ গিলিতে অত্যন্ত ভয় (বেল); আহারের পর হিক্কা (ব্রাই, ইগ্‌নেস); কাঠবমী বা বমন (আর্স, আণ্টি-টার্ট, ইপিকাক্‌); স্পর্শ করিলে পাকস্থলীর মধ্যে অত্যন্ত টাটানি (ক্যালী-কার্ব্ব, নেট্রাম্‌-কার্ব্ব); দুধ খাইতে ভয় (বেল, ক্যান্থ); আহার করিলে বমন; রক্ত বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বমন। নিশ্বাস টানিবার সময় নাভি প্রদেশে বাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা, বমন করিলে যাহার উপশম হয়; উদর প্রাচীরে বেদনা এবং টাটানি (ব্রাই); উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত এবং স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় (একন্‌, বেল); তলপেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্যের পক্ষাঘাত; গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত; রাত্রিতে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মলত্যাগ (আর্ণিকা, আর্স্, কার্ব্বো-বেজ্, ফস্, রাস্টক্স্); মূত্র ত্যাগের সময় অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক মল নির্গমন (এইলান্থ্, মিউর-আস্); জলবৎ তরল, বেদনা বা যাতনা-হীন উদরাময় (আর্স্, চায়না, পডোফ্); বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে সামান্য পরিমাণ মল নির্গত হয়; হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ তরল ভেদ; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বরবিকারের ভোগ সময়ে এবং স্ত্রীলোকের সূতিকাগারে উদরাময়।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রাধারের পক্ষাঘাত (আর্ণিকা, বেল্, কষ্ট্, কুপ্রাম্); বারম্বার অল্প পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (একন্, এপিস্, ডিজিট্, হেলিবোরাস্), অতি কষ্টে, অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র ত্যাগ (আর্স্, বেল্, সিকুটা, ষ্ট্রামন্); মূত্র ত্যাগের কোনও ইচ্ছা থাকে না; মূত্রাবরোধ (একন্, বেল্, ক্যান্থ্, নাক্স্-বম্)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রী সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা; সর্ব্বদা স্ত্রীসহবাস বিষয়ে চিন্তা; সর্ব্বদা উলঙ্গ হইয়া থাকা বা উলঙ্গ হইয়া থাকার ইচ্ছা। স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা এবং পুরুষ সহবাস বিষয়ে চিন্তা ও সর্ব্বদা উলঙ্গ হইয়া থাকা বা উলঙ্গ হইয়া থাকার ইচ্ছা; জরায়ুতে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে এবং কোমরের পশ্চাৎ দেশে বেদনা; হিষ্টিরিয়া রোগে যেরূপ হয়, রজঃস্রাব আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে সেরূপ যাতনা বা আক্ষেপ; রজঃস্রাবের সময় হাত পায়ের পাতার আক্ষেপিক কম্পন; শিরঃপীড়া, বমনোদ্বেগ, এবং প্রচুর ঘর্ম্ম; প্রচুর রজঃস্রাব; গর্ভাবস্থায় আক্ষেপ; সন্তান প্রসব উপলক্ষে আক্ষেপ (Puerperal Convulsions) (বেল্); সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া (একন্, সিমিসিফ্); স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া যাওয়া (একন্, আগারিকাস্, পাল্স্, রাস্টক্স্); দুগ্ধপোষ্য শিশুর হিক্কা।

শ্বাসযন্ত্র। রাত্রিতে শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, শয়ন করিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (কোনায়াম্, সিপিয়া, সাইলিসি, স্যাঙ্গ্) এবং যাহার দরুণ রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয় এবং বসিলেই যাহা দূরীভূত হয় (পাল্স্); শুষ্ক, ঘুং-

খুশে কাশি, যাহা বায়ুনল হইতে উদ্রেক হয় বলিয়া অনুভূত হয়; বায়ুনলের উপরিভাগ এবং বায়ুনলে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চার, যাহার দরুণ স্বরভঙ্গ বা স্বর মৃদু হয়; বুকে আক্ষেপ এবং তদ্দরুণ নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া আইসে ও যাহার দরুণ রোগী সম্মুখ পানে হেলিয়া পড়িতে বাধ্য হয়; বুকের পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; আক্ষেপিক প্রবল কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দিনের বেলা গলা দিয়া লোনতা স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা বা থানা থানা উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত পড়া; শ্বাস প্রশ্বাস মৃদু এবং ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত।

নাড়ী। নাড়ী দ্রুতগামী, পূর্ণ, কঠিন এবং প্রবল; নাড়ী দ্রুতগামী, অসম (Intermittent), মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট; নাড়ী দুর্ব্বল এবং অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে; নাড়ী এত দুর্ব্বল হয় যে উহা প্রায়ই অনুভূত হয় না।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। কসেরুকা মজ্জাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Spinal Meningitis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ এবং পেশীর আক্ষেপিক ঝাকনি।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। হাত পায়ের কাঁপনি (ককিউলস্, কোনায়াম্, জেলস্); হাত এবং পায়ের পাতার বারম্বার স্পন্দন (বেল); চলিবার সময় বা উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় পায়ের আঙ্গুল আক্ষেপিক রূপে সঙ্কুচিত হয়।

নিদ্রা। অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনার দরুণ নিদ্রাশূন্যতা (সিমিসিফ, কফিয়া, ওপিয়াম্); অস্থির নিদ্রা; ভয় খাইয়া বারম্বার চমকিয়া উঠা (আগারিকাশ, আর্স, বেল, ব্রাই, ষ্ট্রামন্); ঘোর নিদ্রা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ; ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠা; রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা।

জ্বর। নাড়ী দ্রুতগামী, পূর্ণ এবং কঠিন; সমুদয় শরীরে শীতবোধ এবং মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং হাত ঠাণ্ডা; সন্ধ্যার সময় সমুদয় শরীর অত্যন্ত উষ্ণ; আন্ত্রিক জ্বর বা জ্বরবিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চুপে চুপে বীড় বীড় করিয়া প্রলাপ বলা; পেশীর অগ্রভাগের স্পন্দন; বিছানার কাপড় তোকান (খোঁটা); অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মল মূত্র নির্গমন এবং পলায়ন করার ইচ্ছা (ওপিয়াম্); কোন প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিয়া রোগী পুনরায় প্রলাপ

বলে এবং অচেতন হইয়া পড়ে (আর্ণিকা); নিদ্রাবস্থায় দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্ম (চায়না, মার্ক)।

ব্যবহার। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া অসুখ; বেলাডোনার অপব্যবহার জনিত অসুখ; ঈর্ষা এবং অন্যের প্রেমে অসুখী হওয়ার দরুণ অসুখ; আক্ষেপ (Convulsions), খেঁচনী, খিলধরা, মৃগীরোগ, কোরিয়া (Chorea) এবং অন্যান্য প্রকারের আক্ষেপিক অসুখ, বিশেষতঃ গর্ভবস্থায় এবং সূতিকাগারে (আঁতুড়ে) এবং শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের; অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা; উন্মত্ততা; মদনোন্মত্ততা (Delirium Tremens); মোহক-জ্বর, টাইফয়েড্-জ্বর বা জ্বর-বিকার, সংস্ত্রাশ রোগ; মস্তিষ্কের শোথ; দাঁত লাগা (Lock-jaw); পক্ষাঘাত; গুহ্যদ্বার এবং মূত্রাধারের সঙ্কোচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত; মূত্রাবরোধ; রাত্রিতে আক্ষেপিক কাশি; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia); হিক্কা; স্ত্রীলোকের সূতিকাগারে (আঁতুড়ে) উদরাময় ইত্যাদি রোগে হায়োসায়েমাস্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগী এবং মাতালদিগের অসুখে বিশেষ উপকারী (নাক্স্-বম্, ষ্ট্রামন্); বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা অত্যন্ত বড় দেখায়; আক্ষেপ বা খেঁচনী এবং তদ্দরুণ শরীরের সমুদয় পেশী, চক্ষু, চক্ষুর পাতা এবং মুখমণ্ডলের স্পন্দন; মৃগীর আক্রমণের পর ঘোর নিদ্রা; আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি, শয়ন করিলে যাহার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয় এবং বসিয়া থাকিলে যাহার উপশম হয় (পাল্স্); সর্ব্বদা উলঙ্গ হইয়া থাকা বা উলঙ্গ হইয়া থাকার ইচ্ছা; পেশীর অগ্রভাগের স্পন্দন (Sub sultus tendinum); ঈর্ষা এবং প্রেমে অসুখী হওয়ার দরুণ অসুখ; আক্ষেপের পর পক্ষাঘাত; সন্ধ্যার সময়, আহার বা পানের পর, উষ্ণ ঘরে, রজঃস্রাবের সময় অসুখের বৃদ্ধি এবং মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে, তামাকু খাইলে, বা কাফি খাইলে অসুখের উপশম ইত্যাদি হায়োসায়েমাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। হায়োসায়েমাসের কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা এবং ষ্ট্রামোনিয়ামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক সম্বন্ধে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে প্রাইওনিয়া,

কুপ্রাম্, ইগ্নেসিয়া, জেল্সিমিয়াম্, লাইকোপডিয়াম্ এবং ওপিয়ামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। বিনিগার (Vinegar), বেলাডোনা, ক্যাম্ফার, নাইট্রিক্ আসিড্, চায়না এবং ষ্ট্রামোনিয়াম্ হায়োসায়েমাসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ উক্তি, নিদ্রাশূন্যতা এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত চেতনা, স্নায়ু-শূল বা স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা, বাতরোগ, আক্ষেপিক হাঁপানিকাশি, শরীরের নানা অংশের আক্ষেপিক সঙ্কোচন, মস্তিষ্কাবরকঝিল্লীপ্রদাহ, ধনুষ্টঙ্কার এবং আক্ষেপিক স্নায়বিক কাশিতে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য। ঘোর অচেতনতা (Coma), সংন্যাস রোগ, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত এবং উদরাময়ের পক্ষে ১২ হইতে ৩০ ডাইলুশন উপকারী। মহাত্মা হানিমান এই ঔষধের ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিতেন। তৎপর তাঁহার শিষ্যবর্গ ১ম হইতে চতুর্থ দশমিক ডাইলুশন পর্য্যন্ত সচরাচর ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ৩য়, ৬ষ্ঠ এবং ৩০ ডাইলুশনই আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকি।

আইরিস্ বার্সিকালার,—আইরিস্

(IRIS VERSICOLOR,—IRIS VERS).

আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের কাদাল ডোবাদির ধারে এই গাছ জন্মে। ইউরোপের অনেক স্থানে বাগানাদিতে ইহা আপনা আপনিও জন্মিয়া থাকে। ইহার মূল বা শিকড় ডাইলুট্ স্পিরিটে ভিজাইয়া যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে। গুঁড়াকে আইরিসিন্ (Irisin) বলে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্রন্থি, পাকস্থলী এবং অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। ইহা উহার অতিরিক্ত সাকল্য উৎপাদন

করিয়া উহার নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং উহাকে উগ্র করিয়া থাকে। প্যানক্রিয়াসের (Pancreas) উপর ইহার বিশেষ প্রবল নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে বলিয়া অনুমিত। ইহা ব্রণ বা ফোস্কার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী উৎপাদন করে। পাকস্থলী এবং যকৃতের অসুখ হেতু বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া উৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। নিরাশার ভাব, মানসিক অবসন্নতা এবং সামান্য কারণেই বিরক্ত হওয়ার স্বভাব (পাল্‌স্)।

মস্তক। কপালের ডাইন পার্শ্বে দপ্‌দপানি বা খোঁচা বিঁধার ন্যায় অনুভূত হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ; মাথার সম্মুখ ভাগে ভারিবোধ এবং ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ (বিরেট্‌-বিরাইড); কপালের দুই পার্শ্বে, বিশেষতঃ ডাইন পার্শ্বে, খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরে বাটিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হওয়া; মাথার উপর ফোস্কার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী (গ্রাফ্, সালফ)।

নাসিকা। অনবরত হাঁচি দেওয়া (একন্, জেল্‌স্, সাঙ্গুনেরিয়া)।

মুখমণ্ডল। চক্ষুর কোটরের উপরি এবং নিম্নভাগ স্থিত এবং হন্বাস্থির উপরিভাগের স্নায়ুশূল (চায়না, স্পাইজেল); দাঁতের নিম্নভাগস্থিত স্নায়ুশূল যাহা প্রতি দিন প্রাতঃকালে প্রথম আহারের পর আরম্ভ হয় এবং যাহা অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া থাকে ও যাহার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন বা বধিরকারক শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে; মুখমণ্ডল, নাকের চতুর্দ্দিক, ওষ্ঠ এবং গালে ফোস্কার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ এবং উহা হইতে রক্ত মিশ্রিত তরল জ্বালা উৎপাদক কল্‌তানি নির্গত হওয়া (গ্রাফ্)।

মুখগহ্বর। পুড়িয়া গেলে বা ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, মুখগহ্বর এবং জিহ্বায় সেরূপ যাতনা অনুভূত হয় (ইস্কুলাস্, এপিস্, ম্যাটিনা, পাল্‌স্, সিপিয়া, কাইনষ্ট); গালের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষত (নাইট্রিক্-আস্); মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লাল পড়া (চায়না, আয়োড, ক্যালী-আয়োড, মার্ক, নাইট্রিক্-আস্)।

পাকস্থলী এবং উদর। ক্ষুধা বা রুচি থাকে না (আর্স্, চায়না, নেট্রাম্-মিউর); উদ্গারে গলা দিয়া স্বাদশূন্য দূষিত বায়ু নিঃসরণ; বমনোদ্বেগ এবং অত্যন্ত টক স্বাদ বিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; পিত্ত বমন (গ্রাটিওলা, নাক্স্-বম্, পডোফ্); শিশুগণের উদরস্থ টক দুগ্ধ বমন (এথুজা); উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালা এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত যাতনা (ইস্কুলাস্, আর্স্, ক্যাম্ফ্, কস্, বিরেট-আল্ব্)। অন্ত্রের মধ্যে কামড়ানীর ন্যায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই, মার্ক্, চেলিডন্, হাইড্রাষ্ট); উদরে বেদনা, দূষিত বায়ু নিঃসরণে যাহার উপশম হয়(কলোস্); উদরে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ উপশম পাওয়ার আশায় রোগী সম্মুখ পানে বাঁকিয়া পড়িতে বাধ্য হয় (আলোজ্, কষ্ট্, কলোস্)।

মল এবং মলদ্বার। মল জলবৎ তরল, নরম; হরিদ্রাবর্ণের মল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হয়, কিন্তু উদরে বেদনা থাকে না; বেদনা বা যাতনাহীন দুর্গন্ধযুক্ত মল ভেদ; আমরক্ত ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোঁথপাড়া; আগুনে পুড়িলে যেরূপ হয়, মল ত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে সেরূপ জ্বালানুভব (আর্স্, ক্যাম্ফ্)।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। ডাইন স্কন্ধে কসিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা, নড়াচড়াতে, বিশেষতঃ বাহু উর্দ্ধদিকে উঠাইলে যাহার বৃদ্ধি হয়; হাতের পাতার অস্থির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে খোঁচা বিঁধার ন্যায় প্রখর বেদনা। কুঁচ্‌কি বাত; কুঁচ্‌কি হইতে নিম্ন দিকে উরুদেশের সমুদয় স্থানে বেদনা যাহা হাঁটুর পশ্চাৎদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চর্ম্ম। গায় ফোস্কার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ, মাথার উপর এবং মুখমণ্ডলে যাহা অধিক হয় (ক্রটন্, ক্রিয়াজ্ গ্রাফ্)।

জ্বর। শরীর উষ্ণ হইয়া শীত অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের পাতা শীতল হয়; সমুদয় শরীরে ঘর্ম্ম,বিশেষতঃ কুঁচ্‌কি প্রদেশে।

ব্যবহার। পাকস্থলী এবং যকৃতের কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হেতু অসুখ; কোষ্ঠবদ্ধ; ওলাউঠা, উদরাময়; রক্তামাশয়; বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া; স্নায়ুশূল; সর্দ্দি; পিত্তজ্বর; বিকচ (Eczema); দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মুখাদিতে ফুস্কুড়ী (Milk-Crust) ইত্যাদি অসুখে আইরিস্ বার্সিকালার ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে; বিশ্রামে এবং নড়াচাতে অসুখাদির বৃদ্ধি; ক্রমাগত নড়াচড়াতে রোগের উপশম ইত্যাদি আইরিসের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। আইরিসের কার্য্যের সঙ্গে আণ্টিমো-নিয়াম্ টার্টারিকাম্, কল্‌চিকাম্, আয়োডিয়াম্, ইপিকাকিউএনা, মার্কিউ-রিয়াস্ এবং পডোফিলামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্, আর্সেনিক, পাল্‌সেটিলা এবং বিরেট্রাম্ আল্‌বামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। নাক্স্ বমিকা।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পারিস নগরস্থ ডাক্তার ক্লড্ (Dr. Claude) ১২ হইতে ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া কোষ্ঠ বদ্ধে বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন। তিনি বলেন যে উহা অপেক্ষা নিম্ন ক্রম ব্যবহারে কোষ্ঠ বদ্ধে কোনও ফল পাওয়া যায় না।

মেজিরিয়াম্,—মেজির

(MEZEREUM,—MEZ.)

ইউরোপের প্রায় সমুদয় পার্ব্বতীয় জঙ্গলা জমীতে এই গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহার বাকল যথা নিয়মে প্রুফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। চর্ম্ম এবং আহার বহা নালী (Alimentary Canal), জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ চর্ম্ম এবং উক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীগুলি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া প্রদাহযুক্ত হয় এবং গায় ফুস্কুড়ী বাহির হয়। পারার (Mercury) অপ-ব্যবহার, গরমীর ব্যারামের দরুন যেরূপ হয়, অস্থি এবং উহার আবরক কঠিন পর্দার (Periosteum) উপর এই ঔষধ সেরূপ কার্য্য করিয়া পারার অপব্যবহার এবং গরমীর ব্যারামের ন্যায় অসুখের লক্ষণাদি উৎপাদন করে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্ব্বদা আপন রোগ বিষয়ে দুশ্চিন্তা এবং নিরাশার ভাব (নেট্রাম্-কার্ব্ব, নাক্স্-বম্); সর্ব্বদা কাঁদিবার ইচ্ছা (নেট্রাম্-মিউর, পাল্স্, ইগ্নেস্); সামান্য কারণেই বিরক্ত এবং রাগান্বিত হওয়া (ব্রাই, ক্যাম্); মানসিক ঢিমাবোধ এবং উন্মত্ততা; চিন্তা করিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব; কোন বিষয় স্মরণ করিতে অশক্তি (নেট্রাম্-মিউর)।

মস্তক। নেসা করিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ ঢিমাবোধ (ককি-উল, নাক্স্-মস্ক্, পাল্স্); মাথার হাড়ে বেদনা, স্পর্শনে যাহার বৃদ্ধি হয়; শারীরিক পরিশ্রম বা অনেক কথা বলিলে মাথা এবং কপালের দুই পার্শ্বে কন্‌কনানি; প্রবল শিরঃপীড়া; সামান্য স্পর্শনে বা বিরক্ত হইলে মাথা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; নাকের গোড়া হইতে কপাল পর্য্যন্ত চাপিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা (ক্যালী-বাই); কপালের বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা মধ্যদেশ হইতে বহির্দ্দেশে বিস্তৃত হয়; মাথার পশ্চাৎভাগের হাড়ে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা; মাথা চামড়ার ন্যায় চুমটি (খোসা) দ্বারা আবৃত, যাহার নীচে পূঁয সঞ্চিত হইয়া চুল জড়াইয়া যায় (গ্রাফ্, সোরিনাম্); মাথায় উঁচু, চাথড়ির ন্যায় সাদা, ছানার জলের ন্যায় ছেক্ড়া ছেক্ড়া পর্দ্দার ন্যায় পদার্থ ও পূঁযযুক্ত পাঁচড়া, যাহার মধ্যে কীটের ডিম দেখিতে পাওয়া যায়; মাথার মরা চর্ম্ম এবং খুস্কি (ব্যাডায়াগা, ক্যান্থ্)।

চক্ষু। চক্ষু গরম এবং প্রদাহযুক্ত; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী মলিন লাল বর্ণ; চক্ষে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা এবং শুষ্কানুভব; বাম চক্ষের উপরের পাতার পেশীর অনিবার্য্য স্পন্দন; চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং চক্ষে জ্বালা এবং চিড়িকমারা (আর্স্, ইউফ্রেস্); সর্ব্বদা চক্ষু টিপনের ইচ্ছা (ক্রোকাশ্, ইউ-ফ্রেস্) এবং চক্ষু বুজিয়া থাকার ইচ্ছা (কষ্ট্, জেল্স্); চক্ষুর পাতার প্রান্ত এবং নাকের নিকটবর্ত্তী চক্ষুর পাতার চর্ম্ম চুলকায়।

কর্ণ। ডাইন কানের বহির্দ্দেশ যেন স্ফীত এবং বিস্তৃত হইতেছে এরূপ অনুভূত হয় এবং তৎপর বাম কানে ঐরূপ অনুভূত হয়।

নাসিকা। নাক দিয়া হরিদ্রা বর্ণের পাতলা এবং কখন কখন রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, যাহার দরুণ নাসারন্ধ্রে ক্ষত হয় এবং উহা টাটায়;

নাকের পাতায় জ্বালানুভব এবং ক্ষত হওয়ার ন্যায় টাটানি; নাকের মধ্যে শুষ্কানুভব এবং ঘ্রাণ শক্তির হ্রাস; বারম্বার হাঁচি দেওয়া এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলে ছিড়িয়া ফেলার ন্যায় প্রবল বেদনা; বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে; কর্ণের সম্মুখভাগে অবসন্ন বা স্তম্ভিভূতকারী খিল ধরার ন্যায় বেদনা; ডাইন গালের পেশীতে বারম্বার ধাক্কা লাগার ন্যায় অনুভূত হওয়া এবং উহার স্পন্দন; ওষ্ঠ শুষ্ক এবং স্ফীত; ওষ্ঠের বহির্দেশ আঁইসের ন্যায় অনুভূত হয়; ওষ্ঠ বেদনাযুক্ত এবং উহাতে ক্ষত হওয়ার ন্যায় জ্বালা এবং টাটানি (আর্স); মুখমণ্ডল প্রদাহযুক্ত এবং লালবর্ণ ও উহাতে কলতানি-বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; রোগী (শিশু) চুলকাইতে চুলকাইতে মুখমণ্ডল রক্তারক্তি করে; রাত্রিতে চুলকানির বৃদ্ধি (মার্ক); চুমটী (খোসা) ছিঁড়িয়া ফেলিলে উহার নীচে চর্ব্বির ন্যায় পদার্থ বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী দেখিতে পাওয়া যায়; ফুস্কুড়ীর কলতানি সুস্থ স্থানে লাগিলে ক্ষত হয়।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। পোকা খেকো (Carious) দাঁতে বেদনা (মার্ক); দাঁতের গোড়ায় ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা যাহা মাড়ির হাড়, গালের মেলার অস্থি (Malar-bone) এবং কপালের দুই পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; দাঁত ভোঁতা এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা বলিয়া অনুভূত হয়; জিহ্বা এবং মুখগহ্বরে প্রবল জ্বালানুভব যাহা পাকস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (আর্স, ক্যান্থ, ক্যাপ্স)। গলার মধ্য, আহারবহা গলনালী এবং উহার উপরিভাগের দুই পার্শ্বে জ্বালানুভব (আর্স, ক্যান্থ, ক্যাপ্স, মার্ক-কর); মনে হয় যেন গলার মধ্য শ্লেষ্মা দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে শুষ্কানুভব, উষ্ণ এবং চাঁচিয়া ফেলা বা ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় (আর্জেণ্ট-নাইট্রিক, আর্জেণ্ট-মেট, এরাম, নাক্স-বম)।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত ক্ষুধা, অথবা ক্ষুধা একবারেই না থাকা; বারম্বার স্বাদশূন্য কাঠ উদ্গার উঠা; গলার মধ্য হইতে যেন বমনোদ্বেগ হয়; তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট পদার্থ বমন; পাকস্থলীতে জ্বালানুভব (আর্স, ক্যাম্ফার, ক্যান্থ, লোবিলিয়া)। প্লীহা প্রদেশে ঘুশ্ঘুশে বেদনা; তলপেটের বাম পার্শ্বে সূচী বিধানের ন্যায় অনুভূত হয়; উদরে অতিরিক্ত

পরিমাণে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হইয়া গড়্‌গড়্‌, কলকল শব্দ হওয়া; গুহ্যদ্বার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্‌, ব্রাই, গ্রাফ্‌); উদরে জ্বালা এবং উষ্ণানুভব (একন্‌, আর্স্‌, ক্যাম্ফ্‌)।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্যের মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়; চলিবার সময় গুহ্যদ্বারে কামড়ানীর ন্যায় জ্বালা এবং গুহ্যের মধ্যে জ্বালানুভব; গুহ্যদ্বারে চুলকানি (আলাম্‌, ক্যাল্ক-কার্ব্ব্‌, ব্রাই, নাক্স-বম্‌, ওপিয়াম্‌, সাল্‌ফ্‌); মল নরম, কটাবর্ণ, পচা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা দানার ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রত্যাগের সময় মূত্র নির্গত না হইয়া রক্ত নির্গত হয় (আর্স্‌, ক্যাম্ফ্‌, হামামেলিস্‌); মূত্র উষ্ণ এবং উহাতে লাল্‌চে তলানি পড়ে (বেল্‌, ক্রিয়াজ্‌)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের পুরুষাঙ্গের মাথায় চুলকানি (সাল্‌ফ্‌); পুরুষাঙ্গে উষ্ণানুভব এবং উহার স্ফীতি; পুরুষাঙ্গ এবং পুরুষাঙ্গের মাথার আগাতে তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হওয়া; অণ্ডকোষ এবং অণ্ডকোষাধারের স্ফীতি। স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে, প্রচুর পরিমাণে এবং অনেক দিন ব্যাপিয়া রজঃস্রাব; ডিমের লালের ন্যায় শ্বেত প্রদর নিঃসরণ (আমন্‌-মিউর, ক্যাল্ক-ফস্‌, বোরাক্স্‌, বোবিষ্টা)।

শ্বাস যন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি ও বুকের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় (কষ্ট্‌, নাক্স-মস্ক্‌, ফস্‌); আহারের পর কাশিতে কাশিতে বমন এবং যে পর্য্যন্ত বমন না হয় সে পর্য্যন্ত কাশি থামে না; শয়ন করিয়া থাকিলে প্রবল কাশি (কোনায়াম্‌, পাল্‌স্‌); বায়ুনলের নিম্নভাগে সুড়সুড়ী বা খুশ্‌খুশির দরুণ কাশির প্রবল ইচ্ছা; কাশিলে গলা দিয়া কোন পদার্থই নির্গত হয় না· বুকের মধ্য দিয়া আড়াআড়ি আঁটাবোধ এবং সঙ্কোচন; বুকের মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয় (ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্ব্‌)।

নাড়ী। নাড়ীঅসম (Intermittent) (কোনায়াম্‌, ডিজিট্‌, নেট্রাম্‌-মিউর), পূর্ণ, বিস্তৃত বা স ৷ এবং কঠিন।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ গ্রীবার বহির্দ্দেশের পেশী শক্ত হওয়ার

দরুন ঘাড় সঞ্চালনে অত্যন্ত বেদনানুভব; স্কন্ধের পেশীতে বাতের ন্যায় বেদনা; উক্ত পেশীগুলি স্ফীত এবং বিস্তৃত বা ফসিয়া ধরায় ন্যায় অনুভূত হওয়ার দরুণ উহা সঞ্চালনে অশক্তি।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন (ককিউলস্, কোনায়াম্, জেলস্); লম্বা অস্থি, বিশেষতঃ পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থির আবরক পর্দ্দার (Periosteum) বেদনা, রাত্রিতে এবং শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; উহাতে সামান্য চাপ বা স্পর্শও সহ্য হয় না; আর্দ্র বা স্যেঁৎস্যেঁতিয়া বায়ুতে বেদনাদির বৃদ্ধি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গরমীর ব্যারাম জনিত বেদনা (মার্ক); ডাইন স্কন্ধের সন্ধিতে বেদনা; আঙ্গুলের অগ্রভাগে যেন কোন শক্তি থাকে না, যাহার দরুণ কোন বস্তু ধরিতে পারা যায় না। কুঁচ্কি বা উরু এবং হাঁটুর সন্ধিতে খাকনির ন্যায় যাতনা; উরু এবং পায়ের হাড়ে বেদনা; পায়ের পাতার হাড়ে প্রবল বেদনা।

চর্ম্ম। যকৃতের অসুখ জনিত বুক এবং বাহুতে দাগ গুলি কাল হয় এবং উহা হইতে ছাল উঠে; গায় লাল ফুস্কুড়ী যাহা অত্যন্ত চুলকায়, বিছানায় এবং স্পর্শনে যাহার বৃদ্ধি হয়; ফুস্কুড়ীতে জ্বালা এবং চুলকাইলে ফুস্কুড়ী অন্তস্থানে সরিয়া পড়ে (আলাম্, মার্ক, সাল্ফ); শরীরের যে যে স্থান হাড়ের দরুণ উঁচু হইয়া থাকে, সে সকল স্থানে ক্ষত হয়; ক্ষত হইতে সহজেই রক্ত পড়ে (আসাফিটিডা, হিপ্-সাল্ফ), রাত্রিতে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় এবং টাটায় (মার্ক); পুরু সাদার আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণের পাঁচড়া, যাহার নীচে গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের পুঁয জন্মায়; ক্ষতের চতুর্দ্দিকে জ্বালাযুক্ত চুলকানি বিশিষ্ট ফোস্কার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী (হিপ্-সাল্ফ, মার্ক); গায়ের স্থানে স্থানে উঁচু সাদা পাঁচড়া।

নিদ্রা। নিদ্রার অনিবার্য্য ইচ্ছা (আণ্টি-টার্ট, এপিস্, নাক্স-মস্ক)।

জ্বর। সমুদয় শরীরেই অনবরত শীতবোধ; শীতবোধ, অথচ কোন প্রকারের উত্তাপে গায় লাগানের ইচ্ছা থাকে না, অথবা বহির্বায়ু গায় লাগায়ও ভয় থাকে না; অত্যন্ত পিপাসা; জ্বর এবং শরীর অত্যন্ত উষ্ণ।

ব্যবহার। পারার (Mercury) অপব্যবহার জনিত অসুখ; অস্থি এবং উহার আবরক পর্দ্দার (Periosteum) অসুখ; গণ্ডমালা জনিত অসুখ;

গরমীর ব্যারাম জনিত অসুখ; শ্বেত প্রদর; প্রমেহ রোগ, ফোস্কার স্থায় এবং হামের স্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী; ক্ষত; স্নায়ুশূল; বিসর্প (Erysipelas); বাতরোগ; দন্তশূল; পারার অপব্যবহার বা গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থি-পোকায় ধরা (Caries) ইত্যাদি অসুখে মেজিরিয়াম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শরীরে অত্যন্ত পাতলা বোধ হয় (আসেরাম্); শরীরের স্থানে স্থানে উষ্ণ বোধ এবং ঝাকনী ও সূচী বিঁধানের স্থায় যাতনা; সমুদয় সন্ধিতে থেঁতলিয়া যাওয়ার স্থায় বেদনা এবং শ্রান্তি বা অবশ বোধ; সমুদয় শরীরে অনবরত শীতবোধ; ঠাণ্ডা বাতাস একবারেই সহ্য হয় না; শরীরের এক পার্শ্বই সচরাচর অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে; সন্ধ্যার সময়, রাত্রিতে, স্পর্শনে বা আঘাত লাগিলে, নড়া চড়াতে, শেত্‌শেতিয়া বাতাসে অসুখের বৃদ্ধি এবং বহির্বায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে, মাথা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে এবং অন্ধকার ঘরে অসুখের উপশম ইত্যাদি মেজিরিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। আনাকার্ডিয়াম্, গোয়েকাম্, ফাইটোলাকা এবং রাস্‌টক্সের কার্য্যের সঙ্গে মেজিরিয়ামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, ইগ্‌নেসিয়া, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াস্, নাইট্রিক্ আসিড্, নাক্স্-বমিকা, ফক্ষরাস্, পাল্‌সেটিলা, সিপিয়া এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আসিটিক্ আসিড্, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যাম্ফার, নাক্স্-বমিকা, মার্কিউরিয়াস্, রাস্‌টক্স্ ইত্যাদি মেজিরিয়ামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও কখন কখন ব্যবহৃত হয়। কোন কোন চিকিৎসক ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্,—নেট্রাম্-মিউর)।

(NATRUM MURIATICUM,—NATR. MUR.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে পরিষ্কৃত আদত নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্ (পরিষ্কৃত লবণ) ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে উহাতে সুগার অব্ মিল্ক্ মিশাইয়া ১ম হইতে ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয়। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। চুয়ান জলে যথা নিয়মে ইহার প্রথম দশমিক ক্রমের আরোকও প্রস্তুত হইতে পারে। ২০° ডিগ্রী ওবার প্রুফ্ স্পিরিটে যথা নিয়মে ইহার ১ম শততমিক বা ২য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় এবং ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। রক্ত, লিম্ফেটিক্ গ্রন্থি (Lymphatic glands) পরিপাক কার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রের যোজক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং যকৃত ও প্লীহার উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। ইহা রক্তকে বিকৃত করে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যদি উত্তেজনা অধিক হয়, তবে উক্ত উত্তেজনা প্রদাহে পরিণত হইয়া স্কার্ব্বির ন্যায় (Scorbutic) আকার ধারণ করে এবং তদ্দরুণ চর্ম্মে অনেক প্রকারের ক্ষত এবং ফুস্কুড়ী প্রকাশ পায়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং গ্রন্থিতে ধ্বংস-কারক প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া স্কার্ব্বির ন্যায় রোগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেক কাল ব্যাপিয়া সবিরাম বা পালাজ্বর থাকিলে যেরূপ হয়, শরীরের সেরূপ অবস্থা উৎপাদন করা লবণের এক বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত। এই জন্যই পুরাতন আকারের সবিরাম বা পালাজ্বরে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্ব্বদা বিমর্ষ এবং নিস্তব্ধভাব; দুঃখিত থাকা এবং কাঁদা (নাক্স্-মস্ক্, পাল্স্, ইগ্নেস্, রাস্টক্স্), সান্ত্বনা বা প্রবোধ বাক্যে যাহার বৃদ্ধি হয়; অত্যন্ত খিট্ খিট্ বা চিড়্ চিড়্ করা এবং সামান্য কারণেই রাগান্বিত হওয়া (রাষ্ট, ক্যাম্, নাক্স্-বম্); কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে

কষ্টানুভব; অন্যমনস্কতা; স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা বা হ্রাস (আগ্নাশ্, আম্ব্রা, আনাকার্ড, ক্রিয়াজ্, ল্যাক্, মার্ক্, নাক্স-মস্ক্, ফস্-আস্); সহজেই বারম্বার চমকিয়া উঠার স্বভাব (কোনায়াম্, ইগ্নেস্)।

মস্তক। বিছানা হইতে উঠিবার সময় মাথাঘোরা (ক্যালী-ব্রাই); মাথায় খালি বোধ (ককিউল্, কোরেলিয়াম্, সিপিয়া); মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঢিমাবোধ এবং চক্ষুর সম্মুখে পাখীর ডানা ঝাড়ার ন্যায় ধড়্ফড়্ করা (বেল্); মাথায় ভারি এবং ঢিমাবোধ (ক্যাম্ফ্, চায়না); মাথা ধরা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে (ব্রাই, মার্ক্, পাল্স্); প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথা ধরে (ক্যালী-ব্রাই, নাইট্রিক্-আস্, নাক্স-বম্) যাহা বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে; হাঁচিলে বা কাশিলে মাথা ধরা, চাপিলে যাহা থাকে না; মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় অবসন্নকারক ঘুশ্ঘুশে বেদনা; মাথায় দপ্দপানি বা সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয় যাহা গ্রীবা বা বুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; মাথায় উষ্ণানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লালবর্ণ, বমনোদ্বেগ এবং বমন; কপালে উভয় চক্ষের উপরিভাগে চাপিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা; মাথার চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, পিট্রোল্, ফস্, সিপিয়া, সাল্ফ্); মাথা অত্যন্ত টাটায় (চায়না, নাইট্রিক্-আস্, মার্ক্, মেজিরিয়াম্); ঘাড়ের যে অংশ পর্য্যন্ত চুল থাকে, সে অংশ পর্য্যন্ত চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; কপালে দপ্দপিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ বা বমন, যাহা প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় এবং শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উপশম হয়; মাথার ঠিক উপরিভাগে জ্বালানুভব (সাল্ফ্); স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের সময় কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে (Periodical) মাথা ধরা।

চক্ষু। কুয়াশা বা পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ঝাপ্সা দেখা (কষ্ট্, ক্রোকাশ্, পিট্রোল্, ফস্, সাল্ফ্, সাইলিসি); বস্তুগুলি ঝাপ্সা দেখায়; পুস্তকের অক্ষর গুলি অত্যন্ত ঝাপ্সা দেখায় (সাইলিসি); সর্ব্বদা যেন চক্ষুর সম্মুখে আগুণের কণা ভাসে (সাইক্লেমেন্, মার্ক্, সাল্ফ্); দেখিতে দেখিতে চক্ষু যেন অন্ধকার হইয়া আইসে (ফস্, রুটা, সিপিয়া); চক্ষু প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া

(একন্, বেল্); কোন বস্তুর পানে এক দৃষ্টে তাকাইলে চক্ষে চাপাবোধ; বালি প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ অনুভূত হয় (আর্স্, কষ্ট্, ইগ্নেস্, সাল্ফ্); চক্ষে জ্বালানুভব এবং চিড়িক মারা (নাক্স্-বম্); চক্ষে আলোক সহ্য হয় না; চক্ষুর পাতার প্রান্ত লালবর্ণ, প্রদাহযুক্ত এবং জ্বালাযুক্ত; প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (আলাম্, গ্রাফ্, লাইকোপ্, পালস্, সাল্ফ্); চক্ষুর মধ্যে বেদনা এবং জ্বালা; চক্ষুর সঞ্চালনের সময় চক্ষুর পাতার পেশীর কঠিনতা যাহা অনেক সময় সার্ব্বাঙ্গিক পেশীর দুর্ব্বলতা বা কসেরুকার উত্তেজনার দরুণ ঘটিয়া থাকে; দৃষ্টিহীনতা এবং অন্ধতা (Amblyopia and Amaurosis); সূতিকাপা জ্বরাগাক্রান্ত স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের বৈলক্ষণ্য হেতু চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত হওয়া; চক্ষুর পাতার প্রদাহ (Blepharitis); কর্ণিয়ার ক্ষত (Ulceration of the Cornea); চক্ষে জ্বালা এবং চিড়িক মারা; চক্ষু দিয়া উগ্র ক্ষতকারক জল পড়া; চক্ষে আলোক সহ্য না হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর পাতা আক্ষেপিকরূপে বদ্ধ হইয়া আইসা; চক্ষুর পাতার স্নায়ুশূল, সূর্য্য উদয়ে যাহার উদ্রেক হয় এবং সূর্য্যাস্তে যাহা দূরীভূত হয়; চক্ষুর জলোৎপাদক বা জল নিঃসারক নালীর সঙ্কোচন; নেত্রনালী এবং চক্ষু দিয়া প্রচুর শ্লেষ্মা বা পূঁযের ন্যায় ক্লেদ (কেতুর) নিঃসরণ; লুনার কষ্টিক্ (Lunar Caustic) দ্বারা কুচিকিৎসা জনিত চক্ষু দিয়া জ্বালা উৎপাদক, ক্ষতকারক জল নিঃসরণ।

কর্ণ। কর্ণশূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানের মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয় (ক্যাম্, চায়না); কানের মধ্যে গানের ন্যায় শব্দ হওয়া এবং টনটনানি; কানের মধ্যে টন্‌টন্, গুন্‌গুন্, অথবা বজ্‌বজ্ শব্দ হওয়া (চায়না); কানে কম শুনা; কান দিয়া পূঁয পড়া (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্)।

নাসিকা। নাকের বাম অংশের প্রদাহ এবং স্ফীতি, স্পর্শনে যাহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; সামান্য কারণেই সর্দ্দি লাগে; নাকের হাড়ে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা; তরল সর্দ্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন অথবা নাক শুষ্ক এবং বদ্ধ হইয়া থাকে; বারম্বার হাঁচি দেওয়া; তরল সর্দ্দি এবং তদ্দরুণ ঘ্রাণ শক্তি বা স্বাদ থাকে না।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ (চেলিডন্, হিপ্-সাল্ফ্, সিপিয়া); তৈল মাখাইলে যেরূপ হয়, মুখমণ্ডল সেরূপ টল্‌টলে বা চক্‌চকে হয়; বাম গাল লালবর্ণ; ওষ্ঠ উষ্ণ ও শুষ্ক, বা ফাটাযুক্ত; উপরের ওষ্ঠ স্ফীত (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্); গোঁপ (মোছ) পড়িয়া যায়; ওষ্ঠের চতুর্দ্দিকে টেটারের (Tetter) ন্যায় ফুস্কুড়ী বাহির হয় (আণ্টি-ক্রুড্, লাইকোপ্); কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুখমণ্ডলে বেদনা বা স্নায়ুশূল, বিশেষতঃ সবিরাম বা পালাজ্বর বন্ধ হওয়ার পর; মুখমণ্ডল রক্তশূন্য; অত্যন্ত পিপাসা।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মাড়ি স্ফীত হয় এবং উহা হইতে সহজে রক্ত পড়ে (কার্ব্বো বেজ্, মার্ক্, ফস্, নাইট্রিক্-আস্); মুখগহ্বরের মধ্য ও ওষ্ঠে সাগু দানার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা, সবিরাম বা পালাজ্বরেই যাহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; জিহ্বা অধিক শুষ্ক হয় না, অথচ রোগী জিহ্বার অত্যন্ত শুষ্কানুভব করে; এক গাছি চুল লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, জিহ্বায় সেরূপ অনুভূত হওয়া (সাইলিসি); দন্তনালী; জিহ্বা শুষ্ক এবং শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; মুখের মধ্যে এবং জিহ্বায় ফোস্কা এবং ক্ষত হয় (লাই-কোপ্, মিউর-আস্); মুখে আহার দ্রব্যাদি লাগিলেই অত্যন্ত জ্বালা করে এবং চিড়িক মারে; মুখে তিক্ত স্বাদ, (ব্রাই, নাক্স্-বম্, পাল্স্, সাল্ফ্); মুখে লোনতা স্বাদ (মার্ক্); মুখে একবারেই স্বাদ থাকে না (পাল্স্); জিহ্বায় ভারিবোধ, যাহার দরুণ কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয় (মিউর-আস্, নাক্স্-বম্); জিহ্বায় ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী (মিউর-আস্); জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আণ্টি-ক্রুড্)। গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি; ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয় (হিপ্-সাল্ফ্, বেল্, নাক্স্-বম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালানুভব; গলা খেকুর দিলেই লোনতা স্বাদের শ্লেষ্মা নির্গমন; কোন দ্রব্য গিলিবার সময় যেন গলনালী বন্ধ হয়; গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীতি।

পাকস্থলী এবং উদর। অতিরিক্ত ক্ষুধা; আহারের পর অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ এবং ঘুমাইবার ইচ্ছা; আহারের পর উদ্গার উঠা; ক্ষুধা শূন্যতা (আর্স্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, চায়না, সাল্ফ্); অত্যন্ত প্রবল হিক্কা; রুটিতে অরুচি,

যদিচ রোগীর পূর্ব্বে রুটি খাইতে অত্যন্ত ভাল লাগিত (লাইকোপ., সাই-ক্লেমেন, নাক্স্ বম্); কাফিতে অরুচি (লাইকোপ., ফস্-অ্যাস্); তামাকু খাওয়ার অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও তামাকে অরুচি; অনিবার্য্য অত্যন্ত প্রবল পিপাসা (একন্, আর্স, ব্রাই, রাস্-টক্স্); বমনোদ্বেগ এবং বুক জ্বালা (লাই-কোপ., নাক্স্-বম্); পাকস্থলীতে খিল ধরার ন্যায় সঙ্কোচক বেদনা; পাক-স্থলীতে পূর্ণ এবং জ্বালানুভব; পাকস্থলীর মধ্যে অত্যন্ত চাপা বোধ যাহা স্পর্শনেও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; আহারের পর পাকস্থলীতে দপ্দপানি; পাকস্থলীর হৃৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী মুখে এবং বক্ষঅস্থির পশ্চাৎভাগে ঢেলার ন্যায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; মুখে টক স্বাদ; তিক্ত দ্রব্য খাওয়ার স্পৃহা (হিপ্-সাল্ফ্); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি টক হইয়া গলা দিয়া উঠিয়া পড়ে (ল্যাক্, ফস্); লবণ খাওয়ার ইচ্ছা (ক্যাক্-কার্ব্ব); আহা-রের পর (স্ত্রীলোকের) বুক জ্বালা (ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, ক্রোকাশ্); প্রথমতঃ উদরস্থ আহার দ্রব্য এবং তৎপর পিত্তবমন। যকৃত প্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা কসিয়া ধরা (আর্স, ব্রাই, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব, ক্যালী-কার্ব্ব, মার্ক, নাক্স্-বম্, সিপিয়া); প্লীহা প্রদেশে উক্ত প্রকারের বেদনা (নেট্রাম্-কার্ব্ব, সাল্ফ্); উদরের ডাইন পার্শ্বে চিন্‌চিনে বেদনা; উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত; উদরে গড়্গড়্, কলকল শব্দ হওয়া এবং উহার মধ্যে দূষিত বায়ুর সঞ্চার (ল্যাইকোপ., চায়না)।

মল এবং মলদ্বার। কোষ্ঠ বদ্ধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যদ্বারে সঙ্কোচনের ন্যায় অনুভূত হয়; মল কঠিন, শুষ্ক এবং টুকরা টুকরা নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় (আমন্-মিউর) এবং যাহা নির্গত হওয়ার সময় গুহ্য-দ্বার ফাটিয়া যায় (নাইট্রিক্-অ্যাস্) এবং তৎক্ষণ রক্ত পড়ে ও গুহ্যদ্বারে ক্ষত হওয়ার ন্যায় জ্বালাকরে এবং বেদনাযুক্ত হয়; গুহ্যের মধ্যে চুলকানি এবং সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়; কঠিন মলত্যাগের পর গুহ্য দ্বারে জ্বালানু-ভব; পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (অ্যান্টি-ক্রুড্, সিমিসিফ, নাক্স্-বম্, পডোফ); বেদনাহীন জলবৎতরল ভেদ (আর্স, চায়না, পডোফ); কেবল দিনের বেলা জলবৎ ক্ষতকারক উদরাময় (পিট্রোল); মলত্যাগের সময় এবং উহার পর গুহ্য দ্বারে জ্বালানুভব (আর্স, ক্যান্থ, আইরিস্)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্রনালী দিয়া শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গমন (মার্ক্-কর); মূত্রত্যাগের পর মূত্রনালীতে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা (ক্যান্থ্); চাপিলে মূত্রনালীতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক টাটানি; বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং প্রচুর পরিমাণে ফিকা রঙ্গবিশিষ্ট জলবৎ মূত্র-ত্যাগ; মূত্র মলিন এবং ঘোলাটিয়া; চলিবার সময়, কাশিবার সময়, অথবা হাসিবার সময় অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র নির্গমন (কষ্ট্, পাল্স্, জিঙ্ক্); মূত্রে ইটের গুঁড়ার ন্যায় তলানি পড়ে (আর্ণিকা, চায়না, লাইকোপ্, কস্); মূত্রে লাল বালির কণার ন্যায় তলানি পড়ে (লাইকোপ্)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্মের প্রদাহ এবং স্ফীতি (Phimosis); স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু স্ত্রীসহবাসের সময় পুরুষাঙ্গে শক্তি থাকে না; অণ্ডকোষাধার এবং উহার নীচে অত্যন্ত চুলকানি। প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্ত্রীলোকের যোনিদ্বার দিয়া যেন জরায়ু ঠেলিয়া বাহির হওয়ার উপক্রম হয়, যাহার দরুণ রোগী যোনি দ্বার চাপিয়া বসিতে বাধ্য হয় (বেল্, প্লাটিনা, লিলিয়াম্, সিপিয়া); নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অনেকদিন ব্যাপিয়া রজঃস্রাব; রজঃরোধ (একন্, সিমিসিফ্, পাল্স্); যোনি ইত্যাদিতে চুলকানি (ক্যান্থ্, কোনায়াম্, মার্ক্); গৌণে রজঃস্রাব এবং রজঃস্রাব যত গৌণে হয় ততই পরিমাণে অল্প হয় (পাল্স্); রজঃস্রাবের সময় রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ এবং দুঃখিত থাকে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন এবং প্রাতঃকালে মাথা ধরা; ক্ষতকারক, সবুজ বর্ণের শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ, চলিয়া বেড়াইবার সময় যাহা অধিক নির্গত হয় (বোবিষ্টা)।

শ্বাস যন্ত্র। প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ; বায়ুনলের উপরিভাগে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়া; প্রাতঃকালে কাশি; সন্ধ্যার সময় বিছানায় শয়ন করিলে কাশি; ঢোক গিলিলে কাশি; গলার মধ্যে সুড়্সুড়ীর দরুণ কাশি; কাশির সঙ্গে সঙ্গে কপালে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা (ব্রাই, নাক্স্-বম্) এবং হাঁপানির ন্যায় শ্বাসকষ্ট; কাশিতে কাশিতে উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; কাশির সঙ্গে সঙ্গে শুক্র নিঃসারক সূত্রে বেদনা; বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় (ব্রাই, ক্যালী-কার্ব্ব্) বা টনটনিয়া বেদনা (আর্ণিকা, ব্যারাইটা-কার্ব্ব্, কস্,

নাক্স্‌ বম্‌, ষ্টানাম্‌); বুকের ডাইন পার্শ্বের পেশীতে খাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; নিশ্বাস টানিবার সময় বা কাশিবার সময় বুকে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, লাইকোপ্‌, পাল্‌স্‌)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপিণ্ড যেন ধড়ফড়্‌ করে (লিলিয়াম্‌ টাইগ্রি); নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠার কালীন হৃৎস্পন্দন; বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে হৃৎস্পন্দন (নেট্রাম্‌-কার্ব্ব, কস্‌); হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত কষ্টদায়ক সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, ক্যাক্‌ট, ক্যালী-কার্ব্ব); হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ীর কার্য্য অসম (Intermittent) (কোনায়াম্‌, ডিজিট্‌, ক্যালী-কার্ব্ব), সামান্য নড়াচড়াতেই হৃৎস্পন্দন (ডিজিট্‌, আয়োড্‌)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ভাঙ্গিলে যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎদেশে সেরূপ বেদনা (আলোক্‌, বেল্‌, সিমিসিফ্‌, নাক্স-বম্‌); পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কোন কঠিন তোষকাদির উপর শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উপশম হয় (রাস্‌-টক্স); গ্রীবা শক্ত হয় বা উঁচা নোয়ান যায় না; গ্রীবা এবং মাথার পশ্চাৎভাগে সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়; প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলেই কোমর সঞ্চালন করিবারে অশক্তি; কোমরের পশ্চাৎদেশে দপ্‌দপানি।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। বাহুতে দুর্ব্বলবোধ এবং উহাতে পক্ষাঘাতের ন্যায় ভারিবোধ; লিখিবার সময় হাত কাঁপে (জিঙ্ক্‌); হাতের চর্ম্ম, বিশেষতঃ নখের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান, শুষ্ক এবং ফাটাযুক্ত; নখ বাঁকা হয় বা চমড়িয়া পড়ে (সাল্‌ফ্‌, থুজা); মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁতলিয়া গেলে যেরূপ হয়, বাহুর ঊর্দ্ধাংশে সেরূপ বেদনা; হাত পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং কাঁপনি; কুঁচকির সন্ধিতে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; উরুদেশ, হাঁটু এবং পায়ে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; পা এবং পায়ের পাতায় অত্যন্ত ভারিবোধ; চলিবার সময় পায়ের ডিমের পেশীতে খাটিয়া ধরা; হাঁটুর পশ্চাৎদেশে খাটিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয় (আমন্‌-মিউর); বসিয়া থাকিলে বা চলিয়া বেড়ানের সময় পায়ের পাতার সন্ধি সঞ্চালনের শক্তি থাকে না; পা এবং পায়ের পাতায় অস্থিরতা, যাহার দরুণ

রোগী অনবরত পা নাড়িতে বাধ্য হয় (জিঙ্ক্); বাম পায়ের পাতায় খিল ধরা বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; পা এবং পায়ের পাতায় অত্যন্ত ভারিবোধ; পায়ের পাতা স্ফীত (আর্স, চায়না)।

চর্ম্ম। চর্ম্মে চুলকানি এবং কুট্কুটানি; শরীরের স্থানে স্থানে আমবাতের ন্যায় লাল ফুস্কুড়ী যাহা অত্যন্ত চুলকায়; শারীরিক পরিশ্রমের পর গায় আমবাত বাহির হয়; গায় দাদের ন্যায় গোলাকার ফুস্কুড়ী (সিপিয়া); গায় টেটারের (Tetter) ন্যায় ফুস্কুড়ী এবং উহা হইতে ক্ষতকারক কল্তানি পড়ে ও উহাতে পুরু চুমটী পড়িয়া ফাটিয়া যায়।

নিদ্রা। দিনের বেলা নিদ্রাবেশ বা ঝিমান এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার হাঁই তোলা (নেট্রাম্-কার্ব্ব্); রাত্রিতে নিদ্রা শূন্যতা; ঘুম ভাল হয় না এবং শয়ন করিলেই নানা প্রকারের চিন্তার উদ্রেক হয়; ঘুমের ঘোরে কাঁদা (নাইট্রিক্-আস্); ঘুমের ঘোরে চিন্তা উৎপাদক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা; ঘুমের ঘোরে কথা বলা এবং অত্যন্ত অস্থিরতা (সিপিয়া, সাল্ফ্)।

জ্বর। শীতলাবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল (ব্রাই); আভ্যন্তরিক অধিক শীতবোধ; হাত এবং পায়ের পাতা বরফের ন্যায় শীতল (জেল্স্); সমুদয় শরীরে এবং কপালে উষ্ণানুভব, নাকের গোড়ায় চাপাবোধ এবং প্রবল পিপাসা; পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শীতবোধ; পায়ের পাতা বা কোমরের পশ্চাৎভাগে শীত আরম্ভ হয়; নখ নীল বর্ণ; পিপাসা; মাথা ধরা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে; বমনোদ্বেগ এবং বমন। উষ্ণাবস্থায় প্রবল শিরঃপীড়া এবং পিপাসা, পৃষ্ঠদেশে শীতবোধ এবং বোগল ও পায়ের পাতার তলায় ঘর্ম্ম; প্রচুর ঘর্ম্ম, সামান্য নড়াচড়াতেই যাহার উদ্রেক হয় (ক্যাল্-কার্ব্ব্, হিপ্-সাল্ফ্, ফস্); রাত্রিতে ঘর্ম্ম। জ্বরের বিরামকালীন যকৃত প্রদেশে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা, অলসবোধ বা গা মাটি মাটি করা, শীর্ণ বা রুগ্ন হওয়া, মুখাকৃতি ফিকা বা পিটা; ক্ষুধা শূন্যতা; ওষ্ঠে জ্বর-ফোস্কা পড়ে। নাড়ী অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিলে; সর্ব্বদা শীতবোধ এবং শরীরের স্বাভাবিক সন্তাপের অভাব (লেডাম্)। পালাজ্বর, শীতবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা, তৎপর জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পিপাসা এবং প্রবল

করিতে হয় (আম্ব্রা, কস্-আস্, সিপিয়া) ; পড়িতে পড়িতে, যাহা পড়া যায়, তাহার ভাব ভুলিয়া যাওয়া এবং ঘুম পাওয়া ; মনের মধ্যে ভাবের গোলমাল হয় ; কথা বলিবার সময় বা লিখিবার সময় অসংলগ্ন কথা বা শব্দ ব্যবহার করা (ক্যান্, লাইকোপ) ; স্মরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (আম্ব্রা, আনাকার্ড, ল্যাক্, মার্ক) ; নেসা হইলে যেরূপ হয়, সর্ব্বদা সেরূপ ঘুমের ভাব (ওপিয়াম্)।

মস্তক। নেসা করিলে যেরূপ হয়, সেরূপ মাথা ঘোরা (ককিউলাস্, লেডাম্, মেজিরিয়াম্) ; বসিয়া থাকা কালীন মাথা সম্মুখ দিকে হেলিয়া পড়ে ; মাথায় পূর্ণবোধ এবং বিস্তৃত হওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়, কিন্তু উহার দরুণ কোন প্রকারের যাতনা অনুভূত হয় না ; মাথা যেন অত্যন্ত বড় বলিয়া অনুভূত হয় এবং অনিচ্ছা পূর্ব্বক যেন চতুর্দ্দিকে ঘোরে, যাহার দরুণ রোগী হাত দিয়া তাহার মাথা ধরিয়া রাখিতে বাধ্য হয় ; মাথায় বেদনা বা যাতনা হীন দপ্ দপানি (গ্লোনয়েন্, পাল্‌স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইতে ভয়ের উদ্রেক হওয়া ; কপালের দুই পার্শ্বে বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্ক চল্‌চলে হইয়া চলিবার সময় মাথার হাড়ের মধ্যে হঠাৎ ধাক্কা লাগে (চায়না, হায়োস্, রাস্-টক্স) ; কপালের বাম দিকের উচ্চ স্থানের কোন এক নির্দ্দিষ্ট অংশে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, অধিক খাইলে যেরূপ হয়, খাওয়ার পর সেরূপ মাথা ধরা (নক্স-বম্)।

চক্ষু। চক্ষে শুষ্কানুভব, যাহার দরুণ অতি কষ্টে রোগী চক্ষুর পাতা সঞ্চালন করিতে পারে ; অন্ধতা এবং তৎপর মূর্চ্ছা ; বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় দেখায় (হায়োস্) বা অনেক দূরে দেখায়, অথবা স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক ছোট দেখায় (প্লাটিনা)।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল সিটা বা ফিকা ; চক্ষু নীল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মুখে চা খড়ির ন্যায় স্বাদ ; আহারের সময় দাঁতে বেদনা (কার্ব্বো-আনিমেল, মার্ক) ; দন্ত শূল ; গর্ভাবস্থায় দন্তশূল ; ভিজে ঠাণ্ডা লাগিয়া বা সন্ধ্যা কালের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া দন্ত শূল ; মুখ গহ্বর, জিহ্বা এবং ওষ্ঠ শুষ্ক (আর্স, ব্রাই), কিন্তু পিপাসা থাকে

না (এপিস্, পাল্স্) ; মুখে লাল এবং গাঢ় শ্লেষ্মার সঞ্চার ; জিহ্বার পক্ষাঘাত ; কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব (কষ্ট্. ডাক্., জেল্স্, হায়োস্)। গলার মধ্যে অত্যন্ত শুষ্কানুভব, কিন্তু পিপাসা থাকে না (এপিস্, ল্যাক্, পাল্স্) ; গিলিবার সহায়কারী পেশীর পক্ষাঘাত হেতু গিলিতে কষ্টানুভব (ওপিয়াম্)।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু পিপাসা একবারেই থাকে না (এপিস্, পাল্স্) ; বমনোদ্বেগ এবং বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট্) ; গর্ভাবস্থায় বমনোদ্বেগ বা বমন (ক্যালী-কার্ব্ব্, পাল্স্, সিপিয়া) ; গাড়ীতে চাপিয়া বেড়াইবার সময় বমন বা বমনোদ্বেগ (ককিউল্) ; জরায়ুতে পেসারি (Pessaries) দিয়া জরায়ু স্বস্থানে রাখার দরুণ বমন বা বমনোদ্বেগ ; পাকস্থলীতে পূর্ণবোধ, যাহার দরুণ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে ; অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের দরুণ পাকস্থলীর উত্তেজনা। কোন প্রকারের ধারাল বস্তু থাকিলে, অথবা ধারাল পাথর সজোরে বাহির হইলে যেরূপ হয়, যকৃতে সেরূপ চাপা বোধ ; যকৃত প্রদেশে ভারি বোধ ; উদর অত্যন্ত স্ফীত এবং বিস্তৃত হয় ; আহারের পর উদরের স্ফীতি এবং বিস্তৃতি (চায়না, নেট্রাম্-কার্ব্ব্, নাক্স্-বম্) ; উদরে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া, যাহার দরুণ মনে হয় যেন শূল বেদনা ধরিবে।

মল। মল নরম বটে, কিন্তু উহা নির্গত হইতে অত্যন্ত কষ্টানুভূত হয় (কার্ব্বো-বেজ্, চায়না) ; গুহ্যের জড়তা (আলাম্, ক্যাম্ফার) ; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট, অথবা ডিমের ঘোঁটা কুসমের ন্যায় তরল ভেদ বা উদরাময় এবং উহার উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা শূন্যতা এবং অত্যন্ত ঘুমের ইচ্ছা বা ঝিমান ; গ্রীষ্মকালে শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের উক্ত প্রকারের উদরাময়।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু পুরুষাঙ্গ ভালরূপ খাড়া হয় না, অথবা খাড়া হইলেও অনেকক্ষণ খাড়া থাকে না এবং পুরুষাঙ্গে স্ত্রীসহবাসের শক্তি থাকে না। স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব নিয়মিত সময়ে হয় না, অথবা সকল বারে রজঃস্রাবের পরিমাণ এক প্রকার থাকে না ; রক্ত প্রায়ই কাল্চে এবং গাঢ় ; দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দরুণ জরায়ু

স্ফীত এবং বিস্তৃত হয়; রজঃস্রাবের সময় রক্তস্রাব না হইয়া উহার পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; রজঃস্রাবের সময় পৃষ্ঠদেশে বেদনা যাহা মধ্য হইতে আরম্ভ হইয়া বহির্দ্দেশে বিস্তৃত হয়; উদরের মধ্য দিয়া নিম্নদিকে কোন পদার্থ যেন ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; জরায়ুতে প্রসব বেদনার ন্যায় আক্ষেপিক বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র। স্বরভঙ্গ; যেদিক হইতে শীতল বাতাস বহে, সে দিকে যাওয়ার দরুণ গায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া হঠাৎ স্বরভঙ্গ; শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হওয়া; শয়ন করিলে বিছানার উষ্ণতাতে শরীর উত্তপ্ত হইয়া কাশির উদ্রেক, বুকে আঁটা বোধ বা যাতনা; আহারের পর শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপ্রদেশে রক্তাধিক্য হওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় এবং তৎপর মাথা এবং সমুদয় শরীরে রক্তাধিক্যের ন্যায় অনুভূত হয়; হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছার পর নিদ্রা; নাড়ী ক্ষুদ্র, মৃদু গতিবিশিষ্ট এবং দুর্ব্বল (ডিজিট্)।

পৃষ্ঠদেশ। ভাঙ্গিলে যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎ দেশে সেরূপ বেদনা (আলোজ্, বেল্, সিমিসিফ্, নেট্রাম্-মিউর, ক্যালী কার্ব্ব, নাক্স্-বম্).; ঘোড়ায় চাপিয়া বেড়াইবার সময় কোমরের পশ্চাৎদেশে উক্ত প্রকারের বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশবোধ; ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বাতাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সন্ধিতে বেদনা (রডোডেণ্ড্রন্); নিদ্রাক্রান্ত হইলে বা বরফে থাকিলে যেরূপ হয়, অঙ্গুলীতে সেরূপ টনটনানি (আগারিকাস্)।

নিদ্রা। সমুদয় অসুখেই নিদ্রাবেশ বা নিদ্রার ইচ্ছা যাহা বেদনাদির আক্রমণের সময় অধিক হয়; অজ্ঞানবৎ নিদ্রা; নিদ্রার অনিবার্য্য ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট্, এপিস্)।

ব্যবহার। হিষ্টিরিয়া রোগের মূর্চ্ছার আক্রমণ; মূর্চ্ছার আক্রমণ; আক্ষেপ; মৃগীরোগ; জিহ্বা, আহারবহা গলনালী এবং চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাত; মৃতবৎ মূর্চ্ছা, অথচ শ্বাস প্রশ্বাস বা হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের কোন

ব্যাঘাত জন্মে না (Catalepsy); গ্রীষ্মকালীয় উদরাময় ; কৃমি ; যকৃতের বিবৃদ্ধি ; অজীর্ণ রোগ ; গর্ভাবস্থায় বমনোদ্বেগ বা বমন ; দন্তশূল ; অতিরিক্ত রজঃস্রাব ইত্যাদি অসুখে নাক্স মস্কাটা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সকল প্রকার অসুখেই নিদ্রার ইচ্ছা বা নিদ্রাবেশ ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং ক্লান্তিবোধ ; সামান্য পরিশ্রমেই শ্রান্তিবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ ; সর্ব্বদা মূর্চ্ছা যাওয়ার ধাতু ; সামান্য বেদনা যন্ত্রণাতেও মূর্চ্ছা যাওয়া (হিপ্-সাল্ফ্); আক্ষেপ ; হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত হওয়ার ধাতু ; মৃগীরোগের আক্ষেপ এবং আক্ষেপের সময় চেতনাবস্থায় থাকা ; সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা এবং গায় ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য না হওয়া (ককিউল্, হিপ্-সাল্ফ্) ; রক্তাল্পতা ; শিশুগণের পেশী ক্ষয় বা শীর্ণ হওয়া (Marasmus of children) ; শীত এবং আর্দ্র বাতাসে স্নান করিলে, গাড়ীতে চাপিলে, আহার বা পানের পর, মদ্যাদি পানে অসুখের বৃদ্ধি ; ঘরের মধ্যে, অথবা উষ্ণ বাতাসে অসুখের উপশম ইত্যাদি নাক্স মস্কাটার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। নাক্স মস্কাটার কার্য্যের সঙ্গে মস্কাস্, আসাফিটিডা এবং আম্ব্রার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা, ককিউলাস্, কোনায়াম্, ইগ্নেসিয়া, লাইকোপডিয়াম্, নাক্স বমিকা, ওপিয়াম্, ফস্ফরাস্, পাল্সেটিলা, রাস্টক্স্, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সাল্ফার, ষ্ট্রামোনিয়ামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, জেল্সিমিয়াম্, নাক্স বমিকা।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিষ্টিরিয়া, মৃগীরোগ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি স্নায়বিক রোগে ১ম দশমিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। হিষ্টিরিয়া রোগের মূর্চ্ছা বা আক্রমণের (Fits) সময় ইহার মূল আরোক ১০।১৫ ফোঁটা একখানি পরিষ্কার নেকড়ায় ঢালিয়া রোগীকে শোঁকাইলে মূর্চ্ছার আক্রমণের স্থায়ীত্ব অনেক কমিতে দেখা যায়।

ফাইটোলাকা ডিকাণ্ড্রা,—ফাইটোল্

(PHYTOLACCA DECANDRA,—PHYTOL.)

উত্তর আমেরিকা এবং পর্টুগাল হইতে গ্রিশদেশ পর্য্যন্ত ইউরোপের দক্ষিণাংশস্থিত প্রায় সমুদয় দেশেই এই গাছ জন্মে। আফ্রিকা এবং বার্কবেরি ষ্টেট্‌সেও ইহা জন্মিয়া থাকে। মূল বা শিকড় এবং ফল দিয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিকড় বা মূলের মূল আরোক ডাইলুট্ স্পিরিটে এবং ফলের মূল আরোক যথা নিয়মে প্রুফ্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্রন্থি, প্রধানতঃ গলার মধ্য এবং স্তনের গ্রন্থি, বাস্তক ঝিল্লী (Serous membranes), শরীরের আঁশাল অংশ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। অস্থির আবরক কঠিন পর্দা (Periosteum) এবং চর্ম্মের উপর ইহার কার্য্য অনেকটা পারা (Mercury), আয়োডাইড্ অব্ পটাস্, অথবা গরমীর ব্যারামের বিষের ন্যায়। ইহা সাধারণতঃ প্রদাহ উৎপাদন করে। শরীরের আঁশাল অংশে (Fibrous Tissues) এই প্রদাহ বাতরোগের প্রদাহের ন্যায় আকার ধারণ করে; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং গ্রন্থি গুলি প্রদাহযুক্ত হইয়া উহাতে পূঁয এবং ক্ষত হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উপরও ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ বমন এবং ভেদ হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। আপন জীবনে বৈরাগ্য বা একবারে অমনোযোগ (চায়না, মার্ক্, কস্-আস্); স্তব্ধ বায়ু বা সর্ব্বদা নিস্তব্ধ ভাবে থাকা (Melancholia) এবং রোগী মনে করে যেন সে নিশ্চয় মরিবে (একন্); সম্পূর্ণ লজ্জাহীনতা (হায়োস্)।

মস্তক। মাথা ঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে কম বা ঝাপ্সা দেখা ও তৎক্ষণ টলিয়া পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা; মাথার পশ্চাৎ ভাগ এবং ঘাড়ে বেদনা; মাথার উপরিভাগে বেদনা এবং টাটানি, ডাইন পার্শ্বেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; মস্তিষ্কের গভীরতম অংশে টাটানি; মাথা ধরা এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমী বমী করা (আইরিস্, নাক্স-বম্, পডোফ্, স্যাঙ্গুনেরিয়া); কপালে, চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগেই বেদনা অধিক অনুভূত হইয়া থাকে; বেদনা প্রতি সপ্তাহেই রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে (সাল্ফ্); মাথা ধরা মাথার সম্মুখ ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত হয়; কপালে বা মাথার উপরিভাগে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা; কপালে ভারিবোধ এবং ঘুণ্‌ঘুণে বেদনা; একপেশে মাথা ধরা (আধকপালীয়া মাথা ব্যাথা) (পাল্স্); বামচক্ষু হইতে মাথার উপরিভাগে খোঁচা বিঁধার ন্যায় যাতনা; মাথায়ষ্টিনিয়া ক্যাপিটিসের ন্যায় কুস্কুড়ী(Tinea Capitis) (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, সিপিয়া)।

চক্ষু। চক্ষে চিড়কমারা এবং জ্বালানুভব ও উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া প্রচুর জল পড়া (ইউফ্রে্স্); চক্ষে একটী বস্তু দুইটীর ন্যায় দেখায় (অরাম্, বেল্, সিকুটা, ষ্ট্রামন্); বালি প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ জ্বালা এবং চিড়িক মারা (আর্স, কষ্ট্, ইগ্নেস্, নেট্রাম্ মিউর, সাল্ফ্)।

নাসিকা। এক নাসারন্ধ্র দিয়া শ্লেষ্মা নির্গমন এবং অপর নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া থাকা; নাকের গোড়ায় কসিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয় (একন্); নাক দিয়া জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন এবং মধ্যে মধ্যে নাক বন্ধ হইয়া থাকা। সর্দ্দি লাগার উপক্রম হইলে যেরূপ হয়, নাক এবং চক্ষে সেরূপ যাতনা অনুভূত হয় (সিপা; ইউফ্রে্স্); নাক দিয়া উগ্র বা ক্ষতকারক শ্লেষ্মা নির্গমন।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল মৃতবৎ মলিন (আর্স, কার্ব্বো-বেজ্, বিরেট্-আল্ব্); মুখমণ্ডল পিটা বা ফিকা; রাত্রিতে মুখমণ্ডল এবং মাথার হাড়ে বেদনা; গ্রীবা এবং মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন হেতু থুৎনি (Chin) বক্ষাস্থির নিকট আকৃষ্ট হয়; ওষ্ঠ উপরের দিকে উল্টান এবং দৃঢ়; ধনুষ্টঙ্কার; গ্রীবাদেশস্থ গ্রন্থির স্ফীতি।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। মুখে ধাতুর স্বাদের ন্যায় স্বাদ (আর্জেণ্ট্-নাইট্রিক্, মার্ক্, প্লাম্বাম্); পুড়িলে যেরূপ হয়, জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগে সেরূপ অনুভূত হয় (বিরেট্-আল্ব্); জিহ্বায় খর্‌খরে অনুভূত হয়;

জিহ্বার উভয় পার্শ্বে সাদা লেপযুক্ত ফোস্কা পড়ে এবং উহার অগ্রভাগ অত্যন্ত লালবর্ণ হয় (আর্স, রাস্টক্স) ; গিলিবার সময় জিহ্বার গোড়ায় অত্যন্ত বেদনানুভব, মুখে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চার ; শ্লেষ্মা অত্যন্ত চট্‌চটিয়া আঠা, হরিদ্রার আভাযুক্ত এবং সূতার ন্যায় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে ধাতুর স্বাদ (কাম্)। গলার মধ্যের ডাহিন অংশে বেদনা বা টাটানি ; মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং কাল্‌চে লালবর্ণ, গিলিবার সময় যাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্‌, এইলান্থ্‌, আর্জেন্ট্‌-নাইট্রিক্‌, ব্যাপ্টি, নেজা) ; গলার মধ্যে শুষ্কানুভব ; টন্‌সিল্‌ (Tonsils) স্ফীত (বেল্‌) ; প্রাতঃকালে গলার মধ্যে বেদনা এবং কোমল তালুকার (Soft Palate) স্ফীতি ও মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে গাঢ়, সাদা এবং হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মার সঞ্চার ; ডেলার ন্যায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে গিলিবার সময় গলার মধ্যে এরূপ অনুভূত হয় (বেল্‌, ল্যাক্) ; ছাল উঠিয়া গেলে বা চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্য এবং টন্‌সিলে সেরূপ অনুভূত হয় (কার্বো বেজ্‌, কষ্ট্‌, ফস্‌, পাল্‌স, রুমেক্স) ; গলার মধ্যে শুষ্ক বোধ, জ্বালা এবং টাটানি, চিড়্‌কমারা ও খশ্‌খশে বোধ ; গলার মধ্যে শুষ্কানুভব, যাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় এবং বারম্বার গলা খেকুর দিয়া গলার মধ্য পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা বা স্বভাব ; গিলিবার সময় অত্যন্ত কষ্টানুভব ; প্রত্যেকবার গিলিতে চেষ্টা করার সময় দুই কানের মধ্য দিয়া খোঁচা বিঁধার ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়, গলার মধ্য এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ অপরিষ্কার, কাল্‌চে রুক্ষ পর্দা দ্বারা আবৃত (মার্ক্‌-আয়োড্‌, নাইট্রিক্‌ আস্) ; উক্ত পর্দাটী যেন ধোয়া চামড়ার ন্যায় দেখায় ; গলার মধ্যের পশ্চাৎ ভাগ হইতে অতি কষ্টে খক্ খক্ করিয়া শ্লেষ্মা তোলা ; শ্লেষ্মা যেন সূতার ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে ; মাথা, ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত প্রবল বেদনা ; অত্যন্ত বলক্ষয় ; বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মূর্চ্ছা যাওয়া ; ডিপ্‌থিরিয়া, উষ্ণ তরল দ্রব্য গিলিতে অশক্তি ; গলার মধ্যে কাঁটাবোধ, যাহার দরুন রোগী কাঁপিতে থাকার উপক্রম হয় ; টন্‌সিলে ক্ষত ; পারদীয় ব্যারাম জনিত গলার মধ্যের অসুখ।

পাকস্থলী। উদ্গারে গলা দিয়া দূষিত বায়ু এবং টক জল নির্গমন ; উদরস্থ আহার দ্রব্য, পিত্ত, রক্ত এবং চট চটিয়া আঠা লাল বমন এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে কাঠবমী বা উকি উঠা ও উহার দরুণ অত্যন্ত যাতনা, যাহার উপশমের আশায় রোগী মরিতে ইচ্ছা করে; থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীর মধ্যে সেরূপ বেদনা বা টাটানি; উদরের ডাইন পার্শ্বে বেদনা এবং টাটানি।

মল এবং মলদ্বার। অত্যন্ত প্রবল ভেদ এবং বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট কামড়ানী এবং উদরে খিল ধরা; শ্লেষ্মা এবং রক্ত, অথবা অন্ত্র চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, সেরূপ কাঁচা মাছ মাংস ধোয়া জলের ন্যায় ছেক্ড়া ছেক্ড়া পর্দার ন্যায় পদার্থযুক্ত তরল ভেদ; রক্তস্রাবক অর্শ রোগ (Bleeding-piles) (হামামেলিস্, নাইটিক্-আস্); গুহ্য ক্ষত এবং ফাটাযুক্ত (নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস্)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রকোষ প্রদেশে ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা এবং টাটানি; মূত্র নিঃসারক নালীতে অত্যন্ত অসুখ বোধ; মূত্র আল্‌বুমেনযুক্ত (Albuminous) (এপিস্, বার্বেরিস্, হেলোনিয়াস্, টিরিবিন্থ্); মূত্র ইউরিক্ আসিড্ (Uric acid) এবং আল্‌বুমেন্ (Albumen) মিশ্রিত (অস্‌মিয়াম্, ফস্, প্লাম্বাম্); মূত্রে চা খড়ি গোলার ন্যায় তলানি পড়ে।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের মুখ্য এবং গৌণ উপদংশ বা গরমীর ব্যারাম (Primary and Secondary Syphilis) (মার্ক্); পুরুষাঙ্গে গরমীর ঘা (Chancres) (মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); তরুণ এবং পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ (Gonorrhœa & Gleet)। স্ত্রীলোকের বারম্বার এবং অতিরিক্ত রজঃস্রাব (পাল্‌স্, আমোনিয়াম্-কার্ব্ব্, আর্স্, বোরাক্স্, ক্যাল্ক্-কার্ব্ব্, বেল্, নাক্স্-বম); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia) (একন্, বেল্, হামামেলিস্, ফেরাম্, ইপিকাক্, সাবাইনা); স্তনের প্রদাহ, স্ফীতি এবং উহাতে পূঁয হওয়া (হিপ্-সাল্‌ফ্, মার্ক্, সাইলিসি, সাল্‌ফ্); স্তনে ফোড়ার ন্যায় স্ফীতি বা ফোড়া এবং উহাতে নালী ঘা (সাইলিসি); স্তনের বোঁটায় ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় ক্ষত, ফাটাযুক্ত এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি (গ্রাফ্); স্তনের স্থানে স্থানে গ্রন্থির ন্যায় স্ফীতি, যাহার দরুণ স্তনে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়।

শ্বাসযন্ত্র। স্বরভঙ্গ এবং স্বরশূন্যতা (ফস্); বায়ুনল এবং বায়ু

নলের উপরিভাগে শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে অত্যন্ত আঁটাবোধ; শুষ্ক খুশ্ খুশে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে খুশ্ খুশি; বায়ুনলের উপরিভাগে সুড় সুড়ী বা আহার বহা গলনালীর উপরিভাগের দুই পার্শ্বের শুষ্কতার দরুণ কাশি, রাত্রিতে শয়ন করিলেই যাহার বৃদ্ধি হয় (পাল্ স্); আর্দ্র বাতাস বা ঠাণ্ডা লাগিয়া পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্ত্তী পেশীর বাত রোগ; বুক এবং উহার পার্শ্বে কন্‌কনানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি; বক্ষাস্থির মধ্য দিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি; হৃৎপ্রদেশে থাকিয়া থাকিয়া বেদনার হঠাৎ আক্রমণ; হৃৎস্নায়ুশূল (Angina pectoris), যাহার বেদনা ডাইন বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। গ্রীবার ডাইন পার্শ্বের গ্রন্থির কঠিনতা; গ্রীবা শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না, যাহা ডাইন পার্শ্বে এবং বিছানায় শয়ন করিলে, অথবা রাত্রি দুই প্রহরের পর বৃদ্ধি হয়; টন্‌সিল্ স্ফীত; প্রতিদিন প্রাতঃকালে পৃষ্ঠদেশ শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; কোমর এবং উহার নিম্ন প্রদেশে অনবরত ঘুণ্ ঘুণে বেদনা; কোমরের পেশী বাত, যাহার দরুণ উক্ত প্রদেশে অনবরত কন্‌কনিয়া বেদনা বর্ত্তমান থাকে; কোমরের নিম্ন প্রদেশ হইতে উরু বা কুঁচ্‌কির সন্ধি পর্য্যন্ত বেদনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। উভয় স্কন্ধই অনবরত কন্‌কন্ করে; ডাইন স্কন্ধের সন্ধিতে খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী বাহু উপর দিকে উঠাইতে পারে না; হাতের আঙ্গুলের সন্ধি স্ফীত, কঠিন এবং চক্‌চকে; বাহুতে অসাড়বোধ বা উহার সঞ্চালনে অশক্তি; বাহু এবং হাতে বাতের বেদনার ন্যায় বেদনা। কুঁচ্‌কির সন্ধিতে কসিয়া ধরার ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা, যাহার দরুণ পা সোজা বা প্রসারণ করিয়া শয়ন করিতে না পারিয়া রোগী পা গুটাইয়া থাকে; বাম হাঁটুর সন্ধিতে বাত রোগ এবং উহার দরুণ হাঁটুর পশ্চাৎভাগে কসিয়া ধরা বা খাট হওয়ার ন্যায় অনুভূত হয়; বাম কুঁচ্‌কির সন্ধির পুরাতন আকারের বাত রোগ; পায় ক্ষত এবং গ্রন্থির ন্যায় স্ফীতি (Nodes); রাত্রিতে পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থির আবরক কঠিন পর্দার (Periosteum) বেদনা (মার্ক)।

চর্ম্ম। পায় শরীর ব্যায়াম জনিত ফুস্কুড়ী এবং ঘা; শোথ উপদংশ

এবং উপদংশের তৃতীয়াবস্থা (Secondary and Tertiary Syphilis) (মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); গায় আঁইসের ন্যায় মরা চর্ম্ম বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; টিনিয়া ক্যাপিটিস্ (Tinea capitis); লুপাস্ (Lupus); ক্ষত; দাড়ি গোঁপাদি কামানের দরুণ ফুস্কুড়ী (Barber's itch), অথবা কোন প্রকারের ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগ হেতু ক্ষত; দাদের ন্যায় গোলাকার ফুস্কুড়ী; গায় পুঁয সম্বলিত ফুস্কুড়ী।

ব্যবহার। গরমীর ব্যারাম জনিত অসুখ; অস্থির আবরক কঠিন পর্দ্দার প্রদাহ (Periostitis); বাতরোগ; বায়ুশূল; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী প্রদাহ (Conjunctivitis); গ্রন্থির প্রদাহ, স্ফীতি এবং উহাতে পুঁয হওয়া, বিশেষতঃ স্তনের; ডিপ্থিরিয়া; গলার মধ্যে ক্ষত হওয়ার দরুণ বেদনা; মূত্রকোষের ব্রাইট্স্ ডিজিজ্ (Bright's disease); অর্শরোগ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia); গরমীর ঘা; টিনিয়া ক্যাপিটিস্ (Tinea capitis) এবং মরা চর্ম্মের ন্যায় খোসা বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; টন্সিল্ প্রদাহ এবং উহাতে ক্ষত ইত্যাদি রোগে ফাইটোলাকা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। বাত রোগের ধাতু (ব্রাই, সিমিসিফ্, রাস্-টক্স); গরমীর ব্যারাম জনিত বাত রোগ; অত্যন্ত বলক্ষয় এবং অবসন্নতা; সমুদয় পেশীতে টাটানি (একন্, ব্রাই); গ্রন্থি এবং অস্থির প্রদাহ ও স্ফীতি (আসাফিটিডা, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); আক্রান্ত স্থানে চাপিয়া ধরা বা খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা এবং টাটানি; বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া পড়ে (পাল্স্); ফোড়া হইলে এই ঔষধ সেবনে ফোড়ায় পুঁয শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন হয় (ল্যাক্, মার্ক্, সাইলিসি); আর্দ্র বায়ুতে এবং রাত্রিতে অসুখের বৃদ্ধি এবং শয়ন করিয়া থাকিলে প্রায় সমুদয় উপদ্রবের হ্রাস বা উপশম ইত্যাদি ফাইটোলাকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ফাইটোলাকার কার্য্যের সঙ্গে মেজিরিয়াম, গোয়েকাম্, ক্যালী আয়োডাইড্, ক্যালী বাইক্রমিকাম্, মার্কিউরিয়াস্, নাইট্রিক্ আসিড্ এবং রাস্ টক্সের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। দুগ্ধ এবং লবণ; ইগ্নেসিয়া এবং সাল্ফার

কাইটোলাকার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অধিক মাত্রায় খাইয়া অসুখ হইলে ওপিয়াম্ এবং কাফি ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। ১ম এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে ইহার মূল আরোক ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। স্তনের প্রদাহ এবং স্ফীতিতে মূল আরোক ২।১ ফোঁটা মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। স্তনের গ্রন্থিবং প্রদাহ এবং স্ফীতিতে ইহার মূল আরোকের ৫ ফোঁটা, ২ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উহাতে একখানি নেকড়া ভিজাইয়া নেকড়া খানি আক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিলে প্রদাহ এবং যন্ত্রণাদির অনেক উপশম হইতে দেখা যায়। অনেক সময় কেবল এই প্রকারে বাহ্য প্রয়োগেই প্রদাহ এবং স্ফীতি ২।৩ দিনের মধ্যে মিলাইয়া যাইতে দেখা যায়। গরমীর ব্যারাম জনিত অসুখেও মূল আরোক ব্যবহারে মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়।

প্লাটিনাম্ মেটেলিকাম্,—প্লাটিনা,—প্লাটিন।

(PLATINUM METALLICUM,—PLATINA,-PLAT.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আনীত প্লাটিনাম্ (Platinum) ক্রয় করিয়া উহাতে যথা নিয়মে সুগার অব্ মিল্ক্ মিশ্রিত করিয়া ইহার ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। স্নায়বিক মণ্ডলীর উপর কার্য্য করার শক্তি থাকায় বরুণ ইহা স্নায়ুর স্পর্শ জ্ঞান শক্তিকে অবসন্ন করিয়া উহার স্পর্শ জ্ঞান রহিতভা (Anœsthesia), জড়তা, পক্ষাঘাত ইত্যাদি উৎপাদন করে। স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের কার্য্যের বৈলক্ষণ্য বা অসুখ, হিষ্টিরিয়া জনিত রোগ এবং স্তব্ধবায়ু (Melancholia) উক্ত প্রকার কার্য্যের ফল মাত্র।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। ভ্রম; রোগীর (স্ত্রীলোক) নিকট তাহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট বলিয়া অনুভূত হয় এবং সে মনে করে যেন সকলের মন এবং শরীর তাহার মন ও শরীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট; চপলতা, অহঙ্কার এবং উগ্র স্বভাব (ল্যাক্, ষ্ট্রামন্); রোগী সকলকেই ঘৃণা করে; *সর্ব্বদা মানসিক অবসন্নতা, দুঃখের ভাব, ভয় এবং কাঁদিবার ইচ্ছা (ইগ্নেস্, নেট্রাম্-মিউর, পাল্স্, নাক্স্-মস্ক্), সন্ধ্যার সময় এবং ঘরের মধ্যে থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং বহির্ব্বায়ুতে যাহার উপশম হয়; একবার বিমর্ষভাব, আবার উহার পরক্ষণেই উল্লাস (ক্রোকাশ্, ইগ্নেস্, নাক্স্-মস্ক্, ষ্ট্রামন্); রোগী মনে করে যেন এজগতে তাহার আর কেহ নাই এবং তদ্দরুণ তাহার নিকট তাহার জীবন যেন শ্রান্ত বলিয়া অনুভূত হয়; রোগী মনে করে যেন তাহার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী, অথচ তাহার মরিবার ইচ্ছা থাকে না বা মৃত্যু ভয়; সর্ব্বদা বিড়্ বিড়্ করা, খিট্ খিট্ করা এবং বক্ বক্ করার স্বভাব; সকল কথা বা কার্য্যেই রোগী চটিয়া উঠে (ক্যাপ্স্, নাক্স্-বম্, ষ্টাফিস্); পর্য্যায় ক্রমে শারীরিক এবং মানসিক লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

মস্তক। মাথায় আঁটিয়া বা যাটিয়া ধরার ন্যায় অবশবোধ, যাহা কপালেই অধিক অনুভূত হয়; স্ক্রু আঁটিয়া রাখিলে বা কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কপালের দুই পার্শ্বে, গালের হাড়ের উপর, সেরূপ কসিয়া ধরার ন্যায় যাতনা বা অবশবোধ হয় (একন্, আণ্টি-টার্ট, চেলিডন্, জেল্স্, মার্ক্); মাথার হাড় সঙ্কুচিত হইলে অথবা একটী ভারি পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মাথার উপরিভাগে সেরূপ বেদনা এবং অবশবোধ; কপালের এক পার্শ্বে অসাড় বা অবশবোধ যাহা নিম্ন মাড়ি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং উক্ত স্থানে ঠাণ্ডা বোধ।

চক্ষু। চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক স্পন্দন (জেল্স্); বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট দেখায়; বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় দেখায় (হায়োস্)।

কর্ণ। কানের মধ্যে সোঁ সোঁ, টন্ টন্ শব্দ হয়।

নাসিকা। নাক এবং নাকের গোড়ায় অবশবোধ এবং খিলধরা

বসিয়া থাকিলে কোমরের পশ্চাৎদেশের নিম্ন ভাগ,এবং গুহ্ দ্বারের উপরি-ভাগে অবশবোধ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেরূপ কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, উরুদেশেই যাহা অধিক অনুভূত হয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে খিল ধরার ন্যায় যাতনা ; অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং সন্ধিতে অবশবোধ ; হাঁটু এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অত্যন্ত দুর্ব্বলবোধ ; বসিয়া থাকিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্থিরতা এবং কাঁপনি ও পা এবং পায়ের পাতায় শ্রান্তিবোধ।

নিদ্রা। প্রবল হাঁই তোলার অত্যন্ত ইচ্ছা; রাত্রিতে জাগিয়া কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অশক্তি।

ব্যবহার। হিষ্টিরিয়া এবং হিষ্টিরিয়া জনিত অসুখ ; শুষ্কবায়ু (Melancholia) ; উন্মত্ততা ; স্নায়ুশূল ; আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সন্‌স্ (Convulsions) ; পক্ষাঘাত ; সীসা জনিত বা চিত্রকরের শূল বেদনা (Lead or painter's colic) ; কোষ্ঠবদ্ধ ; পুরুষের স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা এবং স্ত্রীলোকের পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা ; স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ (Ovaritis); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ; যোনি ইত্যাদির চুলকানি ; গর্ভস্রাব জনিত ভয়ানক রক্তঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হিষ্টিরিয়ার ন্যায় মূর্চ্ছা ইত্যাদি অসুখে প্লাটিনা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং বলক্ষয় ; কখন কখন সমুদয় শরীরের কাঁপনির ন্যায় অনুভূত হয় ; শরীরের নানা স্থানে বেদনা এবং অবশবোধ ; চোচ বিঁধিলে যেরূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে দপ্‌দপ্‌ করার ন্যায় সেরূপ যাতনা (আনাকার্ড্‌); হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত স্ত্রীলোক এবং শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের আক্ষেপিক অসুখ (আসাফিটিডা, ইগ্‌নেসি) ; স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়ার দরুণ আক্ষেপ (Spasms) ; স্ত্রীলোকের অসুখে বিশেষ উপকারী ; সন্ধ্যার সময়, ঘরের মধ্যে থাকিলে অথবা বিশ্রাম কালীন অসুখের বৃদ্ধি এবং নড়াচড়া ও বহির্বায়ুতে অসুখের উপশম ইত্যাদি প্লাটিনামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। প্লাটিনার কার্য্যের সঙ্গে অরাম্, প্যাল:

সেটিলা, ইগ্নেসিয়া, প্লাম্বাম্, আসাফিটিডা এবং ক্রোকাশের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন্ কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা, লাইকোপডিয়াম্, রাস্টক্স্, সাবাডিলা, সিপিয়া এবং সাল্-ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। পাল্সেটিলা।

ডাইলুশন বিচার। ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার মেয়ার (Dr. Meyer) এই ঔষধের ২য় এবং ৩য় ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes), ডাক্তার মেয়ারের উক্ত মতের পোষকতা করেন। ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই লেখক যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন।

পডোফিলাম্ পেল্টেটাম্,—পডোফ্

(PODOPHYLLUM PELTATUM,—PODO.)

ক্যানাডা, লুসিয়ানা এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের অন্যান্য স্থানের জঙ্গলা ভূমি এবং বাগানে এই গাছ জন্মে। শুষ্ক মূল বা শিকড় যথা নিয়মে ২০° ওবার প্রুফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁচা মূল বা শিকড় দিয়াও ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইতে পারে।

সাধারণ ক্রিয়া। যকৃত এবং পরিপাক কার্য্যের সহায়কারী যন্ত্রাদির উপর ইহার বিশেষ কার্য্য আছে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং গ্রন্থিগুলি বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ উহার নিঃসরণের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং অনেক সময় উহাতে ক্ষত এবং পূঁযও উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে টকগন্ধযুক্ত, সবুজবর্ণের পিত্তযুক্ত উদরাময় উৎপাদন করা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মানসিক অবসন্নতা (বোবিষ্টা, চেলিডন্, আইরিস্, নাক্স্-বম্, পাল্স্); রোগী কল্পনা করে যে সে মরিবে অথবা তাহার কোন রোগ হইবে (একন্, আর্স্, নাক্স্-বম্, ফাইটোল্, সিকেল্)।

মস্তক। মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখদিকে টলিয়া পড়ার ভাব; প্রাতঃকালে মাথা ধরা এবং উাহার সঙ্গে মাথার উপরিভাগে উষ্ণানুভব ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং টল্‌টলে (নাক্স্‌-বম্‌, সাল্‌ফ্‌); মাথা ঘোরা এবং মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর ঠিক উপরিভাগে পূর্ণ বোধ; পর্য্যায়ক্রমে মাথাধরা এবং উদরাময়; মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার এদিক ওদিক মাথা ঘুরাণ এবং কোঁথানি বা কোঁকানি (কেলিবোরাস্‌); শিশুর দাঁত উঠার সময় উক্ত প্রকারের মাথা ধরা অথবা উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটের অসুখ।

নাসিকা। নাকে টাটানি এবং নাকের উপর ব্রণের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ী।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁতে দাঁতে কড়্‌মড়্‌ শব্দ করা (আর্স্‌, সিকুটা, কেলিবোরাস্‌, হায়োস্‌, সিনা, ষ্ট্রামন্‌, সিকেল্‌), রাত্রিতে, বিশেষতঃ শিশুগণের দাঁত উঠার সময় উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ (আর্নিকা, অরাম্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, আয়োড্‌. মার্ক্‌, নাক্স্‌-বম্‌); জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে অত্যন্ত বিস্বাদ (নাক্স্‌-বম্‌,পাল্‌স্‌); মুখে প্রচুর পরিমাণে চট্‌চটিয়া আটাল শ্লেষ্মার সঞ্চার (ক্যালী-বাই, মার্ক্‌-কর); প্রাতঃকালে জিহ্বা এবং মুখগহ্বরের শুষ্কতা (ম্যাগ্‌-কার্ব্ব্‌, পাল্‌স্‌, স্পাইজেল্‌)। গলার মধ্যে শুষ্ক বোধ (এপিস, আর্স্‌, ব্রাই, নাক্স্‌ মস্ক্‌, পাল্‌স্‌); গলার মধ্যে বেদনা বা ক্ষত যাহা ডাইন পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (বেল্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, ক্যালী-বাই); গলগণ্ড (Goitre) (ক্যাল্‌ক্‌-কার্ব্ব্‌, আয়োড্‌, স্পঞ্জ্‌)।

পাকস্থলী এবং উদর। ক্ষুধা বা রুচি শূন্যতা (আলাম্‌, আর্স্‌, চায়না, কস্‌); টক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, কস্‌); একবারে অধিক পরিমাণ শীতল জল পানের ইচ্ছা (ব্রাই); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি গলা দিয়া উঠিয়া পড়ে (কস্‌); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে দুর্গন্ধ এবং বিস্বাদ; মুখ দিয়া জল উঠা (Water-brash) (আর্স্‌, নাক্স্‌-বম্‌, কস্‌); উদগারে উক্ত টক স্বাদ বিশিষ্ট দূষিত বায়ু উঠা; কাঠবমি বা উকিউঠা; বুক জ্বালা এবং মুখ দিয়া জল উঠা এবং উহার সঙ্গে

সঙ্গে পাকস্থলীতে উত্তাপানুভব (আর্স্); বমনোদ্বেগ এবং বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার পূর্ণবোধ; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন (ইপিকাক্, নাক্স্-বম্, কস্); গাঢ় পিত্ত বমন (একন্, আর্স্, গ্রাটিওলা, আইরিস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকা (হামামেলিস্, ওপিয়াম্, নাক্স্-বম্, ষ্ট্রামন্); উষ্ণ, ফেণাযুক্ত শ্লেষ্মা বমন; উদরোর্দ্ধ প্রদেশের গভীরতম অংশে খালি বোধ। উদরে পূর্ণ বোধ এবং উদরের ডাইন পার্শ্বে টাটানি; স্ফীত স্থানে বেদনা এবং পূর্ণবোধ (একন্, বার্বেরিস্, ইউপেট্-পার্ফ্); শেষ রাত্রি ৩টার সময় সরলান্ত্রের মধ্যে গড়্গড়্, কল্‌কল শব্দ হওয়া এবং তৎপর উদরাময়; অন্ত্রের মধ্যে খিলধরার ন্যায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদর প্রদেশস্থ পেশী কোঁচ্কাইয়া যায় (আলোজ্, চেলিডন্, প্লাম্বাম্); রাত্রি ১০টার সময় এবং প্রাতঃকালে ৫ টার সময় অন্ত্রের মধ্যে খিলধরা (চেলিডন্); অন্ত্রের মধ্যে উত্তাপানুভব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মলত্যাগের ইচ্ছা; যকৃতের পুরাতন প্রদাহ; অনিবার্য্য কোষ্ঠ বদ্ধ; কামলরোগ; পিত্তশিলার (Gall-stones) সঙ্গে সঙ্গে কামল রোগ; পাকস্থলী হইতে যকৃতের পিত্তাধার প্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বমনোদ্বেগ; কামল রোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যকৃতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; যকৃত প্রদেশে পূর্ণবোধ, টাটানি এবং বেদনা; পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়।

মল এবং মলদ্বার। অর্শরোগ (আর্স্, নাক্স্-বম্, সাল্ফ্); গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়া (*Prolapsus ani*) (আর্স্); মলত্যাগের সময়, অথবা সামান্য নড়া চড়াতে গুহ্য দ্বার বাহির হইয়া পড়া (ইগ্নেস্); মলত্যাগের পর মূর্চ্ছার ভাব এবং উদরে খালিবোধ; অতি প্রত্যূষে উদরাময় (আলোজ্, মুক্কর, ক্রামন্ন্, সাল্ফ্); মল সবুজবর্ণ, টকগন্ধযুক্ত (হিপ্-সাল্ফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে অতিরিক্ত পরিমাণ দূষিত বায়ুর সঞ্চার (আলোজ্, লাইকোপ্, কলোস্); অতিরিক্ত আহার বা পানের পর উদরাময় (কলোস্); পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময় (সিমিসিফ্, আণ্টিক্রুড্, নাক্স্-বম্, নেট্রাম্-আর্স্); মল স্বাভাবিক, কিন্তু দিনের বেলা বারম্বার মলত্যাগ এবং তজ্জন্য অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; বারম্বার বেদনা বা কষ্টহীন (মুক্কর), জলবৎ তরল (চায়না), দুর্গন্ধযুক্ত তরল মল যাহা অতি বেগে নির্গত

হয় (আর্স্); হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরল ভেদ; রাঁধা শাগুর স্থায় তলানি বিশিষ্ট তরল ভেদ; সবুজ, টকগন্ধযুক্ত, জলবৎ তরল ভেদ; হরিদ্রাবর্ণের উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট তরল ভেদ (আর্ণিকা, চায়না); মল শ্লেষ্মা মিশ্রিত এবং দুর্গন্ধযুক্ত; মল রক্তের ছিট যুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোঁথ পাড়া; কেবল প্রাতঃকালে কাল্‌চে মল ভেদ; মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট কামড়াণী বা শূল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য দ্বারে জ্বালা ও বেদনা; মল কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট অথবা চা খড়ি গোলার স্থায় (বেল্, ক্যাল্ক-কার্ব্ব্, হিপ্-সালফ্, সিলিকা); পুরাতন আকারের উদরাময়, প্রাতঃকালে যাহার বৃদ্ধি হয় (ক্যালী-বাই, নেট্রাম্-সাল্‌ফ্, ফস্, সাল্‌ফ্); প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ এবং স্রোতের স্থায় প্রবল বেগে গুহ্য দ্বার দিয়া মল নির্গত হওয়া (র‍্যাটে্‌ফা, থুজা); শিশুগণের বারম্বার চাখড়ি গোলার স্থায় দুর্গন্ধযুক্ত তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাটবমি, উকিউঠা এবং প্রবল পিপাসা (ক্যাল্‌ক্-কার্ব্ব্); গোঁদ গোলার স্থায় মলভেদ (আলোজ্, কল্‌চ্, হেলিবোরাস্); মলত্যাগের সময় এবং উহার পর গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়া; আহার বা পানের পর উদরাময়ের বৃদ্ধি।

মূত্রযন্ত্র। রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক মূত্রত্যাগ; রাত্রিতে বারম্বার মূত্রত্যাগ (কষ্ট্, পাল্‌স্); মূত্রাবরোধ (একন্, বেল, পাল্‌স্)।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়। যুবতী বালিকাগণের রজঃরোধ (পাল্‌স্); ডিম্বকোষ প্রদেশে বেদনা, ডাইন ডিম্বকোষ প্রদেশেই যাহা অধিক অনুভূত হয় (বেল); জরায়ুতে বেদনা; মল ত্যাগের সময় মনে হয় যেন জরায়ু ইত্যাদি যোনিদ্বার দিয়া সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইবে; জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া (Prolapsus Uteri) এবং তজ্জন্য জরায়ু যেন নিম্নদিকে নামিতেছে এরূপ টন্ টন্ করা বা বেদনা (কোনায়াম্, সিপিয়া); শ্বেতপ্রদর এবং তজ্জন্য যোনি দ্বার দিয়া গাঢ়, স্বচ্ছ শ্লেষ্মা নির্গমন (আলাম্) এবং কোষ্ঠ বদ্ধ; বাম ডিম্বকোষ প্রদেশে কন্ কন্ করা এবং উহাতে অবশবোধ।

নিদ্রা। সর্ব্বদা নিদ্রার ভাব বা নিদ্রার ইচ্ছা, পূর্ব্বাহ্নেই যাহা অধিক অনুভূত হয় (আর্ণিকা); ঝিমান বা অর্দ্ধ নিদ্রা এবং চক্ষু অর্দ্ধ খোলা

রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কোঁথানি বা কোঁকানি এবং গোঁঙ্গড়ানি, বিশেষতঃ শিশুগণের ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করে না ; অস্থির নিদ্রা, প্রধানতঃ প্রথম রাত্রে (কম্)।

ব্যবহার। পিত্তাধিক্য জনিত রোগ ; যকৃতের সকল প্রকারের অসুখ ; যকৃতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; যকৃতের তরুণ এবং পুরাতন আকারের প্রদাহ ; পিত্তশিলা (Gall-stones) ; কামলরোগ ; উদরাময় ; শিশুগণের দাঁতউঠা, বিশেষতঃ শিশুগণের প্রথম দাঁত উঠার সময় ; গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়া (Prolapsus ani) ; সীসা জনিত বা চিত্রকরের শূল বেদনা (Lead or painter's colic) ; কোষ্ঠবদ্ধ ; অর্শরোগ ; পিত্তজ্বর ; অজীর্ণ রোগ ; পাকস্থলী প্রদাহ ; মুখদিয়া লাল পড়া ; পারার (Mercury) অপব্যবহার জনিত অসুখ ; মস্তিষ্কের শোথ জনিত অসুখ ; যুবতী বালিকাগণের রজঃরোধ ; শ্বেতপ্রদর ; স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ ইত্যাদি অসুখে পডোফিলাম্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। পেটে বেদনাহীন দাঁতউঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের ডিম, পায়ের পাতা এবং উরুদেশে প্রবল খিল ধরা ; প্রাতঃকালে অসুখের (প্রধানতঃ পেটের অসুখের) বৃদ্ধি ; শেষ রাত্রি ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অসুখের বৃদ্ধি ; শরীরের কোন কোন স্থানে হঠাৎ ধাক্কা বা ঝাকি লাগার ন্যায় বেদনা বা যাতনা ; ডাইন স্কন্ধাস্থির নিম্ন প্রদেশে বেদনা (এপিস্) ; প্রাতঃকালে দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা ; পিত্তাধিক্য ধাতু ; প্রধানতঃ পারার অপব্যবহারের পর ইত্যাদি পডোফিলামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। পডোফিলামের সাধারণ কার্য্যের সঙ্গে কল্চিকাম্, আইরিস্, লেপ্টেণ্ড্রা এবং মার্কিউরিয়াসের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রাতঃকালীয় উদরাময়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে এপিস্, সুফর, রুমেক্সের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আলোজ, ব্রাইওনিয়া, চেলিডোনিয়াম্, হেলিবোরাস্, নাইট্রিক্ আসিড, নাক্স-বমিকা, পাল্সেটিলা, সালফার এবং ভিরেট্রাম্ আল্বামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ল্যাক্টিক্ আসিড্, নাক্স্ বমিকা।

ডাইলুশন বিচার। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল আরোক ও, ১ ফোঁটা মাত্রায়, ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধে, যাহাতে মল ত্যাগের সময় গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়ে, এই ঔষধের মূল আরোক ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় এরূপ অনেক রোগীর চিকিৎসায় লেখক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

সিকেল্ কর্ণুটাম্,-(আর্গট্),-সিকেল্

(Secale Cornutum,—Ergot,—Sec. Corn.)

কাঁচা আর্গট্ সংগ্রহ করিয়া উহা যথা নিয়মে প্রূফ্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে আক্ষেপ এবং গ্যাংগ্রিণ্ (Gangrene) হয়। স্নায়ু বিষাক্ত হইয়া আক্ষেপ হয় এবং রক্ত দূষিত হইয়া গ্যাংগ্রিণ্ হয়। ইহা মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার রক্তাল্পতা উৎপাদন করিয়া আক্ষেপ উৎপাদন করে। স্ত্রীলোকের জরায়ুর উপরও ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল। আঁশশূন্য পেশীর উপরও ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ জরায়ুতে আক্ষেপ বা সঙ্কোচনের উদ্রেক হইয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট বা গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। গর্ভস্রাব নিবারণার্থে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় সিকেল্ কর্ণুটাম্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব গর্ভাবস্থায় কোন রোগ চিকিৎসায় সিকেল্ কর্ণুটাম্ ব্যবস্থা করিতে হইলে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। নতুবা গর্ভস্রাব হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এই ঔষধের বিশেষ কার্য্যের বিবরণ নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক লক্ষণ গুলিতেই বিস্তৃত রূপে লিখিত হইল।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থা এবং নিস্তব্ধভাব বা অবসন্নতা (বেল্, ওপিয়াম্); সমুদয় ইন্দ্রিয়ের চেতনার হ্রাস; মৃদু বা উগ্র প্রলাপ (বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং মৃত্যুভয় (একন্, আর্স্)।

মস্তক। অবসন্নতা; মাথা ঘোরা; মাথার ভারিবোধ এবং তৎপর মাথার টন্‌টনানি।

চক্ষু। চক্ষু বসিয়া যায়; চক্ষু নীলবর্ণের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত (ফস্, চায়না, ক্যালী-আয়োড্, সাল্ফ্); চক্ষু পাগলের ন্যায় কট্‌মটে দৃষ্টি এবং স্থির ভাব বিশিষ্ট (ক্যাম্ফ্, বেল্, হায়োস্); চক্ষে অন্ধকার দেখা; চক্ষুঃ তারা সাধারণতঃ বিস্তৃত (বেল্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্)।

কর্ণ। কানে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনা (ক্যাল্‌ক্-কার্ব্, মার্ক্, ফস্-অ্যাস্, সাল্ফ্); ওলাউঠার পর কানে কম শুনা।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা, বসিয়া যায়, উদ্বেগযুক্ত এবং মৃতবৎ (আর্স্, ক্যাম্ফার, বিরেট্ অ্যাল্ব্)।

মুখগহ্বর। জিহ্বা হয় পরিষ্কার, নতুবা সাদা লেপযুক্ত (আণ্টি-ক্রুড, ব্রাই, নাক্স-বম্, পালস্); মুখ অত্যন্ত দুর্গন্ধ (আর্নিকা, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্, ক্যালী-আয়োড্); জিহ্বার পক্ষাঘাত হইলে যেরূপ হয়, সেরূপ কাঁপাইয়া মৃদুস্বরে এবং অস্পষ্টভাবে কথা বলা (কষ্ট্, জেল্‌স্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্)।

গলার মধ্য। গলার মধ্য শুষ্ক (এপিস্, আর্স্, নাক্স-মস্ক্)।

পাকস্থলী এবং উদর। দুষ্ট ক্ষুধা (ব্রাই, ফেরাম্, সিনা, লাইকোপ্), অনিবার্য্য প্রবল পিপাসা (একন্, আর্স্, ব্রাই, রাস্-টক্স্, সাল্ফ্); বমনোদ্বেগ এবং বমনের ইচ্ছা (আণ্টি-টার্ট্, ইপিকাক); পিত্তযুক্ত পদার্থ বমন (ব্রাই, নাক্স-বম্, আইরিস্, পডোফ্); শ্লেষ্মা বমন; কাল্‌চে কটাবর্ণের ভাজা কাফি গুঁড়ার ন্যায় তরল পদার্থ বমন (কোনায়াম্); পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠা বা রক্ত বমন (হামামেলিস্, ফস্); পাকস্থলীতে অত্যন্ত আঁটা বোধ ও উদ্বেগ বা যাতনা এবং পাকস্থলী স্পর্শ করিলে অত্যন্ত

বেদনাযুক্ত হয়; কোন একটী ভারি বস্তু লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ চাপা বোধ (একন্, আর্স, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্স্); পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ (আর্স, ক্যাম্ফ, আইরিস্, সাঙ্গুনেরিয়া)। উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত (আর্নিকা, চায়না, কুপ্); যকৃতের বিবৃদ্ধি, প্রদাহ এবং উহা পচিয়া যাওয়া; অত্যন্ত কষ্টদায়ক শূল বেদনা এবং তজ্জন্য আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সন্স্ (Convulsions); টন্ টন্ করিয়া নিম্নদিকে সজোরে ঠেলিয়া নামিলে যেরূপ হয়, তলপেটে অনবরত সেরূপ যাতনা; উদর এবং পৃষ্ঠদেশে ঠাণ্ডা বোধ; তলপেটে বেদনা।

মল এবং মলদ্বার। গুহ্য এবং গুহ্য দ্বারের পক্ষাঘাত; উদরাময়; বারম্বার কটাবর্ণের চট্‌চটিয়া তরল মল ভেদ; কাল্‌চে মল ভেদ (আর্স); অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল ভেদ (আর্স, আসাফিটিডা); হরিদ্রার আভাযুক্ত সবুজ বর্ণের তরল ভেদ; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক তরল ভেদ (আর্নিকা, আর্স, হায়োস্); অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক তরল ভেদ (চায়না, ফস্); সাংঘাতিক আকারের ওলাউঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পতনাবস্থার লক্ষণ, মুখমণ্ডল বসিয়া যাওয়া, বিকৃত হওয়া, যাহাতে ওষ্ঠই অধিক বিকৃত হয়; রক্তভেদ (হামামেলিস্, ওপিয়াম্); কোষ্ঠবদ্ধ (আলাম্, ব্রাই, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, ফস্, প্লম্বম্, সাল্ফ)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রাধারের পক্ষাঘাত (বেল, কষ্ট, কোনায়াম্, হায়োস্); মূত্রাবরোধ (বেল, ওপিয়াম্, ষ্ট্রামন্); মূত্র ফিকা এবং জলবৎ (নেট্রাম্-মিউর, ফস্-অ্যাস্, ষ্ট্যাফিস্)।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়। অনেক দিন ব্যাপিয়া প্রচুর রক্তঃস্রাব (অ্যমন-কার্ব্ব, আর্স, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ক্যালী-কার্ব্ব, নাক্স-বম্); জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, সামান্য নড়াচড়াতেই যাহার বৃদ্ধি হয় (ইরিজারণ, স্যাবাইনা); রক্ত কাল্‌চে, অম্ল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; কোন বস্তু সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইলে যেরূপ হয়, জরায়ুতে সেরূপ বেদনা বা যাতনা (কলোফিলাম্); জরায়ু এবং ডাইন ডিম্বকোষে রক্তাবরোধ এবং স্পর্শনেও উহাতে বেদনা; গর্ভস্রাব হওয়ার উপক্রম হওয়া, বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে (স্যাবাইনা); গর্ভস্রাবের পর জরায়ু সঙ্কুচিত হয় না (কলোফিলাম্), জরায়ু হইতে কাল্‌চে, দুর্গন্ধযুক্ত